Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রউফুর রহীম

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

ড. 'আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

sean
PUBLICATION

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Seon
PUBLICATION

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

sean
PUBLICATION

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু

রউফুর-রহীম

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুবাদ	ফখরুল ইসলাম
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
বানান ও ভাষারীতি	যাহিদ আহমাদ, মাকামে মাহমুদ
পৃষ্ঠাসজ্জা	মাসুদ শরীফ, শেখ নাসিম উদ্দিন
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রউফুর রহীম

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

(৩য় খণ্ড)

ড. 'আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ
হাসান শুয়াইব

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

sean
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ১৩

১৮ আহযাব যুদ্ধের ইতিবৃত্ত

এক. যুদ্ধের সন নির্ণয় ১৯

দুই. আহযাব যুদ্ধের কারণ ২০

তিন. মুসলিমদের বহুজাতিক বাহিনী পর্যবেক্ষণ ২২

চার. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নবিজির গুরুত্ব ২৪

কঠিনতম পরীক্ষার মুখোমুখি মুসলিম বাহিনী ২৮

অবশেষে মহান আল্লাহর সাহায্য ও কুরআনে আহযাব যুদ্ধের বর্ণনা ৩৯

কিছু পর্যালোচনা ও শিক্ষণীয় দিক ৪৯

আহযাব যুদ্ধ ও হুদাইবিয়া মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ৭৫

আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাব বিনতে জাহাশের বিবাহ বন্ধন ৭৫

এক. নাম ও বংশধারা ৭৫

দুই. যাইদ ﷺ-এর সাথে যাইনাবের বিয়ে ৭৬

তিন. দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ ৭৮

চার. আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাবের বিয়েতে নিহিত হিকমাহ ৭৯

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৯১

ইসলামি সীমানা থেকে আগাছা পরিষ্কারের অভিযান ১১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১২৫ | হুদাইবিয়া সন্ধি: মহাবিজয়ের পদধ্বনি

এক. হুদাইবিয়া সন্ধির কারণ ও পটভূমি ১২৫
দুই. আল্লাহর রাসূলের উসফানে অবতরণ ১২৭
তিন. পথ পরিবর্তন ও হুদাইবিয়ায় অবতরণ ১২৯
চার. কাসওয়া বেঁকে বসেনি, ওর চরিত্রে এমন স্বভাবও নেই ১৩০
পাঁচ. আল্লাহর রাসূল ও কুরাইশের মাঝে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ১৩৩
ছয়. কুরাইশের কাছে আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি ১৪২
সাত. বাইআতুর রিদওয়ান ১৪৬

হুদাইবিয়া সন্ধির ঘটনাপ্রবাহ ১৫০
যে শিক্ষাগুলোয় ঋদ্ধ হলো উম্মাহ ১৭৪
এক. আকীদাহ বিষয়ক বিধানাবলি ১৭৫

১৮৯ | হুদাইবিয়া ও মাক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

এক. খাইবার যুদ্ধের কারণ ও সময় নির্ণয় ১৮৯
দুই. খাইবারের পথে মুসলিম বাহিনী ১৯১
তিন. ভেঙে ফেল দুর্গ-প্রাসাদ ১৯৪
চার. গ্রাম্য শহীদ, কৃষ্ণ রাখাল এবং জাহান্নামের যাত্রী যে বীর ১৯৭
পাঁচ. হাবাশা থেকে জা'ফার ইবনু আবি তালিব ও সাথিদের প্রত্যাবর্তন ২০০
ছয়. গানীমাত বণ্টন ২০২
সাত. সাফিয়্যাহ ﵂-এর সাথে আল্লাহর রাসূলের বিয়ে ২০৫
আট. দুষ্কর্মী ইয়াহুদিদের সাথে কথোপকথন, একটি ভুনা বকরি ২০৯
নয়. মাক্কা থেকে হাজ্জাজ বিন আলাত সালামির সমূহ সম্পদ নিয়ে আসা ২১১
দশ. খাইবার অভিযান সংশ্লিষ্ট ফিকহি বিধিবিধান ২১৪
রাজাবাদশাদের কাছে চিঠি প্রেরণ ২১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উমরাতুল কাযা ২৩০
মূতায় অভিযান (৮ম হিজরি সন) ২৫৯
এক. কারণ ও ইতিহাস ২৫০
হুদাইবিয়া সন্ধির পরের কথা ২৫০
সিরিয়ার খ্রিস্টানরাও বসে থাকেনি ২৫০
বাজে যুদ্ধের দামামা ২৫১
দুই. মুসলিম বাহিনীর মাআনে অবতরণ, তিন সেনাপতির বীরত্বগাথা ও শাহাদাতবরণ ২৫৪
তিন.খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে সেনাপতি নির্বাচন ২৫৬
চার. আল্লাহর রাসূলের মু'জিযা ২৫৮
যা কিছু শিক্ষণীয় ২৫৯
জা'ফার পরিবারের প্রতি নবিজির সম্মান প্রদর্শন ২৬০
পাঁচ.নেতৃত্বের গভীরতা ২৬২
ছয়. সেনাপতির সম্মানে আল্লাহর রাসূল ﷺ ২৬৩
আল্লাহ এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় দানের পরের কথা ২৬৪
সাত. ঈমানের প্রতিযোগিতা, জিহাদে এর প্রভাব ২৬৬
যা-তুস সালাসিল অভিযান ২৬৭

২৭৫ ঐতিহাসিক মাক্কা বিজয়

এক. যে কারণে মাক্কা অভিযান ২৭৫
দুই. অভিযানের প্রস্তুতি ২৭৯
তিন. মাক্কা অভিযাত্রার ঘটনাপ্রবাহ ২৮৩
চূড়ান্ত মাক্কা বিজয়ে নবিজির গৃহীত পরিকল্পনা ২৯১
এক. বিশিষ্ট সাহাবিদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্টন ২৯১
দুই. বিজয়ী বেশে, বিনম্রচিত্তে মক্কা প্রবেশ ২৯৫
তিন. সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা ২৯৯
চার. বনু জুযাইমায় খালিদ ইবনু ওয়ালিদ رضي الله عنه ৩০৩
পাঁচ. প্রতিমালয় ধ্বংসে অভিযান ৩০৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩২৯ | হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ

কারণ ও ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ ৩২৯

এক. হুনাইন যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ৩৩০

মানুষের সাথে আল্লাহর রাসূলের আচরণবিধি ৩৪১

হুনাইন ও তাবুক মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ৩৬৫

৩৭৫ | সংকটময় যুদ্ধ

তাবুক অভিযান ৩৭৫

অভিযানের সময়, নামকরণ ও কারণ ৩৭৫

পথের ঘটনাপ্রবাহ, তাবুকে অবতরণ ৩৯১

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন, মাসজিদে যিরার ও মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা ৪০৯

অভিযানে অনুপস্থিত তিন সাহাবির গল্প ৪২৪

তাবুকের ঘটনা প্রবাহ থেকে যা কিছু শিক্ষণীয় ৪৪০

তাবুক অভিযান ও বিদায় হাজ্জের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ৪৪৬

বিদায় হাজ্জ, দশম হিজরি ৪৭৮

এক. যেভাবে সূচনা হলো বিদায় হাজ্জের ৪৭৯

নবিজির মৃত্যুব্যাধি, অতঃপর মহামহিম বন্ধুর সান্নিধ্যে ৪৯৬

দুই. আল্লাহর রাসূলের মরণব্যাধি ৫০২

তিন. শেষ দিনগুলোতে আল্লাহর রাসূলের বিদায়ী উপদেশ ৫০৪

চার. মুসলিমদের নিয়ে আবু বাকর সিদ্দীকের সালাত আদায় ৫০৬

পাঁচ. নববি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ৫০৭

৫১৭ | সমাপ্তি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পাদকের কথা

৯ আমার এক বন্ধুর বাবা, যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা। ভদ্রলোক সব সময় টুপি পরে থাকেন, দাড়িও রেখেছেন; নামাজ-কালাম পড়েন, দান-সাদাকাও করেন বেশ। দেশে এলে মাঝেসাঝেই আমার সাথে নানান বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। একদিন আলোচনার একপর্যায়ে তার মনের গভীরে প্রোথিত কিছু বিষয় বেরিয়ে আসে। বিষয়টি হলো, মাদীনার ইহুদি গোত্র বানু কুরাইযাকে নবি মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রদান। এটা নিয়ে তার প্রবল আপত্তি। আপত্তির হাড়ি যখন ভাঙল, আরও অনেক কিছু বেরিয়ে এলো। এই যেমন মা-বাবার চেয়েও কেন নবিজিকে বেশি ভালোবাসতে হবে; পালক ছেলের বৌকে বিয়ে ইত্যাদি।

এমন রোগে আক্রান্ত অনেক রুগীর সাথে আমার এই জীবনে অনেকবার কথা হয়েছে। তাই আমার বুঝতে বাকি ছিল না এর গোড়া কোথায়, আর কোথায়ই বা শেষ। আমি তাকে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে। তবে তিনি স্পষ্ট হয়েছেন কি না তা নিয়ে আমার শক্ত সন্দেহ রয়ে গেছে। একটু সংশয়াপন্ন অবস্থা দেখা গেলেও দৃশ্যত তিনি তার মত পরিত্যাগ করেননি। কী আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? দাড়ি-টুপি, সালাত-সিয়াম, দান-সাদাকা সবই আছে, অথচ ঈমানটাই নেই।

হাজ্জের সফরে ছিলাম। একদিন আসরের পর মাত্বাফে বসে একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছি আল্লাহর ঘরের দিকে। পাশ থেকে এক ভদ্রলোকের সালামে সম্বিত ফিরে এল। জানলাম, তিনিও বাংলাদেশি; এটা তার দ্বিতীয় হাজ্জ। এক কথা দু কথায় আমাদের আলাপ জমে উঠল। একপর্যায়ে হাজ্জ আর বাইতুল্লাহ নিয়ে তার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা নানা সংশয় বাইরে বেরিয়ে পড়তে লাগল। আমি যখন কিছুটা পাল্টা যুক্তি দিলাম, অকপটে তিনি বলেই ফেললেনে, 'আমি একটা ঘরকে ঘিরে এভাবে প্রদক্ষিণ করার সাথে মূর্তিপূজার তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না।' শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। ভাবল হাজী সাহেব। কিন্তু ঈমান নেই।

৯ একটি হাদিসের এমন ভাষ্য আমরা এমনটা শুনেছি যে, একজন মানুষ জান্নাতের পথে চলতে থাকবে। চলতে চলতে তার আর জান্নাতের মাঝে সামান্য ব্যবধান থাকবে। তখন সে এমন কাজ করবে যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। হাদিসে এ ধরনের বক্তব্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুনে কারও কারও মেনে নিতে কষ্ট হয়; ভাবে, এটা কেমন কথা! কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কথা তো আর ভুল হতে পারে না।

আমরা নিজেদেরকে ঈমানদার দাবি করতে ভালোবাসি। কিন্তু আমাদের কারও অন্তরে এমন কোনো সন্দেহ-সংশয় রয়ে গিয়েছে কি না তা বলা যায় না। কিংবা যে-বিষয়গুলোকে ঈমানের জন্য পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলো আমরা হয়তো ঠিকমতো জানিই না। আর সে-কারণে কুফরি মনের কোণে ঘাপটি মেরে আছে কি না তাও হয়তো আমরা টের পাই না। কিন্তু যদি থেকেই থাকে, মৃত্যুর পূর্বের সেই কঠিন সময়ে তা নিশ্চিত বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

ﷺ নবিজিকে মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ, ঘর-বাড়ি—সবকিছু থেকে, এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে—এটা ঈমানের শর্ত; এটা ছাড়া ঈমান যে গ্রহণযোগ্যই নয়, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কতজন সত্যিকারভাবে নবিজিকে সবার চেয়ে, সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পেরেছি তা কেউ না জানলেও আল্লাহ ঠিকমতোই জানেন।

আল্লাহর ভালোবাসা উপলব্ধি করা আর রাসূলের ভালোবাসা উপলব্ধি করার মধ্যে কিছুটা তফাত আছে। কারণ, মানুষ যে-দিকে চোখ ফেরায় আল্লাহর কুদরত নিজ চোখে দেখতে পায়। তাই আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা দেওয়ার যৌক্তিকতা সহজেই খুঁজে পায়। কিন্তু ১৪ শ বছর পূর্বে আগত একজন মানুষকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসার যৌক্তিকতা এত সহজে উপলব্ধি করা যায় না।

এই যৌক্তিকতা কেবল তখনই উপলব্ধি করা যাবে যখন আমরা জানব—আমাদের জন্য নবি মুহাম্মাদ (সা.) কী অবদান রেখেছেন, কী কষ্ট করেছেন, কী ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন।

ইতিহাসের পাতা চিরে চিরে এই গ্রন্থটি সেই চিত্রই তুলে ধরবে আমাদের সামনে।

ﷺ নবিজির জীবনীগ্রন্থ আন্তরিক অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসার সূত্রপাত হবে। যত বিস্তারিত জানব, ভালোবাসার অনুভূতি তত গভীরতা লাভ করবে।

এরপর সেই ভালোবাসাকে জীবনের অন্য সবকিছুর ওপরে স্থান দেওয়ার জন্য আমাদেরকেও ভালোবাসার দাবি পূরণ করতে হবে। কেবল জানার মাধ্যমে এ দাবি পূরণ হবে না। এ ভালোবাসাকে জীবনে সবকিছুর ওপর স্থান দিতে হলে আমাদেরকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অন্যান্য ভালোবাসা যেমন ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিখাদ ও গভীর হয়, তেমনি নবিজির ভালোবাসাকে সবকিছুর ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হলেও ত্যাগের বিকল্প নেই। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সেই নবির আনীত দীনের জন্য, তাঁর প্রাণপ্রিয় উম্মাতের জন্য।

আমরা যখন সেই নবির আনীত দীনের ঝান্ডা সমুন্নত রাখার জন্য অবদান রাখব, দীনের জন্য জান-মালের কুরবানি করব, ব্যক্তিগত-পারিবারিক, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে তাঁর আনীত দীনের বাস্তবায়ন করব; যে উম্মাতের কল্যাণ সাধনে নবিজি তাঁর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোটা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, সেই উম্মাতের নিরাপত্তা রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সাধ্যমতো ভূমিকা রাখব; দৈনন্দিন যাপিত জীবনে তাঁর আদর্শের চর্চা করব, তখনই তাঁর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে স্থায়ী শেকড় গাড়বে, অন্য সকল ভালোবাসার ওপর স্থান লাভ করবে: ঠিক যেভাবে প্রতিনিয়ত আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালোবাসা ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের হৃদয়ে ভালোবাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়।

❀ মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে বেশ কিছু নামে উল্লেখ করেছেন। নবিজি তাঁর উম্মাতের প্রতি যে দরদ ও মায়া-মমতা দেখিয়েছেন, তার সবচেয়ে অধিক প্রতিফলন ঘটেছে দুটো নামের মধ্যে— 'রউফ' ও 'রহীম'। এ নাম দুটি আল্লাহর আসমাউল হুসনা'র অন্তর্ভুক্ত। শুরুতে 'আলিফ লাম' যুক্ত করলে কেবল আল্লাহর শানেই ব্যবহার্য। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ নামে উল্লেখ করা দ্বারা বোঝা যায়, এই উম্মাতের প্রতি মহান স্রষ্টার পর তাঁর নবির দরদ ও অবদানই সবচেয়ে বেশি। তাই আমরা তাঁর সীরাত গ্রন্থটিকে 'রউফুর রহীম' নামে নামকরণ করেছি।

আল্লাহ এই বইয়ের লেখক, পাঠক ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহর রাসূলের জন্য সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিবেদনের তাওফিক দিয়ে ধন্য করুন।

❀ ড. সাল্লাবির লিখনীর সাথে যখন থেকে আমার পরিচয় তখনও 'সিয়ান'-এর জন্ম হয়নি। সেই ২০০৭/৮ সালের কথা। তন্ময় হয়ে আরব এক শাইখের একটি লেকচার সিরিজ শুনতাম। যতক্ষণ শুনতাম মনে হতো যেন টাইম মেশিন রিওয়াইন্ড করে চৌদ্দশ বছর আগে ফিরে গিয়েছি। যেন হাঁটছি মাক্কা-মাদীনার অলিগলিতে। ঘুরে ফিরছি বাদ্‌র আর উহুদের প্রান্তরে।

এই লেকচার সিরিজে প্রায় প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশগুলো তুলে ধরার সময় যাদের নাম অবধারিতভাবে এসে যেত, তাদের অন্যতম হলেন ড. সাল্লাবি। যতদূর জানি, সে-সময়ে তার বইগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বক্তা আরব হওয়ায় তিনি সাল্লাবির রচনার সাথে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। বক্তা ও বক্তৃতার প্রতি ভালোবাসার সাথে সাথে অবচেতন মনে এই লেখকের লিখনির প্রতিও তৈরি হয়ে যায় গভীর এক ভালোবাসা।

'সিয়ান' শুরু করার পর যখনই ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার প্রসঙ্গ সামনে এসেছে, আমার প্রথম পছন্দ ছিলেন ড. সাল্লাবি। পরামর্শ-সভায় উত্থাপন, আলোচনা এবং নানা দিক খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমরা ড. সাল্লাবির ইতিহাস সিরিজ নিয়েই কাজ করব।

'সিয়ান'-এর তৎকালীন অন্যতম দায়িত্বশীল শরিফ আবু হায়াত অপু ভাইয়ের ওপর দায়িত্ব পড়ে যোগাযোগ স্থাপনের। তিনি মূল আরবি প্রকাশক লেবাননের দার আল মা'রিফার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন এবং প্রকাশক ও লেখক উভয়ের পক্ষ থেকে বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার লিখিত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর আমরা রাসূলুল্লাহর সীরাত নিয়ে কাজ শুরু করি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অনুবাদক জনাব ফখরুল ইসলাম ভাই পূর্ণকালীন আরবি অনুবাদক হিসেবে সাল্লাবি প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। আরও কয়েকজনকে খণ্ডকালীন কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু তখন আকস্মাৎ সিয়ানের ওপর এমন এক ঝড় আসে যে, ঠিকমতো কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর আগেই প্রচণ্ড এ ঝড়ে অনেক কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

ঝড় থামার পর যখন আবার কাজ শুরু করলাম, তখন আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে কিছুটা পরিবর্তন এনে সীরাতুর-রাসূলের অনুবাদ প্রকাশের পূর্বেই খুলাফা' আর-রাশিদুন পর্বটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এর পেছনে যৌক্তিকতা ছিল, ঠিক এই মানের না হলেও সীরাতুর-রাসূলের ওপর বেশ কিছু ভালো বই বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যেই রয়েছে এবং তা পাঠকের প্রয়োজন অনেকটা পূরণ করছে। কিন্তু খুলাফা' আর-রাশিদুনের ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় এক নামে রেফার করার মতো ভালো কোনো কাজই নেই। এই জায়গাটিতে বড় একটি শূন্যতা তৈরি হয়ে আছে। তাই আমরা সেটা আগে পূরণ করে এরপর সীরাতুর-রাসূল প্রকাশ করব। ইতিমধ্যে অন্যান্য কিছু প্রকাশনীও সাল্লাবির বইগুলো নিয়ে কাজ শুরু করায় আমাদের সেই চিন্তাটির আর তেমন বাস্তবতা রইল না। তাই আমরা আবার সীরাতুর-রাসূল এবং খুলাফা' আর-রাশিদুন যুগপৎ প্রকাশ করার সিদ্ধান্তে ফিরে আসি।

ﷺ ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞ। বিশাল এই কাজে রয়েছে অনেকের অবদান। পর্দার পেছনেও এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছেন অনেকে। সিয়ান টিমের প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বইগুলোর উৎকর্ষ বাড়াতে তাদের কারও অবদানই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ তাদের সবার কষ্টটুকু কবুল করে নিন, উত্তম বিনিময় দিন।

মহান আল্লাহর সৃষ্টিই যে একমাত্র নিখুঁত—মানুষের প্রতিটি কাজই তার সাক্ষ্য বহন করে চলে। শতভাগ চেষ্টার পরও মানুষের কোনো কাজই নির্ভুল ও নিখুঁত নয়; ভুল থাকবে, আরও উন্নত করার সুযোগ থাকবে সবসময়ই। আমাদের এ কাজটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি।

আপনি পাঠক হিসেবে কোনো ভুল বা অসংগতি আপনার দৃষ্টিগোচর হলে ইমেল অথবা ফোনে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি।

গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পথে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও হোন আমাদের অংশীদার।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
প্রধান সম্পাদক
সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
মার্চ ৩০, ২০১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১১

আহযাব যুদ্ধের ইতিবৃত্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহযাব যুদ্ধের ইতিবৃত্ত

এক. যুদ্ধের সন নির্ণয়

সীরাত ও যুদ্ধ বিষয়ক ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে।[১] ওয়াকিদি বলেন, ৫ম হিজরির জিলকদ মাসের ৮ম দিনে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২] ইবনু সাআদ বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের দুআ কবুল করে মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন ৫ম হিজরির জিলকদ মাসের চতুর্থ দিনে।[৩] তবে যুহরি, মালিক ইবনু আনাস, মূসা ইবনু উকবা থেকে বর্ণিত, আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ হিজরি সনে।[৪]

উলামায়ে কেরামের অনেকে মনে করেন, যারা বলে চতুর্থ হিজরিতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তারা হিজরাতের সন গণনা করে থাকেন মুহাররম মাস থেকে। রবিউল আউয়াল থেকে জিলহাজ্জ পর্যন্ত এই মাসগুলোকে তারা গণনার বাইরে রাখেন। কিন্তু জমহুর গবেষক উলামায়ে কেরাম মুহাররাম মাস থেকে হিজরাতের সন গণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৫]

এদিকে ইবনু হাযাম যাহিরি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, আহযাব যুদ্ধ চতুর্থ হিজরিতেই সংঘটিত হয়েছিল। কারণ, ইবনু 'উমার ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাসূল তাকে তৃতীয় হিজরির উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখন তার বয়স ছিল

---

[১] আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৪৩

[২] মাগাযি, ২/৪৪০ সনদহীন

[৩] আত-তাবাকাত, ২/ ৬৫,৭৩ মুত্তাসিল সনদে।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪/ ১০৫

[৫] প্রথম সূত্র পৃ. ৪৪৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চৌদ্দ বছর। আর পনেরো বছর বয়সে তিনি আহযাব যুদ্ধে শরিক হয়েছেন। বোঝা গেল, এক বছর পর চতুর্থ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল আহযাব যুদ্ধ।[৬]

কিন্তু বাইহাকি, ইবনু হাজার আসকালানি[৭] ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইবনু 'উমারের এই কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'উহুদের দিন ইবনু 'উমার ছিলেন ১৪ বছরের শুরুতে, আর আহযাব যুদ্ধের সময় তিনি পৌঁছেছিলেন ১৫ বছরের শেষ সীমায়। মাঝখানে দুই বছর গত হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মতটাই ব্যক্ত করেছেন।[৮] আমার কাছে জমহুরের এই মতটাই প্রাধান্যযোগ্য। ইবনুল কাইয়িম ﵀ এই মতটাকে সমর্থন করে বলেন—বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কেননা এ ব্যাপারে মতভেদ নেই যে, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে। এরপর মুশরিকরা পরের বছর যুদ্ধের অঙ্গীকার করে; কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণে সে বছর তারা অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি। ফলে আরেক বছর পর ৫ম হিজরি সনে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে তারা যুদ্ধের জন্য মাদীনার উদ্দেশে ধেয়ে আসে।[৯]

দুই. আহযাব যুদ্ধের কারণ:

বনু নাজীরের ইয়াহূদিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মনে হিংসা আর ক্ষোভ নিয়েই মাদীনা থেকে বের হয়ে খাইবারে আশ্রয় নেয়। ফলে খাইবারে অন্যান্য ইয়াহূদিদের সাথে মিশে একটু স্থিতিশীল হতেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বোনা শুরু করে দেয়। তারা একমত হয়, আরবের বিভিন্ন গোত্রকে টোপ দেখিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। এ লক্ষ্যে তারা একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে। গঠিত এই দলটির সদস্য ছিল সালাম ইবনু আবিল হাকিক, হুয়াই ইবনু আখতাব, কিনানা ইবনুর রাবি, হাওজা ইবনু কাইস ওয়ায়িলি ও আবু আম্মার।[১০]

ইয়াহূদি প্রতিনিধিরা তাদের চক্রান্তে ব্যাপক সফলতা পায়। মুসলিমদের কারণে মাক্কার মুশরিকরা অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। ফলে সহজেই তারা এদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এমনইভাবে মাদীনায় লুটপাট চালাতে,

[৬] জাওয়ামিউস সিয়ার, পৃ. ১৮৫
[৭] ফাতহুল বারি, ৩/ ৩৯৬
[৮] ১ম সূত্রে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃ. ৪৪৪
[৯] যাদুল মাআদ, ২/ ২৮৮
[১০] ইবনু হিশামের সীরাহ, ৩/ ২৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানকার ধনসম্পদের লোভে গাতফান গোত্রও ইয়াহুদিদের সাথে হাত মেলায়। প্রলুব্ধকরণের অংশ হিসেবে মাক্কার মুশরিকদেরকে ইয়াহুদিরা এ-ও বলেছিল, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মাদের ধর্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।[১১] এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, তারা তাগুত ও প্রতিমায় বিশ্বাস রাখে, আর কাফিরদের উদ্দেশে বলে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিক হিদায়াতের অনুসারী। আল্লাহ এদেরকে লানত করেছেন, আর আল্লাহ যাকে লানত করেন, আপনি তার কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। (সূরা নিসা: ৫১-৫২)

এর প্রাসঙ্গিকতায় প্রফেসর ওফেনসন বলেন,

> ইয়াহুদিরা স্বপ্রণোদিত হয়েই একটা বিরাট অন্যায়ে প্রবৃত্ত হয়। মুশরিকদের সাথে আলোচনার সময় মূর্তিপূজার ধর্মকে তারা ইসলামের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়; অথচ ইসলাম শুনিয়েছে এক আল্লাহর ইবাদাতের মহান বাণী। মুসলিমদের মনে কষ্টের জায়গাটা ছিল এখানে যে, এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বে মুসলিম-ইয়াহুদিরা সমান বিশ্বাস লালন করে। তা হলে ওরা কীভাবে পারল পৌত্তলিক মূর্খতার ধর্মকে ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে![১২]

নিঃসন্দেহে নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে প্রশংসা শুনে কুরাইশরা বেজায় খুশি হয়েছে। তাদের আনীত প্রস্তাবের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রলুব্ধ হয়েছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এরপর তারা ইয়াহুদিদের সঙ্গে মাদীনা ধ্বংসের হামলায় একাত্মতার ঘোষণা দিয়ে শরিক থাকবার অঙ্গীকার করে।[১৩]

সবিশেষ ইয়াহুদিরা গাতফানের বেদুইন মিত্রগোত্রগুলোকে নিয়ে মুসলিমদের বিপরীতে পৌত্তলিক আরব্য জাতি ও ইয়াহুদি সেনাদের সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সংঘ গঠন করে। এই সংঘের বুনিয়াদি নীতি ছিল,

১. এই ঐক্যবদ্ধ বাহিনীতে গাতফানের সেনা সংখ্যা থাকবে ছয় হাজার।

২. গাতফানের এই যোদ্ধাদেরকে খাইবারের এক বছরের সমস্ত খেজুর দেওয়া

---

[১১] আত-তারিখুস সিয়াসি ওয়াল-আসকারি, পৃ. ৩১০
[১২] তারিখুল ইয়াহুদ ফি বিলাদিল আরাব, পৃ. ১৪২
[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে।[১৪]

ইয়াহুদি প্রতিনিধি দলটি মাদীনায় ফিরে আসবার সময় দশ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ফিরতে সক্ষম হয়। কুরাইশ ও তার মিত্রবাহিনীর যোদ্ধা ছিল চার হাজার, আর গাতফান ও তাদের মিত্রদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। সর্বমোট দশ হাজার সেনার এই বহুজাতিক বাহিনী মাদীনার দিকে ঝড়ের রূপে ধেয়ে আসে।

তিন. মুসলিমদের বহুজাতিক বাহিনী পর্যবেক্ষণ

শত্রু থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় পূর্ণ সতর্ক অবস্থা অব্যাহত ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আহযাবের খবরাখবর, গতিবিধি ও তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে দৃষ্টি রাখছিল ইসলামি রাষ্ট্র। খাইবারের প্রতিনিধি দলটি মাক্কার উদ্দেশে রওনা করার পর থেকে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে মুসলিমদের অনুসন্ধানি চোখ ছায়ার মতো লেগে থাকে। ইয়াহুদি প্রতিনিধি ও কুরাইশের মধ্যকার সম্পন্ন হওয়া গোপন চুক্তি, দ্বিতীয় পর্যায়ে চুক্তিতে চলে আসা গাতফানিদের ব্যাপার—সবকিছুই মুসলিমদের অবগতিতে ছিল। সংগৃহীত এসব তথ্যের ভিত্তিতে শত্রুদের থেকে মাদীনাকে রক্ষা করতে নবিজি প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই অংশ হিসেবে খুব দ্রুত একটি মাশওয়ারা সভার আয়োজন করেন। উপস্থিত হন জ্যেষ্ঠ মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম। কুচক্রি ইয়াহুদিদের ভয়ানক পরিকল্পনা থেকে উত্তরণের জন্য মুক্ত আলোচনা হয় এ সভায়।[১৫]

এই বিশাল বাহিনী রুখে দিতে সালমান ফারসি ﷺ পরিখা খননের পরামর্শ দেন। সম্পূর্ণ নতুন এই পরিকল্পনার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ অনেকটা অবাক হন। ওয়াকিদি ﷺ বলেন: সালমান ﷺ বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, পারস্যে আমরা শত্রু প্রবেশের আশঙ্কা করলে নিজেদের রক্ষায় পরিখা খনন করতাম। আপনিও এমনটা করে দেখতে পারেন। সালমান ﷺ-এর এই পরামর্শ উপস্থিত মুসলিমদেরকে অভিভূত করে।[১৬]

পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর নবিজি ﷺ ও কয়েকজন সাহাবি স্থান নির্ধারণের জন্য চলে আসেন। সেনাবাহিনীর সহায়তা করতে সাধারণ মুসলিমদের

---

[১৪] মুহাম্মাদ বাশমিল রচিত আহযাব যুদ্ধ, পৃ. ১৪১
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪, ১৪৫
[১৬] ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৪৪৪। আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২/ ৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য আরেকটি স্থান নির্দিষ্ট করেন। ওয়াকিদি ﵀ বলেন—নবিজি ﷺ কয়েকজন মুহাজির ও আনসার সাহাবিকে সঙ্গে করে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে মাদীনার বাইরে আসেন। তিনি অবতরণের জন্য জুতসই একটা জায়গা খুঁজছিলেন। শেষে একটু আশ্চর্য ধরনের স্থান বেছে নেন। সিলা পাহাড় পেছনে রেখে মাজাদ থেকে জুবাব পর্যন্ত পরিখা খননের সংকল্প করেন। পেছন দিক থেকে সাহাবিদের রক্ষায় সিলা পাহাড় থেকে তিনি সুবিধা লাভ করেন।[১৭]

পরিখা খননের মাধ্যমে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে মজবুত করতে এই স্থানগুলোকে নির্ধারণ করার কারণ হলো, শত্রুর সামনে মাদীনার শুধু উত্তর দিকটা উন্মুক্ত ছিল। এদিক দিয়ে সহজেই মাদীনায় প্রবেশ করে তাণ্ডব চালানো সম্ভব। অন্য দিকগুলোতে সে সুবিধা ছিল না। দক্ষিণ প্রান্তের উঁচু স্থানগুলো প্রাকৃতিকভাবে নিরাপত্তার দেওয়াল হয়ে ছিল। পূর্ব দিকে সকালের গা ঝলসানো উত্তাপ এবং পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যের তাপদাহ নীরবে প্রাকৃতিক ব্যূহের কাজ করছিল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পেছন থেকে মুসলিমদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল বনু কুরাইযাহ। সেসময় নবিজি ও বনু কুরাইযার মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত ছিল, তারা মাদীনার বিরুদ্ধে কাউকে প্ররোচিত কিংবা সাহায্য কোনোটিই করবে না।[১৮]

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এই পরিকল্পনা ছিল উন্নত ও কার্যকরী। বলতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তিনি। আরবরা যুদ্ধে পরিখা খননের কৌশলটির সঙ্গে মোটেও পরিচিত ছিল না। এটা ছিল তাদের কাছে অজানা অদ্ভুত কিছু। অন্য দিকে এই পরিখা খননের মধ্য দিয়ে মুসলিম ও আরব্য ইতিহাসে আল্লাহর রাসূলই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পরিখা খননের প্রচলন ঘটান। এই পরিখা ইসলামের শত্রুদের সকল পরিকল্পনা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। মুসলিমদের গুঁড়িয়ে দিতে এসে আচমকা পরিখার মুখে পড়ে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। এই চমক বাস্তবায়নে মুসলিমরা কাজে লাগিয়েছেন সুদৃঢ় মনোবল, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কাজের ক্ষিপ্রতা। লড়াই ক্ষেত্রে এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ বহুজাতিক বাহিনীকে দুর্বল ও তাদের শক্তির দণ্ড চূর্ণ করে দিয়েছিল।

---

[১৭] এটি মাদীনার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। মুজামুল বুলদান, ৩/ ২৩৬

[১৮] আল-আবকারিয়্যাতুল আসকারিয়্যাহ ফি গাযওয়াতির রাসূল, পৃ. ৪৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চার. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নবিজির গুরুত্ব

১. বহুজাতিক বাহিনী মাদীনার উদ্দেশে আসার খবর শুনে পরিখা খননের আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের সন্তান, নারী ও শিশুদেরকে বনু হারিসার দুর্গে নিরাপদে রাখবার নির্দেশ দেন। যেন তারা শত্রুর শ্যেনদৃষ্টি থেকে আশঙ্কামুক্ত থাকে। নবিজি প্রথমে এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রধানতম কারণ হলো, মুজাহিদরা যেন পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তায় না পড়ে। স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলে সেনা সদস্যদের মন আর বিক্ষিপ্ত হবে না। পার্থিব চিন্তা তাদের তাড়া করবে না। দৈহিক ও চিন্তাশক্তি শুধু যুদ্ধের পেছনেই ব্যয় করবে; কিন্তু এর বিপরীত হলে সেনাবাহিনীর অবস্থা হবে টালমাটাল। মনোবল হারিয়ে ফেলবে। ঐক্যবদ্ধতার ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলবে এই অভ্যন্তরীণ অনিরাপদ ব্যবস্থাপনা।[১৯]

২. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় আরও সহায়ক হয়েছে সাহাবিদের সাথে কাজে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সশরীরে অংশগ্রহণ। পরিখা খননের কাজে তিনি নিজে সাহাবিদের সাথে শরিক হয়েছেন। ইবনু ইসহাক বলেন: আমি বারা ইবনু আযিবকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—সম্মিলিত বাহিনী আসার আগে আল্লাহর রাসূলও পরিখা খনন করেছেন। আমি দেখেছি তিনি পরিখার মাটি বহন করছেন। এমনকি তাঁর পেটের চামড়ায় ধুলার আস্তরণ দেখা যাচ্ছিল। ঘন পশম ছিল নবিজির শরীরে।

ক্লান্তি ও জড়তা ভুলে অসীম সাহসিকতা নিয়ে নবিজি সাহাবিদের সাথে কাজ করেছেন। তাঁর সরব উপস্থিতি এক অদৃশ্য শক্তি সঞ্চারিত করেছে সাহাবিদের মনে। ফলে পরিখা খনন সমাপ্তিতে পৌঁছাতে সাহাবিরা নিজেদের সবটুকু চেষ্টা ব্যয় করেছেন।

৩. আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হতেন। সাহাবিদের আগলে রেখে নিজেই কষ্ট সহ্য করতেন। আহযাব যুদ্ধের দৃশ্যপটগুলো আমাদের দেখায়, অন্যদের মতো তিনিও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করছেন; বরং আরও বেশি। ক্ষুধার আতিশয্যে তিনি পেটে পাথর পর্যন্ত বাঁধতে বাধ্য হয়েছেন।[২০] সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও তিনি সাহাবিদের পাশে থেকেছেন।

---

[১৯] গাযওয়াতুল আহযাব, ডা. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আবু ফারিস, পৃ. ৯৮
[২০] প্রাগুক্ত সূত্র, ১১৬, ১১৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিন দিন অব্যাহত ক্ষুধার পর যখন খাদ্যের ব্যবস্থা হয়েছে, তখন সাহাবিদের ভুলে শুধু নিজের কথা চিন্তা করেননি। সামনে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে আমরা ক্ষুধা নিবারণের দারুণ গল্প জানতে পারব।

৪. সাহাবিদের মনঃকষ্ট দূর করে তাদের তৃষ্ণ হৃদয়ে উচ্ছলতা নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছেন নবিজি ﷺ। পরিখা খননের পর কঠিন পরিস্থিতি সবাইকে গ্রাস করে। আবহাওয়া ছিল ঠান্ডা, প্রবাহিত হতে থাকে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ। জীবিকা নির্বাহের উপায় সংকীর্ণ। শত্রু আগমনের ভয় সর্বক্ষণ জেঁকে ধরে আছে সবাইকে। এমন করুণ পরিস্থিতিতেও সাহাবিরা পরিখা খনন করছেন, মাটি বহন করে ফেলছেন অন্য জায়গায়। এই নাজুক অবস্থায় অবশ্যই প্রয়োজন ছিল দৃঢ়তা ও উন্নত মনোবলের। কাজের ঘোরে নবিজি ভুলে যাননি, সাহাবিরাও অন্যদের মতো মানুষ। কাজ শেষে তাদেরও একটু প্রশান্তির প্রয়োজন আছে। আবার এমন একজনের মুখাপেক্ষী ছিলেন সবাই, যিনি হৃদয়ের মালিক; অন্তরের সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা ভুলিয়ে আনন্দের ফল্গুধারা সৃষ্টি করেন। তাইতো দেখি মানবতার মহান প্রতিনিধি নবিজি ইবনু রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করে মাটি বহন করে বলছিলেন:

'হে আল্লাহ, আপনি ছাড়া কে দিত আমাদের হিদায়াত/আপনি ছাড়া করতে পারতাম না সাদাকা, পড়তাম না সালাত।

কাজেই আমাদের ওপর আপনি প্রশান্তির জোয়ার ঢেলে দিন/সম্মুখ যুদ্ধের সময় দৃঢ় রাখুন আমাদের পদক্ষেপ।

তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রলুব্ধ হয়েছে/ তারা ফিতনার ইচ্ছা করলে আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

বলবার সময় নবিজি বলিষ্ঠ কণ্ঠে শেষের ব্যক্তিটিকেও শুনিয়ে দিতেন।[২১]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূলের সাহাবিরা পরিখা খননের সময় বলছিলেন 'আমরা আনুগত্যের শপথ নিয়েছি মুহাম্মাদের হাতে/ আমরণ প্রাণ নিবেদতি হবে আল্লাহর পথে।' অথবা তারা বলতেন 'শপথ নিয়েছি জিহাদের'। এরপর সাহাবিদের উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিতে নবিজি বলতেন 'হে আল্লাহ, আখিরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত

---

[২১] বুখারি, ৪১০৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কল্যাণ/ অতএব, মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের ক্ষমা করুন।'[২২]

জীবনের কঠিন ও যন্ত্রণাময় এই বাঁকটাকে নবিজির নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা ও প্রফুল্লতায় গ্রহণ সাহাবায়ে কেরামকে অনেকটা নির্ভার করেছে। পাশাপাশি পরিকল্পিত পরিখা খননের কাজ দুশমন বাহিনী আসার আগেই দ্রুত সম্পন্নকরণেও জোরালো ভূমিকা রেখেছে।[২৩]

৫. সৈন্যদের জন্য স্থান নির্ধারণ, প্রয়োজনের সময় প্রস্থানের অনুমতি সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের সামনে চূড়ান্ত ভদ্রতা ও শিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। অনিবার্য কোনো প্রয়োজনে কাজ ছেড়ে বাইরে যেতে হলে তারা আগে বিনয়ের সাথে অনুমতি প্রার্থনা করতেন। প্রয়োজন শেষে ফিরে এসে আবার আত্মনিয়োগ করতেন কাজে। উদ্দেশ্য একটাই, প্রতিদান ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ করেন:

> মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, আর যখন তারা তাঁর সাথে সম্মিলিত কাজে অংশ নেয়, তখন অনুমতি প্রার্থনার আগে তারা কোথাও চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি চায়, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতএব, তারা আপনার কাছে কোনো কাজে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন ও তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা নূর: ৬২]

আয়াতের মর্ম হলো, প্রিয় মুহাম্মাদ, এমন নাজুক মুহূর্তে যারা নিজেদের অতি জরুরি কোনো প্রয়োজনেও আপনার অনুমতি না নিয়ে কোথাও যেতে চায় না, তাদের যাকে ইচ্ছা আপনি কাজ সেরে আসার অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[২৪] আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এখানে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছে, তিনি যদি দেখতেন অনুমতিপ্রার্থীর সামনে যৌক্তিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং অন্যদের জন্য তা ক্ষতিকর নয়, তা হলে তিনি অনুমতি দিতেন। অথবা অবস্থা বুঝে সবার সাথে থাকতে বলতেন।[২৫]

---

[২২] বুখারি, ২৮৩৪। মুসলিম, ১৮০৫

[২৩] আল-কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪৮২

[২৪] সাবুনি রচিত সাফওয়াতুত তাফাসির, ১/ ৩৯১

[২৫] আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী, ৩/ ১৪১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬. পাহারার জন্য সাহাবিদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্তকরণ, শত্রু বাহিনীর যে কারও পরিখা অতিক্রম প্রতিরোধ করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পাহারার ব্যবস্থা করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলিমরা নিষ্ঠার সাথে পালন করেন অর্পিত দায়িত্ব। পরিখা অতিক্রমে মুশরিকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। সন্দেহ নেই, সামরিক শক্তি ও নেতৃত্বের দিক থেকে পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন সবাই।

আগ্রাসী শত্রুদের প্রতিরোধে পরিখার কিনারে প্রহরী রাখাও অনিবার্য হয়ে পড়ে। একদিন তো সাহ্‌রির সময় থেকে নিয়ে দ্বিতীয় দিন মধ্যরাত পর্যন্ত বিশ্রামহীন টানা পাহারা দিয়ে যেতে হয়। রণাঙ্গনে ব্যস্ত থাকার কারণে এদিন মুসলিমদের চার ওয়াক্ত সালাত ছুটে যায়। পরে তারা এই সালাতগুলো কাযা আদায় করে নেন। ইকরিমা ইবনু আবি জাহল কিছু যোদ্ধা নিয়ে পরিখা অতক্রম করলেও ‘আলি ؓ তাদেরকে প্রতিহত করেন। কুরাইশের বিখ্যাত বীর আমর বিন আবদুদকে হত্যা করে তাদেরকে নিজের জাত চিনিয়ে দেন।[২৬] এখানে আনসারদের একটি বাহিনী নবিজির নির্দেশে প্রতি রাতে প্রহরায় নিযুক্ত হতেন। তাদের প্রধান ছিলেন উব্বাদ ইবনু বাশার ؓ। সাকুল্যে আল্লাহর রাসূলই ছিলেন মুসলিমদের সর্বাধিনায়ক। যুদ্ধের দিনগুলোতে সঠিক দিক-নির্দেশনায় সবাইকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করছিলেন। নিখুঁত পরিকল্পনা করে সব সময় পর্যবেক্ষণও করছিলেন তা কার্যকর করণে। শত্রু বাহিনীকে প্রতিহত করতে তার নির্ণিত পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ,

১. মাশওয়ারা সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর পরিখা খননের নির্দেশ দেন। এজন্য মাদীনার উত্তর দিকটাকে নির্ধারণ করেন। কারণ, এই একটা দিকই মাদীনা প্রবেশের জন্য শত্রুদের সামনে উন্মুক্ত ছিল।

২. সাহাবিদের মাঝে পরিখা খননের কাজ ভাগ করে দেন। প্রতি চল্লিশ গজ মাটি খননের দায়িত্ব দেন ১০জন সাহাবিকে।

৩. কাজের ছিল নিখুঁত পরিকল্পনা এবং প্রত্যেককে নিয়োগ করা হয়েছে উপযুক্ত কাজে। তাই কোনো একজন নবিজির অনুমতি ছাড়া কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে বাইরে যেতে পারেনি।

---

[২৬] মুনীর গাযবান রচিত ফিকহুস সীরাহ, পৃ. ৫০৪। এটি আরও বর্ণিত আছে, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থের আহযাব যুদ্ধের অধ্যায়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪. রাত দিনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতি বিঘত স্থান পাহারা দেওয়ার জন্য সাহাবিদের সামনে স্থান নির্ধারণ করে দেন। আল্লাহর রাসূল নিজেও মুজাহিদ বাহিনীর কষ্ট দূর করে তাদেরকে উজ্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৫. সর্বোপরি নবিজি ﷺ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক দক্ষতা ও আল্লাহর সাহায্যে মোড়ানো নুবুওয়াতি ব্যক্তিত্ব দিয়ে সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন। একই সঙ্গে সম্মিলিত মুশরিক বাহিনী মাদীনায় পৌঁছার পর মুমিনদেরকে বড়োসড়ো বিপদের আশঙ্কা থেকে উদ্ধার করেছেন।[২৭] অধিকন্তু গোটা বাহিনীকে নিজের একক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করতে পারা ছিল যুদ্ধ জয়ের অন্যতম কারণ।

কঠিনতম পরীক্ষার মুখোমুখি মুসলিম বাহিনী:

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় সব রকম সতর্কতা অবলম্বন এবং সম্মিলিত বাহিনী থেকে ইসলাম ও মাদীনাকে রক্ষায় যথার্থ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মুসলিম বাহিনী। তা সত্ত্বেও আল্লাহর সুন্নাহ হলো, সর্বোচ্চ কসরতের পর তাঁর সাহায্য প্রকাশিত হয়। চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পর নেমে আসে মদদ। যখনই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী হয়েছে, তার আগে বৃদ্ধি পেয়েছে বিপদাপদ, পরীক্ষা। এই আহযাব যুদ্ধের সময়টাতেও চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন মুসলিমরা। যেমন:

এক. বনু কুরাইযার ইয়াহূদিদের চুক্তি ভঙ্গ ও মুসলিমদেরকে পেছন থেকে আক্রমণের চেষ্টা মাদীনার দক্ষিণে অবস্থিত বনু কুরাইযার ইয়াহূদিদের ব্যাপারে মুসলিমরা আশঙ্কা করছিলেন, এই জাতির লোকেরা চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে। বাস্তবতা এমন হলে মুসলিমরা দুই বিপদের মাঝখানে পড়বে। পেছনে ধূর্ত ইয়াহূদি, আর সামনে সম্মিলিত শত্রু বাহিনী। ওদিকে বনু নাজীরের মিত্র ইয়াহূদি এগিয়ে গিয়ে বনু কুরাইযার মিত্র কাআব বিন আসাদের সাথে কথা বলে, যেন সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়।

ক্রমশ মুসলিমদের মাঝে আশঙ্কা তীব্রভাবে দানা বাঁধতে থাকে যে, বনু কুরাইযা তাদের সাথে মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করছে। আল্লাহর রাসূলও একই আশঙ্কা করছিলেন। কারণ ইয়াহূদিরা এমন এক জাতি, যাদের কোনো অঙ্গীকার নেই, কথার কোনো বুকপিঠ নেই। তাই বিষয়টা খতিয়ে দেখতে প্রেরণ করেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম

[২৭] আল-কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ﷺ-কে। তিনি বনু কুরাইযার জনপদ পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি দেখলাম, ওরা দুর্গগুলো মেরামত করছে, মুসলিমদের দিকে আসার রাস্তাগুলো সুগম করছে আর একত্রিত করছে সামানপত্র।'[২৮]

বনু কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ ও ইঙ্গিত প্রবল হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ চারজন ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান। সাআদ ইবনু মুআজ, সাআদ ইবনু উবাদাহ, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ও খাওয়াত ইবনু জুবাইর। তাদেরকে বনু কুরাইযায় পাঠাবার সময় নির্দেশনা দিয়ে নবিজি বলেন—তোমরা সামনে চলতে থাকবে, দেখবে ওদের ব্যাপারে আমাদের কাছে পৌঁছা সংবাদ সত্য কিনা। আমাদের আশঙ্কা সত্য হয়ে থাকলে এমন ইঙ্গিতবাহী শব্দ ব্যবহার করবে, যা শুধু আমিই বুঝব। কাউকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে না। আর অঙ্গীকার রক্ষা করে থাকলে, তা লোকদের মাঝে প্রকাশ করবে।[২৯]

চারজন বের হয়ে বনু কুরাইযায় আসেন। তারা সবকিছু দেখে অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসেন। নবিজিকে ইঙ্গিতে বলেন—'আদল ওয়াল কারাহ।'[৩০] আল্লাহর রাসূল তাদের কথার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেন।[৩১]

বনু কুরাইযার গাদ্দারির ব্যাপারে নবিজি নিশ্চিত হন। সাহাবায়ে কেরাম মনোবল হারাতে পারেন, তাই তাদের অন্তর চাঙ্গা রাখতে সব রকম উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেন। পাহারার জন্য তখনই সালামা ইবনু আসলামকে দুশো মুজাহিদের আমীর বানিয়ে ও যাইদ বিন হারিসাকে তিনশ মুজাহিদের আমীর বানিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দেন। বনু কুরাইযাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে সীমানায় নিয়োজিত সাহাবিরা উচ্চকিত আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি তোলেন।

এসবের মাঝেই বনু কুরাইযা সম্মিলিত বাহিনীর সাথে শরিক হবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ভূমিকাস্বরূপ প্রেরণ করে খেজুর, যব ও তীনফল বোঝাই বিশটি উট। উদ্দেশ্য, তাদেরকে সাহায্য করা ও অবরোধ দীর্ঘ করণে শক্তি জোগানো; কিন্তু সকাল হতেই পাহারারত মুসলিমরা তা বাজেয়াপ্ত করে নেন। সরাসরি নিয়ে আসেন

---

[২৮] ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ২/ ৪৫৭

[২৯] ইবনু হিশাম, ৩/ ২৩২ বাইহাকি রচিত দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ৩/ ৪২৯

[৩০] হুযাইলের দুটি শাখাগোত্র, যারা এর আগে জাতুর রাজী' স্থানে সাহাবিদের সাথে গাদ্দারি করেছিল।

[৩১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবিজির কাছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে ইয়াহূদিদের পণ্য মুসলিমদের গানীমাতে পরিণত হয়।[৩২]

দুই. মুসলিমদের ওপর কঠোর অবরোধ, মুনাফিকদের পিছুটান ও মুশরিকদের আক্রমণ বনু কুরাইযা যুক্ত হবার পর সম্মিলিত বাহিনী মুসলিমদের ওপর অবরোধ কঠিন পর্যায়ে নিয়ে যায়। মুমিনদের কষ্টের পরিধি ব্যাপৃত হয়। অবস্থা হয়ে ওঠে আরও সঙ্গিন। মুসলিমদের ওপর আপতিত এই যন্ত্রণাময় অবস্থার বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে দিয়েছে কুরআন। ভয় ও শঙ্কার কথা ফুটিয়ে তুলেছে অতি চমৎকারভাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে।সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।' (সূরা আহযাব: ১০-১১)

তবে প্রকৃত মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর ব্যাপারে আস্থা ছিল অবিচল। আল্লাহ তাআলা সে কথা ব্যক্ত করে বলেন—

'মুমিনরা বহুজাতিক বাহিনী দেখে বলল, এটা সেই বিষয়, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সাথে করেছিলেন। এরপর তাদের কেবল ঈমান ও সমর্পণই বৃদ্ধি পেয়েছে।'(সূরা আহযাব: ২২)

কিন্তু মুনাফিকরা ভীত-কম্পিত হয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে সরে আসে। তীব্র শঙ্কা জেঁকে বসে ওদের মনে। মাতাব বিন কুশাইর তো বলেই ফেলল 'বনু আমরের ভাইয়েরা, আমার কথা শুনছ, মুহাম্মাদ আমাদেরকে অঙ্গীকার দিয়েছিল আমরা নাকি কিসরা-কাইসারের ধনভান্ডার লাভ করব, অথচ আমরা এখন ইসতিঞ্জায় যেতেও ভয় পাচ্ছি। অনেকে বাড়ি অরক্ষিত হয়ে পড়ার অজুহাত দেখিয়ে বাসায় যাওয়ার অনুমতি চায়। আসলে তাদের অন্তরে বাসা বেঁধেছিল কাপুরুষতা, ভীরুতা ও মুমিনদেরকে হীনম্মন্য করার নীচ চিন্তা। কিছু দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুনাফিকদের কাপুরুষতার কথা আলোচিত হয়েছে;[৩৩] কিন্তু আল্লাহ তাদের কুটিল

---

[৩২] আস-সীরাতুল হালবিয়্যাহ, ২/ ৩২৩
[৩৩] তাবারানী রচিত মু'জামুল কাবীর, ১১/ ৩৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবস্থার কথা কুরআনেই ফুটিয়ে তুলেছেন সুন্দর ভঙ্গিমায়।[৩৪] আল্লাহ তাআলা বলেন,

'এবং যখন তাদের এক দল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এটা টিকবার মতো জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চলো। তাদেরই একদল নবির কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়িঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হতো, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না; অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বলুন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করো, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে। বলুন, কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এসো। তারা কমই যুদ্ধ করে। তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির মতো চোখ উলটিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে যায়, তখন তারা ধনসম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। তারা মনে করে শত্রু বাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রু বাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীর মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভালো হতো। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত।' [সূরা আহযাব: ১৩-২০]

মুশরিকরা পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। প্রতি রাতে বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী পরিখার পার ঘেঁষে ঘুরতে থাকে। ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত তারা চেষ্টা করে যায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ তখন অমুসলিম; কুরাইশের কিছু

[৩৪] আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ, ২/ ৪২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অশ্বারোহী নিয়ে মুখিয়ে থাকেন কখন মুসলিমরা একটু অন্য মনস্ক হবে এবং তিনি এই সুযোগে পরিখা অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়বেন! এদিকে উসাইদ বিন হুদাইর ﷺ দুশো সাহাবি নিয়ে তার প্রতিটি গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। ফলে খালিদের ব্যগ্রতা দীর্ঘ হতে থাকে।

এরই মাঝে মুখোমুখি সংঘাতের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। দুপাশ থেকে শুরু হয় তির নিক্ষেপের যুদ্ধ। এ সময় নবিজির চাচা হামযার হত্যাকারী ওয়াহশির বর্শার আঘাতে শহীদ হন তুফাইল ইবনু নুমান ﷺ।[৩৫] ওদিকে মুশরিকদের পক্ষ থেকে হিব্বান ইবনুল আরাকা একটি তির নিক্ষেপ করে। নিক্ষেপের সময় বলছিল, 'এই নাও আমার উপহার। আমি ইবনুল আরাকা।' এটা এসে বিদ্ধ হয় সাআদ ইবনু মুআজ ﷺ-এর বাহুর মাঝখানে। এতে এমন একটি রগ কেটে যায়, যার ফলে রক্তঝরা বন্ধ করা যাচ্ছিল না। আক্রান্ত হয়ে ইবনু মুআজ ﷺ দুআ করে বলেন—

> 'হে আল্লাহ, কুরাইশের সাথে যুদ্ধ বাকি থাকলে আপনি আমাকে জীবিত রাখুন। আমি আপনার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কারণ, আপনার রাসূলকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাকে পিতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছে, তাদের সাথে জিহাদ করার চেয়ে আমার কাছে প্রিয় আর কিছু নেই। হে আল্লাহ, আমি মনে করছি, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে যুদ্ধের ইতি টানবেন। যদি আমাদের ও তাদের মাঝে যুদ্ধ স্তমিত করে থাকেন, তা হলে আমার এই রক্ত প্রবাহিত করুন, এতেই আমার মৃত্যু নির্ধারণ করুন।'[৩৬]

আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠতম এই আনসার সাহাবির দুআ কবুল করেন।

অবরোধের সময়টাতে একবার মুশরিকরা শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে নবিজির অবস্থানস্থলের দিকে অভিমুখী হয়। মুসলিমরা রাত পর্যন্ত এদের সাথে যুদ্ধ করেন। সেদিন আসরের সালাতের সময় বাহিনীটা আরও কাছে চলে আসে। নবিজি এবং তাঁর সঙ্গী সাহাবিদের কেউই সালাত আদায় করতে পারেননি। প্রতিরোধব্যবস্থা নিয়েই তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। পরে এই সালাত ছুটে যাবার কষ্ট থেকে তারা আল্লাহকে ডেকে বললেন 'হে আল্লাহ, আপনি তাদের বাড়িঘর, সমাধিগুলো আগুনে ভস্ম করে দিন, যেমন তারা আমাদেরকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সালাত থেকে ব্যস্ত রেখেছে।'[৩৭]

---

[৩৫] হাদিসুল কুরআনিল কারীম আন গাযওয়াতির রাসূল, ২/ ৪২৪
[৩৬] আহমাদ, ৬/ ১৪১। ইবনু হিব্বান, ৭০২৮
[৩৭] বুখারি, ২৯৩১। মুসলিম, ৬২৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিন. গাতফানের সাথে গোপন সন্ধি করে অবরোধের তেজ শীতল করবার প্রচেষ্টা এবং শত্রু বাহিনীতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টা:

১. গাতফানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায়

নবিজির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে নবিজি ﷺ গাতফানকেই সন্ধির জন্য নির্বাচন করেন। শর্ত হলো, যুদ্ধ ত্যাগ করে নিজেদের শহরে ফিরে যাবে। নিঃসন্দেহে নবিজি এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি জানেন, মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার পেছনে গাতফানের এমন কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই, যা তারা অর্জন করতে চায়, কিংবা আকীদাগত এমন কোনো বিষয় নেই, যে কারণে তারা যুদ্ধ করতে পারে; বরং তাদের প্রধান লিপ্সা হলো মাদীনা দখলের পর এখানকার ধনসম্পদ লুট করা। এ কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্মিলিত বাহিনীর ইয়াহুদি নেতা হুয়াই বিন আখতাব, কিনানাহ ইবনুর রাবী; কিংবা কুরাইশের নেতা আবু সুফিয়ানের সাথে আলোচনার চেষ্টা করেননি।

কারণ যুদ্ধের পেছনে এদের উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক ও আকীদাহ-সংক্রান্ত। ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে এরা বিশেষ লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। যে রকম কোনো ব্যাপার গাতফান গোত্রের নেই। এ জন্যেই নবিজি কেবল গাতফানের নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এরা আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব গ্রহণে দ্বিধার দোলাচালে দোলেনি। বরং গাতফানের দুই নেতা উয়াইনাহ ইবনু হিসন ও হারিস ইবনু আউফ নবিজির ডাকে সাড়া দিয়ে কিছু গোয়েন্দাকে সাথে নিয়ে পরিখার এপারে চলে আসে। আল্লাহর রাসূলের সাথে গোপনে মিলিত হয়।[৩৮]

দ্বিপাক্ষিক এই বৈঠকে প্রথমে আল্লাহর রাসূল ﷺ কথা শুরু করেন। প্রস্তাবিত এই গোপন ঐক্যটির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ছিল নিম্নরূপ—

ক. বহুজাতিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত শুধু গাতফানের সেনা ও মুসলিমদের মাঝে এককভাবে সন্ধি স্থাপিত হবে।

খ. গাতফান মুসলিমদের থেকে বিদায় নেবে। মাদীনার বিরুদ্ধে সব ধরনের যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। বিশেষ করে এই অবরোধের

[৩৮] মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমীল রচিত গাযওয়াতুল আহযাব, পৃ. ২০১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময়ে।

গ. গাতফানের লোকেরা অবরোধ বাতিল করবে এবং মিত্র বাহিনী থেকে সরে আসবে। সেনাদেরকে সরিয়ে নিয়ে ফিরে যাবে নিজেদের শহরে।

ঘ. এর বিনিময়ে মুসলিমরা গাতফানকে দেবে মাদীনার এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন ধরনের খেজুর। প্রকাশ থাকে যে, গাতফানিরা এটা পাবে এক বছরের জন্য।[৩৯] ওয়াকিদি উল্লেখ করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ গাতফানের নেতাদ্বয়কে বললেন, তোমরা ভেবে দেখো, আমি তোমাদেরকে মাদীনার এক-তৃতীয়াংশ খেজুর দিলে তোমরা বাহিনী নিয়ে ফিরে যাবে, বেদুইনদেরকে ত্যাগ করবে?

নেতা দুজন বলল, আপনি আমাদেরকে মাদীনার অর্ধেক খেজুর দিলে আপনার শর্ত মেনে নেব। নবিজি বললেন, না, আমি এর বেশি দিতে পারব না। অবশেষে তারা এতেই রাজি হয়। সিদ্ধান্তের সময় ঘনিয়ে এলে নিজেদের দশজন ব্যক্তিকে নিয়ে চলে আসে।[৪০]

সামরিক দিক থেকে গাতফানিরা আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহী হবার কারণ হলো, তাদের কাছে যুদ্ধে বের হবার উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। তারা মূলত এসেছিল সামনে থেকে যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে। এখন সন্ধির মাধ্যমে তাদেরকে প্রশমিত করায় মিত্র বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ শক্তি লোপ পেয়েছে। দুর্বল হয়েছে অভ্যন্তরীণ শক্তি। নবিজিও সক্ষম হয়েছেন বহুজাতিক বাহিনীর ঐক্যের শক্তি ও উদ্যমতা হ্রাস করতে।[৪১]

সংকটময় মুহূর্ত জটিল হলে তা সমাধা করার অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল আল্লাহর রাসূল এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় শিক্ষা দিয়েছেন। যেন পরবর্তী মুসলিম প্রজন্ম বিপদের ঘনঘটায় এই পদক্ষেপ থেকে শিক্ষা নিতে পারে।[৪২]

আল্লাহর রাসূল ﷺ গাতফানিদের সাথে সন্ধি করার আগে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। তারা পরামর্শ দেন, মাদীনার ফলমূলের একটা কনাকড়িও যেন দেওয়া না হয়। সাআদ ইবনু মুআজ ও সাআদ ইবনু উবাদাহ নবিজিকে বলেন—ইয়া

---

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১, ২০২
[৪০] ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ২/ ৪৭৭
[৪১] আল-কিয়াদাতুল আসকারিয়্যা ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪১৩
[৪২] সাদিক উরজুন রচিত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, ৪/ ১৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলাল্লাহ, এটা কি আপনি পছন্দ করছেন, তা হলে আমরাও করব, না আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যার ওপর আমল করা আমাদের জন্য আবশ্যক, নাকি আপনি আমাদের জন্য কিছু করতে চাচ্ছেন?'

> আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এমনটা এ কারণে করতে চাচ্ছি যে, আমি আরবদেরকে দেখছি, ওরা সমগ্রভাবে তোমাদের একই ধনুকের নিশানা বানিয়েছে। তোমাদেরকে কুকুরের মতো ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে। আমি চাচ্ছিলাম তোমাদের ব্যাপারে তাদের দাপট ও শক্তি যেন চূর্ণ হয়।

সাআদ ইবনু মুআজ رضي الله عنه বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওরা ও আমরা আগে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করতাম, প্রতিমা পূজা করতাম। আল্লাহর ইবাদাত করতাম না, তাঁকে চিনতামই না! সেই সময়েই ওরা আমাদের এখান থেকে একটি ফলও কিনে নেওয়া ছাড়া খাওয়ার আশা করত না; কিন্তু এখন যখন আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, তার দিকে প্রদর্শিত করেছেন, আপনার মাধ্যমে করেছেন শক্তিশালী, এখন নাকি আমাদের সম্পদ ওদেরকে দেব!? এর কোনো দরকার নেই। তারা পাবে শুধু আমাদের তরবারির আঘাত; আল্লাহ আমাদের ও তাদের মাঝে ফায়সালা করা পর্যন্ত আমরা থামব না।

নবিজি বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যেমনটা মনে কর।

তখনই সাআদ ইবনু মুআজ رضي الله عنه সন্ধিচুক্তির কাগজটা এনে সব লেখা মুছে ফেলেন। দৃঢ় স্বরে বলেন—ওরা আমাদের বিরুদ্ধে চেষ্টা করে দেখুক।[৪৩] দুই আনসার সাহাবি সাআদ ইবনু মুআজ ও সাআদ ইবনু উবাদাহ رضي الله عنهما ছিলেন আল্লাহর জন্য চূড়ান্ত সমর্পিত এবং আল্লাহর রাসূলের সামনে বিনম্র শ্রদ্ধাবনত; কিন্তু সৃষ্ট পরিস্থিতিতে গাতফানিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকে তারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

প্রথমত: গাতফানিদেরকে মাদীনার ফলমূল দেওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহর হয়ে থাকলে এখানে মত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত : ভালো মনে করে এটাকে আল্লাহর রাসূল পছন্দ করেছেন। এখানে

[৪৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ১০৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাঁর মতও অগ্রগণ্য, তাঁর আনুগত্য করাই শ্রেয়।

তৃতীয়ত: আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তাদের কল্যাণের জন্য এই কাজটা করতে চাচ্ছেন। এখানে সাহাবায়ে কেরাম মত প্রকাশের সুযোগ রাখেন।

সাআদ ইবনু উবাদা ও সাআদ ইবনু মুআজের কাছে যখন স্পষ্ট হলো নবিজি তৃতীয় মত পোষণ করছেন, তখন তারা গাতফানের দুই নেতাকে দীপ্ত কণ্ঠে শক্ত উত্তর দিয়েছেন এবং তারাও এটাই লিখে নিয়েছে। আনসার সাহাবিরা স্পষ্ট করেন, এই সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে জাহিলি যুগেই তারা মাগনা কিছু দেননি, এখন কীভাবে দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করবেন, যখন আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত ও শক্তিশালী করেছেন!

দুই সাআদের জবাবে আল্লাহর রাসূল মুগ্ধ হন। আনসারিদের উচ্চ মনোবল ও মজবুত প্রাণশক্তি তাঁকে তাদের ব্যাপারে দারুণ ধারণা দেয়। গাতফানিদের সাথে সন্ধির আলোচনা এখানেই শেষ হয়।[৪৪]

ওদিকে নবিজি যে বলেছিলেন,

আমি দেখছি আরবরা তোমাদেরকে একই ধনুকের নিশানা বানিয়েছে[৪৫]—এ কথা প্রমাণ করে, গাতফানিদের সাথে সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুরা যেন সাহাবিদের বিরুদ্ধে একই সারিতে এসে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। এটা মুসলিম জাতিকে কিছু গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নির্দেশ করে মুসলিমরা চেষ্টা করবে শত্রুদের শক্তিতে ফাটল সৃষ্টি করতে।

মুসলিম নেতৃত্বের রণকৌশলের একটি লক্ষ্য থাকবে যারা নিরপেক্ষ থাকতে চায়, তাদেরকে নিরপেক্ষ রাখা; তবে নেতৃত্বশীলরা মাশওয়ারা, ফাতওয়া এবং ইসলামের স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলে গেলে চলবে না।[৪৬]

আর সাহাবিদের কাছে নবিজি ﷺ পরামর্শ চেয়ে আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছেন নেতৃত্বের পন্থা ও সামরিক সকল কাজে পরামর্শের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং আমাদের কাজ হবে মাশওয়ারা ভিত্তিক। একক পরামর্শ ও সিদ্ধান্তে কোনো

[৪৪] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৬/ ১২৫
[৪৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ১০৬
[৪৬] আল-আসাস ফিস সুন্নাহ, ২/ ৬৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাজ হবে না। কারণ, ওয়াহির দরজা বন্ধ, নবুওয়াতের সিলসিলাও জারি নেই; সুতরাং আমাদের যেকোনো কাজে রাসূলুল্লাহর শেখানো পন্থায় মাশওয়ারার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[৪৭]

সন্ধির পরিকল্পনা বাতিল করণে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের মতামত মেনে নেওয়া প্রমাণ করে 'প্রকৃত নেতা ও তার সেনাদের মাঝে নির্মিত সম্পর্ক থাকবে পাহাড়ের মতো মজবুত। নেতা তাদের কদর বুঝবেন, তারাও নেতাকে যথার্থ অর্থে সমীহ করবে, নেতা তাদের মতামতকে সম্মান করবেন, তারাও নেতার মতামতকে শ্রদ্ধা করবে।' গাতফানের দুই নেতার সাথে সন্ধির প্রস্তাবকে বিবেচনা করা হবে একটি শারঈ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসেবে, যেখানে উম্মাহর ভেতর সঠিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিলক্ষিত হবে কিছু কল্যাণ; আর কিছু আপাত না-খুশি।[৪৮]

প্রস্তাবিত এই সন্ধিতে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান তিনটি অর্থ বহন করে—

ক. যেকোনো বিষয়ে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিনয় মিশ্রিত সাহসিকতা একটি বিশেষ দলের প্রয়োজনীয়তা তাগিদ করে, যদি এর প্রয়োজন দেখা দেয়।

খ. মুসলিমদের শ্রেষ্ঠাংশের মর্যাদাময় অবস্থান আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের সাথে দৃঢ় সম্পর্কের কথা উন্মোচিত করেছে।

গ. সংকটময় মুহূর্তগুলোতে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাসের চিত্র স্পষ্ট করেছে। অনেক সময় শত্রুদের সংখ্যা বেশি হতে পারে, দাপট হতে পারে ভয়ংকর; কিন্তু তা মোকাবিলা করতে হবে সবর, ধৈর্য ও অসীম সাহসিকতা দিয়ে।[৪৯]

২. শত্রুদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দিতে নবিজির পদক্ষেপ

সম্মিলিত বাহিনীর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার অস্ত্র ব্যবহার করেন নবিজি ﷺ। আল্লাহর রাসূল জানেন, শত্রু বাহিনীর মাঝে সুপ্ত ফাটল আগে থেকেই বিদ্যমান আছে। নবিজি চাইলেন তা প্রকাশ্যে এনে প্রশস্ত করতে এবং এর সুবিধা ভোগ করতে। গাতফানিদের লালসার বিষয়টা আগেই প্রকাশ পেয়েছে, এর ফলে দুর্বল হয়েছে

[৪৭] আল-আবকারিয়্যাতুল আসকারিয়া ফি গাযওয়াতির রাসূল, পৃ. ৪১৪
[৪৮] আল-কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪১৪
[৪৯] প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১৫, ৪১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের সংকল্প। আর এদিকে একদিন নুআইম ইবনু মাসউদ গাতফানি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে ইসলামের কথা প্রকাশ করে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার গোত্রের লোকেরা আমার ইসলাম সম্পর্ক কিছুই জানে না। কাজেই আপনি আমাকে যেকোনো কাজের নির্দেশ দিতে পারেন।

> নবিজি বললেন, নুআইম—আমাদের মাঝে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি। পারলে আমাদের পক্ষ থেকে এদেরকে প্রলুব্ধ করতে পারো। কেননা, যুদ্ধে কূট-কৌশলের অংশ আছে।[৫০]

কাজের অনুমতি পেয়ে নুআইম ইবনু মাসউদ ﷺ নবিজির কাছ থেকে উঠলেন মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বিভিন্ন দলের মাঝে সন্দেহের বীজ বপন করার জন্য। প্রথমে তিনি কুরাইশের কাছ থেকে বন্ধক চাওয়ার ক্ষেত্রে ইয়াহুদিদেরকে প্ররোচিত করলেন। যেন কুরাইশ তাদের ছেড়ে অবরোধ উঠিয়ে পালিয়ে না যায়। অপরদিকে কুরাইশের কাছে এসে বললেন, মুসলিমদের কাছে সোপর্দ করার জন্য ইয়াহুদিরা তোমাদের কাছে জামিন চাইবে, তাদের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তিতে ফিরে যাওয়ার জন্য।

নুআইম ইবনু মাসউদের এই কূটচালে উভয় দল বিভ্রান্ত হয় এবং তাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে তার এই কাহিনি শারঈ রাজনীতির সাথে যুদ্ধে প্ররোচনার দিকটা বিরোধী নয়—মর্মে প্রসিদ্ধি পায়।[৫১]

নুআইম ইবনু মাসউদ ﷺ তার কাজে সফল হয়ে দলগুলোর মাঝে সন্দেহের বীজ বপন করতে সক্ষম হন। ফলে তাদের বিশ্বাসের জায়গাটাতে বিদ্যমান ফাটল আরও প্রশস্ত হয়। এতে তাদের মৈত্রীশক্তি চূর্ণ হয়, সংকল্প হয়ে যায় নড়বড়ে। আর নুআইম ইবনু মাসউদ ﷺ তার প্রচেষ্টায় সফল হবার অন্যতম কারণ হলো,

প্রত্যেকের কাছে নিজের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলেন। তাই তার প্রস্তাবিত কথা সবাই বিশ্বাস করেছে।

তিনি বনু কুরাইযার সামনে বনু কাইনুকা ও বনু নাজীরের পরিণতির কথা উল্লেখ করেন, তাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হতে পারে। এই কথাটিই প্রধানতম

---

[৫০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ১১৩
[৫১] সহীহ সীরতুন নাবী, ২/ ৪৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভূমিকা রেখেছে তাদের চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা পরিবর্তনে।

প্রত্যেক পক্ষ যেন তার কথা গোপন রাখে, এখানেও তিনি সফল হয়েছেন, এই গোপনীয়তাই উদ্দেশ্য পূরণে বড়ো ভূমিকা রেখেছে। কোনো এক পক্ষের কাছে তার গোপন কথা প্রকাশ পেলে তিনি নিশ্চিত ফেঁসে যেতেন। ব্যর্থ হতো তার পরিকল্পনা। এভাবেই নুআইম বিন মাসউদ ﵁ আহযাব যুদ্ধে বিরাট এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৫২]

কুরআনে আহযাব যুদ্ধের বর্ণনা:

এক. নবিজির একান্ত মিনতি, এলো আল্লাহর সাহায্য

আল্লাহর রাসূল ﷺ একান্ত মিনতি ভরে অধিক পরিমাণে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন; বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে। এক সময় যখন মুসলিমদের ওপর দুর্ভোগ আগের চেয়ে কঠিন আকার ধারণ করে, প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হয়, অন্তর কেঁপে ওঠে বিভীষিকায়, তখন সাহাবায়ে কেরাম নিরুপায় হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের কি কিছু বলার সুযোগ আছে? আমাদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত!'

> আল্লাহর রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ অবশ্যই—হে আল্লাহ, আমাদের দোষত্রুটি গোপন রাখুন, ভীতি দূর করে নিরাপত্তা দান করুন।' (আহমাদ, ৩/৩, বাযযার, ৩১১৯)
>
> সহীহ বুখারি ও মুসলিমে আছে, আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে বদ দুআ করে বলেন—'হে আল্লাহ, তুমি কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, এই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করো। হে আল্লাহ, তাদেরকে পরাভূত করো, সমূলে কাঁপিয়ে দাও।' (বুখারি, ২৯৩৩। মুসলিম, ১৭৪২)

আল্লাহ ﷻ নবিজির দুআ কবুল করে বিজয় ও প্রশান্তির সুবার্তা পাঠান। তিনি তাঁর অসীম কুদরতে শত্রু বাহিনীকে পরিখার পাশ থেকে সরিয়ে দেন, চূর্ণ করে দেন তাদের ঐক্য। এরপর প্রবল শৈত্যপ্রবাহ পাঠিয়ে তাদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেন। শেষে নিজের পক্ষ থেকে পাঠান এক বিশেষ বাহিনী। এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে

[৫২] আল-কিয়াদাতুল আসকারিয়্যা ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলেন—

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।' (সূরা আহযাব: ০৯)

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন—'এই প্রবল শৈত্যপ্রবাহ ছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি দীপ্যমান মু'জিযা। কেননা, নবিজি ও সাহাবায়ে কেরাম পরিখার কাছেই ছিলেন, শত্রুদের সঙ্গে শারীরিক দূরত্ব ছিল শুধু এই পরিখা; অথচ শৈত্য প্রবাহের প্রবল আক্রোশে মুসলিমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। যেখানে কাছাকাছি দূরত্বে এই প্রবাহে শত্রুদের বিশাল বাহিনী নাকাল, মুসলমানরা তার আবহ টেরই পাননি। অধিকন্তু, আল্লাহ তাআলা মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ফেরেশতা পাঠান। তারা এসে তাঁবুর খুঁটি উপড়ে ফেলেন, শামিয়ানার রশি কেটে দেন, নির্বাপিত করেন মশালের আগুন, উলটে ফেলেন খাবারের পাতিল। ঘোড়াগুলো চক্কর খেতে থাকে একটা আরেকটার সাথে।

শেষ পর্যায়ে ফেরেশতারা তাদের অন্তরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেন। শত্রু বাহিনীকে ঘিরে ফেরেশতাদের তাকবীর ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে থাকে, সৃষ্টি হয় ভীতিকর এক অবস্থা। এক সময় অস্থির হয়ে প্রত্যেক তাঁবুর নেতা হাঁক ছেড়ে ডাকতে থাকে, 'ওহে অমুক, আমার কাছে এসো...'। সবাই একত্রিত হলে নেতা বলে, আমরা মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। এর কারণ একটাই, আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয়াবহ আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছেন।[৫৩]

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরাম ও সকল মুসলিমকে দীপ্তভাবে জানিয়ে দিলেন, 'দশ হাজার সৈন্যের এই বিশাল বাহিনীকে মুসলিমরা যুদ্ধ করে পরাজিত করতে পারত না। সম্মুখ যুদ্ধেও যেকোনো কৌশলে তাদের পরাজিত করা সম্ভব হতো না; বরং আল্লাহ একাই তাদের পরাজিত করেছেন। এ কথা স্মরণ রাখতে আল্লাহ কুরআনে বলছেন—

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের

---

[৫৩] তাফসিরে কুরতুবি, ১৪/ ১৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।' (সূরা আহযাব: ০৯)

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক। তিনি তাঁর বাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, সম্মিলিত বাহিনীকে একাই করেছেন পরাজিত, সুতরাং তাঁর পরে আর কেউ নেই।' (বুখারি, ৪১১৪। মুসলিম, ২৭২৪)

নবিজি ﷺ তাঁর রবকে মিনতিভরে ডেকেছেন, ভরসা করেছেন শুধু তাঁরই ওপর। তাই বলে মানবীয় উপায় অবলম্বন করা সাহায্য-প্রার্থনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এই যুদ্ধে তিনি বাহ্যিক উপায়-উপকরণও কাজে লাগিয়েছেন। চেষ্টা করেছেন দলগুলোর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে, তুলে দিতে অবরোধ।[৫৪]

আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন বাহ্যিক কৌশল অবলম্বনের পাশপাশি আবশ্যক হলো আল্লাহর দিকে অভিমুখী হওয়া ও একনিষ্ঠ দাসত্বে তাঁর কাছে সমর্পিত হওয়া। কেননা, শক্তিশালী কোনো মাধ্যমই কাজে আসবে না, যদি না পূর্ণ মিনতিভরে আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য ও সফলতা চাওয়া না হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরণ আল্লাহর কাছে মিনতিপূর্ণ দুআর আমল অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করে গেছেন।[৫৫]

দুই. শত্রু বাহিনী প্রস্থানের খবর সংগ্রহ

আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্মিলিত বাহিনীর সার্বিক খোঁজখবর রাখছিলেন এবং তিনি চাচ্ছিলেন সামনে কী ঘটতে চলেছে, তা অনুসন্ধান করে দেখতে। এ উদ্দেশ্যেই তিনি সাহাবিদের লক্ষ করে বলেন,

> 'কে আছ, শত্রু বাহিনীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমাকে জানাতে পারবে? কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আমার সাথে রাখবেন।' এই পদ্ধতিতে কাজ না হতে দেখে দৃঢ়তাসূচক পন্থা গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট নাম উচ্চারণ করে বলেন—'হুজাইফা দাঁড়াও, ওদের খবর নিয়ে এসো। তবে ওদের কাউকে আঘাত করবে না।' (মুসলিম, ১৭৮৮)

হুজাইফা ﵁ বলেন—'নির্দেশ পেয়ে আমি চলা শুরু করলাম। আমি যেন উষ্ণ

[৫৪] গযবান রচিত ফিকহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, ৫০৩
[৫৫] বুতি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবহের ভেতর দিয়ে চলছিলাম। বিন্দু পরিমাণ শীত অনুভূত হচ্ছিল না। এক সময় সামনেই আবু সুফিয়ানকে দেখতে পাই। কনকনে এই শীতে উষ্ণতা পেতে আগুন জ্বালিয়েছে। আমি ধনুকে তির লাগিয়ে নিক্ষেপের ইচ্ছা করলাম; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কথা মনে পড়ে গেল। কাউকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আমি তির ছুড়লে অবশ্যই তাকে আক্রান্ত করতে পারতাম।

খবর সংগ্রহ করে আমি ফিরে আসছি। এবারও যেন আগের মতোই চলছিলাম—উষ্ণ আবহের ভেতর দিয়ে। এতক্ষণে আমার সর্দি লেগে গেছে। বিলম্ব না করে নবিজির কাছে ফিরে এসে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে একটা কাপড়ের অতিরিক্ত অংশ দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করলেন। অন্যরকম উষ্ণতার পরশে আমি সকাল পর্যন্ত ঘুমালাম। সকাল হলে আল্লাহর রাসূল ডেকে বললেন, ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি, ওঠো...!' (মুসলিম, ১৭৮৮)

হুজাইফা ﵁-এর ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো:

✓ আল্লাহর রাসূল ﷺ সুপ্ত প্রতিভার সাথে পরিচিত ছিলেন। তাই তো দুশমনের ভেতরে ঢুকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নির্বাচন করেছেন হুজাইফা ﵁-কে। কেননা, তার ব্যক্তিত্বে বিদ্যমান ছিল বিরল বীরত্ব ও গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের অপার দক্ষতা। ফলে এই কাজের জন্য তার মতো সাহাবিরই প্রয়োজন ছিল।

✓ হুজাইফা ﵁ সামরিক শৃঙ্খলার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রেখেছিলেন। একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন দুশমন বাহিনীর নেতাকে হত্যার জন্য। এ কাজে অগ্রসর হবার চিন্তাও করছিলেন, ঠিক তখনই মনে পড়ে যায়, আল্লাহর রাসূল তাকে শুধু সংবাদ-সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন, কাউকে আঘাত করতে বরং বারণ করেছেন। ফলে তিনি ধনুক থেকে তির সরিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন।[৫৬]

✓ ওলিদের কারামাতের সত্যতা স্পষ্ট হয়। হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁ যখন সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন প্রচণ্ড বেগে শৈত্যপ্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছিল; কিন্তু তিনি এসবের কিছুই অনুভব করেননি; বরং উষ্ণ আবহের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। নিজেদের মাঝে ফিরে আসা পর্যন্ত তার এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। কোনো সন্দেহ নেই, এটি একটি কারামাত, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর

[৫৬] গযবান রচিত ফিকহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ৫০৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রিয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন।[৫৭]

✓ হুজাইফা ﷺ ফিরে আসবার পর তার সাথে নবিজি ﷺ-এর মমতার আচরণ। স্বভাবত নবিজি ছিলেন সাহাবিদের প্রতি মমতাময়। হুজাইফার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে তাকে রাতের সালাত ও মুনাজাতে কাছে টেনেছেন। এই হুজাইফাই তো একটু আগে নিয়ে এসেছেন মুসলিমদের জন্য শুভ বার্তা ও সত্য সংবাদ! এরপর তার ক্লান্তির কথা ভেবে তাকে সালাতের কাপড় দিয়ে জড়িয়েছেন, সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবেই রেখেছেন। জাগিয়েছেন একদম ফরজ সালাতের সময় নরম স্নেহময় কণ্ঠে। বলেছেন, 'ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি, ওঠো...!' এ আহ্বানে যেন মিষ্টতা ঝরে ঝরে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে ভালোবাসার স্নিগ্ধতা ও সুবাস। নবিজির কণ্ঠে এমনই কোমলতা, নম্রতা ও মিষ্টতা লেগে থাকত, সাহাবিদের তিনি এভাবেই সম্বোধন করতেন।[৫৮] তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

'মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ার সাগর, মমতাময়।' (সূরা তাওবা: ১২৮)

✓ সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই ছিলেন উপস্থিত বুদ্ধিতে অনন্য। হুজাইফা ﷺ কুরাইশের লোকদের ভেতর প্রবেশ করেছিলেন। আবু সুফিয়ান কিছু একটা টের পেয়ে সাথিদের বলল, 'তোমরা সবাই পাশের ব্যক্তির হাত ধরো।' হুজাইফা ﷺ বলেন—'আমি তাদের মাঝেই ছিলাম। বেগতিক অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আমার ডান পাশের ব্যক্তির হাতে হাত রেখে বললাম, 'তুমি কে?' সে বলল, 'মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান।' এভাবে বাম পাশের লোকটার হাত ধরে বললাম, 'তুমি কে?' সে বলল 'আমর ইবনুল আ'স।'[৫৯] উপস্থিত বুদ্ধিতে আগে আগে জিজ্ঞেস করে ফেলার পর কেউ আর তাকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন পড়েনি। এভাবেই হুজাইফা ﷺ নাজুক মুহূর্ত সামাল দিয়েছেন। দুশমনের সামনে প্রশ্নের সুযোগই রাখেননি।[৬০]

---

[৫৭] আবু ফারিস রচিত সীরাতুন নবী, পৃ. ৩৬৭
[৫৮] সুয়ারুন ও ইবার মিলান জিহাদিন নাবাবিয়্যি, পৃ. ২৪৬
[৫৯] দেখুন, শারহু যুরকানি, ২/১২০
[৬০] দেখুন, মিন মায়ীনিস সীরাহ, পৃ. ২৯৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিন. কুরআনে আহযাব যুদ্ধের বিবরণ ও ফলাফল

কুরআনুল কারীম আহযাব যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছে। বলেছে—সব কিছু আল্লাহ ﷻ-এর অধীন। কুরআনুল কারীম এই আহযাব ও কুরাইযা যুদ্ধের কথা লিখিত রেখেছে। এই লেখনী চিরকালীন, সময়ের বিবর্তনে মুছে যাবে না। মুসলিমরা সর্বকালেই এই দৃষ্টান্ত সামনে রাখবে, তারা ঘরবাড়ি কিংবা শহর রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে না। স্মরণ রাখবে—শত্রু আসতে পারে কুকুরের মতো চারপাশ থেকে।

কুরআন আহযাব ও বনু কুরাইযা যুদ্ধের কথা পুনরাবৃত্তির মতো ব্যক্ত করেছে, যেন মুসলিম জাতি ঘটনাবহুল এই যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিতে পারে।[৬১] কুরআনে বর্ণিত আহযাব যুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃশ্যত হয়,

> মুমিনদের প্রতি আল্লাহর সমূহ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।' (সূরা আহযাব: ০৯)
>
> সম্মিলিত বাহিনী মাদীনাকে ঘেরাও করার কারণে মুসলিম জাতিকে যে দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছিল, সে চিত্র ফুটে উঠেছে কুরআনে। যেমন: 'যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে।' (সূরা আহযাব:১০)
>
> মুনাফিকদের নিকৃষ্ট মনোভাব, নিন্দিত চরিত্র, কাপুরুষতা, অমার্জনীয় গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং চুক্তি ভঙ্গের গোপন দুর্ভিসন্ধি প্রকাশ করেছে কুরআন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদের দেওয়া আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।' (সূরা আহযাব: ১২)
>
> পৃথিবীর সর্বকালের সব জায়গার মুমিনদেরকে কথা, কাজ ও জিহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে কুরআন। সর্বোপরি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সবার জন্য গ্রহণীয়।

[৬১] দেখুন আল আসাস ফিস সুন্নাহ, ২/ ৬৬২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা বলেন—'নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।'(সূরা আহযাব: ২১)

কুরআন মুমিনদের একনিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধতার প্রশংসা করেছে। তারা সত্যনিষ্ঠ ঈমান দিয়ে সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করেছে এবং আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকারপূর্ণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন— 'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।'(সূরা আহযাব: ২৩)

আল্লাহ তাআলার একটি অপরিবর্তনশীল নির্ধারিত বিধানের কথা ব্যক্ত করেছে কুরআন, তা হলো—চূড়ান্ত বিজয় মুমিনদের জন্য এবং শত্রুরা পরাজিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—'আল্লাহ কাফিরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোনো কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।' (সূরা আহযাব: ২৫)

মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বিবৃত হয়েছে, যেমন: বনু কুরাইযাহ তাদের সুরক্ষিত দুর্গেই অবস্থান করছিল; কিন্তু আল্লাহ কোনো যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমদের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তাদের অন্তরে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছেন, ফলে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য নেমে আসে।[৬২] আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কিতাবিদের মধ্যে যারা কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা এক দলকে হত্যা করেছ এবং এক দলকে বন্দি করেছ। তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘরবাড়ির, ধনসম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল গাযওয়ায়ে আহযাব। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী এক যোগে শত্রুদের বিরুদ্ধে নিবিষ্ট হয়েছিলেন এবং আবশ্যক করেছেন

[৬২] দেখুন, নবীজির যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের বর্ণনা, ২/ ৪৯০, ৪৯১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর পরিণতি। যেমন:

> 'যখন মুমিনরা শত্রু বাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।'(সূরা আহযাব: ২২-২৩)

ফলাফল:

✓ মুসলিমদের বিজয় অর্জন, শত্রুদের পরাজয় ও বিভক্তি, শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে প্রত্যাগমন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পরিণত হওয়া।

✓ মুসলিম জাতির অবস্থার পরিবর্তন। প্রতিরোধের সিঁড়ি পালটে এখন অবস্থান নেবেন আক্রমণের ঘাঁটিতে। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'এত দিন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছে, এখন আমরা তাদের দিকে যুদ্ধে বের হব।'

✓ এই যুদ্ধেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে বনু কুরাইযার গাদ্দারি প্রকাশ পায়। মুসলিমদের এক কঠিন দুর্দিনে ওরা আল্লাহর রাসূলকে দেওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

✓ এই আহযাব যুদ্ধ মুসলিমদের ঈমানের সত্যতা, মুনাফিকদের আসল চেহারা ও বনু কুরাইযার ইয়াহুদিদের প্রকৃত চরিত্র সামনে এনেছে। বলতে হয়, এই আহযাব যুদ্ধের বিপদ মুসলিমদের বিশুদ্ধ করেছে; পক্ষান্তরে মুনাফিক ও ইয়াহুদিদের চেহারা থেকে খুলে দিয়েছে মুখোশ।

✓ বনু কুরাইযার যুদ্ধ ছিল আহযাব যুদ্ধেরই ফলাফল। এর ফলে বনু কুরাইযার ইয়াহুদিদের সাথে হিসাবনিকাশের পালা চুকে গেছে, যারা কঠিন এক মুহূর্তে আল্লাহর রাসূলের সাথে গাদ্দারি করে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।[৬৩]

---

[৬৩] সূত্র প্রাগুক্ত, ২/ ৪৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চার. বনু কুরাইযা থেকে মুক্তি

খন্দক থেকে ফিরে এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ অস্ত্র রেখে দেওয়ার পর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে নির্দেশ দিলেন বনু কুরাইযার সাথে যুদ্ধ করতে। নবিজিও তাঁর সাহাবিদের দ্রুত ওদের দিকে অভিমুখী হতে বলেন। সবাইকে জানিয়ে দেন, বনু কুরাইযার দুর্গ-দেওয়ালে কম্পন সৃষ্টি করে তাদের অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করতে আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল ﷺ-কে পাঠিয়েছেন।' বিদায়ের সময় তাগিদ দিয়ে বলেন—'বনু কুরাইযায় পৌঁছার আগে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে।' (বুখারি, ৪১১৯। মুসলিম, ১৭৭০)

সাহাবায়ে কেরাম বনু কুরাইযার দুর্গ ২৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন।[৬৪] বনু কুরাইযা যখন দেখল, অবরোধে জীবন নাজেহাল হয়ে পড়েছে, বিপদের আবর্ত থেকে বেরোবার কোনো পথ নেই, তখন নিরুপায় হয়ে তারা এই মর্মে আত্মসমর্পণ করতে ও নেমে আসতে সম্মত হয় যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাআদ ইবনু মুআজকে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব দেবেন।

বনু কুরাইযা ভেবেছিল, সাআদ ইবনু মুআজকে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হলে তাদের ও আউস গোত্রের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি তাদের প্রতি দয়া দেখাবেন; কিন্তু তা আর হয়নি। সাআদ ইবনু মুআজ খন্দকের দিন তিরের আঘাত পেয়েছিলেন, তাই তাকে বহন করে নিয়ে আসা হয়। তিনি ফায়সালা করেন, 'যুদ্ধে সক্ষম পুরুষদের হত্যা করে সন্তান ও নারীদের বন্দি করা হবে। সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা হবে। আল্লাহর রাসূল তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন—'তুমি আল্লাহর বিধান মতেই ফায়সালা করেছ।' (বুখারি, ৩০৪৩, ৪১২২। মুসলিম, ১৭৬৮)

মাদীনার বাজারে চারশো ব্যক্তির ওপর ফায়সালা কার্যকর করা হয়। যুদ্ধে সক্ষম পুরুষদের হত্যা করে বেশ কিছু গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। স্বল্প সংখ্যক মানুষ ইসলামে প্রবেশ ও ওয়াদা পূর্ণ করার কারণে মুক্তি পায়। সবশেষে বনু কুরাইযার সমস্ত সম্পদ বণ্টন করা হয় মুসলিমদের মাঝে।

গাদ্দারি ও মুসলিমদের চুক্তি থেকে মুক্তিপ্রার্থীদের এটাই ছিল ন্যায়ানুগ প্রতিদান। আসলে এই প্রতিদান তাদের পরিকল্পিত কাজের অনুরূপ। তারা খিয়ানাত করে মুসলিমদের হত্যা করা-সহ তাদের ধনসম্পদ লুটপাট ও বন্দি করতে চেয়েছিল

[৬৪] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৩৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্ত্রী-সন্তানদের। এই নিকৃষ্ট ইচ্ছার পরিণতিতে তাদের ওপর শাস্তিও নেমে এসেছে ঠিক এমনই।[৬৫]

এদিন বনু কুরাইযার শুধু একজন নারীকে হত্যা করা হয়। এ সম্পর্কে আয়িশা ﵂ বলেন—'তাদের নারীদের থেকে শুধু একজনকে হত্যা করা হয়। সে-ই আমার কাছে এসে গল্প করত। আমি তার মতো উচ্ছল ও হাস্যোজ্জ্বল নারী আর দেখিনি। আল্লাহর রাসূল ﷺ বাজারে পুরুষদের হত্যা করার সময় একজন গলা উঁচিয়ে নাম নিয়ে বলে ওঠে, অমুক নারী কোথায়?

সে বলল, এই তো আমি এখানে।

আমি বললাম, 'তুমি তো বিপদে পড়ে যাবে, কী হলো তোমার?' সে বলল, 'আমাকে হত্যা করা হবে।' বললাম, 'কেন?' সে বলল, 'আমি একটা অমার্জনীয় ঘটনা ঘটিয়েছি।' (এই নারী জাঁতাকলের চাকা নিক্ষেপ করে খল্লাদ বিন সুয়াইদ ﵁-কে হত্যা করেছিল। এরপর নবীজি তাকে এটা দিয়েই হত্যা করেন) আয়িশা ﵂ বলতেন, 'আল্লাহর কসম, তার প্রাণবন্ত আশ্চর্য মানসিকতার কথা আমি কখনোই ভুলব না। সে ছিল হাস্যোজ্জ্বল; কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম সে মারা যাবে।'[৬৬]

বনু কুরাইযার ওপর এই সিদ্ধান্তের ফলে মাদীনা ইয়াহুদিমুক্ত হয়। উন্মুক্ত হয় শুধু মুসলিমদের জন্য। অভ্যন্তর ভাগ ক্ষতির উপাদান মুক্ত হয়, কেননা ওদের সক্ষমতা ছিল গোপন পরামর্শে, কূটকচাল ও চক্রান্তে। কুরাইশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, ইয়াহুদিদের ব্যাপারে ওরা মনে করত, মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই একটা জাতি তাদের পাশে থাকবে, এখন সেই আশাগুলো বনু কুরাইযার লাশগুলোর সাথে মাদীনার বাজারে সমাধিত হয়। ইয়াহুদিদের দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা দূরীভূত হয়। কারণ, এরা-ই মুনাফিকদের শক্তি ও সাহস দিয়ে সাহায্য করত।[৬৭] এরপর ইসলামি দাওলাতের সুরক্ষা কল্পে আল্লাহর হাবীব মুস্তাফা ﷺ মুসলিম উম্মাহর জন্য যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

---

[৬৫] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ১/৩১৫, ৩১৬, ৩১৭
[৬৬] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৩৭৭। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, বনু কুরাইযা অধ্যায়।
[৬৭] সুজা' রচিত সীরাতুর রাসূল, পৃ. ১৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু পর্যালোচনা ও শিক্ষণীয় দিক:

এক. আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মু'জিযা

পরিখা খননের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বেশ কয়েকটি মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিল। তার মধ্যে একটি হলো জাবির ﷺ-এর তৈরিকৃত খাবার বারাকাহ মণ্ডিত হয়ে বৃদ্ধি পাওয়া।

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমরা বিরতিহীনভাবে পরিখা খনন করছিলাম। একদিন প্রকাণ্ড এক পাথর আমাদের কাজে ব্যত্যয় সৃষ্টি করে। সাহাবিগণ নবিজির কাছে এসে বলল, 'একটা প্রকাণ্ড পাথরের কারণে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে আছে।' নবিজি বললেন, 'চলো, আমি আসছি।' পরিখার কাছে আসার জন্য তিনি দাঁড়ালেন। দেখলাম তাঁর পেটে পাথর বাঁধা। কী করবেন, আজ তিন দিন ধরে যে আমাদের রিযিকে কোনো দানাপানিই জোটেনি! নবিজি পাথরের কাছে এলেন। শারীরিক দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করেছিল ঠিক; কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি কুঠার দিয়ে পাথরে আঘাত করা মাত্র সেটা ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল।

সাহাবিগণ আবার কাজ শুরু করলেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে একটু বাসায় যাবার অনুমতি দিন।' অনুমতি পেয়ে বাসায় এসে স্ত্রীকে বললাম, 'আল্লাহর রাসূলের ক্ষুধার্ত অবস্থা দেখে আমার মন মানছে না। তোমার কাছে খাবার কিছু আছে?' ও বলল, 'খাদ্য বলতে আছে শুধু একটা বকরির বাচ্চা ও কিছু যব।' আমি সময় ক্ষেপণ না করে এই বকরির বাচ্চাটাই জবাই করলাম, আটা করলাম যবগুলো। সবশেষে গোশত চুলায় চড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে এলাম।

নবিজিকে বললাম, 'সামান্য খাবার প্রস্তুত করেছি; আপনি আর আপনার সাথে অতিরিক্ত দু-একজনকে নিয়ে আসুন।'

নবিজি বললেন, 'কী পরিমাণ খাদ্য আছে?' আমি প্রকৃত অবস্থা জানালাম; কিন্তু তিনি বললেন, সুন্দর, অনেক খাবার! তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি আসার আগে যেন গোশত না সরায়, চুলা থেকে রুটি না নামায়। এরপর তিনি সাহাবিদেরকে হাঁক ছেড়ে বললেন, 'তোমরা জাবিরের বাসায় এসো?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবিজির ডাক শুনে সেই বিশাল সংখ্যক মুহাজির ও আনসার সাহাবি আমার বাসায় মেহমান হন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললাম, 'জানিনা কপালে কী আছে! আল্লাহর নবি তো মুহাজির, আনসার ও তাঁর সাথে থাকা প্রায় সব লোকজনদের নিয়ে আসছেন!' স্ত্রী বলল, 'তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?' বললাম, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'তা হলে তাদেরকে আসতে বলুন, তবে যেন হুড়োহুড়ি না করেন।'

এরপর আল্লাহর রাসূল নিজ হাতে রুটি ছিঁড়ে তাতে গোশত দিয়ে সাহাবিদেরকে খাওয়ানো শুরু করলেন। রুটি ও গোশত নেওয়ার সময় তিনি সবকিছু ঢেকে রাখছিলেন। এভাবে সাহাবিদের খাওয়ানোর পালা চলতেই থাকল। সামান্য একটা বকরি আর কয়েক সের যবের রুটি খেয়ে যাচ্ছেন এত জন সাহাবি; কিন্তু শেষ হচ্ছে না! অপার বিস্ময়ে অভিভূত আমি! অবশেষে সবাই তৃপ্তিভরে খাওয়ার পরেও রুটি আর গোশত আছে আগের মতোই। সাহাবিদের বিদায় দিয়ে নবিজি আমাকে বললেন, 'নাও, এবার তুমি খাও। আসলে ওদের খুব খিদে পেয়েছিল।' (বুখারি, ৪১০১)

পরিখা খননকালের আরেকটি গল্প। বাশীর ইবনু সাআদের মেয়ে বলছেন, 'আমার মা আমরা বিনতে রাওয়াহা আমাকে কাছে ডাকলেন। আমার জামায় এক মুঠো খেজুর দিয়ে বললেন, 'মামণি, এগুলো নিয়ে তোমার বাবা ও খালু আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার কাছে যাও। তারা এগুলো দিয়ে সকালের নাশতা করবেন।'

আমি খেজুর নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে চললাম। সামনে হাঁটতে হাঁটতে বাবা ও খালুকে খুঁজছিলাম। পথিমধ্যে আল্লাহর রাসূলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে দেখে আদুরে গলায় বললেন, 'মামণি, এগুলো কী তোমার কাছে?' আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখানে কিছু খেজুর আছে। মা পাঠিয়েছেন বাবা ও খালুর সকালের নাশতার জন্য।' নবিজি বললেন, 'এখানে নিয়ে এসো দেখি!'

আল্লাহর রাসূল দুই হাত পেতেছিলেন। আমি তার হাতে ঢাললাম। খেজুর দুজনের জন্য হলেও এত সামান্য ছিল যে, নবিজির হাতের অঞ্জলিও ভরেনি। হাতে খেজুর নিয়ে তিনি এক টুকরো কাপড় আনতে বললেন। কাপড় বিছানোর পর আরও কিছু খেজুর আনিয়ে তা কাপড়ের ওপর ঢালতে শুরু করলেন। পাশের সাহাবিকে বললেন, খন্দকের সাহাবিদের ডাকো, যেন এখানে এসে সকালের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাশতা করে যায়।

ডাক শুনে পরিখা খননকারীরা নবিজির কাছে এসে একত্রিত হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ এক দিকে খেজুর ঢালছেন আর সাহাবিগণ খাচ্ছেন, অন্য দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে খেজুর। আগত সবাই খেজুর খেয়ে তৃপ্ত হবার পর কাপড়ের প্রান্ত ভরে গিয়ে খেজুর আরও পড়ে যাচ্ছিল। (ইবনু হিশাম, ৩/ ২২৮, ২২৯)

খন্দকের সময়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এ দুটি মু'জিযা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

এই যুদ্ধে মুসলিম পুরুষদের সাথে জিহাদে এক মুসলিম নারীর ভূমিকাও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। পুরুষরা দীর্ঘ সময় ধরে পরিখা খনন করতে করতে বেশ ক্লান্তি অনুভব করার পর কাজে বিরতি দিয়েছেন। দু-মুঠো খাবার তাদের কাছে অনেক দূরের ব্যাপার। খাদ্য-সংকট দেখা দিয়েছে সবার মাঝে। চূড়ান্ত খিদে আক্রান্ত করেছে সবাইকে। খিদের শেষ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল ও মুসলিমরা পেটে পাথর বাঁধতে বাধ্য হয়েছেন। সাহাবিদের চরম দুর্দশার এই মুহূর্তে এক মুসলিম নারী এগিয়ে আসেন। নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলিমের জন্য খাবার তৈরি করার মাধ্যমে তিনি যুদ্ধে শামিল হয়ে যান।[৬৮]

পরিখা খননকালে আল্লাহর রাসূলের কয়েকটি নবুওয়াতি প্রমাণও দীপ্যমান হয়েছে। সবার সাথে আম্মার ইবনু ইয়াসির رضي الله عنه পরিখা খনন করছিলেন; বহন করছিলেন মাটি। নবিজি তাকে ভবিতব্যের একটি সংবাদ দিয়ে বলেন—'অচিরেই তাকে একটি বিদ্রোহী বাহিনী হত্যা করবে।'[৬৯] শেষে সিফফিন যুদ্ধে 'আলি رضي الله عنه-এর পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৭০]

সাহাবিগণ পরিখা খননের সময় প্রকাণ্ড এক পাথর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ পাথরটিতে তিনটি আঘাত করেন। প্রথম আঘাতের পর বলেন—'আল্লাহু আকবার, আমাকে সিরিয়ার চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি এখন রোমানদের লাল প্রাসাদগুলো দেখছি।' দ্বিতীয়বার আঘাতের পর বলেন—'আল্লাহু আকবার, আমাকে পারস্যের চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম,

---

[৬৮] দেখুন নবী যুগের নারী, পৃ. ১৭৫
[৬৯] বুখারি, ৪৪৭। মুসলিম, ২৯১৫
[৭০] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি মাদায়েনের শুভ্র প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি।' তৃতীয়বার আঘাত করার পর বলেন—'আল্লাহু আকবার, আমাকে ইয়ামানের চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, এখন এখান থেকেই সানার ফটকগুলো দেখতে পাচ্ছি।'[৭১]

মুসলিমরা মাদীনায় অবরুদ্ধ। দুর্দশা, ভয়-আতঙ্ক, ক্ষুধা ও তীব্র শীতে কাতর সবাই। এমন সংকটময় মুহূর্তে দেওয়া বিজয়ের সুসংবাদ বাস্তবায়িত হয়েছিল খুলাফা রাশিদূনের শাসনামলে।[৭২]

দুই. কল্পনা ও বাস্তবতা

এর বহুকাল পরের কথা। কুফার এক ব্যক্তি হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁-কে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আল্লাহর রাসূলকে দেখেছেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ ভাতিজা, এর সৌভাগ্য হয়েছে।' লোকটা বলল, 'আপনারা কীভাবে চলতেন তাঁর সাথে?' হুজাইফা ﵁ বললেন—'আমরা তাঁর সান্নিধ্যে থেকে অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছি।'

লোকটা বলল, 'আল্লাহর কসম, আমরা তাঁকে পেলে মাটিতে হাঁটতে দিতাম না। আমাদের কাঁধে তুলে রাখতাম।' হুজাইফা ﵁ বললেন, 'ভাতিজা, পরিখা খননের সময় আল্লাহর রাসূলের সাথে আমাদের কষ্টের চিত্রটা যদি দেখতে!'[৭৩] এরপর মুশরিকদের প্রতিরোধে সাহাবিদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার কথা তিনি বিস্তারিত বলেন।

এই ব্যক্তি একজন তাবিঈ, কথা বলছেন সাহাবি হুজাইফা ﵁-এর সাথে। তার ধারণা হলো, আল্লাহর রাসূলকে পেলে সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে তারা বেশি করতেন। এটা মনের কল্পনা মাত্র, কল্পনা এক জিনিস; আর বাস্তবতা অন্য জিনিস। সাহাবিগণও মানুষ ছিলেন, মানবীয় শক্তি ছিল তাদের শরীরে। সাধ্যমতো নিজেদেরকে নিবেদন করেছেন। সম্পদ কিংবা প্রচেষ্টা কোনো ক্ষেত্রেই তারা কার্পণ্য করেননি। আল্লাহর রাসূলও তাদের আত্মনিবেদনের যথার্থ মূল্যায়ন করে বলেছেন, 'সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ।' নবিজি এখানে স্পষ্ট করছেন, আর কারও আমল তাদের আমলের সমকক্ষ হবে না।

---

[৭১] সূত্র প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯

[৭২] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/ ৩২৫

[৭৩] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ২৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবিদের পরবর্তীরা ইসলামের পরিধিকে বিস্তৃত পেয়েছে, নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও ন্যায়ের ছায়ায় জীবন কাটিয়েছে। ফিতনা ও বিপদাপদ থেকে তাদের অবস্থান হয়েছে বহু দূরে। পরবর্তীদের প্রয়োজন ছিল এমন একটা নমুনার, যা দ্বারা বর্তমানে থেকে অতীতের আবহ অনুভব করতে পারত। যে অতীতে ছিল সব ধরনের অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা ও অবিশ্বাসের অন্ধকার। তা হলে এরা অনুভব করতে পারত, ইসলাম পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহাবায়ে কেরাম কী পরিমাণ নিবেদিত ছিলেন![৭৪]

তিন. সালমান আমাদের আহলে বাইতের মানুষ[৭৫]

পরিখা খননের সময় সালমান ফারসি ﷺ-কে নিয়ে মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মাঝে শুরু হয় এক মধুর টানাটানি। মুহাজিরগণ বলছিলেন, সালমান আমাদের; আর আসনাররা বলছিলেন, সালমান আমাদের। আল্লাহর রাসূল সবার বিরোধ মিটিয়ে বললেন, 'সালমান আমাদের আহলে বাইতের মানুষ।' সালমানের পক্ষে নবিজির এই বাণী চিরন্তনী অবশ্য জানিয়ে দিলো, সালমান মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আহলে বাইতের সদস্যরা মুহাজির-ই ছিলেন।[৭৬]

চার. মধ্যবর্তী সালাত

আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরাইশ বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাদের বাড়িঘর ও কবরগুলো সেভাবে আগুনে পূর্ণ করে দিন, যেমন তারা আমাদেরকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সালাত থেকে ব্যস্ত রেখেছে।'

আসরের সালাত মধ্যবর্তী সালাত হওয়ার পক্ষে অনেক আলেম এই হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমনটা হাদীসের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট জানা যায়। হাদীসের বিশুদ্ধতার কারণে কাজি মাওয়ারদি এটা শাফিঈ মাজহাব হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অনেকে আবার এই হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যুদ্ধের কারণে আসরের সালাত বিলম্ব করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে। আওযাঈ ও মাকহূলের মাজহাব এটাই।[৭৭]

---

[৭৪] দেখুন, শামি রচিত মিন মুয়াইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ২৯১
[৭৫] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ২৪৭
[৭৬] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৬/ ১০৮
[৭৭] দেখুন আল আসাস ফিস সুন্নাহ, ২/ ৬৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ড়া. বৃতি বলেছেন—

> 'অধিক ব্যস্ততার কারণে আল্লাহর রাসূলের আসরের সালাত ছুটে গেছে। এরপর তিনি সূর্যাস্তের পর কাযা আদায় করেছেন। বুখারি মুসলিম ছাড়া অন্যান্য বর্ণনায় আছে, এদিন একাধিক সালাত ছুটে গিয়েছিল। পরে সালাতের জন্য সময় বের করে এগুলো ধারাবাহিকভাবে কাযা আদায় করেছেন। ছুটে যাওয়া সালাত কাযা পড়ার শারী'আহসিদ্ধতার ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট প্রমাণ। অনেকে মনে করেন—'এ ধরনের ব্যস্ততার কারণে সালাত বিলম্ব করা জায়েয ছিল, পরে যুদ্ধরত পদাতিক ও অশ্বারোহী মুসলিমদের জন্য সালাতুল খাউফ শারী'আহসিদ্ধ করে সালাত বিলম্বে আদায়ের বিধান রহিত করা হয়েছে।' তাদের কথাও ঠিক আছে।

কারণ, বুঝতে হবে, সালাতুল খাউফের বিধান বিধিবদ্ধ হয়ে কাযা আদায়ের বিধান রহিত করেনি; বরং সালাত যে বিলম্বে আদায় করা জায়েয ছিল, সেই বিধানকে রহিত করেছে। অতএব, কাযা আদায়ের বিধান শারী'আহসিদ্ধই থাকবে। কেননা, আহযাব যুদ্ধের এই প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য অনেক হাদীস দ্বারা কাযা আদায়ের বিধান প্রমাণিত; কিন্তু এর বিপরীতে রহিতকরণ বিষয়ে বিশুদ্ধ কোনো প্রমাণ নেই।'[৭৮]

পাঁচ. হালাল ও হারাম

> কুরাইশের মুশরিকরা লোক পাঠায় সম্পদের বিনিময়ে আমর ইবনু আবদুদের লাশ নিয়ে যেতে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলে দেন, 'লাশ তাদের কাছে হস্তান্তর করো। কারণ, এটা নিকৃষ্ট লাশ। এই নিকৃষ্ট লাশের বিনিময়ও নিকৃষ্ট। কাজেই আমরা বিনিময় হিসেবে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করব না।' (আহমাদ, ১/ ২৪৮)

জীবনের এক সংকীর্ণ মুহূর্তে মুসলিমরা এই কাজ করেছেন। বুঝতে হবে, যেটা হালাল, সেটা হালাল, আর হারামটা হারাম-ই। হালাল-হারামের ক্ষেত্রে এটাই ইসলামের শাশ্বত বিধান। সেই মুসলিমরা কোথায়, যারা সুদ হালাল করার পেছনে নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কারে বুঁদ হয়ে থাকে![৭৯]

---

[৭৮] দেখুন, বৃতি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২২২
[৭৯] দেখুন, 'মিন মুয়াইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ২৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছয়. নবিজির চাচি সাফিয়্যাহর বীরত্ব

নিরাপত্তার জন্য মাদীনার নারী ও শিশুদের একটি শক্তিশালী দুর্গে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কেননা, মুজাহিদ সাহাবিগণ সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থানে ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে আল্লাহর রাসূলের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পর দুর্গের মুসলিম নারী ও শিশুদের সম্পর্কে অবগত হবার জন্য ইয়াহূদিরা একজন গুপ্তচর প্রেরণ করে। আল্লাহর রাসূলের চাচি সাফিয়্যাহ ﵂ তাকে দেখে ফেলেন। তিনি ইয়াহূদির গতিবিধি টের পেয়ে একটা লাঠি নিয়েই নিচে নেমে আসেন। বিশ্বাসঘাতক এই গুপ্তচরকে হত্যা করে তবেই ক্ষান্ত হন।

সাফিয়্যাহ ﵂-এর এই দুঃসাহসিক প্রতিরোধ-কর্ম ইয়াহূদিদের জানিয়ে দেয়, দুর্গে নারী ও শিশুদের একা ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বনু কুরাইযার ইয়াহূদিদের বিশ্বাস জন্মে, এরা ইসলামি বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনিতে আছে কিংবা প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য অবশ্যই কিছু পুরুষও এখানে আছে।[৮০] এই ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে, শত্রু প্রতিহত করার মতো কেউ না থাকলে নারীকেই প্রতিরোধমুখর হতে হবে।[৮১]

সাত. হাসসান বিন সাবিত ﵁-এর কাপুরুষতার বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়

সাফিয়্যাহ ﵂-এর ইয়াহূদি হত্যার এই গল্পে একটি দুর্বল বর্ণনাও এসেছে।[৮২] তা হলো, সাফিয়্যাহ ﵂ হাসসান বিন সাবিত ﵁-কে বললেন, 'এই দেখো, দুর্গের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক ইয়াহূদি। সে যে আমরা অরক্ষিত থাকবার ব্যাপারটা ইয়াহূদিদের বলে দেবে না, তাতে নিশ্চিত হতে পারছি না। আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিগণ ওদিকে ব্যস্ত, তাই নিচে নেমে ওকে হত্যা করে এসো।'

হাসসান বললেন, 'আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি জানেন আমি এ কাজের লোক নই।' হাসসানের এমন কথা শুনে তিনি নিজেই একটা লাঠি নিয়ে দুর্গের নিচে নেমে আসেন। ইয়াহূদিকে আঘাত করে হত্যা করেন। ইয়াহূদির মৃত্যু নিশ্চিত করে দুর্গে ফিরে এসে বললেন, 'হাসসান, এবারে নিচে নেমে ওর দেহ তল্লাশি করো। কেননা, একজন পুরুষের দেহ তল্লাশি করা নারীর পক্ষে সমীচীন নয়।'

---

[৮০] দেখুন, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ২৮৩, ২৮৪
[৮১] দেখুন, আল মুস্তাফাদ মিন কিসাসিল কুরআন লিদ দা'ওয়াহ ওয়াদ দুআ ২/২৪৬
[৮২] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৩৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাসসান ﵁ বললেন, 'প্রিয় আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে, ওর দেহ তল্লাশি করে এখন কী প্রয়োজন আমার!'[৮৩]

কয়েক কারণে হাসসান ﵁ সম্পর্কে এই গল্প বিশুদ্ধ নয়:

✓ সনদের বিচারে এটি সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত নয়; বরং বিচ্ছিন্ন। কাজেই এটা বিশুদ্ধ নয়। আর এমন একজন সাহাবি—যিনি সারা জীবন আল্লাহর পক্ষে লড়েছেন, তার ব্যাপারে অনিশ্চিত কথা বলা বৈধও নয়।

✓ হাসসান বিন সাবিত ﵁ আসলেই কাপুরুষ হিসেবে পরিচিত হলে তার যেকোনো একজন শত্রু এই নিন্দিত স্বভাবের কথা তাচ্ছিল্যের সাথে উল্লেখ করত। বিশেষ করে তিনি যাদেরকে ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করতেন, তারা তাকে ছেড়ে দিত না। আর স্বীকৃত কথা হলো জাহিলি যুগের কেউই তার ব্যঙ্গ কবিতা থেকে রেহাই পায়নি। এদিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে শক্তি জোগাতেন, তার জন্য দুআ করতেন এবং মুশরিক কবিদের ব্যঙ্গ করে কবিতা গাইতে অনুপ্রাণিত করতেন।[৮৪]

আট. ইসলামি ইতিহাসে প্রথম সামরিক হাসপাতাল

এই আহযাব যুদ্ধের সময় মুসলিমরা সর্বপ্রথম সামরিক হাসপাতাল নির্মাণ করেন। যুদ্ধের চাকা ঘূর্ণায়নকালে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনার মাসজিদে নববিতে একটি তাঁবু স্থাপন করেন। বিশিষ্ট আনসারি নারী রুফাইদা আসলামিকে নির্দেশ দেন এই নববি সামরিক হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক হিসেবে। এভাবে ইসলামি ইতিহাসে প্রথম সামরিক হাসপাতাল নির্মিত হয়।[৮৫]

সীরাতে ইবনু হিশামে উল্লেখ আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ অসুস্থ সাআদ ইবনু মুআজ ﵁-কে তার মাসজিদে রুফাইদা আসলামির তাঁবুতে রাখেন। রুফাইদা আহত সাহাবিদের চিকিৎসা আর অসুস্থ মুসলিমদের খিদমতের মধ্য দিয়ে সাওয়াবের প্রত্যাশা করতেন। অধিকন্তু আহযাব যুদ্ধে কেউ আহত হলে নবিজিও তাকে বলতেন, 'তাকে রুফাইদার সামিয়ানায় নিয়ে যাও, আমি একটু পর দেখতে

---

[৮৩] প্রাগুক্ত
[৮৪] দেখুন, আবু ফারিস রচিত গাযওয়াতুল আহযাব,
[৮৫] দেখুন, ড. আবদুল্লাহ সাঈদ রচিত 'আল মুসতাশফিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসছি।'[৮৬]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারি, মুসলিমদের কেউ আক্রান্ত হলে সাধারণত তার পরিবার দেখাশোনা করত। কারও পারিবারিক আশ্রয় না থাকলে তাকে মাসজিদে নববিতে নির্মিত তাঁবুতে নিয়ে আসা হতো; কিন্তু সাআদ ইবনু মুআজ ﷺ-এর কোনো অভাব ছিল না। তবুও আল্লাহর রাসূল তাকে পরিবারহীন মুসলিমদের জন্য নির্মিত তাঁবুতে রাখার ইচ্ছা করেছেন। এর একটাই কারণ, তিনি যেন সর্বক্ষণ আল্লাহর রাসূলের তত্ত্বাবধানে থাকেন।[৮৭] অন্যথায় মাসজিদে তাঁবু নির্মাণের কী প্রয়োজন ছিল? অন্য কোনো স্থানেও তো সামিয়ানা স্থাপন করা যেত!

আল্লাহর রাস্তায় আত্মত্যাগের কারণে সাআদ ইবনু মুআজ ﷺ সম্মানিত হয়েছেন। তাকে সম্মানিত করা হয়েছে দুস্থদের সাথে একই শিবিরে রেখে। হ্যাঁ, কারও সৌভাগ্য যখন সমুন্নত হয়, তাদেরকে এমন লোকদের সাথে রাখা হয়, যারা একনিষ্ঠ হয়ে শুধু আল্লাহর জন্যই আমল করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও সাআদ ইবনু মুআজ ﷺ-কে এভাবে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

নয়. মুসলিম ভুল করবে; কিন্তু আল্লাহর দিকে দ্রুত ফিরে আসবে

জাহিলি যুগ থেকেই আবু লুবাবা ﷺ-এর সাথে বনু কুরাইযার ইয়াহূদিদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। অবরোধের শেষ দিকে ওরা আবু লুবাবার কাছে লোক পাঠায় আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াহূদিরা নেমে আসবে কিনা—এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য। তিনি গলার দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দেন, হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরক্ষণেই তিনি অনুতপ্ত হয়ে মাসজিদে নববিতে প্রবেশ করেন। সংকল্প করেন, আল্লাহ তার তাওবা কবুল না করা পর্যন্ত নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখবেন।[৮৮]

এভাবে মাসজিদে নববির খুঁটির সাথে ছয় দিন কেটে যায়। প্রতি সালাতের সময় স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন। সালাত শেষে আবার নিজেকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। মুখে আওড়াতে থাকতেন, 'আল্লাহ আমার তাওবা কবুল না করা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।'

---

[৮৬] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/২৫০। তাফসীরে তাবারি, ২১/১৫২

[৮৭] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ২৯৪

[৮৮] দেখুন, আল মুস্তাফাদ মিন কিসাসিল কুরআন ২/২৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা ﷺ বলেন—

‘একদিন সাহরির সময় আমি আল্লাহর রাসূলকে হাসতে দেখলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ‘আল্লাহ আপনাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন, এভাবে একাকী কেন হাসছেন আপনি?’ নবিজি বললেন, ‘কারণ, আবু লুবাবার তাওবা কবুল হয়েছে।’

বললাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি তাকে এই সুসংবাদ দিতে পারি?’ বললেন, ‘হ্যাঁ, চাইলে দিতে পার।’ সময়টা ছিল পর্দার বিধান অবতীর্ণ হবার আগের। উম্মু সালামা ﷺ তার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আবু লুবাবা, সুসংবাদ শোনো, আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন।’

সালাতের সময় সাহাবিগণ এসে তাকে বাঁধনমুক্ত করতে চাইলেন; কিন্তু তিনি বারণ করে বললেন, ‘কেউ খুলবে না...। আল্লাহর রাসূল নিজ হাতে আমাকে মুক্ত করলে তবেই আমি মুক্ত হব।’ কিছুক্ষণ পর ফজরের সালাতের সময় আল্লাহর রাসূল তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁধন খুলে দেন।[৮৯]

এটাই হলো ভুল স্বীকার ও তাওবাতুন নাসূহা বা খাঁটি তাওবা। যুদ্ধ-সংক্রান্ত একটা গোপন বিষয় ফাঁস করে যে স্খলন ঘটেছে, আবু লুবাবা ﷺ এটা গোপন করার কোনো চেষ্টা করেননি। মুসলিমদের সামনে তার অপরাধ অপ্রকাশ রাখবার সামর্থ্য যেমন ছিল, তেমনই তিনি ইয়াহুদিদেরও বলতে পারতেন তার বিষয়টি গোপন রাখতে; কিন্তু তিনি আল্লাহর পর্যবেক্ষণের কথা স্মরণ করেছেন, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু জানেন। পাশাপাশি স্মরণ করেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুদ্ধ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গোপন রাখার নির্দেশনা। এখানে তিনি মানবীয় স্খলনের শিকার হয়েছেন বিধায় ভীষণ অনুতপ্ত হয়েছেন, ভুলের কথা স্বীকার করেছেন, সর্বোপরি কোনো কিছুর অপেক্ষা না করে একটা পরিণতির মাধ্যমে নিজের জন্য আত্মশোধন আবশ্যক করে নিয়েছেন। এটি যেন আল্লাহর বাণীর বাস্তব চিত্র। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

‘আল্লাহর কাছে সেটাই প্রকৃত তাওবা, যারা অজ্ঞতাবশত অন্যায় কাজ করে, অতঃপর নিকটতম সময়ে তাওবা করে, আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা নিসা: ১৭)

[৮৯] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ২৪৭, ২৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো মানুষ নিজের বিরুদ্ধে তাওবা কার্যকর করার এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিই কেবল এমন করতে পারে। গভীরতম ঈমানের প্রতিফলন এই তাওবা। যে ঈমান তার অধিকারীর মাঝে এক বিন্দু পাপের দাগও রাখতে চায় না।

আবু লুবাবার তাওবা কবুলের ফলে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত খুশি হয়েছেন, এগিয়ে এসেছেন অভিনন্দন জানাতে। এই তো, নবিজির স্ত্রী উম্মু সালামা ﵂ অনুমতি নিয়ে অভিনন্দন জানাতে অগ্রসর হয়েছেন, জানিয়েছেন তাওবা কবুলের সুসংবাদ।[৯০]

আল্লাহ তাআলা আবু লুবাবার ব্যাপারে বলছেন—

> 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর সাথে ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনেশুনে নিজেদের পারস্পরিক আমানতে খেয়ানত করো না।' (সূরা আনফাল: ২৭)

পরে তার তাওবার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

> 'আর কোনো কোনো লোক রয়েছে, যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ ও অন্য একটা বদ কাজ। শিগগির আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।'[৯১] (সূরা তাওবা:১০২)

দশ. সম্মানের অনন্য চূড়ায় সাআদ ইবনু মুআজ ﵁

আহযাব যুদ্ধের সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে অনন্য মর্যাদায় উন্নীত হন সাআদ ইবনু মুআজ ﵁। এখানে প্রসংগত সে-সম্পর্কিত সামান্য আলোচনা সংগত মনে করছি।

আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করেছেন। তিনি দুআয় বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি জানো, যারা তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁকে শহর ত্যাগে বাধ্য করেছে, তাদের সাথে জিহাদ করা আমার চেয়ে কেউ পছন্দ করে না। অতএব, কুরাইশের সাথে যদি কোনো যুদ্ধ বাকি থাকে, তাহলে আমাকে সে পর্যন্ত জীবিত রাখুন, আমি তাদের সাথে জিহাদ করব।' আল্লাহ তাআলা তার ডাকে সাড়া

---

[৯০] দেখুন, সুয়াব্বুন ও ইবার মিলান জিহাদিন নাবাবিয়্যি, পৃ. ২৬১

[৯১] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/২৬২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিয়ে ক্ষতস্থান শক্ত করে সুস্থতার অনুরূপ করে দেন।[৯২]

এভাবে বনু কুরাইযার যুদ্ধ চলে আসে, আল্লাহর রাসূল তাকে বিচারের দায়িত্ব দেন। তিনি যথার্থ ফায়সালা করেন। আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করেননি তিনি। এখানে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর জন্য তার অন্তর উন্মুক্ত ছিল।[৯৩]

বনু কুরাইযার ফায়সালা করার জন্য তাকে আসতে দেখে নবিজি আনসার সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেন—'তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়িয়ে যাও।'[৯৪] এখানেও সাআদ ﵁-কে সম্মানিত করা হয়েছে, স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার বীরত্বের। নবিজি তাকে সাইয়িদ বলে সম্বোধন করেছেন, তার সম্মানার্থে নির্দেশ দিয়েছেন দাঁড়ানোর।[৯৫]

বনু কুরাইযার ইয়াহুদিদের ওপর আল্লাহর বিধান কার্যকর হবার পর সাআদ ﵁ ২য় বার দুআয় হাত তুলে বলেন—'হে আল্লাহ, আমি মনে করছি আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। আপনি যদি সত্যিই আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে থাকেন, তাহলে রক্ত প্রবাহিত করুন, এতেই আমার মৃত্যু নিশ্চিত করুন।'[৯৬] আল্লাহ তাআলা তার এ দুআও কবুল করেন। সে রাতেই তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে তিনি জান্নাতের পথে পাড়ি জমান।[৯৭]

সাআদ ﵁-এর প্রথম ও শেষ দুআর সম্মিলিত রূপটা খুব আশ্চর্যজনক। এমন মহৎ মানুষের প্রার্থনা, যার ভেতর সারাক্ষণ জাগরূক থাকত জিহাদের স্পৃহা ও শাহাদাতের তামান্না। মূলত তিনি ছিলেন উম্মাহ ও জাতির পক্ষ থেকে ইসলামের সাহায্যে একজন প্রকৃত নিবেদিত প্রাণ।[৯৮]

আমরা তার জীবনজুড়ে দেখতে পাই, তিনি আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা বাস্তবায়ন করতেন। আসমান ও পৃথিবীতে তিনি সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী। বনু

---

[৯২] দেখুন, বৃতি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২২৮
[৯৩] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৬/১৭০
[৯৪] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/২৬২
[৯৫] দেখুন, সুয়ারুন ও ইবার মিনান জিহাদিন নাবাবিয়্যি, পৃ. ২৬৫
[৯৬] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/২৭৫
[৯৭] দেখুন, বৃতি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২২৮
[৯৮] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৩/৭০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরাইযার ব্যাপারে সকল সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তিনি নিজে চেয়ে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে যেন একাত্ম হয়েছেন। সর্বোপরি বনু কুরাইযাও যেন বিচারক হিসেবে তার আশাই ব্যক্ত করে।

দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশী ছিলেন না তিনি। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব ও নির্বিশেষে সবার সাথে জিহাদে কওমকে নেতৃত্ব দেবার আমানত পূর্ণ করার পর, যখন তার কাছে মনে হলো মুসলিম ও কুরাইশের মাঝে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে, আবার বনু কুরাইযার বিচারের পর অন্তর থেকে প্রশমিত হয়েছে ক্রোধ, ইসলামে এক নতুন দিনের সূচনা হতে চলেছে, ফলে এখন তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়েছে শাহাদাতের মৃত্যু। (আর দুআ করেছেন, হে আল্লাহ আমার ক্ষতস্থানের রক্ত প্রবাহিত করে এভাবেই আমার মৃত্যু নিশ্চিত করুন।)

তার সকল আকাঙ্ক্ষাই বাস্তবায়িত হয়েছে। বনু কুরাইযায় তার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে, গতকালও যারা মিত্র গোত্র ছিল, আজ সেই শত্রুদের ধ্বংস তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, এরপর এই তো, তার আঘাতের স্থান থেকে প্রবাহিত হচ্ছে রক্ত।[৯৯]

রক্ত প্রবাহিত হবার পর কওমের লোকেরা তাকে বহন করে বনু আবদুল আশহালের জনপদে নিয়ে আসে। আল্লাহর রাসূল ﷺ আসার পর বলা হলো, লোকেরা তাকে নিয়ে চলে গেছে। আল্লাহর রাসূল সাআদের দিকে চললেন। সাহাবিগণও তাঁর অনুসরণ করলেন। নবিজি দ্রুত চলতে বললেন, দ্রুততার কারণে এক সময় সাহাবিদের চপ্পলের ফিতা ছিঁড়ে যাচ্ছিল, পড়ে যাচ্ছিল দেহের চাদর। সাহাবিগণ অনুযোগ করে বললেন তাদের অবস্থার কথা। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, না জানি ফেরেশতারা আমাদের আগে সাআদের কাছে পৌঁছে হানযালার মতো তাকেও গোসল করিয়ে দেয়।' অবশেষে নবিজি তার বাসায় এসে দেখেন, তাকে গোসল দেওয়া হচ্ছে, তার মা পাশ থেকে বিলাপ করে বলছিল,

'সাআদের দুঃখে তার মা বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে/ অসীম দুশ্চিন্তায় ও ব্যথা কাতরতায়।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'মৃতের জন্য কেঁদে সব নারীই মিথ্যা বলে, উম্মু সাআদ ভিন্ন।' এরপর তাকে সাথে নিয়ে বের হন। খাটিলি বহন করা সাহাবিগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এমন হালকা মৃত ব্যক্তি তো আমরা কখনোই বহন

---

[৯৯] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়াহ, ৩/ ৭১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করিনি!' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'সাআদের লাশ হালকা হবার কারণ কী জানো, তার লাশ বহনের জন্য আজ এমন ফেরেশতারা পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, যারা ইতঃপূর্বে কখনোই আসেননি।'[১০০]

নাসাঈ শরীফে ইবনু 'উমার ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা সাআদ বিন মুআজের জানাযা বহনে অংশ নিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর এই পুণ্যবান বান্দার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে, আন্দোলিত হয়েছে আল্লাহর আরশ, তার জানাযায় এমন ৭০ হাজার ফেরেশতা এসেছেন, যারা ইতঃপূর্বে আর আসেননি। এ সত্ত্বেও তার কবর একবার সংকীর্ণ হয়েছিল, পরে অবশ্য আবার প্রশস্ত হয়েছে।'[১০১]

এই তো স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও সাআদকে বিদায় জানিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ বলেন—'আল্লাহর রাসূল নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়ে তার কাছে প্রবেশ করে বললেন, 'কওমের নেতাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমায় উত্তম প্রতিদান দান করুন, আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তুমি পূর্ণ করেছ, তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিও আল্লাহ পূর্ণ করবেন।'[১০২]

শুধু কি তাই! এই পুণ্যবান মানুষটির মৃত্যুর পর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের সামনে তার প্রশংসাও করেছেন, যেন মানুষ তার উন্নত কাজের কথা জানতে পারে, তাকে নিয়ে গর্ব করে।[১০৩] আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'সাআদ বিন মুআজের মৃত্যুতে মহান আল্লাহর আরশ পর্যন্ত আন্দোলিত হয়েছে।'[১০৪]

বারা ইবনু আযিব ﷺ বলেন—'একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে একটি চমৎকার চাদর হাদিয়া দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম তা স্পর্শ করে দেখছিলেন। আকর্ষণীয় রঙে সবাই মুগ্ধ। সাহাবিদের মুগ্ধতা দেখে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তোমরা এটা দেখে অবাক হচ্ছো! ওদিকে জান্নাতে সাআদ বিন মুআজের রুমালগুলো এরচেয়ে উত্তম ও আকর্ষণীয় রঙের।'[১০৫]

---

[১০০] দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/ ২৯৫
[১০১] দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/২৮৮
[১০২] দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/ ২৮৮
[১০৩] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৬/ ১৭১
[১০৪] বুখারি, ৩৮০৩। মুসলিম, ২৪৬৬
[১০৫] বুখারি, ৩৮০২। মুসলিম, ২৪৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন সব মহৎকর্ম উত্তম গুণাবলি ও আল্লাহর দীনের জন্য আত্মনিবেদনের পরও তার কবর সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। সাআদ বিন মুআজকে চারজন ব্যক্তি কবরে নামিয়ে রাখেন। তারা হলেন, হারিস বিন আউস, উসাইদ বিন হুদাইর, আবু নায়িলাহ সালকান বিন সাল্লামাহ ও সালামা বিন সাল্লামা বিন ওয়াকাস, পাশে বসে ছিলেন আল্লাহর রাসূল নিজে।

সাআদকে কবরে রাখার পর আল্লাহর রাসূলের চেহারার রং বদলে গেল। তিনি তিনবার তাসবীহ পাঠ করলেন। তাঁর কণ্ঠে সুর মিলিয়ে সাহাবিগণও তিনবার তাসবীহ বলার ফলে জান্নাতুল বাকির ইথার যেন প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এরপর নবিজি তিনবার তাকবীর বললে সাহাবিগণও তা তিনবার বলেন। আল্লাহর রাসূলকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—'তোমাদের সাথির ক্ষেত্রে কবর সংকীর্ণ হয়ে একটা চাপ দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল, এ থেকে কেউ একজন যদি মুক্তি পায়, তাহলে সে হলো সাআদ, এরপর আল্লাহ তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করেছেন।'[১০৬]

তারুণ্যের সীমানায় থেকেই তিনি শহীদ হয়েছেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৭ বছর। ইসলামের দিকে তিনি তার গোত্রকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৩০ বছর বয়সে। যদিও ত্রিশের আগেই তার ব্যক্তিত্বে নেতৃত্বের যোগ্যতা তৈরি হয়েছিল। তবে সাধারণত ব্যক্তিত্বের শক্তিমত্তা ও প্রতিভা শানিত হয় চল্লিশ বছরের পরে। এটাই চূড়ান্ত শৌর্যের সীমা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট-সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট-সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশমাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন প্রার্থনা করল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করো, যাতে আমি তোমার নিয়ামাতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎ কাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।' (সূরা আহকাফ: ১৫)

কে আছে এমন, যিনি জীবনের ইতিহাসকে স্মরণীয় করেছেন! যার আগমনে

[১০৬] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৩/৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসমানবাসীরা উচ্ছ্বসিত হয়েছে, আল্লাহর আরশ হয়েছে আন্দোলিত! হ্যাঁ, পৃথিবীর ইতিহাসে এটি এক দৃষ্টান্তহীন উপমা।[১০৭] মানুষ হিসেবে সাআদ বিন মুআজ ﷺ ছিলেন ফর্সা, দীর্ঘদেহী, চেহারা ছিল কান্তিময়, সুন্দর শ্মশ্রুধারী। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সন্তুষ্ট হোন, পুণ্যবানদের মাঝে তার প্রশংসা করে দিন সমুন্নত।

এগারো. হুয়াই বিন আখতাব ও কাআব বিন আসাদকে হত্যা

হুয়াই বিন আখতাবকে হত্যার ইতিহাস:

আবদুর রাযযাক তার মুসান্নাফ কিতাবে উল্লেখ করেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি আহযাব যুদ্ধের কিছু কাহিনি, বনু কুরাইযার প্রতারণা বর্ণনা করার পর বলেন—'আল্লাহ তাআলা সম্মিলিত বাহিনীর শক্তি চূর্ণ করার পরের কথা। হুয়াই বিন আখতাব গোত্রের দুর্গ থেকে বের হয়ে রওহা নামক স্থানে পৌঁছে। এখানে এসে সে স্মরণ করে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা। ফলে সে আবার ফিরে এসে গোত্রের ইয়াহুদিদের সাথে যুক্ত হয়। বনু কুরাইযা নেমে এলে তাকে সামনে আনা হয় পিছমোড়া করে। এ সময় সে নবিজিকে লক্ষ্য করে বলে, 'আল্লাহর কসম, তোমার সাথে শত্রুতার কারণে আমি নিজেকে তিরস্কার করছি না। তবে যে আল্লাহকে অপমানিত করতে চায়, সে অপমানিত হয়।' এরপর আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে তার গর্দান কাটা হয়।'[১০৮]

তার ওপর হত্যার নির্দেশ কার্যকর হবার আগে সে ইয়াহুদিদের সামনে গিয়ে বলছিল, 'আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে আমাদের কোনো অসুবিধা থাকবার কথা নয়, আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলের ব্যাপারে তিনটি বিষয় নির্ধারণ করেছেন, কিতাব, তাকদীর ও হত্যাকাণ্ড।' বলা শেষে বসার পর তার গর্দান কাটা হয়।[১০৯]

---

[১০৭] দেখুন, আল কিয়াদাতুর রাব্বানিয়্যাহ, ৪/ ৭৭

[১০৮] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৯৭৩৭;

[১০৯] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ২৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুয়াই বিন আখতাবের হত্যাকাণ্ডে নিহিত শিক্ষণীয় দিকসমূহ—

ক. অন্যের জন্য গর্ত খনন করলে তাতে নিজেকেই পড়তে হয়

আরবের বিভিন্ন গোত্র ও ইয়াহুদিরা ইসলাম ও ইসলামের নবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এদিকে বনু কুরাইযা আল্লাহর রাসূলের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও পেছন থেকে আঘাত করার ফন্দি আঁটছিল; কিন্তু আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রকে তাদেরই ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। সর্বশেষ ওদের সকল চেষ্টা ওদের জন্যই কাল হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তাআলা জালিমদের ভাসিয়ে দেন না; বরং অবকাশ দেন। আবার যখন পাকড়াও করেন, তখন চূড়ান্তভাবে মহাপরাক্রমশালী হয়ে পাকড়াও করেন। তাঁর পাকড়াও হয় যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিনতর। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ জালিমকে অবকাশ দেন, যখন পাকড়াও করেন, তখন আর মুক্তি দেন না।'[১১০] এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

> 'আপনার রবের পাকড়াও এমনই, যখন কোনো জালিম জনপদকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও হয় অত্যন্ত কঠিন, যন্ত্রণাদায়ক।' (সূরা হুদ: ১০২)

খ. কঠিন মুহূর্তে অবিচলতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন

চরম দৃঢ়তা দেখিয়ে হুয়াই বিন আখতাব নিজেকে পেশ করেছে গর্দান ফেলে দিতে। ফলে তার আচরণে কেউ একজন আনন্দিত হতে পারেনি। সে তার ভ্রষ্টতার ব্যাপারে ভালো করেই জানত, ছিল নিজের ওপর অন্যায়কারী, যে অন্যায় তাকে ধ্বংসের ঘাটে নামিয়েছে; তবুও সে এর ওপরে অবিচল থেকেই মৃত্যুকে বরণ করেছে। সত্যের অনুসারীদের ক্ষেত্রে এই অবিচলতার শিক্ষাটা গ্রহণীয়।

অবাধ্যতার সীমালঙ্ঘন তাকে নিক্ষেপ করেছে জাহান্নামে, আশ্রয়স্থল হিসেবে তা চূড়ান্তনিকৃষ্ট। কেননা, সে প্রবৃত্তির দাসত্ব করেছে, তার মহান রবের ইবাদাত সে করেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ করেছেন, যে তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন,

---

[১১০] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ২/ ১১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?' (সূরা জাসিয়া: ২৩)

গ. যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে, সে পরিত্যাজ্য হয়

আল্লাহ তাআলা যাকে পরিত্যাগ করেন, তাকে সাহায্যকারী কোনো অভিভাবক থাকে না, তার প্রতি আসা বিপদ কেউ প্রতিহত করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর পরে কে আছে তোমাদের সাহায্য করবে? আর মুমিনদের উচিত আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।' (সূরা আলে ইমরান:১৬০)

অধিকন্তু আল্লাহর রাসূলের প্রতি হুয়াই বিন আখতাবের শত্রুতা তার মনে হিংসা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছে। এজন্য সে স্পষ্টই বলেছে, জীবনের কোনো একটি দিনেও আল্লাহ তার সাহায্যে ছিল না; বরং আল্লাহর প্রিয় মানুষদের শত্রু হবার কারণে হুয়াই পরিণত হয়েছিল শয়তানের অংশে; যে শয়তান আল্লাহকে কষ্ট দেয়। ফলে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেছেন, অন্য দিকে যন্ত্রণাদায়ক সবকিছু চাপিয়ে দিয়েছেন তার কাঁধে। আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো সাহায্যকারী ছিল না, যে চরম দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করবে। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর হয়ে থাকে, বাস্তবায়িত হয় তাঁর সিদ্ধান্তই। তাঁর ফায়সালা কেউ প্রতিহত করতে পারে না, আসমান ও জমিনে তাকে কেউ অক্ষমও করতে পারে না।[১১১] আল্লাহ তাআলা বলেন—

'তিনি যদি তোমাদের জন্য অনিষ্ট স্থির করেন, তা হলে তিনি ব্যতীত তা দূর করবার কেউ নেই; আর তিনি তোমার জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করলে, (মনে রাখবে) তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।' (সূরা আনআম: ১৭)

কাআব বিন আসাদ কুরাযিকে হত্যা:

বনু কুরাইযার গোত্র প্রধান কাআব বিন আসাদকে আল্লাহর রাসূলের সামনে ধরে আনা হয়। তাকে হত্যার আগে আল্লাহর রাসূল ও তার মাঝে নিম্নের কথোপকথন হয়েছিল,

---

[১১১] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ২/ ১১৩, ১১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'কাআব বিন আসাদ?'

সে বলল, 'জি, বলুন আবুল কাসিম!'

'ইবনু খিরাশের নাসীহাহ থেকে তোমরা কেমন উপকৃত হয়েছ, সে তো আমাকে সত্যায়ন করত। সে কি আমার আনুগত্যের নির্দেশ তোমাদের দেয়নি? সে কি বলেনি, আমাকে দেখলে বলবে সালাম?'

'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম, তাওরাতের কসম, সে বলেছে! ইয়াহূদিরা আমার ওপর তিরস্কারের নগ্ন তরবারি না রাখলে আমি তোমার আনুগত্য করতাম। তবে এখনো আমি ইয়াহূদি ধর্মের ওপরেই আছি।'

কথাবার্তা এখানেই শেষ। এ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। [১১২]

বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে বনু কুরাইযার ইয়াহূদিদের সম্পর্কে উল্লেখ আছে, হত্যাবরণের জন্য তারা একটার পর একটা দলকে নিচে পাঠাচ্ছিল। এ সময় কিছু ইয়াহূদি ওদের নেতা কাআব বিন আসাদকে জিজ্ঞেস করল, 'কাআব, কী বলো, কী আছে আমাদের কপালে?'

কাআব বলল, 'আরে, সর্বক্ষেত্রেই কি তোমরা অজ্ঞতার ভান করবে? দেখছ না, ঘোষণাকারী লোকটা কাউকেই ছাড়ছে না! তোমাদের কেউ গিয়ে আর ফিরে আসছে না! শোনো, আল্লাহর কসম, তোমাদের কপালে হত্যার কথা লেখা আছে।'[১১৩]

কাআবের ব্যাপারটায় দেখতে পাই, ধর্মের অসারতা জানা সত্ত্বেও সে ছিল একজন কট্টর ইয়াহূদি। আল্লাহর রাসূলের সত্যতার ব্যাপারেও সে পূর্ব অবগত ছিল; কিন্তু ইয়াহূদিদের তিরস্কারের ভয়ে সে ইসলামগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। শেষতক ঈমানের সৌভাগ্য তার হয়নি, অহংকারের শেষটা ছিল কুফুর। বাতিলের প্রশংসার আশায়, অহেতুক তিরস্কারের ভয় মূলত তার মূর্খতা অজ্ঞতা ও আল্লাহর পরিত্যাগের বিষয়টিরই প্রমাণ বহন করে।[১১৪]

---

[১১২] দেখুন, আল ইয়াহুদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ১/ ৩৬৮
[১১৩] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ২৫২। আল ইয়াহুদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ১/ ৩৬৮
[১১৪] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ২/ ১১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বারো. যুবাইর বিন বাতা-এর ব্যাপারে সাবিত বিন কাইস এবং রিফাআহ বিন সামওয়ালের ব্যাপারে সালমা বিনতে কাইসের সুপারিশ

ক. যুবাইর বিন বাতা-এর ব্যাপারে সাবিত বিন কাইসের সুপারিশ

গর্দান কেটে ইয়াহূদিদের হত্যার ধারাবাহিকতা তখনও চলছিল। এমন সময় সাবিত বিন কাইস ﷺ আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়াহূদি যুবাইরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। বুআছ যুদ্ধের দিন তার উপকারের আজ আমি বদলা দিতে চাই।' নবিজি তার কথা মেনে নিলেন।

সাবিত ﷺ ইয়াহূদি যুবাইরের কাছে এসে বললেন, 'ওহে আবু আবদির রাহমান, আমাকে চিনতে পারছ?'

'হ্যাঁ, চিনতে পারছি, কোনো মানুষ কি তার ভাইকে ভুলে যেতে পারে?'

'বুআছের দিন তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে, আমি চাচ্ছি, আজ তোমাকে সেদিনের প্রতিদান দেবো।'

'হ্যাঁ, দিতে পারো, সম্মানিত ব্যক্তিরা সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতিদান দিয়ে থাকে।'

সাবিত বললেন, 'শোনো, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলেছি তোমাকে ছেড়ে দিতে।' এ কথা শুনে দায়িত্বশীল সাহাবি তাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।

যুবাইর বলল, 'এখন আমার তো কোনো নেতা নেই। ওদিকে তোমরা আমার স্ত্রী ও সন্তানকেও নিয়েছ।' সাবিত ﷺ আল্লাহর রাসূলের কাছে আবার ফিরে এসে যুবাইরের স্ত্রী ও সন্তানকেও ছেড়ে দেবার প্রার্থনা করেন। নবিজি তার এ অনুরোধও গ্রহণ করেন। সাবিত ফিরে এসে বললেন, 'যুবাইর, আল্লাহর রাসূল তোমার স্ত্রী ও কন্যাকেও মুক্তি দিয়েছেন।'

এবার যুবাইর বলল, 'কিন্তু আমাদের একমাত্র বাগানটাও চলে গেছে। সামান্য রিযিক আমরা এখান থেকেই পেয়ে থাকি। আমার ও আমার পরিবারের জীবন এ ছাড়া অসম্ভব।' সাবিত ﷺ আবার আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে ফিরে এসে বললেন, 'যুবাইর, আল্লাহর রাসূল তোমার পরিবার ও সম্পদও ফিরিয়ে দিয়েছেন, এখন ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপত্তা পাবে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুবাইর বলল, 'আমার গোত্রের অমুক লোকদের কী খবর?'[১১৫] সাবিত ﵁ বললেন, 'তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। আর তোমার বেঁচে থাকার মাঝে আল্লাহ হয়তো কল্যাণ রেখেছেন।' যুবাইর বলল, 'ভাই সাবিত, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সেই সাহায্যের বিনিময়ে আমি চাচ্ছি, তুমি আমাকে তাদের সাথে মিলিত করে দেবে। কেননা, তাদের ছাড়া আমার এই জীবন অর্থহীন।'

সাবিত ﵁ আল্লাহর রাসূলকে এ কথা জানানোর পর তিনি যুবাইরকে হত্যার নির্দেশ দেন।'[১১৬]

খ. রিফাআহ বিন সামওয়ালের ব্যাপারে সালমা বিনতে কাইসের সুপারিশ

সালমা বিনতে কাইস ছিলেন সালীত বিন কাইসের বোন। তার উপনাম ছিল উম্মুল মুনজির। আল্লাহর রাসূলের একজন খালা ছিলেন তিনি। তিনি যেমন উভয় কিবলায় সালাতের সুযোগ পেয়েছেন, তেমনই নারীদের সাথে আল্লাহর রাসূলের হাতে বাইআতও গ্রহণ করেছিলেন। বনু কুরাইযার ইয়াহুদিদের ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার সময় তিনি আল্লাহর রাসূলকে বলেন—'রিফাআকে আমার কাছে ছেড়ে দিন, সে ভাবছে, সালাত পড়বে, উটের গোশত খাবে।' আল্লাহর রাসূল তার আর্জি কবুল করেন।[১১৭]

ইসলামের উদারতার দীপ্যমান প্রমাণ এখানে লক্ষণীয়। একজন নারীকেও সম্মান করতে জানে, গ্রহণ করে তার সুপারিশ। আমাদের দীনের মাঝে এমনই হয় নারীর সাথে আচরণ। এই দীন নারীকে সম্মানিত করে, সৌভাগ্যের সোপান দেখায়, অনুপ্রাণিত করে কল্যাণের কাজে।[১১৮]

তেরো. মতভেদের আদব

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কথা অনুধাবনে সাহাবায়ে কেরামের মতভিন্নতার বিষয় একটু খেয়াল করি। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'বনু কুরাইযায় পৌঁছার আগে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে।' কিছু সাহাবি ভেবেছেন, নবিজির এখানে উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত পথ চলা, ফলে ওয়াক্ত হবার পর তারা পথেই সালাত আদায়

---

[১১৫] দেখুন, আল ইয়াহুদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ১/ ৩৭২

[১১৬] প্রাগুক্ত।

[১১৭] দেখুন, আল ইয়াহুদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ১/ ৩৭৩

[১১৮] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ২/ ১১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। অন্যরা বাহ্যিক কথাই ধরে নিয়ে বনু কুরাইযায় পৌঁছে আসরের সালাত আদায় করেছেন। পরে উভয় পক্ষের কাউকেই নবিজি তিরস্কার করেননি।'

এখানে শারীআতের একটি বড় মূলনীতির সমর্থন করেছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। তা হলো, শাখাগত মাসআলায় মতভেদ ও মতভিন্নতায় জড়ানো উভয় পক্ষকে অপারগ হিসেবে ধরে নেওয়া। শারঈ মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে এখানে নবিজির সমর্থনও পাওয়া যাচ্ছে। আবার যন্নি (ধারণাসূচক) দলিলের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত শাখাগত মাসআলায় ভিন্নতা এমন একটি বিষয়, যার অভিন্নতা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে; অর্থাৎ যন্নি দলিল কেন্দ্রিক শাখাগত মাসআলাকে অকাট্য করতে চাওয়া বা তার বিপরীত অকাট্য কিছু তৈরির চেষ্টা করলেও তা ফলপ্রসূ হবে না।[১১৯]

আর শারঈ বিধানের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মাসআলায় সমগ্রভাবে বিরোধ নিরসন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতির সাথেও সাংঘর্ষিক বটে। কেননা, সেই মাসআলায় ভিন্নতা নিরসন কীভাবে সম্ভব হবে, যার প্রমাণটাই হলো সম্ভাব্য কথার ওপর ভিত্তি করে! আমাদের এই যুগে মতভিন্নতা নিরসন সম্ভব বলে যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এর জন্য তো সর্বোত্তম ছিল আল্লাহর রাসূলের যুগ! সঙ্গে সংগত ছিল সে যুগের মানুষ সাহাবিগণ ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা করবেন না![১২০] কী দরকার ছিল তাদের মতভেদ করার?

বিবৃত হাদীস থেকে এই ফিক্হ অর্জিত হয় যে, কেউ হাদীস কিংবা কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে তাকে তিরস্কার করা যাবে না, যেভাবে মূল ভাষ্য থেকে কেউ মাসআলা উদ্ভাবন করলে তাকে তিরস্কার করা হয় না। হাদীস থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়, শাখাগত মাসআলায় ভিন্নতার পর ভুলকারীর (যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি হওয়া শর্তে) কোনো গুনাহ হবে না। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যখন কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে বিচার করে, সঠিক হলে সে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে, আর ভুল করলে পাবে একটা প্রতিদান।'[১২১]

মোদ্দাকথা, কিছু সাহাবি আল্লাহর রাসূলের নিষেধ বাণীকে আক্ষরিক অর্থেই নিয়েছিলেন। যার ফলে ওয়াক্ত শেষ হবার বিষয়টার দিকে তারা পরোয়া করেননি। সালাতকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব না করার ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার ওপর এই

[১১৯] দেখুন, বৃতি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২২৬
[১২০] প্রাগুক্ত
[১২১] বুখারি, ৭৩৫২, মুসলিম, ১৭১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবিগণ বর্তমান বিশেষ নিষেধাজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১২২]

ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ এই ঘটনার প্রাসঙ্গিকতায় লিখেছেন, 'এই ঘটনা প্রমাণ দেয়, সাধারণত প্রত্যেক সঠিক মাসআলা উদ্ভাবক মুজতাহিদ স্পষ্টকারী নয়। সামর্থ্য অনুযায়ী ইজতিহাদকারী তিরস্কৃত হবে না। তাকে দোষারোপ না করে সেখান থেকে উপকৃত হওয়া যাবে। সাহাবিদের কাহিনির নির্যাস হলো, কিছু সাহাবি আল্লাহর রাসূলের কথাটিকে আক্ষরিক অর্থেই নিয়েছেন। ওয়াক্ত শেষ হবার পরোয়া করেননি; কেননা, তারা মূলত প্রথম নিষেধাজ্ঞার ওপর দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ১ম নিষেধাজ্ঞা ছিল—নির্দিষ্ট সালাত তার ওয়াক্তের পরে আদায় করার ব্যাপারে।

অনেকে যুদ্ধের ব্যস্ততার কারণে সালাতের বিলম্বকে জায়েয বলেছেন। দলিল, খন্দকের দিনগুলোর ঘটনাপ্রবাহ। আর অনেকে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেননি। তারা বুঝেছেন—নবিজি তাঁর কথায় মূলত দ্রুত চলার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। জমহুর উলামায়ে কেরাম এর ভিত্তিতেই বলেছেন, মুজতাহিদের (কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসআলা উদ্ভাবনকারীর) কোনো গুনাহ হবে না। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো এক পক্ষকে তিরস্কার করেননি। গুনাহের বিষয় থাকলে নবিজি অবশ্যই তা ধরে দিতেন।'[১২৩]

চৌদ্দ. বনু কুরাইযার গানীমাত বণ্টন ও রায়হানা বিনতে আমরের ইসলাম গ্রহণ

বনু কুরাইযা থেকে পাওয়া সমস্ত সম্পদ সাহাবায়ে কেরাম একত্র করেন। তাতে ছিল দেড় হাজার তরবারি, এক হাজার বর্শা, তিনশো লৌহবর্ম, দেড় হাজার ঢাল, বিপুল সংখ্যক বকরি, উটের সাথে অন্যান্য অনেক সম্পদ। অনেকগুলো মাটির পাত্রভর্তি মদও ছিল গানীমাতের সম্পদের সঙ্গে।

স্থানান্তরযোগ্য গানীমাত, যেমন : ঢাল-তরবারি ইত্যাদি যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করা হয়, নবিজি ﷺ এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকিগুলো সাহাবিদের মাঝে বিতরণ করে দেন। অশ্বারোহীদের জন্য দুই অংশ আর পদাতিকদের জন্য একটি। ফলে অশ্বারোহী নিজের ও ঘোড়ার জন্য পেয়েছিল তিনটি অংশ আর পদাতিক যোদ্ধা শুধু নিজের জন্য পেয়েছে একটি

[১২২] দেখুন, আল মুস্তাফাদ মিন কিসাসিল কুরআন; ২/২৮৬
[১২৩] সংক্ষিপ্ত ফাতহুল বারি, ৭/৪৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অংশ। আর এক পঞ্চমাংশ গানীমাত কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্ধারিত।[১২৪]

এ ছাড়া আল্লাহর রাসূল ও মুসলিমরা বনু কুরাইযা থেকে পাওয়া মদ সব ফেলে দেন। এগুলো থেকে উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা, গ্রহণই করেননি। সবশেষে ইয়াহূদি মহিলার চাক্কির আঘাতে শহীদ হওয়া সাহাবি সুয়াইদ বিন খাল্লাদের জন্য একটি অংশ রেখে নবিজি তা ওয়ারিসদের কাছে হস্তান্তর করেন।[১২৫] বনু কুরাইযাকে অবরুদ্ধ রাখার সময় নিহত সাহাবিদের ওয়ারিসদেরও এ অংশ থেকে দেওয়া হয়েছিল।[১২৬]

আর কয়েকজন নারী উপস্থিত হয়েছিলেন; কিন্তু তাদের জন্য কোনো অংশ রাখা হয়নি, আল্লাহর রাসূল তাদের সামনে অপারগতা প্রকাশ করেন। তারা হলেন, 'সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব, উম্মু আম্মারাহ, উম্মু সালীত, উম্মুল আলা, সামীরা বিনতে কাইস ও উম্মু সাআদ বিনতে মুআজ।'

অস্থানান্তর যোগ্য সম্পদ, যেমন : ভূমি ও ঘরবাড়ি, এগুলো আল্লাহর রাসূল শুধু দিয়েছেন মুহাজির সাহাবিদের জন্য। আর নির্দেশ দিয়েছেন, আনসারদের থেকে নেওয়া খেজুর বাগান ও ভূমি তাদের কাছে আবার ফিরিয়ে দিতে। মুহাজির সাহাবিগণ এগুলো মূলত ধার নিয়েছিলেন বাগানের ফল থেকে উপকৃত হবার জন্য।[১২৭] প্রাপ্ত এইসব ভূমি ও বাড়ির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন—

> 'তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘরবাড়ির, ধনসম্পদের এবং এমন এক ভূখণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান পরিচালনা করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (সূরা আহযাব, ৩৩:২৭)

উস্তাদ মুহাম্মাদ দুরুযাহ বলেছেন, আল্লাহর বাণী—'আর এমন ভূখণ্ড, যা তোমরা মাড়াওনি'-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণ বলেছেন, 'এখানে উদ্দেশ্য হলো খাইবারের ভূমি'। সার্বিকভাবে আয়াতে খাইবার বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে আয়াতটির প্রাণ ও প্রেক্ষাপট আমাদের সামনে স্পষ্ট করে, এই আয়াতে বনু কুরাইযার ভূমি ও বাড়িঘরের কথাও বলা হয়েছে। কেননা, এই ভূমি মুসলিমদের

[১২৪] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ২/ ৯৬, ৯৭
[১২৫] প্রাগুক্ত
[১২৬] দেখুন, আল ইয়াহুদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ১/ ৩৭৫
[১২৭] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ২/ ৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবজায় এসেছে কোনো প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই। শেষে এখানেই হয়েছে সাহাবিদের বাসস্থান।[১২৮]

অধিকন্তু, নবিজি সাআদ ইবনু উবাদার দায়িত্বে খুমুসের নারী ও শিশুদের সিরিয়ায় পাঠিয়েছেন। তিনি এদেরকে যথাস্থানে বিক্রি করে এর মূল্য দিয়ে কিনেছেন অস্ত্র ও উট। উদ্দেশ্য,ইয়াহূদি ও মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক খাতে মুসলিমদের সাহায্য করা। ওদিকে সাআদ ইবনু যাইদকেও নাজদে পাঠিয়েছিলেন বন্দিদের বিক্রি করে অস্ত্র কিনতে।'[১২৯]

খ. রায়হানা বিনতে আমরের ইসলাম গ্রহণ

বন্দিদের মাঝে বনু আমর বিন কুরাইযার রায়হানা বিনতে আমরও ছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইসলাম গ্রহণের পর তাকে বিয়ে করতে চাইলেন; কিন্তু এই প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দেন। জেঁকে থাকেন আপন ধর্মের ওপরেই। কিছুদিন পরে আল্লাহ তার অন্তর খুলে দেন। তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন ইসলাম। ঈমান আনয়নের পরে নবিজি তাকে উম্মু মুনজির বিনতে কাইসের ঘরে পাঠিয়ে দেন। পবিত্রতা নিশ্চিত হবার পর আল্লাহর রাসূল তার কাছে এসে দুটোর ইচ্ছাধিকার দেন। তাকে আজাদ করে দিয়ে বিয়ে করবেন অথবা থাকবেন মালিকানায়। রায়হানা নবিজির মালিকানায় থাকারই ইচ্ছা পোষণ করেন।'[১৩০]

আহযাব যুদ্ধ শেষে কবি সাহাবিগণ তাদের জিহাদি ভূমিকা তুলে ধরে অনবদ্য কবিতা রচনা করেছিলেন। সেখানে তারা ফুটিয়ে তুলেছেন মুসলিমদের ধৈর্য, সহনশীলতা, কষ্টস্বীকার ও বীরত্বের ইত্যকার বিষয়। ইতিহাস সাহাবিদের কবিতাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছে পরম যত্নের সঙ্গে।

---

[১২৮] দেখুন, ইযযাহ দুরুযাহ রচিত 'সীরাতুর রাসূল', ২/ ২২০
[১২৯] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ২/ ৯৮
[১৩০] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ২/ ৯৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১২

আহযাব যুদ্ধ ও হুদাইবিয়া মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহযাব যুদ্ধ ও হুদাইবিয়া মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাব বিনতে জাহাশের বিবাহ:

যুদ্ধের চলমানতা, সুদৃঢ় রাষ্ট্র নির্মাণ ও আরব উপদ্বীপে ইসলামের দাপট বিস্তারের পাশপাশি ইসলামি উম্মাহর জন্য নিরাপদ সামাজিক অবকাঠামো ও সুশৃঙ্খল শারঈ ভিত্তি নির্মাণ অব্যাহত ছিল। এই ধারায় পালকপুত্র-সংক্রান্ত জাহিলি নীতি মুছে দেওয়া হয়, ফরজ করা হয় পর্দার বিধান, দৃঢ়তা পায় শারঈ শিষ্টাচার, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের আবশ্যকতায় আয়াত অবতীর্ণ হয়, শারীআতের সাথে প্রচলিত সাংঘর্ষিক বিষয়গুলোর সাথে ঘোষণা করা হয় যুদ্ধ। জাহিলি যুগে সমাজে দাঁড় করিয়ে দেওয়া অসংগত প্রথা ভেঙে আল্লাহর রাসূলের সাথে বিয়ে হয় সাইয়িদা যাইনাব বিনতে জাহাশের। স্বয়ং আল্লাহ আসমানে করেন তার আয়োজন। এই বিয়ে ও তার ঘটনা পরম্পরায় রয়েছে প্রভূত হিকমাহ ও চিরন্তন শিক্ষা। সময়ের চাকা ঘুরে এগোবে বহুদূর, পরিবর্তন আসবে কালের আবর্তে; কিন্তু এই হিকমাহ ও শিক্ষাগুলো দুনিয়া থেকে মুছে যাবে না। এ পর্যায়ে আমরা যাইনাব বিনতে জাহাশের গল্প তুলে ধরছি পাঠকের সামনে।

এক. নাম ও বংশধারা

তার পুরো নাম, যাইনাব বিনতে জাহাশ বিন রি'য়াব বিন ইয়া'মার আসাদিয়্যাহ। ভাইদের মধ্যে আছেন আবদুল্লাহ বিন জাহাশ, বোনরা হামনা বিনতে জাহাশ, হাবীবা বিনতে জাহাশ رضي الله عنهم।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মা উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিব বিন হিশাম বিন আ'ব্দে মানাফ বিন কুসাই; আল্লাহর রাসূলের ফুফি, হামযা ইবনু আবদুল মুত্তালিবের বোন।[১৩১] বর্ণিত আছে, যাইনাব বিনতে জাহাশের আগের নামছিল বাররা। পরে আল্লাহর রাসূল এ নাম পালটে রাখেন যাইনাব। উম্মুল হাকাম উপনামে ডাকা হতো তাকে।[১৩২]

যাইনাব ﵂ প্রাথমিকদের সাথে হিজরাত করেছেন। অধিক পরিমাণে সালাত ও সাওম রাখতেন। সাদাকাহ করতেন অকাতরে। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂ বলেন—'একবার আল্লাহর রাসূল আমাদের বললেন, 'তোমাদের মধ্যে লম্বা হাতের অধিকারিণী আমার সাথে সবার আগে মিলিত হবে।' আয়িশা বলেন—পরবর্তী সময়ে মেপে দেখতাম, আমাদের মধ্যে কার হাত লম্বা। পরে বুঝলাম, আমাদের মধ্যে যাইনাবের হাত সবচেয়ে লম্বা। কেননা, তিনি হাত দিয়ে অধিক পরিমাণে দান-সাদাকাহ করতেন।'[১৩৩]

আয়িশা ﵂ মাঝে মধ্যেই যাইনাবের প্রশংসা করতেন। একবার তিনি তার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'ধার্মিকতা, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, অধিক পরিমাণে সাদাকাহ করা ও আমলে নিমগ্ন থাকার ক্ষেত্রে যাইনাবের চেয়ে উত্তম নারী আমি আর দেখিনি। এসবের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন। তিনি পরিণত হয়েছিলেন গরিব-দুঃখী ও অসহায়দের আশ্রয়স্থলে।'[১৩৪]

দুই. যাইদ বিন হারিসার সাথে যাইনাবের বিয়ে

মুসলিম উম্মাহ থেকে জাহিলি যুগের প্রথাগত শ্রেণি-বৈষম্যের মূলোৎপাটনে আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনি চাচ্ছিলেন মানুষে মানুষে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে, ভেঙে দিতে সামাজিক সব কুপ্রথা ও গরমিল-তারতম্য। মানুষ তো শ্রেষ্ঠ হবে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে! সেকালে গোলামদের সম্মান-মর্যাদা বলতে কিছু ছিল না। যারা গোলামির শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন স্বীকৃতি পেত, তারাও অন্য সাধারণ স্বাধীনদের সমান সম্মান পেত না। আল্লাহর রাসূলের

[১৩১] দেখুন, ইবনু আব্দিল বার রচিত, 'আল ইসতীআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব', ১/ ৩৭২
[১৩২] দেখুন, ইবনু আব্দিল বার রচিত, 'আল ইসতীআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব', ৪/ ১৮৪৯
[১৩৩] বুখারি, ১৪২০। মুসলিম, ২৪৫২
[১৩৪] দেখুন, হাফসা বিনতে উসমান খলীফি রচিত 'কাযায়া নিসায়িল নাবিয়্যি ওয়াল মুমিনাত', পৃ. ২০৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমনই একজন মুক্ত গোলাম ছিলেন যাইদ বিন হারিসা। নবিজি তাকে আজাদ করে দিয়ে পালকপুত্র করে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি কুরাইশের একজন সম্ভ্রান্ত নারী, তাঁর ফুফাত বোন যাইনাব বিনতে জাহাশকে যাইদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেন; উদ্দেশ্য, আগে নিজের পরিবার থেকে জাহিলি প্রথাবিলুপ্ত করা। এটা উঁচু-নীচু শ্রেণিগত এমন এক বৈষম্য ছিল, যা বিলুপ্ত করা আল্লাহর রাসুল ছাড়া অন্য কারও পক্ষে বাস্তবে সম্ভব ছিল না। যেন উম্মাহ এই অনুসৃত পথ আঁকড়ে ধরে, অনাগত ভবিষ্যতের ইসলামি সমাজ তার অনুকরণে পথ চলে। তা ছাড়া হয়তো এই বিয়েতে নিহিত ছিল এমন একটি হিকমাহ, যা পরবর্তীতে একটি বিধান শারীআতসিদ্ধের ক্ষেত্রে ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে। পরিবারের সুরক্ষা ও সামাজিক জীবনে ভারসাম্য রক্ষায় যার গুরুত্ব অসামান্য। যদিও এই হিকমাহটি শুরুতেস্পষ্টহয়নি।[১৩৩]

এই অভিপ্রায়ে যাইদ বিন হারিসার প্রস্তাব নিয়ে যাইনাব বিনতে জাহাশের কাছে এলেন আল্লাহর রাসুল ﷺ। নবিজি বিয়ের কথা প্রকাশ করলেন। যাইনাব বললেন, 'কিন্তু আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি না।' নবিজি বললেন, 'আমি বলছি, তুমি ওকে বিয়ে করে নাও।'

যাইনাব বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে নিজের সাথে একটু পরামর্শ করার সুযোগ দিন।' তাদের দুজনের মাঝে এভাবেই কথা চলছিল, এমন সময় আল্লাহ কুরআনে আয়াত নাযিল করে বলেন,

> 'কোনো মুমিন নরনারীর জন্য উচিত নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো সিদ্ধান্ত নেবার পর তাদের ইচ্ছাধিকার থাকবে।'(সূরা আহযাব: ৩৬)

আয়াত শোনার পর যাইনাব বললেন,

> 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে আমার স্বামী হলে আপনি কি সন্তুষ্ট থাকবেন?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ।' যাইনাব বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূলের অবাধ্য হব না। আমি তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলাম।'

যাইদ বিন হারিসা ؓ দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহর রাসূলের স্নেহের ছায়ায় বড় হয়েছেন। ফলে লোকেরা তাকে যাইদ বিন মুহাম্মাদ বলে ডাকত। তিনি যাইনাবকে বিয়ে করেন; এই বিয়েতে তিনি মোহরানা দেন দশ দিনার, ষাট দিরহাম, একটি

[১৩৩] দেখুন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/৪৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খিমার, একটি লেপ, একটি বর্ম, প্রায় আট কেজি যব, তিন কেজি খেজুর।

তিন. দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ

আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই সংসারে দুজনের মাঝে বনিবনা হবে না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনে মনোমালিন্যের অন্ধকার নেমে এলো। এক সময় যাইদ ﵁ সংকল্প করে ফেলেন, যাইনাবকে বিদায় দেবেন। এর আগে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তিনি অভিযোগ করে বলেও ছিলেন, এই বিয়ে টিকিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিবারই নবিজি বলেছেন, 'আল্লাহকে ভয় করে যেন স্ত্রীকে রাখা হয়।' পরিশেষে আল্লাহ তালাকের অনুমতি দেওয়ার পর যাইদ তাকে তালাক দেন। বিচ্ছেদের এই ঘটনা ঘটে এক বছর পর। ইবনু কাসীর বলেন—যাইনাব ﵂ তার সংসারে থেকেছেন এক বছর, কিংবা আরও কিছু সময়। এরপর তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। যাইদের পক্ষে সংসার টিকিয়ে রাখা যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বিচ্ছেদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আল্লাহর রাসূলও প্রতিবার বলছিলেন, 'আল্লাহকে ভয় করে স্ত্রীকে সাথেই রাখো।'[১৩৬]

কিন্তু যাইনাবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তিনি একেবারেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, ওদিকে যাইনাবের ভেতর বইছিল ভীষণ অস্থিরতা। আর যাইদও কোনোভাবেই চাচ্ছিলেন না অন্যের মনঃকষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ হবেন। তাই তাকে কষ্ট না দিয়ে বিচ্ছেদের সংকল্প করেন। এখানেই দুজনের বিবাহিত জীবনের ইতি ঘটে। কেউ তাদের মাঝে নাক গলাতে যায়নি। যাইদ ﵁ তালাক দিয়েছেন শুধুই নিজের ইচ্ছাতে। যদিও আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে তালাক দেওয়া থেকে নিষেধ করে বলেছিলেন আল্লাহকে ভয় করে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে।[১৩৭] ইবনু কাসীর বলেন—'বিচ্ছেদের এই কারণটি উল্লেখের পর ইবনু আবি হাতিম ও ইবনু জারীর কয়েকজন সালাফ থেকে কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেন, বিশুদ্ধ না হবার কারণে আমরা তা উল্লেখের প্রয়োজন মনে করছি না।[১৩৮]

[১৩৬] আহমাদ, ৬/ ১৫০। তিরমিজি, ৩২১২
[১৩৭] দেখুন, হাফসা বিনতে উসমান খলীফি রচিত 'কাযায়া নিসায়িন নাবিয়ি ওয়াল মুমিনাত', পৃ. ২০৯
[১৩৮] দেখুন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/ ৪৯১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চার. রাসূলুল্লাহর সাথে যাইনাবের বিয়েতে নিহিত প্রজ্ঞা

তদানীন্তন সময়ে পালকপুত্রের নীতিটা মানুষের হৃদয়ে ও চেতনায় গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল। এটাকে মুছে দেওয়া অতটা সহজ ছিল না। ইসলামের শুরুর দিকে মাক্কায় এবং মাদীনায় হিজরাতের পর প্রথম দিকে এই অভ্যাস বলবৎ ছিল। আল্লাহ তাআলা এর বিলুপ্তি ঘটাতে চাইলেন; তিনি কুরআনে উল্লেখ করলেন—পালকপুত্র কখনো ব্যক্তির আসল পুত্র হতে পারে না। এটা শুধু একজনের মুখের ডাক। তাই বাস্তবতায় এটা কোনোরূপ পরিবর্তন আনবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'আল্লাহ কোনো মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা যিহার করো, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন।' (সূরা আহযাব: ০৪)

দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন ছেলেকে তার প্রকৃত বাবার দিকে সম্বোধন যুক্ত করতে। এটাই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা, এতেই রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু রূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব: ০৫)

আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﵄ বলেন—'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মাওলা যাইদ ইবনু হারিসাকে আমরা যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ ছাড়া ডাকতাম না। পরে আল্লাহ কুরআনে আয়াত নাযিল করে আমাদের বলেন—

> 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সংগত।'

আল্লাহ ﷻ পুত্রকে তার আসল পিতৃপরিচয়ে ডাকার নির্দেশ দিয়ে এটার অবকাশ রাখেননি যে, দত্তকের বিধান বাকি থাকবে; বরং এই অবস্থায় দত্তক নেওয়াকে তিনি হারাম করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, দত্তক নেওয়া সন্তান তাদের ভাই ও বন্ধু।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়াতের পরের অংশেই আল্লাহ্ বলেন—

> 'যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে।'

অর্থাৎ, তোমরা যদি তাদের আসল পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তোমাদের ও তাদের মাঝে সম্পর্ক হবে শুধু ভাই ও আজাদ করা-সংক্রান্ত। বংশীয় সম্পর্ক যারা হারিয়ে ফেলেছে, এটা তাদের বিকল্প ব্যবস্থা। এই সংশোধনীর পর বলা হতো, 'সে অমুকের মাওলা অথবা সে অমুক গোত্রের মাওলা।[১৩৯]

দীন কেন্দ্রিক এই ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। পিতৃপরিচয় থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটা প্রমাণিত। এজন্যই আল্লাহর রাসূল যাইদ বিন হারিসাকে বলতেন, 'তুমি আমাদের ভাই ও বন্ধু; অর্থাৎ ইসলাম ও বন্ধুত্বে তুমি আমাদের ভাই।' এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

> 'নিশ্চয় মুমিনরা ভাই; অতএব, তোমরা ভাইদের মাঝে সমঝোতা করো, আর আল্লাহকে ভয় করো, হয়তো তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হবে।' (সূরা হুজুরাত: ১০)

অন্য কিছু বর্ণনা এই দিকটাকে আরেক দিক থেকে পরিশুদ্ধ করেছে। সেটা হলো সন্তানের দিক। যেমন: আসল পিতা ব্যতীত অন্য কারও দিকে পিতৃত্বের সম্পর্ক যুক্ত করা হারাম করা হয়েছে।[১৪০] আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কাউকে পিতা ডাকবে কিংবা অপাত্রে বন্ধু দাবি করবে,তার ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নাত পতিত হবে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার কোনো আমল গ্রহণ করবেন না।'[১৪১]

শরী'আতে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও বংশধারা বিষয়ক স্পষ্ট নিয়ম-বিধি বিবৃত হয়েছে। অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ব্যাপারে সীমারেখা হলো বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী গ্রহণ কিংবা মালিকানার মাধ্যমে অধিভুক্ত করে রাখা। যিনা ও ব্যভিচারের মাধ্যমে জাহিলি যুগে সন্তান দাবির ভ্রান্ত প্রথাকে ইসলাম বাতিল করেছে। নবিজি ﷺ বলেন—'সন্তানের সম্পর্ক হবে ঔরসের সঙ্গে,আর ব্যভিচারির জন্য আছে প্রস্তর।' মানে হলো, শারঈ মাপকাঠিতে জন্ম নেওয়া বৈধ সন্তান তার পিতৃপরিচয়ে বেড়ে উঠবে। ব্যভিচারের

---

[১৩৯] দেখুন, তাফসীরে সা'দী, ৪/১৩৬

[১৪০] দেখুন, হাফসা বিনতে উসমান খলীফি রচিত 'কাযায়া নিসায়িন নাবিয়্যি ওয়াল মুমিনাত', পৃ. ১৮৯

[১৪১] বুখারি, ১৮৭০, মুসলিম, ১৩৭০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাধ্যমে কোনো বৈধ সম্পর্ক নির্মিত হয় না; তা ছাড়া (অবিবাহিত) ব্যভিচারী যুগলকে তো পাথর মেরে হত্যার আইন রয়েছে।[১৪২]

আল্লাহ ﷻ দত্তক নেওয়া ব্যক্তির দিকে পিতৃত্বের সম্পর্ক করা হারাম ঘোষণা করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন সন্তানকে প্রকৃত বাবার দিকে সম্পর্কযুক্ত করেই ডাকতে—যদি পিতার পরিচয় জানা না থাকে, তাহলে দীনি সম্পর্কের ভাই বলতে হবে। এটা পরিষ্কার হবার পর যারা ভুল করবে কিংবা এই আসমানি সিদ্ধান্তের বিরোধিতার ইচ্ছা করবে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

> 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু রূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্নকথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব: ০৫)

প্রকৃত পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করার ক্ষেত্রে কেউ যদি ভুল করে, তাহলে আল্লাহ তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন। ভুলের অর্থ হলো, ইজতিহাদ কিংবা পিতৃপরিচয় ভুলে যাওয়ার কারণে প্রচলিত বাবার দিকেই সম্পর্কযুক্ত করা। অপরাধী ও পাপী হবে সেই ব্যক্তি, হারামের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে অন্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাবা সাব্যস্ত করবে।[১৪৩]

সন্তান দত্তক নেওয়ার প্রচলনটা সে যুগে মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল, যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল এই প্রথা। এর বিপরীতে আল্লাহর রাসূল ﷺ যাইনাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করে সেই জাহিলি প্রথা বিলুপ্ত করেছেন।[১৪৪] সহজেই প্রতিভাত হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল যাইনাবকে বিয়ে করার মাঝে প্রথা ভাঙার অতি জরুরি হিকমাহ নিহিত ছিল। কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে বিধান ও কারণ উল্লেখ

---

[১৪২] দেখুন, ড. সাআদ সানি' রচিত ইলাকাতুল আ-বায়ি, বিল আবনা-য়ি ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫২, ৫৩

[১৪৩] দেখুন, হাফসা বিনতে উসমান খলীফি রচিত 'কাযায়া নিসায়িন নাবিয়্যি ওয়াল মুমিনাত', পৃ. ১৯১, ১৯২

[১৪৪] দেখুন, শামি রচিত 'মিন মুয়াইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে বলেন—

> 'যেন মুমিনদের পোষ্য পুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহকরার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে।' (সূরা আহযাব:৩৭)

কাফিরদের মদদপুষ্ট একটা পথভ্রষ্ট মূর্খ গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলের এই বিয়ে নিয়ে মিথ্যাচার করে। তারা বলে, 'যাইদ বিন হারিসা যাইনাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করার পর নবিজি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যাইদ নবিজির এই মনোভাব বুঝতে পেরে যাইনাবকে তালাক দেন, নবিজি যেন তাকে বিয়ে করতে পারেন।'[১৪৫]

এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথা। ইমাম ইবনুল আরাবি তাদের এই উদ্ভট মিথ্যাচারের জবাবে বলেন, "তোমরা বলে থাকো, 'তাকে দেখে নবিজি ﷺ-এর মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে।' এটা তোমাদের নিছক মিথ্যাচার। নবিজি তাকে দেখার কী আছে? তখনও পর্যন্ত তো পর্দার বিধান অবতীর্ণই হয়নি। ফলে (আপন ফুফাতো বোন হওয়ায়) পারিবারিক পরিবেশে চলাফেরার সময় অহর্নিশ তার সাথে দেখা হতো; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের মনে কখনোই তার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ জাগেনি। তা ছাড়া তখনো আল্লাহর রাসূলের ঘরে একাধিক স্ত্রী ছিলেন।

নবিজির পবিত্র হৃদয়ের ব্যাপারে নারী-আকর্ষণ বিষয়ক কলুষ আঁটার চেষ্টা সীমালঙ্ঘন ছাড়া কিছু নয়; যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

> 'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।' (সূরা ত্বা-হা:১৩১)

এদিকে নারী জাতি সব সময়ই স্পর্শকাতর। একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করাও যেখানে পুরুষের জন্য ফিতনায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে বা ইসলামে এই রকম দৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা আছে, সেখানে একজন বিবাহে আবদ্ধনারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কত ভয়ানক হবার কথা!? অধিকন্তু আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরেকটা কথা বলছেন, 'আপনি অন্তরে এমন

---

[১৪৫] দেখুন, আব্দুল কারীম যাইদান রচিত 'আল মুফাসসাল ফি আহকামিল মারআতি', ১১/ ৪৭৪, ৪৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন।' অর্থাৎ, যাইদের থেকে তালাক হয়ে যাওয়ার পর নবিজি যাইনাবকে বিয়ে করার চিন্তা করেছিলেন, আল্লাহ সেটাই প্রকাশ করেছেন।'

ওপরের আয়াত থেকে এটাও বোঝা যায়, আল্লাহর রাসূল যদি যাইনাবের প্রতি আকর্ষিত হয়ে লোকলজ্জায় অথবা যেকোনো কারণে বিষয়টি গোপন করে থাকতেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করে দিতেন। আল্লাহ যেহেতু এমন কিছু কুরআনে উল্লেখ করেননি, তাই দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, 'আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাবের বিয়ে হবে, এটাই তিনি অপ্রকাশ রেখেছিলেন শুধু, ভ্রষ্টদের প্রচারিত যাইদের বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায় আকর্ষণের গল্প সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রোপাগান্ডা ছাড়া কিছু নয়।"[১৪৬]

শারীআত চেয়েছে দত্তক-সংক্রান্ত সামাজিক প্রথাগুলো ভেঙে দেবে এবং এই বিষয়ে স্পষ্ট বিধানাবলি আল্লাহর আদেশ ও রাসূলের আমলের মাধ্যমে সুনির্ধারিত হয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে। যার কারণে আল্লাহর নির্দেশে রাসূল ﷺ যাইনাবকে বিয়ে করেন।[১৪৭]

পাঁচ. আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাবের বিয়েতে শিক্ষণীয় দিকগুলো

যাইনাব বিনতে জাহাশের ইদ্দত তখন শেষ হয়েছে। আল্লাহর রাসূল যাইদকে ডেকে বললেন, 'যাও, যাইনাবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো।' যাইদ তার কাছে এসে দেখেন, তিনি আটার খামির বানাচ্ছেন। যাইদ رضي الله عنه বলেন—'তাকে দেখতেই আমার বুক সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। আমি তার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। মুখ ফিরিয়ে কিছুটা পেছনে সরে এলাম। আড়ষ্ট কণ্ঠে বললাম, 'যাইনাব, আল্লাহর রাসূল তোমার কথা স্মরণ করে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

যাইনাব বলল, 'আমার রবের সাথে পরামর্শের আগে আমি কিছু করছি না।' এ কথা বলে তিনি সালাতের স্থানে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আয়াত নাযিল হলো—

> 'অতঃপর যায়েদ যখন যাইনাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম।' (সূরা আহযাব:৩৭)

---

[১৪৬] দেখুন, ইবনুল আরাবী রচিত আহকামুল কুরআন, ৩/ ১৫৩১, ১৫৩২

[১৪৭] দেখুন, আব্দুল কারীম যাইদান রচিত 'আল মুফাসসাল ফি আহকামিল মারআতি', ১১/ ৪৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাধারণত কারও ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে তার অনুমতি নিতে হয়, এটাই ইসলামের নিয়ম; কিন্তু ওপরের আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল অনুমতির অপেক্ষা না করেই যাইনাবের ঘরে প্রবেশ করলেন।[১৪৮] আসলে আসমানে বিয়ে সম্পন্ন হবার পর আর কার অনুমতি নেবেন তিনি! আয়াতটিতে তো আল্লাহ বলেই দিয়েছেন, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর সঙ্গে যাইনাবের বিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ নিজে যাদের বিয়ে দিয়েছেন, সেখানে কার কী বলার থাকতে পারে?

আয়াত নাযিলের পর নবিজি অনুমতি ছাড়াই যাইনাবের ঘরে গেলেন। মোহর হিসেবে দিলেন চারশো দিরহাম। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাবের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে ৫ম হিজরিতে। ইমাম বায়হাকি বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল তাকে বিয়ে করেছেন বনু কুরাইযা যুদ্ধের পর।'[১৪৯]

যাইনাবের বাসরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বিস্তৃত পরিসরে ওলিমার আয়োজন করেন। নবিজির নির্দেশনা অনুযায়ী[১৫০] আনাস ؓ প্রত্যেককেই ওয়ালিমার দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন—'আল্লাহর রাসূল ﷺ যাইনাবের ওলিমা যেভাবে করেছেন, (উম্মাহাতুল মুমিনীন) আর কারও বেলায় এমন আয়োজন হয়নি। তিনি বকরি জবাই করে ওয়ালিমা করেছিলেন।'

মোদ্দাকথা, যাইদ ؓ যাইনাবকে তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত শেষে আল্লাহর নির্দেশেই নবিজি তাকে বিয়ে করেন; বরং আল্লাহই পবিত্র কুরআনে তাদের বিয়ের ঘোষণা দেন। যাইনাবকে আল্লাহর রাসূলের পরিণয়ে বদ্ধ করা, একে কেন্দ্র করে নাযিল হওয়া কুরআনের আয়াত ও প্রাসঙ্গিক ঘটনায় রয়েছে উম্মাহর জন্য শিক্ষা ও হিকমাহ।[১৫১] এ পর্যায়ে আমরা এই শিক্ষণীয় দিকগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব—

১. আল্লাহর রাসূল ﷺ যাইনাবের কাছে তার প্রথম স্বামী যাইদকে পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে যাইদকে নির্বাচন করে মূলত সমালোচকদের মুখে তিনি অগ্রিম সিলগালা মেরে দিয়েছেন। ওরা ধারণা করত, যাইদ যাইনাবকে

---

[১৪৮] আহমাদ, ৩/ ১৯৫, মুসলিম, ১৪২৮
[১৪৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ১৪৭
[১৫০] বুখারি, ৫১৬৮। মুসলিম, ১৪২৮
[১৫১] দেখুন, হাফসা বিনতে উসমান খলীফি রচিত 'কাযায়া নিসায়িন নাবিয়্যি ওয়াল মুমিনাত', পৃ. ৩১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তালাক দিয়েছেন অনিচ্ছায়, ছাড়াছাড়ির পর যাইদের মনে সামান্য হলেও যাইনাবের প্রতি আগ্রহ কিংবা দুর্বলতা ছিল। নবিজি এই পথটাও রুদ্ধ করে দেন। যাইদ নিজে যখন নবিজির হয়ে যাইনাবের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান, তখন নিন্দুকেরা বুঝতে পারে, যাইদ স্বেচ্ছায় যাইনাবকে তালাক দিয়েছেন এবং এখন তার মনে যাইনাবের প্রতি মোটেও আগ্রহ নেই।

এ প্রসঙ্গে ইবনু হাজার আসকালানি বলেন, 'তখনকার ঘটনা প্রবাহে এটি ছিল অতি উত্তম একটি দিক। প্রাক্তন স্বামী নিজেই প্রস্তাব দিয়েছেন, যেন কেউ ধারণা করতে না পারে তালাকের ঘটনা হয়েছে রাগের বশে, অনিচ্ছাকৃত। যাইদকে বাছাই করে নবিজি এটাও দেখেছেন, এখনো তার মনে প্রাক্তন স্ত্রীর অবস্থান বাকি আছে কিনা।।[১৫২]

এখান থেকে প্রাজ্ঞচিত একটি বিষয় প্রতিভাত হয়, তা হলো—মনোমালিন্যের পরে বিচ্ছেদ ঘটলেও একে অন্যের প্রতি কল্যাণকামী হতে পারে। ঈমানি অধিকার পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে রাখতে পারে। যদ্দরুণ দেখা যায়, যাইনাবের কাছে গিয়ে যাইদ মনে কিছু গোপন রাখেননি। স্পষ্ট বলতে পেরেছেন, যাইনাব, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো।'

২. বিয়ে সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক চিলতে ভর্ৎসনাও ছিল। যখন যাইদ এসে আল্লাহর রাসূলের কাছে যাইনাবের সাথে তার মনোমালিন্যের কথা বললেন, যাইনাবকে তালাক দেবেন মর্মে সিদ্ধান্ত জানালেন, তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তোমার স্ত্রীকে কাছে রাখো, আল্লাহকে ভয় করো।' অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় করে তালাকের পথ পরিহার করো; অথবা তুমি তার যে মন্দ আচরণের কথা প্রকাশ করছ, এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এদিকে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে জানিয়ে দিলেন, যাইদ যাইনাবকে তালাক দেবে এবং অচিরেই সে নবিজির স্ত্রী হবে—এটা তিনি নিজের মাঝে গোপন রাখছিলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, পাছে লোকেরা আবার না বলে বসে, তিনি পোষ্যপুত্র যাইদ বিন হারিসার স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন!

আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন—'যাইদ এসে অভিযোগ করার পর আল্লাহর রাসূল তাকে বলছিলেন, 'আল্লাহকে ভয় করে স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখো।' আনাস বলেন—আল্লাহর রাসূল যদি ওয়াহির কোনো টুকরো গোপন করতে

[১৫২] ফাতহুল বারি, ৮/৫২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারতেন, এই আয়াতটি তিনি গোপন করতেন।'[১৫৩]

৩. আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'যাইদ তাকে তালাক দেওয়ার পর আমি তাকে আপনার সাথে বিয়ে দিয়েছি।'

এখানে যাইদ ﷺ-কে অনন্য এক মর্যাদায় চিরকালীন সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। সুহাইলি ﷺ বলেন—'লোকেরা বলত, যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ। যখন নাযিল হলো, 'তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো', তখন তিনি বললেন, আমি যাইদ বিন হারিসা, কেননা আয়াতে যাইদ বিন মুহাম্মাদ বলা হারাম করা হয়েছে। এই গর্ব ও মর্যাদার বিষয়টা নিজের থেকে মুছে যাওয়ায় যাইদের যখন মনঃকষ্ট হচ্ছিল, তখন তাকে বিশেষ সম্মানে মহিমান্বিত করলেন স্বয়ং আল্লাহ। সাহাবিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সৌভাগ্যবান, আল্লাহ কুরআনে যার নাম—'যাইদ' উল্লেখ করেছেন। আর কোনো সাহাবির নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ বলছেন, 'যাইদ তাকে তালাক দেওয়ার পর আমি তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়েছি।'

কুরআনুল হাকীমে উল্লেখের মধ্য দিয়ে তার নামটি স্থান পেল অসংগতিহীন কিতাবে, অনন্ত যা তিলাওয়াত হতে থাকবে। এখানে যেমন তাকে সম্মানিত করা হয়েছে, অন্য দিকে আল্লাহর রাসূলের সাথে পিতৃত্বের সম্পর্ক মুছে যাওয়ার পর এটা তার জন্য সান্ত্বনাও বটে।

এই প্রসঙ্গে উবাই ইবনু কাআব ﷺ-এরও একটি ঘটনা আছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ উবাই ইবনু কাআব ﷺ-কে বললেন, 'আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমার সামনে অমুক সূরা পাঠ করি।' রাসূলের মুখে এই কথা শুনে উবাই ইবনু কাআব আবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলে বললেন, 'আমি কি তাঁর কাছে আলোচিত হয়েছি?'

আল্লাহ তাআলা তার আলোচনা করেছেন, এই চির সৌভাগ্যের বিষয়টি জানতে পেরে তিনি আনন্দের আতিশয্যে কেঁদেছেন। তাহলে সেই ব্যক্তির আনন্দ কেমন হবে, যার নামই কুরআনে স্থান পেয়েছে, চিরকাল পঠিত হবে, মুছে যাবে না দুনিয়া ধ্বংসের পরেও! মুমিনরা কুরআন তিলাওয়াতের সময় তাকেও পাঠ করবে, জান্নাতিরা তিলাওয়াত করবে অনন্তকাল।

---

[১৫৩] বুখারি, ৭৪২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চিরকাল মুমিনদের ঠোঁটে মিশে থাকবে তার নামটি। বিশেষত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছেও তিনি থাকবেন আলোচিত। কেননা, এই কালাম আল্লাহর বাণী, তা চির অম্লান, কোনো ক্ষয় নেই, নেই কোনো ধ্বংস। সর্বোপরি এর মাধ্যমে আল্লাহ যাইদকে হারানো গর্বের বিনিময় দান করেছেন।'[১৫৪]

৪. আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাব বিনতে জাহাশের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে আল্লাহর নির্দেশে। সাফ কথা হলো, আল্লাহই নবিজিকে যাইনাবের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন ,তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন, আপনি লোক নিন্দার ভয় করেছিলেন; অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যাইনাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কাজে পরিণত হয়েই থাকে।' (সূরা আহযাব: ৩৭)

যাইনাব ﵂-এর সমুন্নত মর্যাদার কথা প্রকাশ পেয়েছে এখানে। এটা নিয়ে তিনি গর্বও করতেন বটে।

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, যাইনাব অন্যান্য স্ত্রীদের ওপর গর্ব করে বলতেন, 'তোমাদেরকে তোমাদের পরিবার বিয়ে দিয়েছে, আর আমাকে বিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সাত আসমানের ওপরে।'[১৫৫] আরেকটি বর্ণনায় আছে, তিনি নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদের ওপর গর্ব করে বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা আসমানে আমার বিয়ে সম্পন্ন করেছেন।'

আরেকটি সম্ভাবনাও আছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন আজাদকৃত গোলাম যাইদ বিন হারিসার সাথে যাইনাবকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, এটাকে তিনি অপছন্দ করছিলেন। তবে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের কথা জানতে পেরে তিনি সম্মত হন; কিন্তু মনঃকষ্টের ব্যাপারটা তো ছিলই। হতে পারে এজন্য আল্লাহ তাকে সমুন্নত

[১৫৪] তাফসীরে কুরতুবি, ১৪/ ১৯৪
[১৫৫] বুখারি, ৭৪২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মর্যাদায় সম্মানিত করেছেন।[১৫৬]

৫. যাইনাবের বিয়েতে আল্লাহর রাসূলের ওলিমায় নুবুওয়াতি মু'জিযাও প্রকাশ পেয়েছে। নবিজির দুআর পর খাবারে আধিক্য এসেছিল। এই ওলিমার সময়েই উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ক্ষেত্রে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যিয়াফত খাওয়ার শিষ্টাচার।[১৫৭]

আনাস ﷺ বলেন—'বিয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পরিবারে প্রবেশের পরের কথা। আমার মা উম্মে সুলাইম কিছু খাবার প্রস্তুত করেন। একটা পাত্রে রেখে আমাকে বললেন, 'এগুলো আল্লাহর রাসূলকে দিয়ে বলবে, 'আমার মা এই সামান্য খাবার আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।'

আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মা আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, 'আমাদের পক্ষ থেকে এই সামান্য খাবার আপনার জন্য।'

নবিজি বললেন, 'এগুলো রেখে অমুক অমুককে ডাকবে, যাদের সাথে দেখা হবে, তাদের সবাইকেও ডাকবে।' নবিজি কিছু সাহাবির নাম উল্লেখ করেন। আমি নাম বলা সাহাবিদেরকে ডাকলাম, সাক্ষাৎ হওয়া লোকদেরকে সাথে নিয়ে এলাম।' বর্ণনাকারী বলেন—আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সেদিন কতজন ছিলেন। তিনি বললেন, তিনশোর অধিক।

সাহাবিগণ আসার পর আল্লাহর রাসূল আমাকে বললেন, 'আনাস, পাত্রটি নিয়ে এসো।' সাহাবিগণ ঘরে প্রবেশ করলেন। নবিজির হুজরা ও সুফফা জনতায় পূর্ণ হলো। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তোমরা দশজন দশজন করে একসাথে বসো আর প্রত্যেকেই নিজের পাশ থেকে খাবে।'

সাহাবিগণ তৃপ্তিভরে খেলেন। একদল বের হবার পর আরেকদল প্রবেশ করছিল। এভাবে সবার খাওয়া শেষ হলো। নবিজি আমাকে বললেন, 'আনাস, পাত্রটা এবার ওঠাও দেখি।' আমি পাত্র ওঠালাম এবং অবাক বিস্ময়ে অভিভূত

---

[১৫৬] দেখুন, হাফসা বিনতে উসমান খলীফি রচিত 'কাযায়া নিসায়িন নাবিয়্যি ওয়াল মুমিনাত', পৃ. ২১৮

[১৫৭] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলাম, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, আমি পাত্রটি রাখার সময় খাবার বেশি ছিল, নাকি এখন ওঠানোর পর!'

খানাপিনার পর্ব শেষে কিছু মানুষ তখনও আল্লাহর রাসূলের হুজরায় বসে গল্প করছিল। নবিজি বসে আছেন, আর তাঁর স্ত্রী দেওয়ালের দিকে ফিরে আছেন। আল্লাহর রাসূলের কাছে বিষয়টা কষ্টকর মনে হচ্ছিল। নবিজি স্ত্রীদের কাছে গিয়ে আবার ফিরে এলেন। নবিজিকে ফিরতে দেখে লোকেরা ভাবল, তাদের অবস্থান নবিজিকে কষ্ট দিচ্ছে। তাই সবাই দ্রুত ঘর থেকে বের হলো। আল্লাহর রাসূল ঘরে ঢুকে দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। আমি হুজরাতেই বসা ছিলাম। এর কিছুক্ষণ পর নবিজি আবার বের হয়ে এসে কেবলই নাযিল হওয়া এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

> 'হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য খাদ্য রান্নার অপেক্ষা না করে নবির গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদের ডাকা হলে প্রবেশ করো, অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা-আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবির জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচবোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।' (সূরা আহযাব: ৫৩)
>
> জাদ[১৫৮] ﵀ বলেন—'আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেছেন, 'লোকদের মাঝে আমিই সবার আগে এই আয়াত ও নবিপত্নীদের পর্দার ব্যাপারে অবগত হয়েছি।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে পর্দা করিয়েছেন নিম্নের আয়াত নাযিলের পর, 'হে মুমিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা নবির ঘরে প্রবেশ করো না।'

মুওয়াল্লি ﵀ বলেন—'পর্দার আয়াত নাযিল হওয়া ছিল 'উমার ﵁-এর মতের সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। ইমাম বুখারি আনাস ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, 'উমার

---

[১৫৮] ইনি জা'দ ইবনু দীনার আবু উসমান বাসরী, আনাস ﵁—এর একজন শিষ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ﷺ বলেন—'আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার কাছে ভালোমন্দ সবাই আসে, আপনি যদি স্ত্রীদেরকে পর্দার কথা বলতেন! এর পরেই আল্লাহ্ তাআলা পর্দার বিধান সংবলিত আয়াত নাযিল করেন।'

এই আয়াতের মাধ্যমে পর্দাকে শারী'আহসিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে পর্দার উদ্দেশ্য হলো, শরীরকে গাইরে মাহরাম ব্যক্তিদের থেকে আবৃত রাখা, তাদের সাথে কথা না বলা। আর স্ত্রীলোকদের কাছে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে।

আয়াতটি নাযিলের পর নবিপত্নীদের বাবা, সন্তান ও আত্মীয়স্বজনরা বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরাও তাদের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলব?' এর উত্তরে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করে বলেন—

> 'নবি পত্নীগণের জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গুনাহ নেই। নবিপত্নীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয়করো। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ করেন।' (সূরা আহযাব: ৫৫)

পাশাপাশি অন্যকে সম্বোধন ও বাড়িতে অবস্থানের শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করে বলেন—

> 'হে নবিপত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে; তোমরা সংগত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে এবং মূর্খযুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবি-পরিবারের সদস্যবর্গ, আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে। (সূরা আহযাব: ৩২-৩৩)

বিশ হিজরি সনে যাইনাব ﵂ নবিজির সঙ্গে মিলিত হন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। নবিজির কথা অনুযায়ী স্ত্রীদের মধ্যে যাইনাবই প্রথম মৃত্যু বরণ করেন।[১৫৭] বাকি ইবনু মাখলাদের কিতাব অনুযায়ী যাইনাব আল্লাহর

---

[১৫৭] বুখারি, ১৪২০ মুসলিম, ২৪৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ১১টি।[১৬০] এর মধ্যে কুতুবুস সিত্তায় আছে ৫টি।[১৬১] বুখারি ও মুসলিম একই সূত্রে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৬২]

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ:

আল্লাহর রাসূল ﷺ পার্শ্ববর্তী শক্তিগুলোকে যেমন সতর্ক করতেন, তেমনই তাদের শক্তিমত্তা থেকে উদাসীনও থাকতেন না। খন্দক যুদ্ধের পর তো তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'আমাদের সামনের পরিকল্পনা হলো কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।' কেননা, শক্তির মানদণ্ডে পরিবর্তন এসেছে, আক্রমণ করার জন্য মুসলিমরা এখন আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

ফলে নবিজি মাদীনার পার্শ্ববর্তী শক্তিগুলোর ওপর ইসলামি দাওলার কর্তৃত্ব সম্প্রসারণে সচেষ্ট হন। কেননা, কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাথে এর সম্পর্ক সুগভীর। এই পদক্ষেপের ফলাফলে দেখা গেছে, এক বছরের মধ্যে তিনি দুটি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, প্রেরণ করেছেন ১৪টি সারিয়্যাহ বা ছোট অভিযান।

নবিজির এই কর্মপন্থা ও পদক্ষেপ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশের শক্তি ভেঙে চূর্ণ করে দেওয়া। তাদের মিত্রশক্তি যোগানদাতাদেরও চরমভাবে কোণঠাসা করা।[১৬৩] সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে সফলতা ও তাদের পরিকল্পনা পর্যুদস্ত করতে আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিগণ এসবই কাজে লাগিয়েছিলেন। ওদিকে ফাঁসির রশি পরিয়েছেন বনু কুরাইযার ইয়াহূদিদের গলায়। ফলে সবদিক থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ের বার্তা পেয়েছেন এবং নতুন করে কুরাইশের অর্থনৈতিক খাতকে করতে পেরেছেন সংকীর্ণ। তা ছাড়া বেশ কিছু সারিয়্যাহ পরিচালনা করেছেন মুশরিক বাহিনীকে শায়েস্তা করতে, কিংবা সেই গোত্রগুলোর মাঝে দাপট সৃষ্টি করতে, যারা ইসলামের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গাদ্দারি করেছে।

এক. বনু কুরতা-এর উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ বিন মাসলামার অভিযান

নাজদের জাতিগুলোর মধ্যে মুসলিমদের বিপক্ষে সবচেয়ে দুঃসাহসিক ছিল মরুবাসী মূর্তিপূজারী গোত্রগুলো। নাজদিরা ছিল সংখ্যায় বিপুল ও প্রবল শক্তির অধিকারী।

[১৬০] দেখুন, ইবনুল জাওযী রচিত, 'তালকীহুল ফুহুম', পৃ. ৩৭০
[১৬১] দেখুন, মিযযী রচিত, তুহফাতুল আশরাফ, ১১/ ৩২১-৩২৩
[১৬২] দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/ ১২১
[১৬৩] দেখুন, সুজা' রচিত দিরাসাত ফি আহদিন নুবুওয়্যাহ, পৃ. ১৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা দেখেছি, প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে যারা মেরুদণ্ডের ভূমিকা রেখেছিল, তারা ছিল নাজদের গোত্রগুচ্ছ। গাতফান, আশজা, আসলাম, ফাযারাহ ও আসাদ গোত্রের সেনা সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। মাদীনা অবরোধে এগিয়ে আসা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে শামিল হয়েছিল তারা।

খন্দক যুদ্ধের পর সেনা অভিযানের মাধ্যমে এই প্রতিপক্ষদের শায়েস্তা করার দিকে মনোযোগী হন আল্লাহর রাসূল ﷺ। বাসরা ও নাজদ থেকে মাক্কার পথে একটি আবাদি জনপদের পাশে কুরতা নামক স্থানে বাস করত কিছু নাজদি, বনু বকর বিন কিলাবের লোক। মাদীনা থেকে সাতদিনের দূরত্ব ছিল এদের। নবিজি প্রথম এদের বিরুদ্ধেই সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।[১৬৪] বনু কুরাইযার যোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর ৬ষ্ঠ হিজরির মুহাররাম মাসের প্রথম দশকে ত্রিশজন মুজাহিদের একটি বাহিনী ছিল এটি। তাদের আমীর নির্ধারণ করেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁-কে।[১৬৫]

শত্রুদল তখন অসতর্ক। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা সাথিদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হত্যা করেন দশজন মূর্তিপূজারীকে। বাকিরা পালিয়ে যায়। মুজাহিদরা তাদের উট ও অন্যান্য জিনিস গানীমাত হিসেবে লাভ করেন। ফেরার পথে বনু হানীফার নেতা সুমামাহ বিন আছালকে বন্দি করেন। যদিও তারা তাকে চিনতেন না; তবু তাকে ধরে মাদীনায় এনে মাসজিদে নববির একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

এক সময় আল্লাহর রাসূল তার কাছে এসে বললেন, 'সুমামাহ, তোমার কি বলবার মতো কিছু আছে?' সুমামাহ বলল, 'আমার মাঝে শুধু কল্যাণই আছে মুহাম্মাদ! আমাকে হত্যা করলে তুমি একটি প্রাণকে হত্যা করবে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই অনুগ্রহ করা হবে, আর আমার কাছ থেকে সম্পদ চাইলে তাও চাইতে পার।'

এদিন নবিজি তাকে ছেড়ে দিলেন। পরেরদিন আবার বললেন, 'তোমার কাছে বলবার মতো কিছু আছে?' সুমামাহ বলল, 'আমার অভিব্যক্তি তোমাকে আমি বলেছি। আমার প্রতি অনুগ্রহ করলে আমাকে কৃতজ্ঞচিত্ত পাবে।'

নবিজি এদিনও তাকে ছেড়ে দিলেন। কিছু বললেন না। আগামী কোনো

---

[১৬৪] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ২৪
[১৬৫] দেখুন, যাহাবী রচিত, তারীখুল ইসলাম, মাগাযি অধ্যায়, পৃ. ৩৫১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আভাসও দিলেন না। পরের দিন আবার এসে বললেন, 'সুমামাহ, তোমার কিছু বলার আছে?' সুমামাহ বলল, 'আমার যা বলবার, বলে দিয়েছি।' আজ নবিজি সাহাবিদের বললেন, 'সুমামাহকে ছেড়ে দাও।'

সুমামাহ মুক্ত হয়ে মাসজিদের কাছেই একটা খেজুর বাগানে ঢুকে গোসল করল। মাসজিদে প্রবেশ করে বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর নবি, শুনুন, পৃথিবীতে আপনার চেহারা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত; আর আজ আপনার এই চেহারা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহর কসম, সব ধর্ম অপেক্ষা আপনার ধর্মই ছিল আমার কাছে ঘৃণার; কিন্তু আজ আপনার দীনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আল্লাহর কসম, আপনার শহরটি ছিল পৃথিবীতে আমার কাছে সবচেয়ে মন্দ শহর; আর আজ আপনার এই নগরী আমার অতি প্রিয় নগরী। আপনার উট কি আমাকে দেবেন? আমি উমরার ইচ্ছা করেছিলাম। আপনি কী মনে করেন?'

> আল্লাহর রাসূল তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে উমরা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি মাক্কায় আসার পর কেউ একজন বলল, 'তুমি কি সাবিয়ি হয়েছ?' তিনি বললেন, 'না, আমি বরং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম, ইয়ামামাহ থেকে তোমাদের কাছে একটা গমের দানাও আসবে না আল্লাহর রাসূলের অনুমতি ছাড়া।'[১৬৬]

পরবর্তী সময়ে সুমামাহ ؓ এই কসম পূর্ণ করেছেন। তার জনপদের পথ ধরে মাক্কার একটি বণিকদল খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসছিল। সুমামাহ ؓ এদের পথ আটকিয়ে নবিজির কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য করেছেন। এরা মাদীনায় আল্লাহর রাসূলের কাছে চিঠি লিখে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, তিনি যেন সুমামাহকে চিঠি লিখে খাবারের বোঝা মুক্ত করার অনুমতি দেন।[১৬৭] আল্লাহর রাসূল তখন যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি বনু হানীফার নেতা সুমামাহকে চিঠি লিখে বললেন, 'আমার জাতির রাস্তা খালি করে দাও।' সুমামাহ নবিজির নির্দেশ পালন করেছেন। বনু হানীফাকে সরিয়ে নিয়ে মাক্কার মাল-সামানা থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছেন।'[১৬৮]

---

[১৬৬] বুখারি ৪৬২ মুসলিম, ১৭৪৬। সূত্র নাদরাতুন নাঈম, ১/৩৩০

[১৬৭] প্রাগুক্ত।

[১৬৮] দেখুন, আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ, ২/২৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই ঘটনাতে নিহিত কিছু শিক্ষণীয় দিক:

১. কাফিরকে মাসজিদে বেঁধে রাখা জায়েয।

২. কাফির বন্দির প্রতি অনুগ্রহ করারও অনুমতি আছে। অনিষ্টকারীর সাথেও ক্ষমার মহান আদর্শ রাখা ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে। ক্ষমার আচরণ অপরাধী ব্যক্তিকে ভেতর থেকে আন্দোলিত করে নিয়ে আসে পরিবর্তন। এই তো সুমামাহ কসম করে বলেছেন, তার ক্ষোভ মুহূর্তেই ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে কোনো মোকাবিলা ছাড়াই ক্ষমা ও অনুগ্রহে ধন্য করেছেন।

৩. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল করে নেওয়া, যেমনটি করেছেন সুমামাহ رضي الله عنه।

৪. একটি পরিষ্কার কথা হলো—ইহসান ক্ষোভ মুছে দিয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

৫. কোনো কাফির ভালো কাজের ইচ্ছার পর ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ভালো কাজের মাঝে অব্যাহত রাখা।

৬. যে বন্দি থেকে ইসলামের আশা করা যায়, তার প্রতি দয়া দেখানো; যদি তাতে ইসলামের কল্যাণ থাকে। বিশেষত যদি এমন ব্যক্তি হয়, যার মাধ্যমে তার জাতির পরিবর্তনের আশা করা যায়।[১৬৯]

৭. ইসলাম মুমিনের আচরণ বিধিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে, যখন সে ইসলাম ও মুসলিমদের নেতৃত্বাধীন কিছু করার সামর্থ্য রাখবে। যেমন: সুমামাহ رضي الله عنه আল্লাহর রাসূলের অনুমতি ব্যতীত মাক্কায় মালের বোঝা প্রেরণে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন।

৮. একজন মুমিনের উচিত, ঈমান গ্রহণ ও কুফুর ত্যাগের পর পূর্ববর্তী সকল সম্পর্ক ত্যাগ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সকল নির্দেশ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পালন করার প্রতি একনিষ্ঠ হবে।[১৭০]

---

[১৬৯] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৩৮৬, ৩৮৭
[১৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাগর-তীরে উবাইদা ইবনুল জাররাহর অভিযান:

কুরাইশের অর্থনৈতিক খাত স্থায়ীভাবে পঙ্গু করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অব্যাহত রাজনৈতিক কৌশলের অংশ ছিল আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﷺ-এর অভিযান। আল্লাহর রাসূল তাকে তিনশো অশ্বারোহী বাহিনীর আমীর নির্ধারণ করে কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার উদ্দেশ্যে সাগর-তীরে প্রেরণ করেন। নির্দেশ পেয়ে সঠিক সময়ে সাথিদের নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন আবু উবাইদা ﷺ।

কিন্তু পৌঁছুনোর আগেই পথিমধ্যে পাথেয় সংকট দেখা দেয়। আবু উবাইদা বাহিনীর মুজাহিদদের সবার পাথেয় একত্রিত করতে বলেন। সবার পাথেয় একত্রিত করা হলে দেখা গেল সবটুকু দিয়েমাত্র একটি পাত্র পূর্ণ হয়েছে। এটা দিয়ে তারা প্রথম দিকে খুব অল্প পরিমাণে আহার করতে থাকেন। শেষে প্রত্যেকের ভাগ্যে জুটতে থাকল মাত্র একটি করে খেজুর। সংকটময় মুহূর্ত বাহিনীকে গ্রাস করে; কিন্তু কোনো অভিযোগ কিংবা আপত্তি ছাড়া সবাই এই পরিস্থিতি মেনে নেন। আমীরের কথার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে একটি খেজুর খেয়েই তারা পার করেন রাতদিনের অধিকাংশ সময়।[১৭১]

জাবির ﷺ বলেন—'আমরা শিশুদের মতো করে একটা খেজুর চুষে তারপর পানি খেতাম। এটা দিয়েই আমাদের একদিন আর এক রাত তুষ্ট থাকতে হতো।'[১৭২] ওয়াহাব ইবনু কাইসান ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'এই একটা খেজুর আপনাদের কী কাজে আসত?' তিনি বললেন, 'এই একটা খেজুরের মর্ম তখন অনুভব করলাম, যখন এটাও শেষ হয়ে গেল!'[১৭৩]

বাহিনীর মুজাহিদদের এক সময় গাছের পাতা খেয়ে থাকতে হয়েছে। জাবির ﷺ বলেন—'আমরা লাঠি দিয়ে পাতা পেড়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতাম।' ফলে এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'পত্রভোজী বাহিনী'। এই করুণ অবস্থা কাইস ইবনু সাআদ ﷺ-কে ভীষণ নাড়া দেয়। এই বাহিনীরই একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন তিনি। দানবীর পরিবারের কৃতী সন্তান। পরপর তিন দিন তিনটি করে উট জবাই দিয়ে তিনি সাথিদের খাওয়ান। তৃতীয় দিনের পরে আবু উবাইদা ﷺ তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন।

---

[১৭১] দেখুন, আস সারায়া ওয়াল বুহুসুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ১১৮
[১৭২] ইমাম নববীর শরহে মুসলিম, ১৩/ ৮৪
[১৭৩] বুখারি, ৪৩৬০ মুসলিম, ১৯৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খিদের কষ্ট যখন তুঙ্গে, চেহারাগুলো হয়েছে মলিন, সবার থেকে নেওয়া হয়েছে ত্যাগের ইমতিহান, এবার নেমে এলো আল্লাহর সাহায্য। সমুদ্রের এক উদ্গীরণে বের হলো বিরাট এক মাছ। সাগরের ঢেউ মাছটাকে নিয়ে এল তীরে। জাবির ﵁ এই বিশাল আকারের আশ্চর্য মাছের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমরা সাগর-তীরে ঘুরে ফিরছিলাম। হঠাৎ আমাদের সামনে উঠে এলো বিশাল আকারের বালির টিলার মতো একটি মাছ। কাছে এসে দেখে বুঝতে পারলাম, আমাদের ভাষায় বিশাল এই মাছটিকে বলা হয় আম্বার।

আবু উবাইদা প্রথমে বললেন, 'এটা তো মৃত!' পরক্ষণেই বললেন, 'না; তোমরা এটা খেতে পারবে, কারণ, আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠিয়েছেন। তোমরা এখন অপারগ, কাজেই খেতে পারবে।'

এরপর আমরা সেখানে একমাস অবস্থান করেছি। আমরা তিনশোজন এটা থেকেই প্রতিদিন আহার করতাম। ক্ষুধার আতিশয্যে যে আমরা শীর্ণ হয়ে পড়েছিলাম, সেই আমরা এখন যেন মুটিয়ে গেছি। এ সময়টাতে আমরা আম্বারের দুচোখ থেকে বড় কলস দিয়ে তেল উঠাতাম, আর একপাশ থেকে ষাঁড়ের আকৃতির মতো বড় অংশের গোশত কাটতাম।

> আবু উবাইদা আমাদের মধ্য থেকে তেরোজন মুজাহিদকে বেছে নিয়ে আম্বারের চোখের কোটরে বসিয়ে সেখান থেকে চর্বি তোলেন। মাছটা এত বড়—আমাদের একজন তো সবচেয়ে বড় উটটাতে আরোহণ করে এটার নিচের ফাঁক দিয়ে চলাচল করেছে।[১৭৪] দীর্ঘ এক মাস পর মাছের অবশিষ্ট গোশত পাথেয় হিসেবে নিয়ে আমরা মাদীনায় ফিরে আসি।[১৭৫]

আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার, দেরি হলো যে?' আমরা কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার অনুসরণ করার কথা বলে আম্বারের কথা উল্লেখ করলাম।'[১৭৬] নবিজি বললেন, 'এই রিযিক আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। এর গোশত কি তোমাদের কাছে আছে? থাকলে আমাদেরও খাওয়াও।' আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে এর গোশত পাঠানোর পর তিনি আহার

---

[১৭৪] দেখুন, আস সারায়া ওয়াল বুহুসুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ১১৮
[১৭৫] দেখুন ইমাম নববী রচিত, শরহে মুসলিম, ১৩/ ৮৫-৮৭
[১৭৬] সুনানে নাসায়ী, তাহকীকে আলবানী, ৩/ ৯১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন।"[১৭৭]

প্রাধান্যযোগ্য মত অনুযায়ী এই অভিযান প্রেরিত হয়েছিল হুদাইবিয়া সন্ধির পূর্বে; কিন্তু ইবনু সাআদ[১৭৮] যে বলেছেন, ৮ম হিজরির রজব মাসের কথা, তা সঠিক নয় দু কারণে:

এক. আল্লাহর রাসূল ﷺ হারাম মাসে কোনো অভিযান প্রেরণ করেননি।

দুই. ৮ম হিজরির রজব মাস হুদাইবিয়া সন্ধির নিকটতম সময়।[১৭৯]

ইবনু সাআদ ও ওয়াকিদি[১৮০] বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এই সাহাবিদের প্রেরণ করেছিলেন জুহাইনা গোত্রের একটা গ্রামের দিকে।' ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ বলেন,[১৮১] 'এটা বিশুদ্ধ বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা, হতে পারে জুহাইনার একটি গ্রামের দিকেই যাচ্ছিলেন, পথে কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে দেখা হয়েছিল।' আবার এটাও হতে পারে যে, সাহাবিগণ শুধু কাফেলার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন, যুদ্ধ নয়; বরং উদ্দেশ্য ছিল জুহাইনা থেকে রক্ষা করা। মুসলিমের বর্ণনা এই কথাকেই সমর্থন করে।[১৮২]

অভিযানের শিক্ষণীয় দিকসমূহ:

সাথিদের পাথেয় একত্রিত করে সকল মুজাহিদদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করা ছিল আবু উবাইদা ﷺ-এর প্রাজ্ঞোচিত একটি কাজ। উদ্দেশ্য—কঠিন মুহূর্ত সবাই অনুভব করা। এটা কার্যত তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছেই একাধিকবার শিখেছেন।

দুর্ভিক্ষের সময় কাইস বিন সাআদ বিন উবাদা ﷺ-এর বদান্যতা। তিনি চেষ্টা করেছেন কীভাবে সাহাবিদের সময়গুলো সহজ করা যায়। ওয়াকিদির বর্ণনায় আছে, 'কাইস বিন সাআদ ﷺ এক জুহানি লোকের কাছ থেকে উট ধার নিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে আবু উবাইদা তাকে নিষেধ করে বললেন, 'তুমি কি তোমার দায়িত্ব রক্ষা

---

[১৭৭] বুখারি, ৪৩৬২, মুসলিম, ১৯৩৫
[১৭৮] দেখুন তাবাকাতে ইবনু সাআদ, ২/ ১৩২
[১৭৯] দেখুন, উমরি রচিত আল মুজতামাউল মুদনী, পৃ. ১২৫
[১৮০] মাগাযি, ২/ ৭৭৪
[১৮১] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৮০
[১৮২] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতে পারবে, অথচ তোমার কাছে এখন কোনো সম্পদ নেই।'[১৮৩] আবু উবাইদা মূলত তার প্রতি দয়ার্দ্রই হয়েছিলেন।[১৮৪]

কাইস ﷺ উট জবাই করা শুরুও করেছিলেন। আবু উবাইদা নিষেধ করলে তিনি বলেন—'প্রিয় আমীর, আপনি জানেন না, আবু সাবিত ঋণ পরিশোধ করেন, অভাবির বোঝা বহন করেন, দুর্ভিক্ষের সময় খাওয়ান; অথচ সেই তিনি মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করা ঋণের খেজুর পরিশোধ করবেন না, তা কী হয়?'[১৮৫]

কাইস ﷺ আসলে জুহাইনা গোত্রের এক লোকের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন, তার কাছ থেকে নেওয়া প্রতিটি উটের বদলায় মাদীনার নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর পরিশোধ করবেন। জুহানি লোকটাও এতে রাজি হয়েছিল। এ কারণে কাইস ﷺ আবু উবাইদাকে বর্ণিত কথাটি বলেছিলেন।

কাফেলা ফিরে আসার পর কাইসের বাবা সাআদ বিন উবাদা যখন জানতে পারলেন, ছেলের সম্পদ নেই বলে আবু উবাইদা তাকে ঋণ নেওয়া থেকে বারণ করেছেন, তখন তিনি কাইস ﷺ-কে বাগানের এক চতুর্থাংশ দিয়ে দেন। যা থেকে প্রতি মৌসুমে ৫০ ওয়াসাক (মাপের একটি পরিমাণ) খেজুর আসত।[১৮৬]

হালাল ও হারাম:

এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ক্ষুধার চরম সীমায় পৌঁছে ছিলেন। সফরের পথে কঠিন মুহূর্তে পূর্ণ একদিনের জন্য প্রত্যেক সাহাবি পেতেন মাত্র একটি করে খেজুর। এ করুণ অবস্থায় জুহানি গোত্রের পাশ অতিক্রমের সময় তাদের খাবার ছিনিয়ে নেবার চিন্তাও সাহাবিদের মাথায় আসেনি। যেমনটি স্বাভাবিক ছিল জাহিলি যুগে। কারণ, এরা মুসলিম; ইসলামের উন্নত চেতনায় উদ্ভাসিত অনন্য জাতি। তারা অন্যের সম্পদ হরণ নয়; বরং রক্ষণে আদিষ্ট। এ সময়টাতেও তারা আল্লাহ তাআলার শেখানো হালাল হারামের মাঝে পার্থক্যের বিবেকটাকে সজাগ রেখেছিলেন।[১৮৭]

---

[১৮৩] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩২৩
[১৮৪] দেখুন, আস সারায়া ওয়াল বুহুসুল নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ১১৯
[১৮৫] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩২৩
[১৮৬] প্রাগুক্ত
[১৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাগরের মৃত খাওয়া জায়েয:

ঘটনা প্রমাণ করছে সাগরের মৃত খাওয়া জায়েয। এটা কুরআনের কথার অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ বলছেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী।' (সূরা মাইদাহ: ৩) কেননা, অন্য আয়াতে তিনি বলছেন, 'তোমাদের জন্য সাগরের শিকার ও খাবার হালাল, তোমাদের ও বাহনের জন্য ভোগ্য স্বরূপ।' (সূরা মাইদা:৯৬)

> আবু বাকর সিদ্দীক, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও একদল সাহাবি থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, 'সাগরের শিকার হলো, তা থেকে যা শিকার করা হয়, আর খাবার হলো মৃত প্রাণী।'
>
> সুনান গ্রন্থসমূহে ইবনু 'উমার থেকে মারফু ও মাওকুফ উভয় সূত্রে বর্ণিত আছে, 'আমাদের জন্য দুটি মৃত ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে। দুটি মৃত হলো মাছ ও পঙ্গপাল, আর দুটি রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা।'[১৮৮] (সনদ হাসান)

আবার আল্লাহর রাসূলেরও সেই মাছটি থেকে খাওয়া প্রমাণ করে সাগরের মৃত খাওয়া শারী'আহসিদ্ধ।

ইমাম নববি উল্লেখিত কিছু বিধান:

ইমাম নববি ﷺ বলেন—'এই হাদীস থেকে জানা যায়, যোদ্ধাদের জন্য শিকার করা ও নিজেদের সম্পদ গ্রহণের জন্য বের হওয়া জায়েয। বাহিনীতে অবশ্যই এমন একজন আমীর থাকতে হবে, যিনি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করবেন, তার আদেশ-নিষেধ পালিত হবে, আর নিশ্চয় আমীর হতে হবে শ্রেষ্ঠজন অথবা তাদের মধ্যে যিনি উত্তম। জনসংখ্যা কম হলে তাদের দায়িত্ব হলো নিজেরা একজন আমীর নির্ধারণ করে তার কথা মেনে চলবে। আমাদের সাথি ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'মুসাফিরদের জন্য বারাকাহর আশায় নিজেদের পাথেয় একত্রিত করা মুস্তাহাব। এতে সম্পর্ক ভালো থাকবে, কেউ বিশেষিত হবে না, কেউ খাবে কেউ খাবে না, এমনও হবে না। বাকি আল্লাহই ভালো জানেন।'[১৮৯]

---

[১৮৮] আহমাদ, ২/৯৭। ইবনু মাজাহ, ৩২১৮।
[১৮৯] দেখুন ইমাম নববী রচিত, শহরে মুসলিম, ১৩/৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাওমাতুল জান্দালের উদ্দেশে অভিযান:

আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত অভিযানগুলোর মধ্যে এটি ছিল মাদীনা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে। সিরিয়ার সীমান্ত ঘেঁষে গড়ে উঠেছিল দাওমাতুল জান্দালের জনপদটি। দামেস্কের তুলনায় মাদীনা থেকে তিনগুণ দূরত্বে এই দাওমাতুল জান্দালের অবস্থান। আরব ও রোমের একদম মধ্যবর্তী মানচিত্রে অবস্থিত ছিল এই অঞ্চলটি। কালবের বড় গোত্রের লোকদের বাস এখানেই। প্রতিবেশী রোম ও খ্রিস্টানদের প্রভাবে এরাও খ্রিস্টান হয়েগিয়েছিল। তদানীন্তন বিশ্বের পরাশক্তি রোমানদের মাঝে প্রভাব বিস্তারের জন্যেই আল্লাহর রাসূল ﷺ এই অভিযান প্রেরণ করেন।

এই অভিযানের আমীর আবদুর রাহমান ইবনু আউফ ؓ জান্নাতের সুবার্তা প্রাপ্ত সাহাবিদের একজন। ইসলামি দাওয়াতি অঙ্গনে একজন বড় দাঈ। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সিদ্দীক ؓ-এর সংসর্গ গ্রহণ করে আসছেন। সবদিক থেকেই নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন তিনি।

এই অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক বিবেচ্য ছিল। ১. দাওয়াত,২. যুদ্ধ। এজন্যই আবদুর রাহমান ইবনু আউফকে নির্বাচন করা হয়, যিনি ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই অব্যাহত চলমানতায় দীপিত হয়েছেন ইসলামি চেতনায়।[১৯০]

এই অভিযান সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ؓ বলেন—'আল্লাহর রাসূল ﷺ আবদুর রাহমান ইবনু আউফকে ডেকে বললেন, 'পাথেয় গুছিয়ে নাও, তোমাকে আজই কিংবা আগামীকাল একটি অভিযানে পাঠাব, ইনশাআল্লাহ।'

আমি মনে মনে বললাম, 'আমি অবশ্যই কাল আল্লাহর রাসূলের সাথে সালাত আদায় করে ইবনু আউফকে দেওয়া উপদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনব।' পরদিন সালাত আদায় করে দেখলাম, এখানে আছেন আবু বাকর, 'উমার, কয়েকজন মুহাজির সাহাবি ও আবদুর রাহমান ইবনু আউফ। আবার দেখলাম, আল্লাহর রাসূল তাকে দাওমাতুল জান্দালের উদ্দেশে রাতে সফরের নির্দেশ দিয়ে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে বলছিলেন। এরপর নবিজি আবদুর রাহমানকে বললেন, 'কী ব্যাপার, তুমি পেছনে রয়ে গেছ কেন?'

বুঝতে পারলাম, তার মুজাহিদ সাথিরা রাতের শেষ প্রহরে রওয়ানা করেছেন।

[১৯০] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৪/ ১৬৭, ১৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের সংখ্যা ছিল সাতশো। ইবনু আউফ বললেন, 'আমার গায়ে দেখুন সফরের পোশাক জড়ানো। আসলে আমি চাচ্ছিলাম আপনার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎটা হয়ে যাক।'

আল্লাহর রাসূল তাকে সামনে বসিয়ে নিজ হাতে পাগড়ি খুললেন। তারপর বেঁধে দিলেন একটা কালো পাগড়ি। শেষে পাগড়ির ঝুলন্ত অংশ কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ইবনু আউফ, সামনে থেকে এভাবেই পাগড়ি বাঁধবে। আর শোনো, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে জিহাদ করবে। আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়বে। ফসল নষ্ট করবে না, ধোঁকা দেবে না, শিশুদের হত্যা করবে না।'

এরপর নবিজি হাত প্রসারিত করে বলেন—'প্রিয় সাহাবিগণ, পাঁচটি বিষয় আপতিত হবার আগেই এগুলোকে তোমরা ভয় করো। যখন কোনো জাতির পরিমাপ কমে যায়, তখন আল্লাহ তাদের অভাব-অনটন দিয়ে পাকড়াও করেন, ফল-ফসল কমিয়ে দেন, হয়তো তারা ফিরে আসবে। কোনো জাতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের ওপর শত্রুদের চাপিয়ে দেন। কোনো জাতি যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন; চতুষ্পদ প্রাণীরা না থাকলে আসলে বারিধারা বন্ধ হয়ে যেত। কোনো জাতির মাঝে অশ্লীলতা প্রকাশ পেলে আল্লাহ তাদের ওপর মহামারি চাপিয়ে দেন। কোনো জাতি আল্লাহর বিধান ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে বিচার করলে আল্লাহ তাদের মাঝে বিভক্তি অনিবার্য করেন। ফলে তারা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।'[১৯১]

নবিজির কথা শেষে ইবনু আউফ ﷺ রওয়ানা করে সাথিদের সঙ্গে মিলিত হন। রাতদিনের বিভাজন ভুলে অবিশ্রান্ত পথ চলে তারা দাওমাতুল জান্দালে পৌঁছেন। জনপদে প্রবেশ করে অধিবাসীদের ইসলামের দিকে ডাকেন। এ ধারা অব্যাহত থাকে তিন দিন পর্যন্ত। প্রথম দিকে ওরা বলছিল, কথা হবে শুধু তরবারি দিয়ে। পরে তৃতীয় দিনে এসে আসবাগ বিন আমর কালবি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গোত্রপ্রধান ও খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। ইবনু আউফ ﷺ আসবাগের ইসলাম গ্রহণের খবর দিয়ে রাফি বিন মাকীসকে মাদীনায় প্রেরণ করেন। সঙ্গে চিঠিতে নিজের বিয়ের ইচ্ছেটাও জানান।

[১৯১] যাইলাঈ রচিত নাসবুর রা-য়াহ, অধ্যায় সন্ধি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূল চিঠি লিখে আসবাগের মেয়েকে বিয়ে করতে বলেন। ইবনু আউফ ﷺ বিয়ে সম্পন্ন করে তাকে উঠিয়েও নেন। তাদের ঔরসে জন্ম নেওয়া সন্তানের নাম রাখা হয়েছিল আবু সালামাহ বিন আবদুর রাহমান। এই ছেলের দিকে সম্বোধিত করে ইবনু আউফকে আবু সালামা উপনামে ডাকা হতো। ওয়াকিদি বলেছেন, ৬ষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে পরিচালিত হয়েছিল এই অভিযান।[১৯২]

অভিযান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

১. সাহাবিদের প্রতি আল্লাহর রাসূলের কোমলতা ও মমতা কেমন ছিল, তার নমুনা আছে সীরাতের পরতে পরতে। এখানকার দৃশ্যে তিনি ইবনু আউফের মাথায় নিজ হাতে কালো পাগড়ি বেঁধে দিয়েছেন। এই রকম টুকরো কোমলতা ও মমতা সাহাবিদের অভ্যন্তরে এক অবিনাশী মানসিক শক্তি সৃষ্টি করত, ফলে দীনের সেবায় নিজেদেরকে পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশ করতেন তারা। সেনাপতি ও সেনাদের মধ্যকার ভালোবাসার আচরণ, কার্যসিদ্ধি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেও বিরাট ভূমিকা রাখে। [১৯৩]

২. আবদুর রাহমান ইবনু আউফের বাহিনী ছিল মৌলিক বিশ্বাসে সমৃদ্ধ। দীর্ঘ মরুপথ মাড়িয়েছেন আল্লাহর বিধিবিধান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অন্য দিকে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্য ও বিধান-নিষেধ ভালোভাবে শিখিয়েছেন। স্পষ্ট করেছেন—মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামে কোনো জিহাদ নেই, তিনি তো আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মনে রাখতে হবে, ইসলামি জিহাদ নেতৃত্ব, রাষ্ট্র, গোত্র কিংবা প্রতাপশালী কোনো বাহিনী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিধিবদ্ধ হয়নি। এজন্যই নবিজি বলেছেন, 'আল্লাহর নামে জিহাদ করো'।

   এটি ছিল সেই আল্লাহর বাহিনী, যাদেরকে তিনি শুকনো মরুভূমিতে তীব্র তৃষ্ণার সময় তাওহীদের আকীদার মাধ্যমে জীবনী শক্তি সঞ্চার করেছেন।[১৯৪] আর আল্লাহর রাস্তায় তাদের এই পদক্ষেপের একটিমাত্র লক্ষ্য, সেটা আল্লাহই বলে দিচ্ছেন, 'বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, জগৎসমূহের প্রতিপালক

[১৯২] দেখুন, ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ২/ ৫৬০, ৫৬১
[১৯৩] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৬/ ১৮৪
[১৯৪] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৪/ ১৭১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই, আমি এজন্যই আদিষ্ট এবং আমিই প্রথম মুসলিম।' (সূরা আনআম: ১৬২-১৬৩)

নবিজি বলেছেন, 'কাফিরদের সাথে লড়াই করবে। জাহিলি সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো জিহাদ নেই।' জোয়ান মুজাহিদে সমৃদ্ধ শক্তিশালী এই বাহিনী কেবল কাফিরদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করেছেন।[১৯৫]

৩. আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবনু আউফ ﵁-কে গানীমাতের সম্পদে অনধিকার চর্চা বা আত্মসাৎ করতে নিষেধ করেছেন। 'গুলূল' হলো বণ্টনের আগেই গানীমাতের সম্পদ থেকে কিছু নেওয়া। আরও নিষেধ করেছেন প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে প্রতারণা এবং শিশুদেরকে হত্যা থেকে। ইসলামে আদাবুল জিহাদের এটাই নির্যাস। লড়াই বাহ্যত কঠোরতা ও অনমনীয়তা; কিন্তু সেই মুসলিম জাতি, আল্লাহ যাদের অন্তর পবিত্র করেছেন অন্যায় হস্তক্ষেপ আর হিংসা থেকে, তাদের কাছে জিহাদ হলো সত্য প্রতিষ্ঠা ও বাতিলকে বিনাশের নাম। এর মধ্যে নিহিত আছে ভ্রান্তদের থেকে সত্যের অনুসারীদের রক্ষা করা। এটা তাদের অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এ কারণে ইসলামের জিহাদ ছিল এমন নীতিমালায় জড়ানো, যা একজন মানুষকে সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে শক্তিশালী করত, আবৃত করত অনুগ্রহ ও মমতায়।[১৯৬]

৪. আবদুর রাহমান ইবনু আউফ ﵁ ছিলেন এ উম্মাহর একজন সাইয়িদ, একনিষ্ঠ দাঈ। তার মানবসত্তায় বিদ্যমান ছিল সহিষ্ণুতা, প্রজ্ঞা, সমৃদ্ধ চেতনা, ঋদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী প্রতিভা। প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করে মর্যাদায় অন্য অনেককে ছাড়িয়ে গেছেন বহুদূর। আত্মিক ও মানবিক এই শক্তিমত্তার কারণে তিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে ছিলেন বদ্ধপরিকর। হৃদয়ের অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তর সজাগ ছিলেন তিনি, মনকে নিজেই পরিচালনা করতেন, আর তাই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে প্রখর চিন্তাশক্তি ও দৃঢ় পদক্ষেপ তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তার প্রতিভায় সফল হয়েছে মুসলিম বাহিনী। সবিশেষ আল্লাহর রাসূলের একনিষ্ঠ পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের ফলে তার এই ত্যাগ ও প্রচেষ্টা সাফল্য স্পর্শ করেছে।

৫. আবদুর রাহমান ইবনু আউফ ﵁-এর হাতে দাওমাতুল জান্দালে বনু কালবের

---

[১৯৫] প্রাগুক্ত, ৪/ ১৭২

[১৯৬] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৬/ ১৮৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেতা আসবাগ বিন আমরের ইসলাম গ্রহণ; জা'ফার বিন আবি তালিবের হাতে হাবাশার বাদশা নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ; আর মুসআব বিন 'উমাইর ﷺ-এর দাওয়াতে আউস ও খাযরাজের নেতা ও সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণ ইতিহাসে স্মরণীয় অভিযোজন। এই মহান তিন ব্যক্তিত্ব ইসলামের প্রথম যুগের দিশারী, মাক্কা মুকাররামায় প্রথম ইসলামি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা।।

ইনিই আবদুর রাহমান ইবনু আউফ ﷺ এগারোটা আঘাত তাকে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, তবুও তিনি তার বিজয়ী বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ আরব উপদ্বীপে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। উম্মাহর জামা'আতে যুক্ত করেছেন বহু মানুষকে। উদ্দেশ্যে, দাওমাতুল জান্দাল এলাকাটিকে নতুন ইসলামি ঠিকানায় রূপান্তরিত করা। মুসলিমরা এই দুর্গ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার আসলে কোনো অবকাশ নেই। এটি এমন একটি স্থান, নিকটতম ভবিষ্যতে ইসলামের জন্য যেখানে আরব ও রোমানরা মুখোমুখি হবে।[১৯৭]

৬. এবারই প্রথম ইসলাম তার সীমানার বাইরে বিচারকার্য পরিচালনা করছে। একই ভূখণ্ডে মুসলিম ও খ্রিস্টানরা বসবাস করছে। ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে দীনের বিধানের ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হচ্ছে আর খ্রিস্টানদের থেকে নেওয়া হচ্ছে জিযিয়া বা কর। এই বিজয় সাহাবিদের সামনে মূলত নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। যেখানে তারা অচিরেই স্থানান্তরিত হবেন, অভিযান পরিচালনা করবেন—ইরাক সিরিয়া এবং রোম ও পারস্যের কেন্দ্রে। মানুষ মুক্তি পাবে যুগযুগান্তর ধরে চলে আসা নানাবিধ অন্ধকারের কবল থেকে।[১৯৮]

৭. দাওমাতুল জান্দালের কর্ণধার, বনু কালবের নেতার মেয়েকে ইবনু আউফ ﷺ বিয়ে করে সেখানকার নতুন মুসলিম নেতার সঙ্গে ইসলামি রাষ্ট্র মাদীনার সম্পর্ক মজবুত করেছেন। তার আশ্রয়স্থলকে যুক্ত করেছেন ইসলামি রাষ্ট্রের সঙ্গে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও বেশ আগ্রহী ছিলেন ইবনু আউফের সঙ্গে নেতার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে। কেননা, ইসলামের দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর রয়েছে বিরাট ভূমিকা। কারণ, এই বৈবাহিক বন্ধন একে অপরকে নৈকট্যশীল করবে, যে নৈকট্য

[১৯৭] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৪/ ১৭৪
[১৯৮] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৪/ ১৭৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক সময় গোত্রের সবাইকে টেনে আনবে ইসলামের দিকে।[১৯৯]

চার. বনু লিহইয়ান, আল গাবাহ ও অন্যান্য এলাকায় অভিযান

খন্দক যুদ্ধের পর সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এরপরই পালটে যায় মুসলিমদের ইতিহাসের মোড়। প্রতিরোধী মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে এখন আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ফলে সময় আসে বনু লিহইয়ানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার। কারণ, এরাই খুবাইব ﷺ ও তার সাথিদের পাহাড়ি ঢলের দিন প্রতারিত করেছিল। এদেরকে শায়েস্তা করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ দুইশো সাহাবির একটি বাহিনী নিয়ে অভিযানে বের হন। সময়টা ছিল হিজরি ৬ষ্ঠ বছরের রবিউল আউয়াল কিংবা জুমাদাল উলা মাস।[২০০]

ক. শত্রুকে বিভ্রান্ত করা:

মাদীনা থেকে হুজাইলের বনু লিহইয়ান গোত্রের দূরত্ব ছিল দুইশো মাইলেরও বেশি। মরু সফরের ক্ষেত্রে এই দূরত্বটা অনেক বেশি। যেকোনো মুসাফির কাফেলাকে বেগ পেতে হবে; কিন্তু যে সাহাবিগণ এদের হাতে গাদ্দারির শিকার হয়েছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ চাচ্ছিলেন এই গাদ্দার গোত্রটি থেকে প্রতিশোধ নিতে, যাদের কাছে প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই।

অভিযানের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের অভ্যাস ছিল শত্রুকে বিভ্রান্ত করা। এ ক্ষেত্রে অভিনব পন্থা তিনি অবলম্বন করতেন। মূল লক্ষ্যের কথা গোপন রেখে প্রকাশ করতেন অন্য কথা। এ অভিযানের শুরুতেও আল্লাহর রাসূল সাহাবিদের নিয়ে দক্ষিণ দিকে অভিমুখী হন, অথচ বনু লিহইয়ানের জনপদটা ছিল উত্তর সীমান্তে।

রওয়ানা করার আগে নবিজি ﷺ এলান করলেন দক্ষিণ দিকের। যেন তিনি সিরিয়া সীমান্তে হামলা করতে চাচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনি যখন উত্তরের দিকে অভিমুখী হন, তখনই কেবল জানা যায়, নবিজির উদ্দেশ্য হলো বনু লিহইয়ান। বাতরা নামক স্থানে এসে আল্লাহর রাসূল দক্ষিণ থেকে ঘুরে উত্তর দিকের পথ ধরেন। এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে চলতে শুরু করেন বনু

---

[১৯৯] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৬/ ১৮৬
[২০০] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লিহইয়ানের পথে।[২০১]

খ. লিহইয়ানিদের পলায়ন:

বনু লিহইয়ান ছিল সতর্ক, সজাগ ও চতুর। গুপ্ত খবর সংগ্রহের জন্য ওরা পথে পথে গোয়েন্দা ছড়িয়ে রেখেছিল। এদিকে আল্লাহর রাসূল তাঁর বাহিনী নিয়ে ওদের জনপদের কাছাকাছি কেবল এসেছেন, তার আগেই ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে আত্মগোপন করে। কারণ, গোয়েন্দারা ফিরে এসে আল্লাহর রাসূলের বাহিনী সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেছিল।

আল্লাহর রাসূল ওদের জনপদে আসার পর কিছু সাহাবিকে গেরিলা হামলা করার জন্য পাঠিয়ে দেন। উদ্দেশ্য, এ গোত্রের গাদ্দারদের পিছু নেওয়া, যে কাউকে পেলে ধরে নিয়ে আসা। নবিজির এই গেরিলা বাহিনী পূর্ণ দুদিন তন্নতন্ন করে চারপাশে এদের খুঁজে ফেরেন; কিন্তু কোথাও এদের সামান্য নিশানাটুকুও পান না। ওদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করার জন্য আল্লাহর রাসূল এখানে দুদিন অবস্থান করেন। শত্রুদের কাছে যেন মুসলিমদের শক্তির ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। ওরা যেন বুঝতে পারে, মুসলিমরা এখন এমন বলীয়ান, চাইলে তারা শত্রুদের দোরগোড়ায় এসে হুমকি দিতেও সক্ষম।[২০২]

গ. যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ

সাহাবিদের নিয়ে মাক্কার খুব কাছে উপস্থিত হয়েছেন। এটাকে সুযোগ ভেবে তিনি স্থির করলেন, এই বাহিনী নিয়ে কৌশলে মাক্কার মুশরিকদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করবেন। এ লক্ষ্যে বাহিনী নিয়ে আসফান উপত্যকায় শিবির স্থাপন করেন। এখানে এসে দশজন অশ্বারোহীর আমীর নির্ধারণ করেন আবু বাকর সিদ্দীককে। মাক্কার লোকদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য তাকে মাক্কার পথে সামনে এগোতে বলেন।

আবু বাকর সিদ্দীক ؓ অশ্বারোহী সাথিদের নিয়ে কুরাউল গামীম পর্যন্ত এগিয়ে যান। এটি মাক্কার অতি নিকটবর্তী জায়গা। কুরাইশের কানে মুসলিম অশ্বারোহী দলটির খুরধ্বনি ঝংকার তোলে। ওদের মনে প্রবল ধারণা জেঁকে বসে যে, নবিজি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছায় এসেছেন। স্বাভাবিক ওদের ভঙ্গুর মনে আতঙ্ক দানা

[২০১] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ৩৪, ৩৫
[২০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাঁধে। মাত্র দশ অশ্বারোহীর এই বাহিনী দিয়ে এইটুকুই চেয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।

আবু বাকর সিদ্দীক رضي الله عنه সাথিদের নিয়ে কুরাউল গামীমে পৌঁছার পর বুঝতে পারেন, মাক্কার লোকদের মাঝে তাদের খবর হয়ে গেছে। মাক্কাবাসীর মাঝে সঞ্চারিত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত আতঙ্ক। ফলে তিনি আর বিলম্ব না করে নিরাপদে আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে আসেন। নবিজিও বাহিনী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন মাদীনায়।[২০৩]

ঘ. শহীদদের প্রতি মমতা

আল্লাহর রাসূল সাথিদের নিয়ে ফিরছিলেন। গুরান নামক স্থানে এসে হুজাইলের বিশ্বাসঘাতকতায় শহীদ হওয়া সাহাবিদের সমাধিস্থল চোখে পড়ে। এখানে মাটির নিচে শুয়ে থাকা সাহাবিদের প্রতি মমতায় ভরে ওঠে তাঁর নবিমন। সবাইকে থামিয়ে সাহাবিদের জন্য বিগলিত হৃদয়ে দুআ করেন তিনি।[২০৪]

দুই. গাযওয়াতুল গাবাহ

মাদীনার পার্শ্ববর্তী বনে নবিজির উটের পাল চরানো হতো। দায়িত্বে ছিলেন যার ইবনু আবি যার رضي الله عنه। তার কাজে সহযোগিতা করতেন স্ত্রী লাইলা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু লিহইয়ান থেকে ফেরার পর মাত্র কয়েকটা রাত গত হয়েছে। এরই মধ্যে উয়াইনাহ বিন হিসন ফাযারি গাতফানের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আল্লাহর রাসূলের এই উষ্ট্রী পালের ওপর হামলা করে বসে। কয়েকটি গাভীন উটনীর পাশে বাচ্চা উটও ছিল তাতে। আর ডাকাতদের সংখ্যা ছিল চল্লিশজন।

এরা যার ইবনু আবি যারকে হত্যা করে, বন্দি করে তার স্ত্রী লায়লাকে। সবশেষে প্রায় বিশটি উট তারা হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। বাতাসের বেগে আল্লাহর রাসূলের কাছে এর খবর চলে আসে। অতি দ্রুত পাঁচশত সাহাবির বাহিনী নিয়ে তিনি এদের পিছু ধাওয়া করেন। মাদীনা সুরক্ষার দায়িত্বে রেখে যান সাআদ বিন উবাদাহ رضي الله عنه-কে। তার সহযোগী হিসেবে নির্ধারণ করেন ৩০০ সাহাবি।

জি কারাদ-এর একটি পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহর রাসূল ﷺ শত্রুদের ধরে

---

[২০৩] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ৩৭
[২০৪] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফেলেন। ওদের কয়েকজনকে হত্যা করে উদ্ধার করেন ছিনতাই হওয়া উটগুলো।[২০৫]

এ যুদ্ধে সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ বীরত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত প্রকাশ করেন। বিশেষ করে আল্লাহর রাসূলের মূল বাহিনী শত্রুদের কাছে পৌঁছাবার আগে; তখন তিনি বনাঞ্চলের ভেতর রাখালদের সঙ্গে ছিলেন। পরে তিনি একাই ডাকাতদের ব্যস্ত রেখেছেন বিরতিহীন তির নিক্ষেপ করে। বলতে হয়, সময়ের একজন অন্যতম দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন তিনি। অশ্বারোহী বাহিনীর আগেই একক প্রচেষ্টায় ছিনতাই হওয়া উটগুলোর একটা অংশ তিনি মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।[২০৬]

যার ইবনু আবি যারকে হত্যার পর তার স্ত্রীকে বন্দি করেছিল গাতফানিরা। আল্লাহর রাসূলের পেছনে একটা উটনীতে নিরাপদেই তিনি মাদীনায় ফিরে আসেন। তিনি মান্নত করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাকে আপতিত এই বিপদ থেকে মুক্তি দিলে তিনি এই উটনীকে মুক্ত করবেন।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ তার মান্নতের কথা শুনে মুচকি হাসলেন। হাসির রেশ রেখেই বললেন, 'তুমি উটনীটাকে খুব মন্দ প্রতিদান দিয়েছ। (যে উটনীটা তোমাকে বহন করল, শত্রুদের হাত থেকে নিয়ে এলো বের করে, তার প্রতিদান হওয়া উচিত ছিল আল্লাহর নামে জবাই করা।) শেষে আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, 'আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মান্নত নেই। তোমার মালিকানা বহির্ভূত কোনো ব্যাপারেও মান্নত নেই।'[২০৭]

খাইবার যুদ্ধের আগে, খন্দক যুদ্ধ ও বনু কুরাইযার পর আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া এই যুদ্ধকে প্রতিশোধমূলক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়।[২০৮] এ ছাড়া কারাদ যুদ্ধের পরেও মুশরিকদের শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহর রাসূলের নির্দেশিত অভিযান ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকে। কিছু অভিযানে মুসলিমরা সফলতা অর্জন করেছেন, আর কিছুর মাধ্যমে বিস্তার করেছে প্রভাব। এগুলোর মধ্যে বিশেষ একটা হলো, উক্কাশা বিন মুহসিন পরিচালিত আল-গমর অভিযান। ৬ষ্ঠ হিজরির রবীউল আউয়াস মাসে আল্লাহর রাসূল তাকে প্রেরণ করেন বনু আসাদের দিকে। তিনি গমর নামক স্থানে গিয়ে দেখেন, কওমের

[২০৫] দেখুন, আত তারিখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি, পৃ. ৩২৭
[২০৬] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ৪৩
[২০৭] প্রাগুক্ত,
[২০৮] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লোকেরা পালিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। পরে উক্কাশা ও সাথিরা ওদের গবাদি পশুকে টার্গেট করে ২০০ উট গানীমাত হিসেবে লাভ করেন। শেষে তারা নিরাপদে মাদীনায় ফিরে আসেন।[২০৯]

চলতি হিজরি সনের আরেকটি আলোচিত অভিযান হলো জিল কিসসার[২১০] উদ্দেশে মুহাম্মাদ বিন মাসলামার অভিযান। এ অভিযানের লক্ষ্য ছিল বনু সা'লাবা ও উওয়ালের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা। সাথে মাদীনার সীমান্তে কোনোভাবে হামলা করা থেকে সতর্ক করে দেওয়া। হিজরি ৬ষ্ঠ বছরের রবীউস সানি মাসে দশজন মুসলিম সাথি নিয়ে এদের উদ্দেশ্যে বের হন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা। বনু সা'লাবার এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন রাতের শুরুতে। মুসলিমদের এই ছোট্ট বাহিনী দেখে গোত্রের অন্তত একশজন এদের চারপাশ থেকে বেষ্টন করে ফেলে। রাতের অনেকটা সময়জুড়ে ওরা তির নিক্ষেপ করে। এরপর গ্রাম্যরা সাহাবিদের ওপর হামলা করে তাদের হত্যা করে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ﵁ ভীষণ আহত হয়ে পড়েছিলেন। শত্রুরা চলে যাওয়ার পর একজন মুসলিম তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে উঠিয়ে মাদীনায় নিয়ে আসেন।[২১১]

এদের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে বনু সা'লাবার জনপদে প্রেরণ করেন। তিনি গিয়ে ওদের টিকিটিও খুঁজে পাননি। তবে ওদের কিছু গবাদী পশু গানীমাত হিসেবে লাভ করেন। এগুলো নিয়েই তিনি মাদীনায় ফিরে আসেন।[২১২]

এ বছরেই জুমাদাল উলা মাসে যাইদ বিন হারিসা ﵁-কে ৭০০ অশ্বারোহীর একটি বাহিনীর আমীর নির্ধারণ করে 'ঈসের[২১৩] দিকে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য সিরিয়া থেকে ফিরে আসা কুরাইশের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা বধ করা। সাহাবিগণ তাদের ঘিরে ফেলে সবকিছু জব্দ করেন, বন্দি করেন কয়েকজনকে। বন্দিদের মাঝে আল্লাহর রাসূলের মেয়ে যাইনাবের স্বামী আবুল আ'স বিন রাবীও ছিলেন। এই নবি-জামাতার মা ছিলেন খাদীজা ﵂-এর বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ।

[২০৯] দেখুন, তারিখে তাবারি, ২/ ৬৪০
[২১০] রাবজা যাওয়ার পথে মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরে একটি এলাকার নাম জুল কিসসা।
[২১১] দেখুন, আত তারিখুস সিয়াসি আল আসকারি, পৃ. ৩২৭
[২১২] দেখুন, ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ১/ ৫৫১
[২১৩] মদিনা থেকে চার দিনের দূরত্বে এই এলাকাটির অবস্থান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ বছরেরই শাবান মাস। আল্লাহর রাসূল জানতে পারেন বনু সাআদ বিন বাকরের লোকেরা খাইবারের ইয়াহুদিদের সাহায্য করার জন্য সেনা সমাবেশ ঘটাচ্ছে। নবিজি দ্রুত পদক্ষেপ নেন। 'আলি ﷺ-কে ১০০ মুজাহিদের একটি বাহিনীর আমীর নির্ধারণ করে এদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 'আলি ﷺ সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে কিছু পশু গানীমাত লাভ করে নিরাপদে মাদীনায় ফিরে আসেন।[২১৪]

ইয়াহুদিদের সাহায্য করার মনোভাব যারা পোষণ করত, এই অভিযান এদের সবার বিরুদ্ধে একটি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করেছে। গোত্রগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছে মাদীনার গুপ্তচররা চারপাশের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ। ওদের সমস্ত পদক্ষেপ মাদীনার পর্যবেক্ষণে রয়েছে।[২১৫] ইসলামি রাষ্ট্র খুব সূক্ষ্মভাবে শত্রুদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। নিরাপদ যুদ্ধ পরিকল্পনা আসলে এমনই হতে হয়।

আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত এই সমস্ত অভিযান মুসলিম সমাজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার দিকে প্রদর্শিত করছে। তা হলো—অবিরত শত্রুদের খবর সংগ্রহ ও তাদের ব্যাপারে সার্বিক জ্ঞান রাখা। আল্লাহর রাসূলের কাছে বিভিন্ন উৎস থেকে এই খবরগুলো আসত—অনুসন্ধানী টিম, মুসলিম গুপ্তচর, মুসলিমদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা ও চুক্তিবদ্ধ গোত্র থেকে। স্পষ্ট হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা কিংবা বহিরাগত বিষয় থেকে পলকের জন্যও উদাসীন হতেন না।[২১৬]

পাঁচ. উরানিয়্যীনদের বিরুদ্ধে কুরায ইবনু জাবির ফিহরির অভিযান

এ বছরেই শাওয়াল মাসে উকাল ও উরাইনা গোত্রের একটি দল আল্লাহর রাসূলের কাছে আসে। তারা ইসলামের আলোচনা উঠিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা পল্লি এলাকার মানুষ নই। ফলে মাদীনার পরিবেশ তাদের কাছে বৈরি মনে হয়। আল্লাহর রাসূল তাদের বলেন—তোমরা মধ্যম বয়সি উটের[২১৭] দুধ পান করো এবং ওগুলোর পেশাবের গন্ধ নাকে লাগাও। ওরা হাররা নামক স্থানে এসে ইসলামের পর আবার কুফুরিতে ফিরে যায়। রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

---

[২১৪] দেখুন, আত তারিখুস সিয়াসি আল আসকারি, পৃ. ৩২৫

[২১৫] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩২৫

[২১৬] দেখুন আল আসাস ফিস সুন্নাহ, ২/ ৭১২

[২১৭] নবীজি যাওদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর যাওদ হলো তিন থেকে দশ, এর মধ্যবর্তী বয়সের উট।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূল এদের জঘন্য কাজের সংবাদ পেয়ে পেছনে বাহিনী প্রেরণ করেন।[২১৮] প্রেরিত সাহাবিগণ এদের ধরে নবিজির কাছে নিয়ে আসেন। পরে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে এদের চোখ তুলে হাত-পা উলটো দিক থেকে কেটে ফেলা হয়। সব শেষে মৃত্যু পর্যন্ত ফেলে রাখা হয় হাররার উত্তপ্ত স্থানে।

এই হাদীস বর্ণনাকারী কাতাদাহ ﵁ বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি, নবিজি ﷺ এদের পরে সাদাকাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, বারণ করেছেন অঙ্গবিকৃতি করা থেকে।'[২১৯]

আবু কিলাবাহ ﵀ এই হাদীসে বলেন, 'এরা এমন গোত্র, যারা ডাকাতি করে হত্যা করেছে, আবার ঈমানের পর কুফুরি করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধও ঘোষণা করেছিল। '[২২০]

জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার বাণী,

> মূলত তাদের প্রতিফল—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হলো—তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (সূরা মাইদাহ: ৩৩)

এটি অবতীর্ণ হয়েছে এই উরানিয়্যীনদের প্রেক্ষাপটেই।[২২১] অবশ্য এই আয়াত নাযিলের অন্য কারণের কথাও বর্ণিত আছে।[২২২] তবে আয়াতে শব্দের ব্যাপকতা কোনো নির্দিষ্ট কারণের সাথে বিশেষিত নয়। আয়াতের বিধান আমাদের কালেও বলবৎ আছে, কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবে। ইসলামে ডাকাতির বিধানের বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে অবশ্য মুসলিমরা এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতটি চাই কাফির কিংবা মুসলিমদের ক্ষেত্রে নাযিল হোক না কেন, উপর্যুক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে—বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী—

[২১৮] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৭৮
[২১৯] প্রাগুক্ত
[২২০] প্রাগুক্ত
[২২১] দেখুন সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, শামি রচিত, ৬/ ১৮১-১৯০
[২২২] তাফসীরে কুরতুবি, ১০/ ২৪২-২৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুশরিকদের ক্ষেত্রে। এটি প্রমাণ করে আয়াতে শব্দের ব্যাপকতা থেকেই উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে হবে, নাযিলের বিশেষ কারণের ভিত্তিতে নয়।

অঙ্গ বিকৃতির ব্যাপারটি রহিত হয়েছে; কিংবা তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর নবিজি ﷺ উরানিয়্যীনদের চোখ তুলে ফেলেছেন। তার এই ফায়সালা প্রমাণ করে না যে, ওরা রাখালদের চোখ তুলেছিল, ফলে আল্লাহর রাসূলও বদলাস্বরূপ তাদের চোখ তুলে ফেলেছেন, অঙ্গ বিকৃতি ছিল না; বরং উরানিয়্যীনদের ওপর কার্যকর হয়েছে ডাকাতির বিধান।[২২৩] স্পষ্ট আয়াতও নাযিল হয়েছে এ ক্ষেত্রেই। মুয়াল্লি ﵀ এই ডাকাতদের শাস্তির জন্য চারটি কারণ শনাক্ত করেছেন—

এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে

নিরপরাধ মানুষকে ভয় দেখিয়ে সৃষ্টি করেছে আতঙ্ক

রাখালকে হত্যা করে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে

অন্যায়ভাবে তাদের মালিকানাধীন সম্পদ ছিনতাই করে পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টির পাঁয়তারা করেছে। এদের কাজের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করা। ফলে এসব অপরাধের বিপরীতে অপরাধীদের ক্ষেত্রে চারটির যেকোনো একটি শাস্তি আবশ্যক হবে। তা হলো—হত্যা করা, শূলিতে চড়ানো, উলটো দিক থেকে হাত-পা কেটে ফেলা, দেশান্তর করা। এভাবে ওরা আর কখনো এমন জঘন্য অপরাধে জড়াতে পারবে না। কঠিন এই শাস্তির কারণে নতুন করে কেউ এমন অপরাধে প্রবৃত্ত হবার আগে তার অন্তরাত্মা অবশ্যই কেঁপে উঠবে। আর তাওবা করলে এই শাস্তির মাধ্যমে তারা পাপ থেকে পবিত্র হতে পারবে।

মুসলিমদের কষ্ট দেওয়ার কারণে পৃথিবীতেই এদের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রাপ্য ছিল। ডাকাতির অপরাধে প্রবৃত্ত হবার কারণে পার্থিব জীবনেই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত করেছেন। আর আখিরাতের মহাআযাব তো রয়েছেই!

পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রাঞ্জলিত ভঙ্গিমায় এই নিকৃষ্ট অপরাধ থেকে ফিরতেও তাওবার পথে ডেকেছেন। তিনি বলেছেন, গ্রেফতারের আগেই যারা তাওবা করবে, তাদের জন্য ক্ষমার সুযোগ থাকবে। এটা তিনি শর্ত দিয়ে বলেছেন।

---

[২২৩] ড. আবদুল্লাহ শানকীতি রচিত, ইলাজুল কুরআনিল কারীম লিল জারীমাহ, পৃ. ২৯৭,২৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শর্তানুযায়ী গ্রেফতারের আগে তাওবা না করলে তার জন্য ক্ষমার সুযোগ থাকবে না।

অপরাধ দমনে এটি সূক্ষ্ম ও ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতি। অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনার পাশাপাশি বিলুপ্তির যে পদ্ধতি এখানে বয়ান করা হয়েছে, তা যেকোনো বোদ্ধা মানুষের কাছে অস্পষ্ট থাকবার কথা নয়।

আয়াত দুটির শেষে আল্লাহ তাআলা আরেকবার জানিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য তিনি পরম করুণাময় ও অতি ক্ষমাশীল, যে তাওবায় নত হয়ে নিজেকে সংশোধন করে নেবে। কাজেই আল্লাহ তাআলার অসীম রাহমাত থেকে যেন সে নিরাশ না হয়। অধিকন্তু বান্দা ও তার রবের রাহমাতের মধ্যখানে পাপরাশি কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যতক্ষণ না বান্দা শির্কে লিপ্ত হয়। সর্বোপরি এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলামি সমাজে আল্লাহ তাআলা যে শুদ্ধিতার ব্যবস্থা করেছেন, তা নিম্নরূপ:

১. বলা হয়েছে, এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

২. ডাকাতের ওপর কঠিন শাস্তি আরোপিত হবে, সে যে-ই হোক না কেন।

৩. তাওবা না করলে দুনিয়া ও আখিরাতে তার অবস্থান হবে হীনতর।

৪. কুরআনের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে দু-ভাবে। তাওবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, বিচারের ক্ষেত্রে এমন শাস্তির বিধান নির্ধারিত হয়েছে, যার ফলে দোষী ব্যক্তি তার অপরাধ অব্যাহত রাখতে পারবে না। অন্যদের জন্য এটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। [২২৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

মূলত তাদের প্রতিফল—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হলো—তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। কিন্তু যারা তাওবা করে তোমাদের প্রবলতার পূর্বে, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (সূরা মাইদাহ: ৩৩-৩৪)

---

[২২৪] ইলাজুল কুরআনিল কারীম লিল জারীমাহ, পৃ. ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি সীমানা থেকে আগাছা পরিষ্কারের অভিযান:

এক. আবদুল্লাহ ইবনু আতীকের বিরুদ্ধে অভিযান

বনু নাযিরের একজন বিশিষ্ট ইয়াহুদি ছিল আবু রাফি' সালাম বিন আবিল হাকীক। ইসলামি দাওলাতের বিরুদ্ধে তার অপচেষ্টার শেষ ছিল না। এমনকি সে গাতফান ও তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুশরিকদেরকে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে উসকে দিত। খন্দকের যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীকে সে-ই প্রলুব্ধ করেছিল। ইসলামি দাওলাতের বিরুদ্ধে তার অপতৎপরতার একটা বিহিত করা ছিল তখন সময়ের দাবি।[২২৫]

ক. খাইবারের উদ্দেশ্যে অভিযান প্রেরণ

একদিন আল্লাহর রাসূল ইসলাম ও মুসলিমদের এই শত্রুকে হত্যা করতে কয়েকজন আনসারি সাহাবিকে প্রেরণ করেন, তাদের আমীর নির্ধারণ করেন আবদুল্লাহ বিন আতীককে। এদিন আবু রাফি তার বিশেষ মহলেই ছিল।

সূর্য কেবল চোখের আড়াল হয়েছে, দুর্গের ভেতরের রাখালরা চারণভূমি থেকে মেষপাল নিয়ে ফিরেছে ঘরে। এমন সময় আবদুল্লাহ বিন আতীক ﷺ সাথিদের নিয়ে খাইবারের সীমানায় পৌঁছেন। তিনি সাথিদের বললেন, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি দেখছি, ভেতরে ঢোকার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

তিনি দরজার কাছে এলেন। এক টুকরো কাপড় মাথায় দিয়ে এমনভাবে বসলেন, মনে হচ্ছিল তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছেন। দুর্গের লোকেরা ভেতরে যাওয়া শেষ হলেও মূল ফটক তখনও খোলা ছিল। দারোয়ান ফটক বন্ধ করার সময় মাথায় কাপড় দেওয়া একজনকে বসে থাকতে দেখে ডাক দিয়ে বলল, 'আল্লাহর বান্দা, ভেতরে আসতে চাইলে এসো, আমি দরজা বন্ধ করব।'

আবদুল্লাহ বিন আতীক ﷺ বলেন—'আমি ভেতরে এসে আত্মগোপন করলাম। দুর্গবাসী সবার ভেতরে প্রবেশ নিশ্চিত হবার পর দারোয়ান দরজা বন্ধ করে চাবিগুলো পেরেকে লটকিয়ে রাখল। এখানটায় নির্জনতা নেমে এলে আমি চাবি নিয়ে দরজা খুললাম।'[২২৬]

---

[২২৫] দেখুন, মুহাম্মাদ কালআজি রচিত 'কিরাআতুন সিয়াসিয়্যাহ লিস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২১২

[২২৬] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খ) আবু রাফির পরিণতি

ইবনু আতীক ও অভিযানের সাথিরা দুর্গে প্রবেশ করলেন। আবু রাফিকে হত্যার একটা মোক্ষম সুযোগের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছেন তারা। বুখারির বর্ণনায় আছে—রাতের বেলা আবু রাফির ঘরে গল্পের আসর বসত। আজও চলছিল হাসি-আনন্দের সেই মজমা। আড্ডাবাজরা বিদায় নেবার পর আমি তার প্রাসাদে ওঠা শুরু করলাম। প্রতিটি দরজা খুলে প্রবেশের পর ভেতর থেকে সেগুলো লাগিয়ে দিচ্ছিলাম। আমার কথা হলো, আমার পর্যন্ত কেউ পৌঁছালে তাকে হত্যা করব।

আমি আবু রাফির ঘরে ঢুকে বুঝলাম সে স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে রয়েছে; কিন্তু অন্ধকারে আমি ঠাহর করতে পারছিলাম না, ঘরের ঠিক কোন জায়গায় সে অবস্থান করছে। সঠিক স্থান নির্ণয় করতে আমি তাকে ডেকে বললাম, 'আবু রাফি...? সে বলে উঠল; 'কিন্তু তুমি কে?' আমি আওয়াজের দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্ধকারেই অনুমান করে তরবারি চালালাম; কিন্তু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বিধায় আমার আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আবু রাফি চিল্লিয়ে উঠল। আমি ঘরের বাইরে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

তারপর আবার ঘরে গিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার আবু রাফি, এভাবে চিৎকার করে উঠলে যে?' সে বলল, 'আরে কপালপোড়া, কামরায় কেউ একজন ছিল, একটু আগে সে তরবারি দিয়ে আমাকে আঘাত করেছিল।'

আওয়াজ খেয়াল করে আবার তরবারি চালিয়ে দিলাম। আঘাতটা এবার লাগল ঠিক; কিন্তু মরল না। বুঝতে পারলাম, সে আমার পায়ের কাছে। আমি দ্রুত তরবারির ডগা তার পেটে রেখে সর্বশক্তি দিয়ে চাপ দিলাম। এবারে কাজ হলো। তরবারি পৌঁছে গেছে একদম কোমর পর্যন্ত। ব্যস, আমার কাজ শেষ। দেরি না করে ফেরার পথ ধরলাম। আবার একটা একটা করে দরজা খুলে বাইরে আসছিলাম। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলাম। চাঁদনি রাত, আবছা আলো-আঁধারির পরিবেশ। অনেকটা নিচে নেমে এসেছি। একটা সিঁড়িতে পা রেখে মনে হলো আরেক পা নামলেই মাটি। এই হিসেবে পা বাড়ানোর পর মাটিতে বেকায়দায় পড়ে গেলাম। এতে পায়ের পিণ্ডলী একেবারেই ভেঙে গেল। ব্যথা তীব্র হলেও এখানে টু শব্দ করারও জো নেই। অগত্যা পাগড়ি দিয়ে বেঁধে মূল ফটকের কাছে এলাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

এখনই বের হব না। বসে অপেক্ষা করছি; আজ রাত এখানেই কাটিয়ে দেবো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু রাফির মৃত্যু-সংবাদ শুনে তবেই ফিরব। ভোরের আভাস পেয়ে মোরগ ডেকে উঠল। শুনলাম কেল্লার ওপরে দেওয়ালে ওঠে একজন হাঁক ছেড়ে বলল, 'আরে কে আছ, শুনছ? হিজাজের ব্যবসায়ী আবু রাফি মারা গেছে...!'

আমি সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সাথিদের কাছে এসে বললাম, জলদি চলো; আল্লাহ আবু রাফির কাহিনি শেষ করেছেন।' আমরা যেমন একসাথে এসেছিলাম, তেমনই একসাথেই মাদীনায় ফিরলাম। আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে সব কাহিনি খুলে বললাম।'

আমার বয়ান শেষে নবিজি আমাকে পা ছড়িয়ে দিতে বললেন। আমি পা লম্বা করলাম। তিনি হাতের তালু দিয়ে একবার মাসাহ করলেন। কী আশ্চর্য! মুহূর্তেই আমার পা এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠল, মনে হলো এখানে কখনোই কিছু হয়নি।'[২২৭]

সীরাত গ্রন্থকাররা লিখেছেন, 'আবু রাফিকে আঘাত করার পর তার স্ত্রী বাঁচাও বলে চিৎকার শুরু করেছিল। সাহাবি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে আবার হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন।[২২৮] উল্লেখ্য, ইবনু আতীকরা ইহুদীদের ভাষা রপ্ত করেছিলেন, আর আবু রাফির স্ত্রীর সাথে কথা বলতে এই ভাষারই সাহায্য নিয়েছেন তিনি।

সীরাতের গ্রন্থগুলোতে আরেকটি কথা উল্লেখ আছে। তা হলো—আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে আসার পর অভিযানে অংশ নেওয়া প্রত্যেকেই আবু রাফিকে হত্যা করেছেন মর্মে দাবি করছিলেন। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তোমাদের সবার তরবারি নিয়ে এসো।' সবাই তরবারি নিয়ে এলে আল্লাহর রাসূল পরখ করে বললেন, এই তরবারিটি তাকে হত্যা করেছে।' দেখা গেল, সেটা আবদুল্লাহ ইবনু উনাইসের তরবারি। তার তরবারিতে তখনও (পেটের) খাবার এঁটে ছিল।[২২৯]

পাঠকরা এখানে বুখারির বর্ণনা ও সীরাহ গ্রন্থকারদের বর্ণনায় বৈপরিত্য দেখতে পাচ্ছেন। বর্ণনা বলছে, ইয়াহুদি আবু রাফিকে হত্যা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ؓ; কিন্তু বাস্তবতা আসলে এমন নয়। কেননা, আবদুল্লাহ ইবনু আতীক ؓ বলেছেন, তার প্রবল ধারণা, তিনি হত্যা করেছেন এবং তিনিই বর্ণনা করেছেন

[২২৭] বুখারি, ৪০৩৯
[২২৮] দেখুন, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনইয়াহ, ২/১৬৮
[২২৯] বুখারি, ৪০৩৯, ৪০৪০। ইবনু সাআদ, ২/৯১,৯২। ইবনু হিশাম, ৩/২৮৬-২৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়াহূদিকে হত্যার ব্যাপারে তার ভূমিকার কথা। এখানে তিনি বলেননি যে, হত্যায় অন্য কেউ শরিক ছিল না। যেহেতু তার বর্ণনা অন্যের অংশকে অস্বীকার করছে না, তাই ধরে নিতে হবে বর্ণনাগুলো একটা আরেকটার ব্যাখ্যা করছে।

বর্ণনাগুলো একথাও বলছে, প্রত্যেকের দাবি ছিল আবু রাফিকে চূড়ান্ত আঘাতে হত্যা তিনিই করেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ সবার কথা শেষে তরবারিগুলো পরখ করে দেখেন। শেষে তিনি ফায়সালা দেন, চূড়ান্ত আঘাতকারী তরবারি হলো আবদুল্লাহ ইবনু উনাইসের তরবারি। কেননা, তার তরবারিতে খাবার লেগে ছিল। অর্থাৎ, এই তরবারি আবু রাফির পাকস্থলী ভেদ করে খাবার মিশেছিল।[২৩০] সীরাত গ্রন্থকারদের ভাষ্যানুযায়ী এ অভিযানে ছিলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আতীক, মাসউদ বিন সিনান, আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস, আবু কাতাদাহ, হারিস বিন রিবঈ, খুযাঈ ইবনু আসওয়াদ ﵃।

বিবৃত ঘটনাতে নিহিত শিক্ষণীয় দিকসমূহ:

১. এই অভিযানে অংশ নেওয়া সবাই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। আউস গোত্রের কয়েকজন কাআব বিন আশরাফকে হত্যার পর সেই থেকে এরা প্রতিযোগিতামুখর হয়ে আছেন। কল্যাণের পথে উভয় গোত্র যেন ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া দুজন অশ্বারোহী। পার্থিব জীবনের ধনসম্পদের জন্য তাদের এই প্রতিযোগিতা ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির মাধ্যমে হৃদয়ে উচ্ছলতার প্রাসাদ গড়ে তোলা।[২৩১]

'কাআব বিন মালিক ﵁ বলেন—'আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনের প্রসারে যেসব ব্যাপার ঘটিয়েছেন, তার একটি হলো আনসারদের দুই গোত্র আউস ও খাযরাজের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব। আল্লাহর রাসূলের সাহায্যে তারা যেন দুজন বলবান মল্লযোদ্ধার মতো প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। আউস গোত্রের লোকেরা নবিজির সন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ করলে খাযরাজের সাহাবিগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলতেন, 'তোমরা এ কাজ করে আল্লাহর রাসূলের কাছে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। খুব শিগ্গির আরও উত্তম কাজ আমরা নবিজিকে উপহার দেবো।' এরপর তারা মুখিয়ে থাকতেন

[২৩০] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ১/ ১৮৯
[২৩১] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৬/ ১৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুযোগের অপেক্ষায়।

খাযরাজ গোত্রের লোকেরা এমন কোনো কাজ করে বসলে আউসের সাহাবিগণ অনুরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন।[২৩২]

২. শত্রুদের আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার উপকারিতা এখানে স্পষ্ট। সেদিন আবদুল্লাহ ইবনু আতীক ﷺ আবু রাফির মহলে উঠে তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন নির্বিঘ্নে। কেননা, তিনি সে সময় ইয়াহূদিদের ভাষায় কথা বলেছিলেন। এখান থেকে জানতে পারি, অমুসলিমদের ভাষা শিক্ষা করা মুস্তাহাব। শত্রুদেরকে লক্ষ্য বানালে তো তা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে সেই বাহিনীর জন্য যারা শত্রুদের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য জীবন বাজি রাখেন।[২৩৩]

৩. লক্ষ্য অর্জনে আবদুল্লাহ ইবনু আতীক ﷺ নিখুঁত পরিকল্পনা করেছেন। তিনি স্থির করেছেন, দুর্গের কাছে একাই গিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবেন। তারপর একটা ব্যবস্থা করে অন্যদেরও ঢুকাবেন। প্রয়োজন সারার ভঙ্গিতে বসে তিনি এক দিকে দারোয়ানের দৃষ্টি যেমন আকর্ষণ করেছেন, অন্য দিকে বুঝতেও দেননি যে তিনি অপরিচিত; দুর্গের বাইরের কেউ। ঢোকার পর তার আসল কাজ শুরু হয়েছিল মাত্র। তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন, দারোয়ানের দরজা বন্ধ করা, নির্দিষ্ট স্থানে চাবি রাখা ও অন্যান্য বিষয় পরিকল্পিতভাবে দেখে নিয়েছেন। তারপর চাবি নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন—এখন যখন ইচ্ছা খুলতে পারবেন দুর্গের মূল ফটক।[২৩৪]

৪. আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের সাহায্য করেছেন। ইসলামের মহান সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু আতীক ﷺ আল্লাহর রহমতকে সঙ্গী করে পথ চলেছেন, লক্ষ্য অর্জনে নিজের মেধা ও শক্তি ব্যয় করেছেন। ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। পা মচকে যায়; কিন্তু এদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। যেন কিছুই হয়নি। চূড়ান্ত সংবাদ শোনার পরই তার পায়ে ব্যথার অনুভূতি ফিরে আসে। সাথিরা তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে মাদীনায়। আল্লাহর রাসূলকে বিস্তারিত বলা হয় তার সম্পর্কে। সব শুনে নবিজি

[২৩২] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ২৮৬
[২৩৩] 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ১/ ১৯১
[২৩৪] 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ১/ ১৯২, ১৯৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললেন, 'তোমার পা প্রসারিত করো'। তিনি পা প্রসারিত করেন। নবিজি তার মচকানো স্থানে হাত বোলানোর পর এমনভাবে সুস্থ হয়ে যান যে, যেন সেখানে কখনোই অসুস্থতা ছিল না।[২৩৫]

৫. বর্ণিত কাহিনির কিছু নির্যাস উৎসারিত করেছেন ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ। তিনি বলেন—'এই হাদীস থেকে জানতে পারি, এমন মুশরিককে গুপ্তহত্যা জায়েয আছে, যার কাছে দা'ওয়াহ পৌঁছেছে। আবার যে ব্যক্তি নিজে কিংবা সম্পদ ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্য করে, তাকেও হত্যা করা বৈধ। যুদ্ধে সক্ষম জাতির ব্যাপারে গুপ্তচরবৃত্তি করা, তাদের গোপন সংবাদ অনুসন্ধান করাও জায়েয।

আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। নাজুক মুহূর্তে কল্যাণার্থে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলা জায়েয।[২৩৬]

৬. আমরা দেখি, এ অভিযানে আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ﷺ একজন সাধারণ সৈন্য হিসেবে ছিলেন। এখান থেকে আমরা নববি পরশের এক অপূর্ব শিক্ষা পাই। আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ﷺ ছিলেন উকাবি ও বদরি—একজন অগ্রণী আনসারি সাহাবি। উভয় কিবলায় সালাত আদায় করেছেন। রণক্ষেত্রে তার শৌর্য ও বীরত্বের বিষয়টা কারও অজানা ছিল না। একটা অভিযানে—মাক্কার নিকটবর্তী অঞ্চলের সুফিয়ান বিন খালিদ হুজালিকে গুপ্তহত্যার জন্য নবিজি তাকে প্রেরণ করেন। ইবনু উনাইস ﷺ এখানে সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি একা হুজালির তাঁবুতে ঢুকে তার বিছানাতেই তাকে হত্যা করেন। বাধ্য করেন তার সম্প্রদায়কে পালিয়ে বাঁচতে। শেষে ফিরে আসেন বিজয়ী বেশে।

দেখতে পাচ্ছি মর্যাদার সমগ্রতায় পূর্ণ এক জীবন তার। তা সত্ত্বেও আবু রাফিকে হত্যার জন্য প্রেরিত বাহিনীর আমীর ছিলেন না তিনি; বরং ছিলেন একজন সাধারণ সেনা। তিনি বিনয় ও আনুগত্যের এই উজ্জ্বল ইতিহাস জীবনের ডায়রিতে বহন করছিলেন শুধু আল্লাহর জন্য।

এটি আসলে চিরন্তন নববি শিক্ষার ফল, যা সাহাবিরা কোঁচড় ভরে রপ্ত করেছেন। এই শিক্ষা ও দীক্ষার সমন্বিত রূপ পৃথিবীর বুকে বিরল। কেন বিরল

[২৩৫] বুখারি, ৪০৩৯
[২৩৬] ফাতহুল বারি, শরহে হাদিস, ৪০৩৯, -৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে কথা বলছি—যিনি সেনাবাহিনীকে মর্যাদার স্তর অনুযায়ী সাজাবেন, তিনি প্রথম পজিশনে রাখবেন সর্বাগ্রে আসা ব্যক্তিকে, এ ব্যক্তির ওপরও অগ্রাধিকার দেবেন অধিক মান্যকারী ব্যক্তিকে, যদিও তার আগমনের বয়স কম হয়।' এই নীতি অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনু উনাইসের আগে আসলে কেউই থাকবার কথা নয়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মহৎ নববি পরিকল্পনা ছিল এর বিপরীত। যেন বর্তমান প্রজন্ম তাঁর অগ্রণী ব্যক্তিত্ব থেকে শেখে, তাঁর হাতে গড়ে ওঠে। ফলে দেখা গেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বাকর ও 'উমারকে অন্যের অধীন করে অভিযানে পাঠিয়েছেন।[২৩৭]

দুই. উসাইর বিন রিযামের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার অভিযান

সালাম বিন আবুল হাকীকের পরে খাইবারের আমীর নির্বাচিত হয় উসাইর বিন রিযাম। আল্লাহর রাসূল জানতে পারেন, এই নব নির্বাচিত আমীর দক্ষিণের ইয়াহূদিদের একত্রিত করে তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে। এখানেই সে ক্ষান্ত হয়নি; বরং গাতফানের গোত্রগুলোকেও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে একযোগে হামলার জন্য উসকে দিচ্ছে। নবিজি এও জানতে পারেন, ইয়াহূদিদের রাত কাটে প্রতারণা ও চক্রান্তের ফন্দি এঁটে। এরা কাল হয়ে দাঁড়াবার আগেই একটা পদক্ষেপ নেওয়া সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে আল্লাহর রাসূল ﷺ আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে আমীর নির্ধারণ করে অভিযানে প্রেরণ করেন। যাদের কাজ হবে ইয়াহূদিদের সামনের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হওয়া, আরব মুশরিকদের তোড়জোড় নিয়ে অনুসন্ধান চালানো।[২৩৮]

উসাইর বিন রিযামের সার্বিক খবর জানার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ ত্রিশ সদস্যের একটি অভিযান প্রেরণ যথেষ্ট মনে করেন। আবদুল্লাহ বিন উনাইসকে এ বাহিনীতে যুক্ত করেন, আর আমীর নির্ধারণ করেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে।

সাহাবিগণ খাইবারে এসে উসাইরকে বললেন, 'তোমাকে খাইবারে নেতা হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য আল্লাহর রাসূল আমাদের পাঠিয়েছেন। তারা তার সাথে এমনভাবে কথা বলতে থাকেন, এক পর্যায়ে সে আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলার জন্য তাদের সাথে মদিনায় আসতে সম্মত হয়।'

---

[২৩৭] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৪/ ১৪৮

[২৩৮] দেখুন, আল ইয়াহুদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ১/ ৩৮৮, ৩৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু সে শর্ত জুড়ে দেয় যে তার সাথেও উনত্রিশজন মানুষ যাবে। উসাইরসহ ত্রিশজন, মুসলিমদের সাথে একই ঘোড়ায় আরোহন করে। প্রত্যেক মুসলিমের পেছনে তার একজন করে লোক আরোহন করে। উসাইরের ঘোড়ায় আরোহন করেন আবদুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ।

খাইবার থেকে মাদীনার পথ কারকারাতা সিয়ার নামক স্থানে এসে গল্পের মোড় ঘুরে যায়। উসাইর আল্লাহর রাসূলের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনুতাপ বোধ করা শুরু করে। সে ইবনু উনাইসের তরবারির দিকে হাত বাড়ায়।

ইবনু উনাইস বুঝতে পেরে ক্ষিপ্র গতিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। কেটে ফেলেন পা। উসাইর গাছের একটা ডাল দিয়ে উনাইসের মাথায় আঘাত করে। এই অবস্থা দেখে অন্যান্য মুসলিম সৈন্যরাও তাদের সঙ্গী প্রত্যেক ইয়াহূদিকে হত্যা করেন। শুধু একজন বাঁচতে পেরেছিল। সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ﷺ মাদীনায় ফিরে আসেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ক্ষতস্থানে থুতু লাগিয়ে দেওয়ার পর ব্যথা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়।[২৩৯]

অভিযান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাসমূহ:

১. শুরুতে মুসলিম ও ইয়াহূদিদের মাঝে রক্তপাতের পরিকল্পনা ছিল না আল্লাহর রাসূলের। আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ এ স্বাভাবিকতায়-ই সামনে এগোচ্ছিলেন; কিন্তু ইয়াহূদিদের প্রতারণা গোটা প্রেক্ষাপট পালটে দেয়। যার তিক্ত রস তাদেরকে পান করানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাবই তাদের খোলস ছেড়ে প্রকাশ্যে আসে। সমস্ত পরিকল্পনায় ধুলো ছিটিয়ে মুসলিমদের সাথে গাদ্দারিতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু এটাই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

২. যুদ্ধ ক্ষেত্রের ব্যাপারটা আসলে এমনই। শত্রু পক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত না করা পর্যন্ত নিজেদেরকে আতঙ্কিত ও শঙ্কিত থাকতে হয়। ফলে সংগত কারণেই শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য বিষয়। আর উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতিতে আবশ্যক হলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করে আনা। আলোচনা—আধুনিক ভাষায় কূটনৈতিক তৎপরতা কাজে না আসে, তখন শত্রুর সাথে কঠোরতা ছাড়া আর উপায় থাকে না। আসন্ন

[২৩৯] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুদ্ধের সংকেত পাওয়ার পর শত্রুর সাথে রুক্ষতার আচরণই কেবল সঠিক সিদ্ধান্ত হয়। আর আল্লাহর জন্য এই কাজে কোনো সমালোচকের নিন্দার পরোয়া করা যাবে না।

৬. হিজরি ৬ষ্ঠ সন শত্রুদের সাথে মুখোমুখিতার অনেক ঘটনা-অনুঘটনা প্রবাহের সাক্ষী হয়েছে। মাস গড়ানোর আগেই একাধিক অভিযানের রুক্ষ ছাপ পড়েছে মরুর বুকে। কোনো শত্রুকে শায়েস্তা করতে দলবদ্ধ অভিযান প্রেরিত হয়েছে, সংগত বিবেচনা করে কাউকে করা হয়েছে গুপ্তহত্যা। এ যেন আল্লাহর রাসূলের কথার সাক্ষাৎ প্রতিফলন। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সাথে ওদের যুদ্ধের দিন শেষ, এখন আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়ব।' আল্লাহর এই বাহিনীর সৈনিকরা তাঁর বারাকাহপূর্ণ নাম নিয়ে পৃথিবী মাড়িয়েছেন। অনুক্ষণ বুকে বহন করতেন চিরন্তন চেতনা। উন্নত অভীষ্ট, যা তাদেরকে সকল সৃষ্টির ওপর সমুন্নত করেছে। ফলে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় সমস্ত তাগুতের স্তম্ভ গুড়িয়ে দিতে তাদের বেগ পোহাতে হয়নি।

আল্লাহর বাহিনীর সকল সেনাকে আমরা স্মরণ করছি পরম শ্রদ্ধায়। যারা অর্জন করেছিলেন উন্নত চরিত্র, চিন্তাশীলতা। সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক সূক্ষ্ম দর্শন। সামনে হুদাইবিয়ার আলোচনায় আমরা ইতিহাসের স্রোতে ভেসে ভেসে মিশে যাব তাদের নির্মল জীবন প্রবাহে।[২৪০]

[২৪০] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৪/ ১৮৯-১৯২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৭

হুদাইবিয়া সন্ধি : মহাবিজয়ের পদধ্বনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুদাইবিয়া সন্ধি : মহাবিজয়ের পদধ্বনি

এক. হুদাইবিয়া সন্ধির কারণ ও পটভূমি

৬ষ্ঠ হিজরি।[২৪১] জিলকদ মাসের এক সোমবারে সাহাবিদের নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ উমরা পালনের উদ্দেশে মাদীনা থেকে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা করেন।[২৪২] এই অভিযাত্রার কারণ ছিল স্বপ্ন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন মাদীনায়। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, উমরা পালনের জন্য সাহাবিদের নিয়ে ইহরামের শুভ্র বেশে তিনি মাক্কায় প্রবেশ করেছেন। নবিজি স্বপ্নের কথা সাহাবিদের জানানোর পর সবাই অত্যন্ত খুশি হন।[২৪৩] জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে মাক্কা ও কা'বার প্রতি ভালোবাসা ধারণ করে, ইসলামের পর এই ভালোবাসা ও আগ্রহে যেন জোয়ার আসে। বাইতুল্লাহ তাওয়াফের জন্য তাদের হৃদয়গুলো ভীষণ উদ্গ্রীব ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

মাক্কার প্রতি মুহাজির সাহাবিদের ব্যাকুলতা বর্ণনা করে বোঝাবার মতো নয়। সেটা ছিল তাদের নিজেদের ভূমি; যেখানে তারা চোখ মেলে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখছেন, যার উষ্ণ নিঃশ্বাস বুকে নিয়ে বেড়ে উঠেছেন; জন্ম-মাটি মাক্কা নগরী আর কা'বাকে ভালোবেসেছেন প্রাণ উজাড় করে। ফলে তাদের হৃদয়গুলো এক অদৃশ্য বেচাইন টানে কা'বাকে এক পলক দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল; সদা বিদ্যমান মাক্কার প্রতি দুর্মর টানের এই সময়ে যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ স্বপ্নের

---

[২৪১] দেখুন, ইমাম নববীর আল মাজমু' গ্রন্থ; ৭/ ৭৮
[২৪২] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/ ৩৩৪
[২৪৩] দেখুন, 'নবীজির যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের বর্ণনা', ২/ ৪৯০,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কথা জানান, তখন অচেনা চঞ্চলতা সৃষ্টি হয় অন্তর জুড়ে।[২৪৪]

আল্লাহর রাসূল ﷺ আশঙ্কা করছিলেন—কুরাইশরা মুসলিমদেরকে বাইতুল্লাহয় প্রবেশে বাধা দিতে পারে, তাই মাদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রাম্য সাহাবিদেরও এই অভিযাত্রায় শামিল হবার নির্দেশ দেন।

মাদীনার গোয়েন্দাগণ জানতে পেরেছেন, মাদীনার উত্তরে খাইবার ও দক্ষিণের গোত্রগুলোর সাথে কুরাইশের মুশরিকরা দ্বিপাক্ষিক সামরিক প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো ইসলামি দাওলাহ্ মাদীনাকে দুই সাঁড়াশির মাঝখানে কোণঠাসা করে রাখা। অতঃপর একটি মোক্ষম সুযোগে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

কিন্তু এখন মুসলিমদের সময় হয়েছে রাজনৈতিকভাবে এই দ্বিপাক্ষিক প্রতিশ্রুতির দেওয়াল ভেঙে দেওয়ার। অন্য দিকে আরবের দৃষ্টিতে কা'বা ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। তাদের পিতা ইসমাঈলের মিরাস। যার কারণে কুরাইশ এ অধিকার রাখে না যে, তারা যাকে ইচ্ছা বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করতে দেবে, যাকে ইচ্ছা বারণ করবে। কাজেই মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিদের জন্য মাক্কায় প্রবেশাধিকার অনুমতির মুখাপেক্ষী হওয়া অমানবিক ও নীতি বিরুদ্ধ ।[২৪৫]

আরবের গোত্রগুলোতে আল্লাহর রাসূলের অভিযাত্রার কথা ছড়িয়ে পড়ে। মুখে মুখে এই খবর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষকরে আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন দৃঢ় সংকল্প করেন, যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই, তিনি আসছেন শুধু উমরা পালন করতে ও আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান জানাতে। নবিজি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি উমরা পালনের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ যিয়ারাতে যাচ্ছেন, ফলে এখানে কারও অন্য পরিকল্পনা ছিল না। সাহাবিরা সেলাই করা কাপড় ছেড়ে জুল হুলাইফা থেকে ইহরামের কাপড় পরেছেন, পশুর গলায় মালা পরিয়েছেন।[২৪৬]

সতর্কতা ও নিরাপত্তার বিষয়টাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ সর্বোচ্চ গুরুত্বের চোখে দেখতেন। তাই সামনের সুগম পথের নিশ্চয়তার জন্য তিনি বাশার বিন সুফিয়ানকে

---

[২৪৪] দেখুন নদভী রচিত, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২৭৩

[২৪৫] দেখুন, মুহাম্মাদ কালআজি রচিত 'কিরাআতুন সিয়াসিয়্যাহ লিস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২১৩, ২১৪

[২৪৬] দেখুন মারবিয়্যাতুল হুদাইবিয়্যাহ, পৃ. ৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেন।[২৪৭] গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য তার সাথে প্রেরণ করেন আরও বিশজন সাহাবিকে। এ সম্পর্কে ওয়াকিদি বলেন—'বিশজন অশ্বারোহীর আমীর বানিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ উব্বাদ বিন বাশার ؓ-কে সামনে প্রেরণ করেন। মুহাজির ও আনসার উভয় পক্ষের সাহাবি ছিলেন এ দলটিতে।[২৪৮] এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের গোপন তৎপরতা ও পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হওয়া।[২৪৯]

জুল হুলাইফায় এসে 'উমার ফারুক ؓ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। তিনি বলেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এমন একটি কওমের মাঝে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, যারা আপনি নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও আপনার সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে পারে। নবিজি তার পরামর্শ গ্রহণ করে মাদীনায় লোক পাঠান অস্ত্র নিয়ে আসতে।[২৫০] এখানে নবিজির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। শত্রুদের বিরুদ্ধে যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রস্তুত থাকা—যে শত্রুর পর্যাপ্ত অস্ত্র আছে এবং সে নীতি ভঙ্গ করে মুসলিম বাহিনীকে কষ্টও দিতে পারে।[২৫১]

নিরাপত্তার উপকরণ গ্রহণ করা নববি সুন্নাহ, তাঁর অবর্তমানে উম্মাহ যেন এই কাজের অনুসরণ করে, এ দিশাও তিনি দিয়েছেন। কেননা, সতর্কতা অবলম্বন করলে ও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকলে আচমকা আপতিত বিপদ এড়ানো সহজ হয়। তা ছাড়া যে শত্রুরা মুসলিমদের ধ্বংসে সদা ব্যস্ত, তাদের থেকে নিরাপত্তার নিমিত্তে অস্ত্র সঙ্গে রাখার বিকল্প নেই।

দুই. আল্লাহর রাসূলের উসফানে অবতরণ

আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন উসফান পৌঁছেছেন কেবল। এমন সময় বাশার বিন সুফিয়ান খুযাঈ এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কুরাইশ আপনার অভিযাত্রার কথা জানতে পেরেছে। ওরা স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। চামড়ার পোশাক পরে কসম করেছে, কিছুতেই তারা আপনাকে মাক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।'

---

[২৪৭] দেখুন হাকামী রচিত মারবিয়্যাতু গাযওয়াতিল হুদাইবিয়্যাহ, পৃ. ৫৮, ৫৯

[২৪৮] দেখুন, ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ২/ ৯৭৪

[২৪৯] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ৩০৯

[২৫০] দেখুন, তারিখে তাবারি, ২/ ৬২২

[২৫১] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'কুরাইশের কি বুঝ হবে না! যুদ্ধবিগ্রহ তো ওদের শেষ করে দিয়েছে। সকল মানুষের মাঝে আমার দাওয়াতের রাস্তা ছেড়ে দিলে ওদের কী আসে যায়? ওরা আমার ওপর বিজয়ী হলে যা ইচ্ছা করতে পারবে; কিন্তু আল্লাহ আমাকে ওদের ওপর বিজয়ী করলে ওদেরকে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। এ পথ নির্বাচন না করলে ওদের জন্য যুদ্ধের অবকাশ থাকবে। কুরাইশ কী মনে করেছে? আল্লাহর কসম, যে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর জন্য ওদের বিরুদ্ধে লড়ব, আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করা পর্যন্ত; কিংবা আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।'

বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরাইশের প্রস্তুতির কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। পরামর্শের সময় আল্লাহর রাসূল দুটি বিষয় রাখেন সাহাবিদের সামনে:

১. মুসলিমদের সাথে লড়াই, বাইতুল্লাহ থেকে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরাইশকে সাহায্য করার জন্য যে গোত্রগুলো প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের ওপর আক্রমণাত্মক হওয়া।

২. সোজা বাইতুল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়া, অভীষ্টে পৌঁছা পর্যন্ত যারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করা।[২৫২]

এখানে আবু বাকর رضي الله عنه এগিয়ে এসে অন্য পরামর্শ দেন। তার মতামতের যৌক্তিকতা ছিল স্পষ্ট। তিনি বলেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ, যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করে উমরার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের জন্য উত্তম হবে, যেন যুদ্ধের শুরুটা ওদের পক্ষ থেকেই হয়। নবিজি এ মতটাকে উত্তম ভেবে এটিই গ্রহণ করেন। সাহাবিদেরকে নির্দেশ দেন এ উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে যেতে।[২৫৩] মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনী মুসলিমদের কাছাকাছি চলে এলে আল্লাহর রাসূল সাহাবিদের নিয়ে উসফানে সালাতুল খাউফ আদায় করেন।

---

[২৫২] দেখুন আস সিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪৮৯

[২৫৩] দেখুন, শাইখ আদনান নাহভী রচিত 'মালামিহুশ শূরা ফিদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৬০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিন. পথ পরিবর্তন ও হুদাইবিয়ায় অবতরণ

আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতে পারেন, খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কুরাইশের গেরিলা বাহিনী গিরিখাতে ওত পেতে ঘাপটি মেরে আছে। নবিজি স্থির করলেন তাদের মুখোমুখি হবেন না। তাই মুশরিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে পথ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেন—'কে পারবে, আমাদেরকে ওদের পথ ভিন্ন অন্য পথে নিয়ে যেতে?'

আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার অন্য পথ জানা আছে।' মুসলিমদের জন্য চলা কষ্টকর দুর্গম এক পথ দিয়ে তিনি অগ্রসর হন। উপত্যকার শেষ প্রান্তে এসে আল্লাহর রাসূল সাহলা ভূমির দিকে বের হন। এ সময় নবিজি সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেন—'তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর দিকে ফিরে আসছি।' সাহাবায়ে কেরাম এটি পাঠ করেন।

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর কসম, এই ক্ষমার বাণী বনি ইসরাইলের সামনে পেশ করা হয়েছিল; কিন্তু তারা এটা বলেনি।'[২৫৪] এরপর নবিজি হামশের ডান দিক দিয়ে একটি পথ ধরার নির্দেশ দেন, যা সানিয়্যাতুল মারার-এ এসে মিলিত হয়েছে। সাহাবিদের পদাঘাতে সৃষ্ট উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা দেখে ওত পেতে থাকা খালিদ মুসলিমদের পথ সম্পর্কে জানতে পারেন। সাথিদের নিয়ে তিনি দ্রুত ঘোড়া হাঁকান মাক্কার দিকে। স্বজাতির কাছে পৌঁছে হঠাৎ আসন্ন এই বিপদের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হতে বলেন। স্বাভাবিকভাবেই মুশরিকদের মাঝে আতঙ্ক জেঁকে বসে। ইসলামি বাহিনীকে হুদাইবিয়ায় থামিয়ে দিতে বাহিনী প্রস্তুত করে তারা। মুসলিমদের থেকে মাক্কা রক্ষার জন্য সবখানে জারি হতে থাকে সতর্ক বার্তা।

এই মোহন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মাহমুদ শিত বলেন, 'মুসলিমদের নিয়ে নবিজি শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে পথ পরিবর্তন করেননি। কেননা, যারা শত্রুকে ভয় পায়, তারা নিজেদের শক্তির কেন্দ্র মূল বাহিনী নিয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে,[২৫৫] যেন শত্রুদের ধারাবাহিক পরিকল্পনা দীর্ঘায়িত হয়। এর মাঝে শত্রুকে ঘায়েল করতে গ্রহণ করা যায় উপযুক্ত পরিকল্পনা।

'সামরিক নীতি গ্রহণ' সম্পর্কিত কিতাবাদিতে এসেছে, 'নিরাপদ ভিন্ন রাস্তা

---

[২৫৪] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/৩৩৮

[২৫৫] দেখুন, আবু ফারিস রচিত গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া, পৃ. ৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রহণ করে আল্লাহর রাসূল ﷺ সামরিক নেতৃত্বে বিচক্ষণতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। দূরবর্তী রাস্তা অবলম্বন করে ইসলামি বাহিনীকে তিনি ধ্বংস ও ক্ষতির আবর্ত থেকে সুরক্ষা দিয়েছেন। শত্রুর অতর্কিত হামলার সমূহ পথ থেকে নিজেকে রেখেছেন নিরাপদ দূরত্বে।'[২৫৬]

চার. রাসূলুল্লাহর উট কাসওয়ার অতিপ্রাকৃতিক আচরণ

আল্লাহর রাসূল ﷺ হুদাইবিয়ার নিকটবর্তী হবার পর তাঁর কাসওয়া নামক উটটি হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম বলছিলেন, 'কাসওয়া বেঁকে বসেছে!'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'কাসওয়া বেঁকে বসেনি, ওর স্বভাবে এমনটা নেই, বরং হস্তি বাহিনীকে যিনি আটকিয়ে ছিলেন, তিনি এটারও পথ রোধ করেছেন। সেই সত্তার কসম, যাঁর অধীনে আমার জীবন, মাক্কার কাফিররা আল্লাহর নিদর্শনাবলির সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে আমাকে যেকোনো প্রস্তাব দিলে আমি তা গ্রহণ করব।'[২৫৭] এরপর নবিজি নিজে উটের গায়ে খোঁচা দেওয়ার পর সে দ্রুত দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল মাক্কার পথ ছেড়ে হুদাইবিয়ার শেষ প্রান্তে একটি ঝরনার পাশে এসে তাঁবু স্থাপন করেন। খুব সামান্য পানি ঝরছিল এই ঝরনা বেয়ে।

সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দেওয়ার কারণে সবাই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তৃষ্ণা কাতরতার কথা জানালেন। আল্লাহর রাসূল তূণীর থেকে একটি তির বের করে বললেন, 'এটি কূপের ভেতর গেঁথে দাও।' সাহাবিগণ তিরটি কূপের ভেতর গেঁথে দেওয়ার পর মৃতপ্রায় কূপ থেকে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা উৎসারিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম তৃপ্তি ভরে পানি পান করেন।[২৫৮]

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল কূপের কিনারে বসে কুলি করেন।[২৫৯] এই কুলির পানি কূপে ফেলার পর স্বচ্ছ পানিতে ভরে ওঠে তার ভেতর। বর্ণনা দুটির মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব—নবিজি একই সাথে দুটি কাজই করেছেন। ইবনু হাজার ﷺ এই মতই ব্যক্ত করেছেন। ওয়াকিদি উরওয়া থেকে বর্ণনা করে বলেন—'আল্লাহর রাসূল বালতিতে কুলি করে তা কূপে ঢেলে দেন, এরপর একটি তির

[২৫৬] দেখুন, আবু ফারিস রচিত সীরাতুন নবী, পৃ. ৩৭৪
[২৫৭] আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৮৪
[২৫৮] আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৮৪
[২৫৯] ফাতহুল বারি, ৫/ ৩৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বের করে কূপে নিক্ষেপ করে আল্লাহর কাছে দুআ করেন।'[২৬০]

আল্লাহর রাসূলের উট কাসওয়া হাঁটু গেড়ে বসার মাঝে লক্ষণীয় দিকগুলো তুলে ধরা এখন সংগত মনে করছি:

১. পৃথিবীর সব কিছুই চলে আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাইরে কেউ যেতে পারে না। তা হলে আল্লাহর রাসূলের উটের ব্যাপারে ভেবে দেখুন, সেটা কোথায় থেমেছিল এবং সাহাবিগণ এটাকে কেমন অপছন্দ করেছেন, চেষ্টা করেছেন উঠিয়ে দিতে মাক্কা অভিমুখে যাত্রা যেন অব্যাহত থাকে। ধরে নিলাম, যাত্রা অব্যাহত থাকার পর তারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছালেন, এরপর ফলাফল কী দাঁড়াত? কিন্তু না, আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন অন্য কিছু।'[২৬১]

২. আল্লাহর রাসূলের কথা, 'এটিকে তিনি থামিয়েছেন, যিনি থামিয়েছিলেন হস্তিবাহিনীকে'। এর ভিত্তিতে ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ বলেছেন, 'এখান থেকে উপমার ব্যাপকতা জায়েয প্রমাণিত হয়, যদিও বিশেষ দিকটার ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকে। কেননা, হস্তিবাহিনী ছিল শুধুই ভ্রান্তির ওপর, আর এই উটের মালিক ছিলেন চির সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু উপমা দেওয়া হয়েছে সাধারণভাবে মাসজিদুল হারামে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞায় আল্লাহর ইচ্ছার দিক বিবেচনায়। বাতিলকে আল্লাহ থামিয়ে দিয়েছেন স্পষ্ট কারণে, আর নবিজির উট থামিয়ে দেওয়ার কারণ কারও কাছে অবিদিত নয়।[২৬২]

৩. আরেকটি জিনিস স্পষ্ট হয়, যেমন : মুশরিক, বিদআতি, অপরাধী, বিদ্রোহী ও জালিমরাও যদি এমন বিষয়ের দিকে আহ্বান জানায়, যেখানে নিহিত থাকে আল্লাহর নির্ধারিত সম্মানিত বিষয়কে মর্যাদা দানের কথা। তখন সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে কাজে সাহায্য করতে হবে। তবে অবশ্যই তাদের কুফুরি ও অবাধ্যতায় কোনোভাবেই সাহায্য করা যাবে না। শুধু যেটা আল্লাহর প্রিয় ও যেখানে তাঁর সন্তুষ্টি আছে, তাতে সাড়া দিতে হবে। তবে দেখতে হবে সেখানে আল্লাহর অভিশাপের বিষয়টি সংযুক্ত কিনা। এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি

[২৬০] আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৮৪
[২৬১] দেখুন, আবু ফারিস রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি' পৃ. ৪৩
[২৬২] ফাতহুল বারি, ৬/ ৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিক, যা অনেক মানুষের জন্য কষ্টকর।[২৬৩]

৪. আল্লাহ ﷻ-এর সিদ্ধান্ত ছিল এ অভিযানে মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। কী হিকমাহ ছিল! সময়ের মুহূর্ত ব্যবধানে তা প্রকাশ পেয়েছে।

ক. মুসলিম বাহিনী শক্তি নিয়ে প্রবেশ করত, অনেক প্রাণ ঝরত, উভয় পক্ষের মানুষের মাঝে রক্তপাত ঘটত। আল্লাহ ﷻ এমনটি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন উভয় পক্ষের মাঝে কল্যাণ সাধিত হোক।

খ. এটার সম্ভবনাও ছিল যে, মাক্কায় অভিযান পরিচালিত হলে সেখানকার দুর্বল মুমিনরা হত্যার শিকার কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এটি এমন আবর্ত, যেখানে মুসলিমরা পতিত হওয়া সংগত নয়। আল্লাহ তাআলা বলছেন:

'তারাই তো কুফুরি করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মাসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কুরবানির জন্তুদের যথাস্থানে পৌঁছাতে। যদি মাক্কায় কিছু সংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না; অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সবকিছু চুকিয়ে দেওয়া হতো; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (সূরা ফাতহ: ২৫)

গ. আল্লাহ তাআলা তো জানেন, আজকে যারা আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবিদেরকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে, একদিন আল্লাহ তাদেরই অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করবেন, তাদের হাতে বিজিত করবেন পৃথিবীর বিভিন্ন শহর। তারা মানুষের মাঝে এই রিসালাতের বার্তা নিয়ে ভ্রমণ করবেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথগুলো আসমানি আলোয় আলোকিত করবেন।[২৬৪]

[২৬৩] দেখুন, আবু ফারিস রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি' পৃ. ৪৭
[২৬৪] দেখুন, আবু ফারিস রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি' পৃ. ৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাঁচ. কুরাইশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাধ্য মতো চেষ্টা করেছেন তার সংকল্পের কথা বোঝাতে যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধের ইচ্ছায় আসেননি, তাঁর ইচ্ছা হলো বাইতুল্লাহ যিয়ারত করা, যে ক্ষেত্রে মুসলিম ও অন্যরা সবাই সমান অধিকার রাখেন। আল্লাহর রাসূলের এই সংকল্প সম্পর্কে অবগত হবার পর কুরাইশরা হুদাইবিয়ায় দূত পাঠায়। উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের শক্তিমত্তা ও যুদ্ধের মনোভাব সম্পর্কে জানা। সবিশেষ নিরাপদ উপায়ে মুসলিমদেরকে বাইতুল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখা।[২৬৫]

খুযাআর প্রতিনিধি দলের আগমন:

আল্লাহর রাসূল এখানে অবস্থানের শুরুর দিককার কথা। বুদাইল বিন ওরকা তার গোত্র বনু খুযাআর একটি জামাআত নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে আসে দেখা করবার জন্য। তিহামা অঞ্চলের অধিবাসীদের মাঝে এরাই ছিল আল্লাহর রাসূলের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। ওরা বলল, 'মুসলিমদের মাক্কায় প্রবেশে বাধা দিতে কুরাইশরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে আছে।'

আল্লাহর রাসূল তাদেরকে আগমনের কারণ জানান। অব্যাহত যুদ্ধের কারণে কুরাইশ কী পরিমাণ ক্ষতির শিকার হয়েছে, তাও উল্লেখ করেন। শেষে বলেন— 'একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওদের সাথে আমাদের শান্তিচুক্তি হতে পারে। অস্বীকার করলে যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ থাকবে না, যদিও ব্যাপক ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হয়।

খুযাআর লোকেরা কুরাইশের কাছে আল্লাহর রাসূলের অভিপ্রায় উল্লেখ করে বলল, 'ওহে কুরাইশ, তোমরা মুহাম্মাদের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করছ। মুহাম্মাদ এখানে যুদ্ধের জন্য আসেননি, তিনি তো এসেছেন বাইতুল্লাহ যিয়ারতে।'

ওরা খুযাআর লোকদের কথা বিশ্বাস করতে পারে না। উলটো তীর্যক কথাবার্তা শুনিয়ে তাদের কান ভারি করে তোলে। শেষে প্রস্তাবের কথা অস্বীকার করে বলে, 'মুহাম্মাদ এ উদ্দেশ্যে এলেও সে কোনোভাবে আমাদের মাঝে প্রবেশ করতে পারবে না। আরবরাও এ ব্যাপারে কথা বলবে না।'[২৬৬]

---

[২৬৫] আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৮৫
[২৬৬] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ৩৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরাইশের মনোভাব ইতিবাচক না হলেও তাদের সামনে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ অনন্য রাজনৈতিক দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়েছেন। এর কার্যকারিতা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই এ পথে এগিয়েছেন। এখন আমরা দেখব, নবিজি কেন শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দিয়েছেন :

ক. এই শান্তিচুক্তি কুরাইশের নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা দেবে, আরব উপদ্বীপে ঘটমান সংঘাত থেকে দূরে রাখবে। চাই এই সংঘাত আরবের অন্য গোত্রের সাথে হোক, কিংবা গাদ্দার, অভিশপ্ত শত্রু ইয়াহুদি জাতি হোক, যারা সারাক্ষণ মুসলিমদের বিপর্যয়ের অপেক্ষায় থাকে।

খ. আল্লাহর রাসূল ﷺ চাচ্ছিলেন তার ও কুরাইশের মাঝে যোগাযোগের দুয়ার উন্মুক্ত থাকুক, যেন মধ্যস্থতাকারী কিংবা দূতের মাধ্যমে তিনি তাদের কথা শোনেন, তারাও তার কথা শোনে। এভাবে মানুষ আসলে আন্তরিকভাবে কাছে আসে, নিভে যায় যুদ্ধের দাবানল। দুর্বল হয় সংঘাতের মানসিকতা।

গ. বুদাইল বিন ওয়ারাকার নেতৃত্বে আসা খুযাআর প্রতিনিধি দলটিকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, তাদের মিত্রগোত্র দুর্বল নয়, শক্তিশালী। ফলে নবিজির প্রতি তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এমনটিই হয়েছে, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে তারা গুরুত্ব দিয়েছে।

ঘ. বিবেকবানরা যখন আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে সামান্য চিন্তা করবে যে, তিনি এসেছেন বাইতুল্লাহকে সম্মান প্রদর্শন করতে; আর মুশরিকরা তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, তিনি সম্মান প্রদর্শনের পথে বাধা গ্রস্ত হচ্ছেন, তখন অচিরেই এই বিবেকবান লোকগুলো তাঁর পাশে দাঁড়াবে, তাঁর প্রতি হবে সহমর্মী। ফলে তাঁর কেন্দ্র শক্তিশালী হবে, মানুষের মনে কুরাইশের কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়বে।

ঙ. বুদাইলের মুখে নবিজির বার্তা বিশ্বাস করেনি কুরাইশ। কেননা তারা আগে থেকেই জানে, বনু খুযা মুহাম্মাদের মিত্র গোত্র ও কল্যাণকামী। আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে খুযাআর হিতাকাঙ্ক্ষিতার দিকটাও কুরাইশ বুঝতে পেরেছে।[২৬৭]

[২৬৭] দেখুন, আবু ফারিস রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি' পৃ. ৬৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. উরওয়া ইবনু মাসউদের মধ্যস্থতা:

আল্লাহর রাসূল ﷺ যে এসেছেন বাইতুল্লাহ যিয়ারতে, যুদ্ধের ইচ্ছায় নয়, বুদাইলের মুখে নবিজির এ কথা কুরাইশ বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওরা বরং এদেরকে সন্দেহ করে আপত্তিকর কথা বলে; কিন্তু উরওয়া ইবনু মাসঊদ আল্লাহর রাসূলের মুখোমুখি হয়ে তাঁর কথা শোনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। সে নবিজির কাছ থেকে কুরাইশের কাছে ফিরে যায় দৃঢ় সংবাদ নিয়ে।[২৬৮] ইমাম বুখারির বর্ণনায় আছে—

'উরওয়া বিন মাসঊদ দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি কি তোমাদের কাছে পিতৃতুল্য নই? সবাই এক বাক্যে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। উরওয়া আবার বলল, তোমারা কি আমার কাছে সন্তানের মতো নও? এবারও আওয়াজ এলো, হ্যাঁ অবশ্যই। উরওয়া বলল, আমার ব্যাপারে তোমাদের কারও মাঝে কি কোনো সন্দেহ আছে? লোকেরা বলল, না।

উরওয়া আগের ইতিহাস টেনে বলল, আমি উক্কাযের লোকদেরকে তোমাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম। তারা আমার ডাকে সাড়া না দিলে আমি আমার পরিবারের লোকজন, সন্তান, ও আমার অনুসারীদের নিয়ে তোমাদের সাহায্যে এসেছি।

লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা এ কথা জানি।'

এবার উরওয়া বলল, এই ব্যক্তি তোমাদের সামনে একটি সুন্দর প্রস্তাব রেখেছে। আমার নিবেদন তোমরা প্রস্তাবটি মেনে নাও এবং এ কাজের জন্য আমাকেই পাঠিয়ে দাও। মাক্কার লোকজন তার হুদাইবিয়ায় আসার পক্ষে সায় দিলো।

উরওয়া বিন মাসঊদ হুদাইবিয়ায় চলে আসে। আলাপ জুড়ে দেয় আল্লাহর রাসূলের সাথে। নবিজি বুদাইলকে বলা কথাগুলো হুবহু তাকেও শুনিয়ে দেন। উরওয়া বলে, 'শোনো মুহাম্মাদ, তুমি বলো তো, তোমার গোত্রকে যদি সমূলে ধ্বংস করে ফেল; তবে তোমার পূর্বে আরবের কেউ তার স্বজাতিকে ধ্বংস করেছে এমন কথা শুনেছ কি?'

কিন্তু যদি উলটো ঘটে। কুরাইশ তোমার ওপর বিজয়ী হয়, আমি তো দেখছি, সে সময় তোমার কাছে বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল কোনো মানুষ থাকবে না। বিক্ষিপ্ত কিছু

---

[২৬৮] প্রাগুক্ত পৃ. ৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের ভিড় এখানে দেখতে পাচ্ছি। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই যারা তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে।'

উরওয়ার কথা শুনে আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ রাগে ফেটে পড়েন। নরম মানুষ অহমে আঘাত পেয়ে এতটা ক্ষিপ্ত হতে পারেন, তা আগে কখনো দেখা যায়নি। উরওয়ার কথার গালে চপেটাঘাত হানতে বললেন, 'আরে! তুই তোর উপাস্য লাতের লজ্জাস্থান চেটে খা। কী মনে করিস, আমরা নবিজিকে একা ছেড়ে পালিয়ে যাব!'

উরওয়া সম্ভবত এমন অপমানজনক কথা আগে কখনো শোনেনি। তাই কথক সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোক কে?'

সাহাবিরা বললেন, 'ইনি আবু বাকর সিদ্দীক।' উরওয়া বলল, 'সেই সত্তার কসম, যার অধীনে আমার প্রাণ, আমার প্রতি তোমার সব অনুগ্রহের বিনিময় আমি এখনো দিতে পারিনি, নাহলে আজ অবশ্যই তোমার কথার জবাব দিতাম।'

উরওয়া ইবনু মাসঊদ কূটনৈতিক তৎপরতায় মুসলিমদের আক্রমণ করে মানসিকভাবে পরাজিত করার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে গুজব রটানোর অস্ত্র। অতিরঞ্জনের ওপর ভিত্তি করে কুরাইশের সামরিক শক্তির দিকে ইঙ্গিত করে এমনটাই সে প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি 'আমি তো বিক্ষিপ্ত কিছু মানুষের ভিড় এখানে দেখতে পাচ্ছি। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই যারা তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে।' নবিজির সামনে এ কথা বলে সে সেনাপতি ও সৈন্যদের মধ্যকার নির্ভরশীলতায় ফাটল সৃষ্টি করার জন্য মুসলিম শিবিরে বিবশতা ছড়াতে চেয়েছে। সাহাবিদের নিয়ে তাচ্ছিল্যের বাক্য উচ্চারণে তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মানসিক অবস্থায় প্রভাব বিস্তার করা, কুরাইশের সামরিক লক্ষ্য অর্জন করা।

তার আরও উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের সংকল্পের দেওয়াল চূর্ণ করা ও মানসিক অবস্থায় প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে নবিজি ও সাহাবিদের মাঝে বড় ধরনের সামরিক বিপর্যয় সৃষ্টি করা। নিঃসন্দেহে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের এ এক শক্তিশালী উপকরণ। আলোচনায় সে কুরাইশের শক্তি বৃত্তান্ত উল্লেখ করে মুসলিমদের মনে ভয় ছড়াবার চেষ্টা করেছে।[২৬৯]

---

[২৬৯] দেখুন, সালীম হিজাযী রচিত, মানহাজুল ই'লামিল ইসলামি ফি সুলহিল হুদাইবিয়াহ, পৃ. ১৩১, ১৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে তার সমস্ত পদক্ষেপ ও আস্ফালন হৃদয়ের গভীরে প্রথিত ঈমান, দৃঢ় চেতনা ও ইসলামি সীসাঢালা দেওয়ালে লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। আলাপচারিতার মাঝখানে উরওয়া যে অচেনা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে, সেটা সাহাবিদের ঈমানী শক্তি, ইসলামের দাপট ও আপসহীনতার কথাই বিকশিত করে। এখানে প্রতিভাত হয়েছে দীনের নৈতিক শক্তি একজন মানুষকে বিতাড়িত শয়তান থেকে কীভাবে নীতিবান মানুষে পরিণত করে। যেমন:

উরওয়া ইবনু মাসঊদের সাথে মধ্যস্থতার আলোচনার সময় আল্লাহর রাসূলকে সুরক্ষা দিচ্ছিলেন মুগীরা ইবনু শু'বা ﷺ। উরওয়ার ভাতিজা ছিলেন তিনি। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি নেশাগ্রস্ত ডাকাত শ্রেণির যুবক ছিলেন; কিন্তু ইসলামে প্রবেশ তাকে উত্তম মানুষে পরিবর্তন করে। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি মুমিনদের কাতারে একজন যোদ্ধা হিসেবে শামিল হন। যুদ্ধের আশঙ্কাময় এই মুহূর্তে আল্লাহর রাসূলের সুরক্ষার দায়িত্ব তার কাঁধেই অর্পিত হয়।

জাহিলি যুগে পারস্পরিক আলোচনার নীতি ছিল একজন আলোচক কথার মাঝখানে প্রতিপক্ষকে নিজের সমকক্ষ জ্ঞান করে তার দাড়িতে হাত দিত। এই নীতি অনুসারেই উরওয়া বিন মাসঊদ আলাপচারিতার মাঝখানে আল্লাহর রাসূলের দাড়িতে হাত দিচ্ছিল। নবিজির পাশেই হাতে উন্মুক্ত তরবারি ও মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে পাহারায় ছিলেন মুগীরা ইবনু শু'বা ﷺ। উরওয়ার কাজ তার ক্রোধের আগুন উসকে দেয়। তিনি চাচার কাছে এগিয়ে এসে তরবারির উলটো পিঠ দিয়ে তার হাতে হালকা বাড়ি দেন আর বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের দাড়ি থেকে হাত দূরে রাখো। তাঁর মর্যাদায় পৌঁছার আকাশকুসুম ভাবনারও যোগ্যতা নেই তোমার!'

মুশরিক চাচা ও মুমিন ভাতিজার মধ্যকার এই দৃশ্যটা দেখে আল্লাহর নবি মৃদু হাসেন। মুগীরা ইবনু শু'বা ﷺ যেহেতু যুদ্ধের সাজে সজ্জিত ছিলেন, হাতে তরবারি, মাথায় শিরস্ত্রাণ, তাই চাচা উরওয়া তাকে চিনতে পারছিল না। সে রাগের শীর্ষে ওঠে নবিজিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সাহাবিদের মধ্যে এই লোকটা কে?' আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, 'এ তোমার ভাতিজা মুগীরা ইবনু শু'বা।'

উরওয়া এবার ভীষণ চটে গিয়ে বলল, 'আরে গাদ্দার! তোর গাদ্দারির ফল কি আমি এখনো ভোগ করছি না?'

জাহিলি সময়ে মুগীরা ﷺ কিছু লোকের সাথে সফরে গিয়েছিলেন। এক সময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের হত্যা করে সমস্ত সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সামনে এসে হাজির হন। সম্পদগুলো রাখেন তাঁর সামনে। নবিজি বললেন, 'তোমার ইসলাম গ্রহণ ঠিক আছে; কিন্তু তোমার এই সম্পদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' উরওয়া এই ঘটনার দিকে ইশারা করছিল।

উরওয়া তার আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। মাক্কায় এসে কওমের লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি পৃথিবীর বড় বড় রাজাবাদশাদের কাছে গিয়েছি। কাইসার কিসরা ও নাজ্জাশির সামনে থেকেছি। আল্লাহর কসম, আমি এমন কোনো বাদশা দেখিনি, যাকে এতটা সম্মান করা হয়, যতটা সম্মান মুহাম্মাদের সাথিরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম, নবিজি যখনই থুতু ফেলেন, অবশ্যই তা কোনো না কোনো সাহাবি হাতে নিয়ে মুখে ও দেহে মাখে। কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়ার পর দ্রুত সে কাজ সেরে ফেলে। তিনি ওযু করার সময় তাঁর ওযুর পানি নেওয়ার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। তিনি কথা বলা শুরু করলে সবাই মুখবন্ধ করে নীরব হয়ে যায়। সব সময় থাকে শ্রদ্ধাবনত—নবির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে না। আসলেই তিনি তোমাদের সামনে একটি সুন্দর প্রস্তাব রেখেছেন, তোমরা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে নাও। আমি তাদের পরখ করেছি, তোমরা তরবারি উঠাতে চাইলে ওরা সেটা তোমাদের ওপরই ব্যবহার করবে। আমি এমন জাতিকে দেখেছি, তাদের সাথে কী আচরণ করা হবে, তারা এটা নিয়ে পরোয়া করে না। সুতরাং, তোমরা আগের মত থেকে ফিরে এসো, তাঁর প্রস্তাব মেনে নাও। আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী; সাথে এ আশঙ্কাও করছি যে, তোমরা এমন ব্যক্তির ওপর বিজয়ী হতে পারবে না, যিনি এই বাইতুল্লাহর সম্মানার্থে এসেছেন, তাঁর সাথে রয়েছে 'হাদি', তিনি এগুলো জবাই করে ফিরে যাবেন।'

কুরাইশ বলল, 'ওহে আবু ইয়াফুর, আপনি এ ব্যাপারে আর কথা বলবেন না। আপনি ছাড়া অন্য কেউ এ কথাগুলো বললে তাকে আমরা অবশ্যই দেখে নিতাম; কিন্তু আর যাই বলুন, এ বছর তাকে ফিরে যেতেই হবে। আসতে হবে আগামী বছর।'[২৭০]

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধও মুসলিম বাহিনী থেকে এর প্রভাব স্থানান্তরিত হয়ে কুরাইশের লোকদের মাঝে জেঁকে বসে। উরওয়া যা সত্য দেখেছে, তা-ই কুরাইশের সামনে এসে বর্ণনা করেছে। তা হলো—হুদাইবিয়ায় মুসলিমদের স্পষ্ট অবস্থান। সাহাবায়ে

[২৭০] দেখুন ওয়াকিদির মাগাযি, ২/৫৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেরাম তাদের নবির জন্য সদা অনুগত, তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, তাঁর ওপর আপতিত যেকোনো বিপদ প্রতিহত করতে সদা প্রস্তুত। অধিকন্তু তাঁর থেকে মুসলিমরা উচ্চ মনোবল, মানসিক ও সামরিক যোগ্যতার রূহানি শক্তি গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিদের বিরুদ্ধে এখনই যুদ্ধে না জড়ানোর জন্য এটি কার্যকরী সতর্ক-বার্তা হিসেবে কাজ করেছে কুরাইশদের জন্য। কেননা, এই অকস্মাৎ যুদ্ধের ফলাফল চলে যাবে মুসলিমদের পক্ষে, আর শান্তি প্রস্তাব ভেঙে যেতে পারে কুরাইশ নেতাদের হাতেই।

সাকীফ গোত্রের এই সাইয়িদের কথা কুরাইশের নেতাদের অন্তরে বজ্রের মতো আঘাত হানছিল। আর আল্লাহর রাসূলের অবস্থান যেহেতু ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, তাই এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে কুরাইশকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা উরওয়া বিন মাসউদের প্রতিটি কথায়।

উপস্থিত লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহর রাসূল ﷺ তথ্যপূর্ণ বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে তাঁর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতায় সফল হয়েছেন। আর তা হলো কুরাইশের অভ্যন্তরীণ দিকটা ভেঙে টুকরো টুকরো করা, পরাজয়ের গ্লানি তাদের অন্তরে বিদ্যমান রাখা এবং মিত্র গোত্রগুলোকে তাদের থেকে দূরে রাখা। এই ফলাফলও আল্লাহর রাসূলের জন্য বিজয় হিসেবেই বিবেচিত হবে, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে আল্লাহর রাসূল যা বাস্তবায়িত করেছেন।[২৭১]

৩. হুলাইস ইবনু আলকামার মধ্যস্থতা

উরওয়া বিন মাসউদের পর কুরাইশের নেতারা আহাবীসের নেতা হুলুস ইবনু আলকামাকে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশে হুদাইবিয়ায় প্রেরণ করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ দূর থেকে তাকে দেখে বললেন, 'দেখো, এ অমুক গোত্রের লোক, যারা কুরবানির পশুকে সম্মান করে। কাজেই তোমরা যারা কুরবানির জন্য উট এনেছ, সেগুলো এই ব্যক্তির সামনে নিয়ে এসো।' সাথে উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠেরও নির্দেশ দেন।

হুলাইস ইবনু আলকালা আসার পথে উপত্যকায় কুরবানির পশু দেখে সেখান থেকেই ফিরে যায়। আল্লাহর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ না করেই ফিরে গেল কুরাইশের

---

[২৭১] দেখুন, সালীম হিজাযী রচিত, মানহাজুল ই'লামিল ইসলামি ফি সুলহিল হুদাইবিয়াহ, পৃ. ১৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাছে। এটা তার দেখা সম্মানের প্রতিফলন।[২৭২] উপত্যকাটি ছিল শুকনো, অনুর্বর, চারণভূমিতে ঘাস দানাপানি কিছুই ছিল না। কুরবানির পশুগুলো দীর্ঘ অনাহারের দরুন বাধ্য হয়ে নিজেদের মল খাচ্ছিল। সে মুসলিমদের কাছে আসতেই শুনতে পায় উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠের সম্মিলিত আওয়াজ; যাদের দেহে শোভা পাচ্ছিল ইহরামের পোশাক। একই পোশাক দীর্ঘ সময় পরে থাকার কারণে ধুলোমলিন হয়ে গেছে। এসব দেখে হুল্যস মনস্থির করে, আল্লাহর ঘরের মেহমানদেরকে এভাবে বাধা দিয়ে রাখা অমানবিক। ফলে কুরাইশের হস্তক্ষেপ তার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে হয়।

শেষে বনু কিনানার এই নেতা আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা না বলেই ফিরে গেল; অথচ আগে থেকেই নবিজির সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল সে। বাইতুল্লাহ যিয়ারতকারীদের বিরুদ্ধে কুরাইশের অবস্থান তার কাছে শত্রুতামূলক মনে হয়। যে কাজে কুরাইশকে সাহায্য কিংবা পাশে থাকা কারও পক্ষেই বৈধ নয়।[২৭৩]

প্রতিনিধিত্বের বিপরীতে উলটো সে কুরাইশের বিরুদ্ধে দলিল হয়ে ফিরে আসে। চেষ্টা করে কুরাইশের সামরিক অবস্থানে পরিবর্তন আনবার। এদিনই সে আহাবীস ও কুরাইশের মধ্যকার প্রতিশ্রুতি ভেঙে দেয়।

পরে কুরাইশের লোকেরা আহাবীস নেতাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমরা যা কিছু দেখেছি, সব মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিদের কৌশল। কাজেই আমাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও, যেন আমরা আমাদের ব্যাপারে পছন্দ মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারি।'[২৭৪]

হুলাইসের আগমন টের পেয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার সম্পর্কে বলেছিলেন 'সে এমন গোত্রের মানুষ, যারা কুরবানির পশুকে সম্মান করে।' এ তথ্যজ্ঞান থেকে স্পষ্ট হয়, আগত এই ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। নবিজির ভাষ্য থেকে জানা যায়, সম্মানিত ও পবিত্র নিদর্শনসমূহের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল গভীর। এ কারণে আল্লাহর রাসূলও সময়োপযোগী একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে অভিভূত করেন। ফলে সংঘাতের এই মুহূর্তে মুসলিমদের অবস্থানকে সে দেখেছে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে।

---

[২৭২] আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৮৮

[২৭৩] দেখুন, সালীম হিজাযী রচিত, মানহাজুল ই'লামিল ইসলামি ফি সুলহিল হুদাইবিয়াহ, পৃ. ১০৮

[২৭৪] ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৬০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ কথা উল্লেখ যথার্থ হবে যে, গোটা আরবে হুলাইসের একটা সুনাম ছিল এবং সুনাম ধরে রাখা সে পছন্দও করত। কেননা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় সে ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে আহাবীসের নেতার আসন হাসিল করাটা তার জন্য উপভোগ্য ছিল। এমনইভাবে আল্লাহর রাসূল ও কুরাইশ উভয় পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদা সে কামনা করত সমানভাবে। কাজেই তার কাছে যখন স্পষ্ট হলো, সত্য ও ইনসাফ মুসলিমদের পক্ষে; কুরাইশরা অন্যায়ে লিপ্ত, তখন সে বিবদমান দুটি পক্ষের মাঝে নিরাপদ ও নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। ফলে সে চেষ্টা করেছে কুরাইশের অবাধ্যতা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মাসজিদুল হারাম থেকে মুসলিমদেরকে বাধা দেওয়া ও তাদের সাথে শত্রুতার মনোভাব পরিবর্তনে সম্মত করতে।[২৭৫]

এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় বিষয়টা হলো, আল্লাহর রাসূল ﷺ হুলাইসের ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ প্রদর্শন করে তার মাঝে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন। এভাবে উরওয়া ইবনু মাসউদকেও প্রভাবিত করে মুশরিক শিবিরে প্রবাহিত করেছেন ফাটলের আবহ।

উস্তাদ উক্কাদ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতাপ কাজে লাগানো ও যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা সম্পর্কে বলেছেন—

> ‘যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত ও তদন্ত করার জন্য আল্লাহর রাসূল পূর্ণ সচেতন থাকতেন; এমনইভাবে যুদ্ধের অনিবার্যতায় সামরিক শক্তির সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই থাকত। মতপ্রকাশ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাওয়াতের শক্তিটাকে গুরুত্বের চোখে দেখতেন। নবিজির দৃষ্টিতে এর উপকারিতা ছিল অপরিসীম। নির্দেশনামা লেখার সময় তিনি কাতিবকে যুদ্ধ ক্ষেত্রেও দাওয়াতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কথা বলতেন।’ মোটাদাগে এখানে নবিজির দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে—

এক. সম্ভব হলে তোমার প্রতিপক্ষকে সম্মত করবে।

দুই. প্রতিপক্ষের সংকল্প দুর্বল ও তার বাহিনীতে বিভক্তি সৃষ্টি করে মূলত তাকে দুর্বল করতে হবে।

এরপর উক্কাদ বলেন—‘অনেক সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ মাত্র এক ব্যক্তির

[২৭৫] দেখুন, সালীম হিজাযী রচিত, মানহাজুল ই’লামিল ইসলামি ফি সুলহিল হুদাইবিয়াহ, পৃ. ১১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহায্যে যে অভীষ্টে পৌঁছেছেন. অনেক দেশও সুশৃঙ্খল বাহিনীর সাহায্যে সে পর্যন্ত পৌঁছাতেপারেনি।'[২৭৬]

৪. মুকরিয ইবনু হাফ্সের মধ্যস্থতা-আলাপনী

হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে মধ্যস্থতা আলাপের জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে এসেছিল মুকরিয ইবনু হাফ্স। ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করে বলেন, 'কুরাইশের পক্ষ থেকে আরেক ব্যক্তি এল হুদাইবিয়ায়। আল্লাহর রাসূল তাকে দেখে বললেন, 'এ হলো মুকরিয বিন হাফ্স, স্বভাবে অনাচারী। নবিজি তার সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় তাদের মাঝে উপস্থিত হলেন সুহাইল বিন আমর। মা'মার বলেন— আমাকে ইকরিমার সূত্রে আইয়ুব জানিয়েছেন, 'সুহাইল বিন আমরকে আসতে দেখে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'এ তোমাদের কাজ সহজ করবে।' সুহাইল সম্পর্কে আমাদের কিছু কথা আছে, সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

ছয়. কুরাইশের কাছে আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পক্ষ থেকে কুরাইশের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজন অনুভব করেন। এই প্রতিনিধির কাজ হবে নবিজির আগমনের উদ্দেশ্য তাদের জানানো, অর্থাৎ নবিজির উদ্দেশ্য স্বচ্ছ, তিনি যুদ্ধের ইচ্ছায় আসেননি, বরং পবিত্র নিদর্শনসমূহকে সম্মান প্রদর্শন ও উমরা পালন করতে চান। শেষে তিনি আবার মাদীনায় প্রস্থান করবেন। এ লক্ষ্যে আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় খিরাশ ইবনু উমাইয়া খুযাঈকে। সা'লাব নামক উট নিয়ে তিনি মাক্কার দিকে রওয়ানা করেন।

তিনি মাক্কায় প্রবেশ করার পর কুরাইশের মুশরিকরা তাকে আটক করে হত্যা করতে উদ্যত হয়; কিন্তু আহাবীসের লোকেরা এসে রক্ষা করে। খিরাশ সেখানে আর অপেক্ষা করেননি। তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে কুরাইশের ধৃষ্টতার কথা তুলে ধরেন।

এ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর বার্তা দিয়ে আরেকজন দূত প্রেরণের উদ্যোগ নেন। শুরুতে তিনি এ কাজের জন্য নির্বাচন করেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-কে।

[২৭৬] দেখুন, আবকারিয়্যাতু মুহাম্মাদ, পৃ. ৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু ‘উমার অপারগতা প্রকাশ করে ইঙ্গিত করেন উসমান ইবনু আফফানের দিকে।[২৭৭]

এই মতামত প্রকাশের পেছনে ‘উমারের অবশ্য যৌক্তিক কারণ ছিল। তিনি চেয়েছেন, শত্রুদের সাথে মেশার আগে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। যার কারণে ‘উমারের জন্য কাজটি সংগত ছিল না। তাই তিনি উসমানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন—‘মাক্কায় উসমানের গোত্রের লোকেরা এখনো বিদ্যমান। ওরা তাকে মুশরিকদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারবে, ফলে তিনি আল্লাহর রাসূলের চিঠিও পৌঁছাতে পারবেন।’ ‘উমার ﷺ নবিজিকে বলেন—‘আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কুরাইশ আমার ক্ষতি করবে, ওদের সাথে আমার শত্রুতার কথা খুব ভালো মনে আছে। সেখানে বনু আদির এমন কেউ নেই, যে আমাকে রক্ষা করবে; কিন্তু তবুও আপনি চাইলে আমি যেতে পারি।’[২৭৮] আল্লাহর রাসূল কিছু বললেন না। ‘উমার নীরবতা ভেঙে আবার বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবে মাক্কায় আমার চেয়ে সম্মানিত এক ব্যক্তির কথা বলতে পারি। তার আত্মীয়স্বজনও সেখানে বেশি। তিনি হলেন উসমান ইবনু আফফান।’ ‘উমারের এই পরামর্শ গ্রহণ করে নবিজি উসমানকে ডেকে বললেন, ‘উসমান, কুরাইশের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দাও—আমরা কাউকে হত্যা করতে আসিনি, এসেছি বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে। আমরা তার পবিত্র সীমানাকে সম্মান জানাতে চাই। আমাদের সাথে আছে হাদির পশু। এগুলো আমরা জবাই করে আবার ফিরে যাব।’

উসমান ﷺ রওয়ানা করে লাদাহ নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে কুরাইশের কিছু লোক তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল—‘উসমান, কোথায় যাচ্ছ?’

তিনি বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে এক আল্লাহ ও ইসলামের দিকে ডাকছেন। তোমরা পরিপূর্ণভাবে দীনে প্রবেশ করো। মনে রেখো,আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন এবং তাঁর নবিকে করবেন সম্মানিত। আরেকটি কথা হলো, অন্যদের পক্ষ না নিয়ে তাঁর পথ থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও। তারা মুহাম্মাদের ওপর বিজয়ী হলে তোমাদের ইচ্ছাই হাসিল হবে; কিন্তু মুহাম্মাদ বিজয়ী হলে তোমাদের ইচ্ছাধিকার থাকবে। চাইলে অন্যদের মতো তোমরাও ইসলামে প্রবেশ করতে পার, অন্যথায় তোমাদের সামনে যুদ্ধেরও ইচ্ছাধিকার থাকবে। তা ছাড়া বলতে গেলে যুদ্ধ তো তোমাদের

---

[২৭৭] দেখুন, আবু ফারিস রচিত গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া পৃ. ৮৩
[২৭৮] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৬০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্লান্ত করে ফেলেছে। তোমরা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছ।' এভাবে উসমান ﷺ কথার চালে তাদেরকে তুচ্ছ করছিলেন। তারা এ ধরনের যা লাগানো কথা শুনতে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তাই জবাবে বলল, 'তোমার কথা আমরা শুনেছি; কিন্তু এটা কোনোভাবেই হবার নয়। মুহাম্মাদ কোনোভাবেই আমাদের এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। তুমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলো, সে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না।'

কিন্তু আবান ইবনু সাআদ উসমান ﷺ-এর দিকে এগিয়ে আসেন। তাকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, 'তোমার প্রয়োজন থেকে পিছু হটবার দরকার নেই। এরপর তিনি ঘোড়া থেকে নেমে আসেন। উসমান ﷺ তাকে পেছনে নিয়ে আবার মাক্কার পথ ধরেন। হালকা গতিতে তিনি মাক্কায় প্রবেশের পর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একে একে তার দিকে এগিয়ে আসে। আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া ও অন্য অনেকে। এদের অনেকের সাথে উসমানের দেখা হয়েছে লাদাহে, অন্যদের সাথে মাক্কায়। তাদের একটাই কথা—'মুহাম্মাদ আমাদের এখানে কখনোই ঢুকতে পারবেনা।'[২৭৯]

তবে মুশরিকরা উসমান ﷺ-এর সামনে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের প্রস্তাব রাখে; কিন্তু তিনি অস্বীকার করে[২৮০] দুর্বল মুসলিমদের কাছে আল্লাহর রাসূলের এই বার্তা পৌঁছাতে যান যে, অচিরেই আল্লাহ তাদের জন্য সহজতা ও পরিত্রাণের পথ বের করবেন।[২৮১] ফেরার পথে এই দুর্বল মুসলিমদের একটা মৌখিক বার্তা তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে আসেন। তাদের ভাষ্য ছিল—'আল্লাহর রাসূলকে আমাদের পক্ষ থেকে সালাম বলুন। যে সত্তা তাকে হুদাইবিয়া অবতরণ করাতে সক্ষম, সেই সত্তা তাকে মাক্কাতেও প্রবেশে সক্ষম।'[২৮২]

সন্ধির বিষয়ে মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের মুখোমুখি আলোচনা চলছিল। এ সময় হঠাৎ কোনো পক্ষের একজন অন্য পক্ষের লোকদের দিকে তির নিক্ষেপ করে। জবাবে অপর পক্ষও তির, পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ শুরু করলে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। শুরু হয় শোরগোল, হইচই। নিজেদের বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ওঠে উভয়

---

[২৭৯] যাদুল মাআদ, ৩/ ২৯০ সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ৩৪৪
[২৮০] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ৩৪৪
[২৮১] যাদুল মাআদ, ৩/ ২৯০
[২৮২] দেখুন, আবু ফারিস রচিত গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া পৃ. ৮৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পক্ষের লোকেরাই।[২৮৩] এই অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলছেন—

'তিনি মাক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন।' (সূরা ফাতাহ: ২৪)

ইমাম মুসলিম ﵀ এই আয়াত নাযিলের কারণ সম্পর্কে বলেন—'মাক্কার আশিজন মুশরিক জাবালে তানঈম থেকে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নেমে আসে। আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিদের অমনোযোগিতার সুযোগ সন্ধানী ছিল ওরা। আল্লাহর রাসূল তাদের ধরে আবার ছেড়ে দেন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ ওপরের আয়াতটি নাযিল করেন।'

সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—'হুদাইবিয়ায় মুশরিকরা আমাদের কাছে সন্ধির চিঠি প্রেরণ করে। এ সময় একে অপরের সাথে মিলেমিশে চলছিল। আমি আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদ ছেড়ে আল্লাহর রাসূলের দিকে হিজরাত করেছিলাম মাদীনায়। এখানে আসার পর থেকে আমি তালহা বিন উবাইদুল্লাহর অধীনে ছিলাম। তার ঘোড়াকে পানি খাওয়াতাম, পাতা পাড়তাম, তার সেবা করতাম, তার কাছেই খেতাম।

শান্তি আলোচনার এ পর্যায়ে মাক্কাবাসী ও আমরা মিলিত হয়ে সময় পার করছিলাম। ঝিমঝিম ঘুমের আভাসমাখা সময়। আমি একটি গাছের গোড়ায় এসে কাঁটা পরিষ্কার করলাম। এরপর শেকড়ে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। এমন সময় মাক্কার চারজন লোক আমার কাছে এসে আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে আলাপ জুড়ে দিলো। আমি বিরক্তি প্রকাশ করে অন্য গাছের নিচে চলে এলাম; কিন্তু তাদের থেকে দৃষ্টি সরাইনি।

ওরা গাছের ডালে অস্ত্র ঝুলিয়ে শুয়ে পড়ল। এভাবেই কেটে গেল কিছু সময়। হঠাৎ একজনের আওয়াজ ভেসে এলো। উপত্যকার নিচের দিক থেকে একজন ডেকে বলছে, 'মুহাজির সাহাবিগণ সতর্ক হও, ইবনু যানীমকে হত্যা করা হয়েছে।' আওয়াজ আমার কানে আসতেই দ্রুত তরবারি নিয়ে শুয়ে থাকা চার মুশরিকের দিকে এগিয়ে এলাম। তারা জেগে উঠবার আগেই অস্ত্রগুলো নিজের আয়ত্তে নিয়েনিলাম।

---

[২৮৩] যাদুল মাআদ, ৩/ ২৯১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শেষে ওদেরকে বললাম, 'সেই সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মাদকে সম্মানিত করেছেন, তোমাদের যে কেউ মাথা ওঠানোর চেষ্টা করলে আমি তার মুণ্ডু ফেলে দেবো।'

ঘটনার আকস্মিকতায় তারা এখন আমার হাতে জিম্মি। আমি তাদের নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। দেখলাম, আমার চাচা আমেরও একজন আবলাতি লোককে নিয়ে আসছেন। লোকটার নাম ছিল মুকরিয। সত্তরজন অশ্বারোহীর সঙ্গে তাকেও ধরে নিয়ে আসছেন।

আল্লাহর রাসূল বন্দিদের দেখে বললেন, 'এদেরকে ছেড়ে দাও।' এভাবে নবিজি তাদের ক্ষমা করে দেন। যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করে বলেন,

'তিনি মাক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন।' (সূরা ফাতাহ: ২৪)

ইবনু কাসীর ﵀ বলেন—'মুমিনদের প্রতি এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। তিনি মুশরিকদের হাত তাদের থেকে নিবারিত রেখেছেন, ফলে এদের দিক থেকে মুমিনরা কোনো অনিষ্টের শিকার হয়নি, আবার মুশরিকদের ব্যাপারেও মুমিনদের হাত নিবারিত রেখেছেন, ফলে মাসজিদে হারামের কাছে তাদেরকে হত্যা করা হয়নি; বরং উভয় পক্ষ রক্ষা পেয়েছে এবং নিজেদের মাঝে যে কল্যাণকামিতা দেখেছে, তাতে ছিল মুমিনদের জন্য কল্যাণ এবং দুনিয়া-আখিরাতে নিরাপত্তা ও মুক্তি।[২৮৪]

সাত. বাইআতুর রিদওয়ান

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে দুঃসংবাদ এলো, মাক্কায় উসমান ﵁-কে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। মুশরিকদের উচিত শিক্ষা দিতে ও প্রাণপণ যুদ্ধ করতে সাহাবিদেরকে বাইআতের জন্য ডাকলেন। সাহাবায়ে কেরাম মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য বাইআত গ্রহণ করেন। অন্তরে নিফাকি সুপ্ত রাখার কারণে জাদ্দ ইবনু কাইস এতে অংশ নিতে পারেনি।[২৮৫]

[২৮৪] তাফসিরে ইবনে কাসীর, ৪/ ১৯২
[২৮৫] আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক বর্ণনায় আছে, বাইআত নেওয়া হয়েছিল সবরের শর্তে।[২৮৬] আরেক বর্ণনা অনুযায়ী পিছু না হটার শর্তে।[২৮৭] তবে উভয় বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা, মৃত্যুর শর্তে বাইআতের বিষয়টি ইঙ্গিত করে, যুদ্ধের সময় সবর করতে হবে, পলায়ন করা যাবে না।

এ সময় প্রথম আনুগত্যের শপথ নেন আবু সিনান আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব আসদি।[২৮৮] তার পরে সাহাবিরা সবাই নবিজির দিকে এগিয়ে এসে শপথ নেন।[২৮৯] সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ তিন বার বাইআত হয়েছিলেন, শুরুতে, মাঝখানে এবং সবার পরে আরেকবার। [২৯০]

আল্লাহর রাসূল নিজের ডান হাত তুলে ধরে বললেন, 'এটা উসমানের হাত।' তারপর তা বামহাতের ওপর রাখেন।[২৯১] নবিজির হাতে এদিন বাইআত হওয়া সাহাবিদের সংখ্যা ছিল ১৪শ।[২৯২]

বাইআতুর রিদওয়ানের কথা কুরআনে আলোচিত হয়েছে; কুরআনের বেশ কিছু আয়াত ও নবিজির হাদীসে বাইআতটিতে অংশ নেওয়া সাহাবিদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন—

> 'যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে, অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (সূরা ফাতাহ: ১০)

এ আয়াতে বাইআতুর রিদওয়ানে অংশ নেওয়া সাহাবিদের অনন্য প্রশংসায় ভূষিত করা হয়েছে। এরচেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে যে, নবিজির হাতে তাদের বাইআতের অর্থ হলো আল্লাহর হাতেই বাইআত! সন্দেহ নেই, সাহাবিদেরকে

---

[২৮৬] প্রাগুক্ত,
[২৮৭] প্রাগুক্ত
[২৮৮] প্রাগুক্ত
[২৮৯] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/ ২৯১
[২৯০] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৪০৪
[২৯১] বুখারি, ৩৬৯৮, তিরমিযি, ৩৭০৬
[২৯২] আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে সম্মানের উন্নত শিখরে সমুন্নত করা হয়েছে।[২৯৩]

আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও বিভিন্নভাবে তাদের প্রশংসা ও মর্যাদা প্রকাশ করেছেন। যেমন—

ক. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের বলেছেন, 'আজ তোমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমানব কাফেলা।' সেদিন আমরা ছিলাম ১৪শ সাহাবি। আমি এখনো দেখতে চাইলে তাদেরকে বৃক্ষ ছায়ায় দেখতে পাই।'

খ. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ رضي الله عنه বলেন—উম্মু বাশার আমাকে জানিয়েছেন, তিনি শুনেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ হাফসাকে বলছিলেন, 'ইনশাআল্লাহ, বৃক্ষতলায় বাইআত হওয়া সাহাবিদের একজনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।' হাফসা বললেন, 'আসলেই কি তাই ইয়া রাসূলাল্লাহ!' নবিজি তার প্রতি রাগ করেন। এবার হাফসা কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন—'তোমাদের সকলকেই তার ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে।'

নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ, এরপর আল্লাহ এ কথাও বলেছেন—'অতঃপর আমি পরহেযগারদের উদ্ধার করব এবং জালেমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।' (সূরা মারইয়াম: ৭২)

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, আল্লাহর রাসূলের হাদীস—বৃক্ষের নিচে বাইআত হওয়া একজন সাহাবিও ইনশাআল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না—বিষয়ে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'এটা সুনিশ্চিত সংবাদ যে, তাদের কেউ-ই জাহান্নামে যাবে না। নবিজি ইনশাআল্লাহ মূলত বলেছেন, বারাকাহ হাসিলের জন্য, সন্দিগ্ধ হয়ে নয়।

২য় পর্যায়ে হাফসা رضي الله عنها সংশয় প্রকাশ করেছেন, নবিজি তাকে ধমক দিয়েছেন, তারপর হাফসা আবার মতের পক্ষে দলিল হিসেবে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, 'তোমাদের সবাই এর ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে।' শেষে নবিজি বলেছেন, পরের আয়াত—'অতঃপর আমি মুত্তাকিদের মুক্তি দেবো।' এই কথোপকথন প্রমাণ করে, বিতর্ক করা ও সঠিক বিষয় জানানোর জন্য জবাব দেওয়া জায়েয। হাফসা আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চেয়েছেন, নবিজির কথা

---

[২৯৩] দেখুন, নাসির হাসান রচিত, 'আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ ফিস সাহাবা, ১/ ২০৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রত্যাখ্যান করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।

আর বিশুদ্ধ কথা হলো, আয়াতে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রমের যে কথা বলা হয়েছে, সেটা জাহান্নামের ওপরে নির্মিত পুল। জাহান্নামিরা এখানে পড়ে যাবে, আর জান্নাতিরা মুক্তি পাবে।

বদর যুদ্ধের সাথে এই প্রেক্ষাপটটির তুলনা করলে স্পষ্ট হয়, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় মুহাজির সাহাবিদের সংখ্যা বেশি ছিল। যেখানে বদর প্রান্তরে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩ জন, সেখানে আজ হুদাইবিয়ায় তাদের সংখ্যা ৮০০। এদের সিংহভাগই ছিলেন পার্শ্ববর্তী আরব ছোট গোত্রগুলোর যুবকশ্রেণি। ছোট এই গোত্রগুলোর যুবকরা হিজরাত করে মাদীনায় আসতেন। মিলিত হতেন আল্লাহর রাসূলের শান্তির পতাকাতলে। প্রাত্যহিক জীবনের শিক্ষা অর্জন করতেন মাসজিদে, আর বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানে ঋদ্ধ হতেন বাস্তব জীবনের শিক্ষায়। বিশেষ সামরিক বাহিনীতে অংশী হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে শিখতেন দীনের গভীর জ্ঞান। এভাবে বেড়ে উঠতেন অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের নিবিড় পরিচর্যা আর যত্নশীলতার ছায়ায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালনে প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ফলে স্বভাবতই ছোট গোত্রগুলো মর্যাদায় বহুদূর এগিয়ে যায় আর বড় গোত্রগুলো ইসলামের সাথে বিচ্ছিন্নতার কারণে একদম তলানিতে পড়ে থাকে।

ক্রমশ উন্নয়নশীল গোত্রগুলোর শীর্ষে ছিল আসলাম ও গিফার গোত্র। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে একদম প্রথম দিকে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মাঝে দা'ওয়ার সূচনা হয়েছিল আবু যর গিফারি ﷺ-এর হাত ধরে। ইসলামের ঊষালগ্নে মাক্কায় এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর জাতির মাঝে ফিরে যান একজন একনিষ্ঠ দাঈ হয়ে। তার অবিশ্রান্ত মেহনতের ফলাফল প্রকাশ পেতে তেমন অপেক্ষা করতে হয়নি। এই তো, উহুদ যুদ্ধের পর বনু গিফারের ৭০টি পরিবার নিয়ে তিনি মাদীনায় আসেন। এদিকে হিজরাতের আগেই মাদীনায় এসে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বুরাইদা ইবনুল হাসীব আসলামি ﷺ। তার গোত্রের ৭০জন ব্যক্তিসহ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৯৪]

অন্যান্য গোত্রের মধ্যে মুযাইনা, জুহাইনা, আশজা ও খুযাআ গোত্রের কিছু

[২৯৪] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়াহ, ৪/ ২১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুবক মাদীনায় এসে ইসলামের পতাকা তলে শামিল হয়। বাকি অধিকাংশই থেকে যায় শিরকের অন্ধকারে। মাদীনার স্পর্শে থাকলেও মহান লক্ষ্য থেকে পড়ে থাকে অনেক দূরে। ফলে এমন মর্যাদা ও নবুওয়াতি অমৃত সুধা অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করতে পারেনি তারা। এজন্যই গ্রাম্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকা সম্পর্কে যখন আয়াত নাযিল হয়, সেই আয়াত তাদের বুকে বজ্রের মতো আঘাত হানে।[২৯৫]

হুদাইবিয়া সন্ধির ঘটনাপ্রবাহ:

এক. রাসূলুল্লাহর সাথে সুহাইল বিন আমরের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

বাতাসের বেগে কুরাইশের কাছে বাইআতুর রিদওয়ানের খবর পৌঁছে যায়। নেতারা উপলব্ধি করতে পারে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যুদ্ধের ইচ্ছে নয়, সংকল্প করেছেন। এবার ওদের টনক নড়ে। আলোচনার জন্য যত দ্রুত সম্ভব সুহাইল বিন আমরকে নবিজির কাছে পাঠিয়ে দেয়।[২৯৬] নবিজি সুহাইলকে দেখে সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ওরা সন্ধির ইচ্ছা করেই এই ব্যক্তিকে পাঠিয়েছে।'[২৯৭]

সুহাইল বিন আমর ছিলেন কুরাইশের সেই নেতাদের একজন, যারা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ব্যাপারটি বুঝতেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন দক্ষ বক্তাও। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, শানিত চেতনা ও মতামতে সূক্ষ্মদর্শী।

এবার আমরা সন্ধির মূল পর্বে প্রবেশের প্রয়াস চালাব ইনশাআল্লাহ—

উসমান ইবনু আফফান ﵁ ফিরে আসার পর দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধি বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। সন্ধিচুক্তির জন্য উভয় পক্ষ আবশ্যকীয় কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরেন এবং কিছু বিষয়ে তাদের মাঝে মতভেদও দেখা দেয়। দেখা যাচ্ছে—শুরুতে কিছু বিষয়ে একমত হলেও আর কিছুতে হচ্ছে মতভিন্নতা। এভাবে দীর্ঘ সময় ঐকমত্য আর মতভিন্নতা, গ্রহণ আর পরিত্যাগের চক্রে আলোচনা চলতে থাকে। শেষে এক সময় উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি কাছাকাছি আসে। তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিশ্রুত বিষয়গুলো অক্ষত রাখতে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

নির্দিষ্ট বিষয়গুলোতে উভয় পক্ষ সম্মত হবার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ লেখক

---

[২৯৫] দেখুন, আত তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৪/ ২১৬
[২৯৬] দেখুন, আত তারিখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি, পৃ. ৩৩৯, ৩৪০
[২৯৭] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৬০২, ৬০৪, ৬০৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আলি ইবনু আবি তালিবকে দ্বিপাক্ষিক এই চুক্তিপত্র 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' দিয়ে লেখা শুরু করতে নির্দেশ দেন।

এখানটায় কুরাইশের প্রতিনিধি প্রধান সুহাইল বিন আমর আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমরা রাহমানকে চিনি না। কাজেই লেখো 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা।' এই আপত্তির কারণে সাহাবায়ে কেরাম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বললেন, 'যিনি আল্লাহ, তিনিই রাহমান, আমরা রাহমান ছাড়া বিসমিল্লাহ লিখতে পারব না।'

কিন্তু আল্লাহর রাসুল ﷺ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও সহিষ্ণুতার পথে হেঁটে বললেন, 'আচ্ছা বিসমিকা আল্লাহুম্মাই লেখো।'[২৯৮]

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বললেন, 'লেখো, এই সন্ধিপত্রে সম্মত হয়েছেন রাসূলুল্লাহ।' নবিজির বাক্য পূর্ণ হবার আগেই সুহাইল বিন আমর আবার আপত্তি তুলে বলল, 'আপনাকে আল্লাহর রাসুল বলে বিশ্বাস করলে আমরা তো আপনার বিরোধিতাই করতাম না; বরং অনুসরণ করতাম। আপনি কি আপনার ও আপনার বাবার নামের সংযুক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ লিখতে অনীহা প্রকাশ করছেন? কিন্তু আপনার সাথে আপনার বাবার নামই লিখতে হবে।'[২৯৯]

এই আপত্তির ঘোর বিরোধিতা করেন সাহাবায়ে কেরাম; কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ হিকমাহ, সরলতা ও দূরদর্শিতা কাজে লাগিয়ে মতভেদ নিরসন করেন। লেখককে নির্দেশ দেন চুক্তিপত্র থেকে রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেলতে। এ সময় অপার নীরবতা নেমে আসে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে।

দেখছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমের' পরিবর্তে শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লেখায় মুশরিকদের সাথে সম্মত হয়েছেন। তেমনই 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি লেখা ত্যাগ করে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ লেখাতেও একমত হয়েছেন। চুক্তিতে আরেকটা কঠিনধারা ছিল—ওদের থেকে কেউ মুসলিমদের কাছে চলে গেলে ফিরিয়ে দিতে হবে; কিন্তু মাদীনার কেউ মাক্কায় গেলে ফিরিয়ে দেবে না। নবিজি এটাতেও সম্মত হয়েছেন। নবিজির এসব মেনে নেওয়া বা এই নমনীয়তা মূলত সন্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছিল। অধিকন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর কোনো দিক ছিল না।

---

[২৯৮] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/৬১০

[২৯৯] দেখুন, আল মুস্তাফাদ মিন কিসাসিল কুরআন লিদ দা'ওয়াহ ওয়াদ দুআ ২/৩৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেমন: বিসমিল্লাহ ও বিসমিকা আল্লাহুম্মার অর্থ একই। এমনিভাবে 'রাসূলুল্লাহ' বাদ দিয়ে শুধু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ লেখাতেও সমস্যা নেই। কারণ, তিনি আল্লাহর রাসূলই। মুশরিকরা মানুক আর না মানুক, লিখতে দিক কিংবা বারণ করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। পৃথিবীর সব মুশরিক তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও তিনি আল্লাহর রাসূল। এটা আল্লাহর কালিমা, আর তাঁর কালিমায় কোনো পরিবর্তন হয় না।

আর এই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিফাত 'রাহমান ও রাহিম' লেখা ছেড়ে দেওয়া মানে যেমন এই সিফাতকে অস্বীকার করা নয়, তেমনই আল্লাহর রাসূলের রিসালাতের গুণ লেখা থেকে বিরত থাকা মানেও তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করা নয়। অন্য দিকে তাদের দাবি মেনে নিলে তো আসলেই কোনো ক্ষতি নেই। যদি তারা আল্লাহর সম্মান পরিপন্থি কিছু লেখার দাবি জানাত, তখন বরং ক্ষতি হতো ও আপত্তি থাকত।

✓ আরেকটা শর্ত : 'মুসলিম হয়ে কেউ মাদীনায় হিজরাত করলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে; বিপরীতে মাদীনার কেউ মাক্কায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে মুশরিকরা বাধ্য থাকবে না।' এটা মেনে নেবার কারণ স্পষ্ট করে আল্লাহর রাসূল বলেন, 'আমাদের মধ্য থেকে কেউ মুশরিকদের কাছে চলে গেলে মনে করতে হবে আল্লাহ তাকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন; আর তাদের কেউ আমাদের কাছে এলে যদি আমরা তাকে মাক্কায় ফিরিয়ে দিইও, অচিরেই আল্লাহ তার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবেন। ইতিহাস সাক্ষী, পরে নবিজির কথাই সত্য হয়েছে। মোটাদাগে দশটি শর্তের ভিত্তিতে মুশরিক-মুসলিম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের নমুনা নিম্নরূপ—

১. বিসমিকা আল্লাহুম্মা।

২. এই সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ও সুহাইল বিন আমরের মাঝে।

৩. উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে দশ বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ে মানুষ নিরাপদ থাকবে, উভয়ে অন্য পক্ষ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে।

৪. মুহাম্মাদের যেকোনো সাথি হাজ্জ অথবা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে কিংবা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে মাক্কায় এলে তার প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে। এমনইভাবে কুরাইশের কেউ মিশর কিংবা সিরিয়ায় আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে মাদীনার পথে গেলে তারও জানমাল নিরাপদ থাকবে।

৫. কুরাইশের কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদের কাছে গেলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে;কিন্তু মুহাম্মাদের কোনো সাথি কুরাইশের কাছে এলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।

৬. চুক্তিপত্রের শর্ত সংরক্ষণে আমাদের সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। কেউ যেন শর্ত বহির্ভূত কোনো কাজ না করে। কোনো প্রকার খিয়ানাত কিংবা চুরি ডাকাতি থেকে নিবৃত থাকতে হবে। উভয় পক্ষের মানুষের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে।

৭. পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর কেউ মুহাম্মাদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিতে ঢুকতে চাইলে সে অধিকার থাকবে; আর কেউ কুরাইশের চুক্তির অধীন আসতে চাইলে সে অবকাশও রয়েছে।

চুক্তিনামার এই পয়েন্টে এসে বনু খুযাআহ অগ্রসর হয়ে বলল, 'আমরা মুহাম্মাদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিতে সংযুক্ত হলাম। পাশ থেকে বনু বকর এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা আছি কুরাইশের সাথে।

৮. আপনি (মুহাম্মাদ ﷺ) এ বছর আমাদের এখান থেকে ফিরে যাবেন, মাক্কায় প্রবেশ করবেন না। সামনের বছরে আপনার সাথিদের নিয়ে মাক্কায় এসে তিনদিন অবস্থান করবেন। অস্ত্র—তরবারি থাকবে কোষবদ্ধ। এ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ঢোকা যাবে না।

৯. কুরবানির জন্য যেসব পশু আনা হবে, তাতে কুরাইশের কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

১০. এই সন্ধিচুক্তিতে মুসলিম ও মুশরিকদের কয়েকজন সাক্ষী থাকবে। মুসলিমদের পক্ষ থেকে সাক্ষী হিসেবে আছেন, আবু বাক্‌র আস সিদ্দীক, "উমার ইবনুল খাত্তাব, আবদুর রাহমান ইবনু আউফ, আবদুল্লাহ বিন সুহাইল বিন আমর, সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ও চুক্তির সম্মানিত লেখক 'আলি ইবনু আবি তালিব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুকরিয বিন হাফ্স ও সুহাইল বিন আমর।[৩০০]

একটু পেছনে আমরা পড়ে এসেছি, এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার আগে যার যার শর্ত ও স্বার্থ নিয়ে পর্যাপ্ত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। শত্রুপক্ষ থেকে স্বাক্ষর আদায় করে নিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নমনীয় চরিত্রের উপমাও দৃশ্যত হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই চুক্তিই ছিল বলতে গেলে আল্লাহর রাসূলের শাসনাধীন একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাযাত্রা; কিন্তু এই পর্যায়ে আসতে অনেক তর্কবিতর্ক ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা গত হয়েছে। অনেকে ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হচ্ছিল। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষ বৈঠককে গুরুত্ব দেওয়ায় এ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অবশেষে দু দলের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে।

সন্দেহ নেই, যে সময়টাতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তখন সামরিক রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনায় মুসলিমরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। কোনো প্রকার দুর্বলতা ছিল না। সেই শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান কারার সামর্থ্য ছিল, যে কারণে ক্ষুব্ধ ও ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য-বলয়ের বাইরে যাবার মানসিকতা কিংবা দুঃসাহস তাদের ছিল না।,

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, দ্বিপাক্ষিক কথার সময় কুরাইশের দূত আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে সীমাতিক্রম করছিল; কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাকে শায়েস্তা করতে প্রবৃত্ত হননি। মুসলিমরাও তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছেন। কেননা, দূত হত্যার বিধান নেই। আল্লাহর রাসূল বরং সহিষ্ণুতায় কোমলতায় আবৃত্ত হয়ে তার কথায় সম্মত হয়েছেন। ফলে পৌঁছতে পেরেছেন ইসলামের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

সে পরিস্থিতিতে জরুরি ছিল রক্তপাত বন্ধ করা, নিরাপত্তার শক্তি বিন্যাস গড়ে তোলা, এবং নবিজি প্রত্যাশিত ছিলেন এই কওম এক সময় সত্য উপলব্ধি করবে, যথাস্থানে ফিরে আসবে, আল্লাহর কালাম শুনবে,[৩০১] নিজেরাও তখন ইসলামি দাওয়াতে শামিল হবে, মানুষকে দীনের পথে ডাকার জন্য আল্লাহ তাদের কবুল করবেন।'

এ পর্যায়ে হুদাইবিয়ায় সম্পাদিত চুক্তিনামার শর্তগুলো নিয়ে আমরা গভীরভাবে

[৩০০] দেখুন, মুহাম্মাদ আদদীক রচিত, আল মুআহাদাত ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল কানুনিদ দাওলা' পৃ. ২৭০, ২৭১
[৩০১] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাবলে নিচের সূক্ষ্ম দিকগুলো স্পষ্ট হয়।

১. ইসলামি চুক্তিপত্রের ভূমিকাতেই ছিল বিসমিল্লাহ কিংবা বিসমিকা আল্লাহুম্মার মাধ্যমে সূচনা। আর দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্তে রাষ্ট্রগুলোর নীতি হলো চুক্তিপত্র লেখার সূচনা হবে এমন ভূমিকা দিয়ে, যাতে উভয় পক্ষ একমত থাকে।

আমাদের জন্য যে বিষয়টাতে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক, তা হলো, ইসলামের সন্ধিচুক্তি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হবে, তাঁর পবিত্র নাম দিয়েই শুরু হবে। কারণ, তিনিই আমাদের সব। তাঁর নাম প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে আন্দোলিত হয়।

আর যাদের বিশ্বাসে ভ্রান্তি মিশে গেছে, তারা আল্লাহকে অস্বীকার না করলেও আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত চিন্তার শিকার হয়েছে। তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তারা বিসমিল্লাহর পরিবর্তে বলত সা'বের নামে, উম্মাহর নামে। এটা ওরা করত নিছক ধারণার ভিত্তিতে; কিন্তু আল্লাহতে বিশ্বাসী ব্যক্তির মনে আল্লাহর পবিত্রতার বিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন হবে না। এ কারণে সন্ধিচুক্তির সূচনা হয়েছিল 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' দিয়ে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে চুক্তি স্বাক্ষরকারীর নাম। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাধারণ নীতি হলো চুক্তিপত্রে ভূমিকার পরে চুক্তি স্বাক্ষরকারী কিংবা উভয় পক্ষের নাম উল্লেখ থাকবে।

৩. প্রতিশ্রুতির বিষয়বস্তু। আমরা দেখি, এই প্রতিশ্রুতির শুরুতে সন্ধির কথা আলোচিত হয়েছে। আর সন্ধির আলোচ্য বিষয় ছিল—'দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, এই সময়টায় লোকজন থাকবে নিরাপদ, উভয় পক্ষ অস্ত্র বিরতিতে থাকবে, কেউ কারও ওপর হামলা করবে না।

৪. নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি ও শর্তে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ যেমন বিশেষ শর্তারোপ করার পর উভয়ে তাতে সম্মত হয়েছে। এটাও রাষ্ট্রের একটা সাধারণ নীতি।

৫. হুদাইবিয়া সন্ধি প্রমাণ দিচ্ছে—ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান প্রথমে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। যখন তিনি এতে মুসলিমদের জন্য কল্যাণ দেখবেন। এটাও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাষ্ট্রের একটা সাধারণ নীতি।[৩০২]

৬. মুশরিকদের সন্ধি শর্তে মুসলিমদের ওপর জুলুম ও অন্যায় থাকতে পারে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনায় অধিকতর কল্যাণের নিমিত্তে এটা মেনে নিয়ে এর ক্ষতি প্রতিহত করা জায়েয। এখানে মূলত অধিক ক্ষতিকর দিকটা প্রতিহত করা প্রাধান্য পাবে।[৩০৩]

৭. হুদাইবিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় হিসেবে অভিহিত করেছেন। ফাতহের শাব্দিক অর্থ হলো—বন্ধ জিনিস খোলা। আর হুদাইবিয়ায় সম্পাদিত এই সন্ধি মুসলিমদের সামনে এক রুদ্ধ-দুয়ারের মতো ছিল, আল্লাহ যা খুলে দিয়েছেন। এই সন্ধিই বিভিন্ন প্রান্তের রুদ্ধ-হৃদয়ের জানালা খুলে দিয়েছে।

হুদাইবিয়ার শর্তগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য জুলুম ও অন্যায় মনে হচ্ছিল; কিন্তু এর অন্তরালে নিহিত ছিল বিজয় ও সাহায্য। রাহমানি নূরের উজ্জ্বলতায় নবিজি সেটা অনুভব করতে পারছিলেন। তাই তিনি মুশরিকদের সব শর্তই মেনে নিচ্ছিলেন, যা বহন করা অধিকাংশ সাহাবি ও জ্যেষ্ঠদের জন্য কষ্টকর লাগছিল; কিন্তু নবিজি তো দেখছিলেন এই অপছন্দনীয় শর্তাদির আড়ালে পছন্দনীয় কী লুকিয়ে আছে।[৩০৪]

৮. চুক্তিপত্রে এটাও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, পার্শ্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীগুলো এই সন্ধির অধীনে প্রবেশ করতে পারবে। এই ধারাটির ভিত্তিতেই নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বনু খুযাআহ ও বনু কিনানাহ চুক্তিতে প্রবেশ করেছে। যাদের মাঝে যুদ্ধ তখনও চলমান ছিল। চলে আসছিল বহুদিন ধরে।[৩০৫]

৯. চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার পর উভয় পক্ষের ওপর তা কার্যকর করার আবশ্যকীয়তা এসে পড়ে। হুদাইবিয়ায় আল্লাহর রাসূল ﷺ চুক্তিতে বিশিষ্ট সাহাবিদেরকে সাক্ষী রেখেছেন, নিজ উদ্যোগে তা কার্যকর করেছেন। এটাই চুক্তি বাস্তবায়ন, কার্যকর ও সত্যায়নের চূড়ান্ত কাজ।

---

[৩০২] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/৩০৬

[৩০৩] প্রাগুক্ত

[৩০৪] দেখুন, মুহাম্মাদ আদদীক রচিত, আল মুআহাদাত ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ পৃ. ২৭২

[৩০৫] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ২৮০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০. সন্ধিচুক্তির সময় যেকোনো পক্ষ একজন মধ্যস্থতাকারীকে নিজেদের সঙ্গে রাখতে পারবে। যেমন: কুরাইশের একজন বড় মিত্র ব্যক্তি হুলাইস বিন আলকামা এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আসলেই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অনুসরণীয় নেতা ছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ব্যাপারে জানতেন যে, তিনি বাইতুল্লাহ শরীফ ও আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে ভীষণরকম সম্মান করেন।

কুরাইশ তাকে নির্বাচন করার কারণ হলো, সে সময় তিনি আরবে শ্রদ্ধেয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিদের মাঝে যেহেতু তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তাই তার মাধ্যমে সুফলের আশা করছিল তারা।[৩০৬]

বর্তমান রাষ্ট্রগুলোর মাঝে এই নীতিটাও স্বীকৃত। কেননা, অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় চুক্তি সম্পাদিত হয়; যারা প্রথমে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজটা সফল করার ব্যাপারে উভয় পক্ষকে আশ্বস্ত করে নেয়। কিংবা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরে এমন কোনো এক ব্যক্তি মধ্যস্থতা করে, যার সাথে উভয় দেশের কারও সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্ক নেই।

১১. চুক্তিনামা কার্যকর বলে গণ্য হবে এর শর্তসমূহের ওপর শুধু একমত হবার মধ্য দিয়ে। যদিও তা লেখা না হয়; কিংবা উভয় পক্ষের কেউ এখানে সশরীরে উপস্থিত না থাকে। এখানে আবু জানদাল বিন সুহাইল বিন আমরের ঘটনাটা উল্লেখ করা যেতে পারে। চুক্তির পাঁচ নম্বর শর্ত অনুযায়ী রাসূল ﷺ তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ধারাটি ছিল—'কুরাইশের কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদের কাছে এলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে; কিন্তু মুহাম্মাদের কোনো সাথি কুরাইশের কাছে এলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।' আল্লাহর রাসূল এই শর্ত মেনে চলার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই তা কার্যকর হয়েছে। অথচ তখনও তা লিপিবদ্ধ হয়নি।

১২. চুক্তিনামা লিখতে হবে দুটি পত্রে। (অথবা চুক্তিনামার কমপক্ষে দুটি কপি করা হবে।) প্রত্যেক পক্ষ একটা করে কপি নিজেদের সঙ্গে রাখবে। হুদাইবিয়ায় সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হবার পর এমনটাই করা হয়েছে। তারিখ যুক্ত একটি করে চুক্তিপত্র উভয়ে নেবার পর কুরাইশি প্রতিনিধি দল মাক্কায় ফিরে যায়।[৩০৭]

[৩০৬] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ১৯৯-২০০
[৩০৭] দেখুন, আল মুআহাদাত ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ পৃ. ২৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুই. সাহাবি আবু জানদালের দুর্দশা এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ

হুদাইবিয়া সন্ধির সময়কার সবচেয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর একটি হলো প্রতিশ্রুতি পূরণ। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পুরো জীবনটাই তো মানবীয় সকল উত্তম গুণাবলিতে সমৃদ্ধির উৎকৃষ্ট উদাহরণ; কিন্তু আবু জান্দালের শোচনীয় মুহূর্তেও তিনি প্রতিশ্রুতি পূরণকে যেভাবে অনিবার্য করে নিয়েছিলেন, তা সত্যিই বিস্মিত হবার মতো ব্যাপার।

আল্লাহর রাসূল তখনও সুহাইল বিন আমরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় নবিজির কাছে আসেন আবু জান্দাল رضي الله عنه। তিনি বেশ কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণের কথা টের পেয়ে পরিবার তাকে একটি ঘরে পায়ে শেকল বেঁধে বন্দি করে রাখে। আজ কোনো একভাবে পালিয়ে মুসলমানদের কাছে চলে আসেন।

সুহাইল বিন আমর ছেলেকে এভাবে দেখে তার দিকে এগিয়ে যান। জামার আস্তিন ধরে নবিজিকে বললেন, 'ইয়া মুহাম্মাদ, আপনার ও আমার মাঝে সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছে। অর্থাৎ, আমার ছেলে আসবার আগেই আমরা আলোচনা শেষ করেছি।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।'

পাশ থেকে আবু জান্দাল رضي الله عنه ভারাক্রান্ত গলায় বললেন, 'আমার মুসলিম সাথিরা, আমাকে আবার কি সেই মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন, যারা আমার দীন নিয়ে আমাকে ফিতনায় ফেলবে?'

কিন্তু আল্লাহর নবি চুক্তির ওয়াদায় স্থির থাকলেন। আবু জান্দালকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদের ও এই কওমের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আমরা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তারাও আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমরা এখন এটা ভাঙতে পারব না।'

সন্ধির ভিত্তিতে নির্মিত এই দুর্ভোগের প্রাচীর সরাতে না পারলেও আল্লাহর রাসূল তাকে আসন্ন পরিত্রাণের সুবার্তা শোনান, সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আবু জান্দাল, ধৈর্য ধারণ করো, প্রত্যাশা করো সওয়াবের। অচিরেই আল্লাহ তোমার ও তোমার মতো দুর্বলদের জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন।'[৩০৮]

---

[৩০৮] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/৩৪৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিশ্রুতি পূরণে নবিজি ﷺ কতটা আন্তরিক ছিলেন, এই ঘটনা সারা দুনিয়ার সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় এর ফলাফল উম্মাহর জন্য কল্যাণকরই প্রমাণিত হয়।[৩০৯] প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে আবু জান্দালের ঘটনা ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহর রাসূল ﷺ ও মুসলিমগণ সহানুভূতির ব্যাকুলতা সংবরণ করে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

আবু জান্দালের বাবা সুহাইল বিন আমর তাকে জামার আস্তিন ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল টুপটুপ করে। আবু জান্দালের এই করুণ কষ্ট ও দুর্ভোগ দেখে অধিকাংশ সাহাবির মনে আবেগের জোয়ার আসে। ছাপিয়ে যায় নদীর দু কূল। কান্না আর বাঁধ মানে না। একই বিশ্বাসে উজ্জীবিত ভাইয়ের যন্ত্রণা কেই-বা সইতে পারে? তারা শুধু চেয়ে দেখছিলেন, আবু জান্দালের মুশরিক বাবা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাক্কায়, মূর্তিপূজারিদের আখড়ার দিকে; কিন্তু কিছুই করবার ছিল না তাদের।

আবু জান্দাল رضي الله عنه অসহনীয় যন্ত্রণায় ধৈর্য ধরেছেন। একত্ববাদের বিশ্বাস ও দীনের পথে আপতিত বিপদে সওয়াবের প্রত্যাশা করেছেন। সুফল দিয়েছেন আল্লাহ তাকে—

'এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা তালাক: ০৩)

এরপর একবছর গত না হতেই তার সাথের দুর্বল মুসলিমরা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে। তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে কুরাইশরা এখন ভয় পেতে শুরু করে। শেষে সবাই আবু বাসীরের সাথে মিলিত হবার পর কুরাইশের সিরিয়াগামী কাফেলাকে তারা টার্গেট করে।[৩১০] এভাবেই উন্মুক্ত হয় মুক্তির পথ। যথাস্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

তিন. যৌক্তিক বিরোধিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সন্ধির প্রতিশ্রুতিতে একমত হবার পর তা লিপিবদ্ধ হবার আগের ঘটনা।একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিম শিবিরে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে দুটি শর্তের

[৩০৯] সাদিক উরজুন রচিত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, ৪/ ২৭৫
[৩১০] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ. ৩২২-৩২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যাপারে। আল্লাহর রাসূল ﷺ যদিও মেনে ছিলেন সেগুলো। শর্তদুটি হলো, 'কেউ মুসলিম হয়ে মাদীনায় এলে আল্লাহর রাসূল তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবেন; কিন্তু কোনো মুসলিম মুরতাদ হয়ে মাক্কায় গেলে ওরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। আর মুসলিমরা এ বছর মাক্কায় না ঢুকে হুদাইবিয়া থেকেই মাদীনায় ফিরে যাবে, আসবে সামনের বছর।'

এই শর্ত দুটির কঠিন বিরোধিতা করছিলেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব, আউসের নেতা উসাইদ বিন হুদাইর ও খাযরাজের নেতা সাআদ বিন উবাদা ﷺ।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ এই ঐক্যের বিরোধিতা করে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আপনি কি আল্লাহর সত্য নবি নন?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আল্লাহর রাসূল।'

'আমরা কি মুসলিম নই?'

'হ্যাঁ, আমরা মুসলিম।'

'তারা কি মুশরিক নয়?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই তারা মুশরিক।'

'তাহলে আমরা কেন আমাদের দীনের ক্ষেত্রে লাঞ্ছনার আনুগত্য করব?'

নবিজি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারব না। তিনিই আমার সাহায্যকারী।'[৩১১] অন্য বর্ণনায় আছে, নবিজি বলেছেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি তাঁর কোনো নির্দেশের বিপরীত কিছু করতে পারব না আর তিনি আমাকে ধ্বংসও করবেন না।'[৩১২]

'উমার বললেন, 'আপনি কি আমাদেরকে এ কথা বলেননি যে, আমরা বাইতুল্লাহয় গিয়ে তাওয়াফ করব?'

নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম; কিন্তু আমি কি বলেছিলাম—এ বছরেই আমরা বাইতুল্লাহ শরীফে যাব?'

[৩১১] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩৩৩
[৩১২] দেখুন, তারিখে তাবারি, ২/ ৬৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'উমার বললেন , 'না, এ কথা আপনি বলেননি।'

নবিজি বললেন, 'শোনো তোমরা বাইতুল্লাহ্ শরীফ অবশ্যই যাবে এবং তাওয়াফও করবে।'

'উমার ﷺ বলেন—আমি আবু বাকরের কাছে গিয়ে বললাম, ইনি কি আল্লাহর সত্য নবি নন।

আবু বাকর বললেন, হ্যাঁ।

আবার বললাম, আমরা আছি সত্যের ওপর, আর আমাদের শত্রুরা কি মুশরিক নয়?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলছ।

আমি বললাম, তাহলে এত নিচু হয়ে আমরা সন্ধি করব কেন?'

আবু বাকর ﷺ 'উমার ﷺ-কে এই বিরোধিতা ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে বলেন—'আরে আল্লাহর বান্দা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল। তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটাই সত্য। তিনি আল্লাহর অবাধ্য হতে পারবেন না। আর আল্লাহ্ তাকে ধ্বংসও করবেন না।'[৩১৩]

'উমার ﷺ বলেন, তিনি কি বলেননি যে, আমরা বাইতুল্লাহ গিয়ে তাওয়াফ করব।

আবু বাকর ﷺ বলেন, হ্যাঁ, বলেছিলেন; কিন্তু তিনি কি বলেছিলেন এ বছরেই তোমরা বাইতুল্লাহয় যাবে?

'উমার ﷺ বলেন, না।

আবু বাকর ﷺ বললেন, 'তোমরা অবশ্যই বাইতুল্লাহয় যাবে, তাওয়াফও করবে।'

এখন আবু জান্দালের করুণ দৃশ্য দেখারপর সাহাবিদের অনেকে নতুন করে সন্ধির বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ে তারা কয়েকজন নবিজির কাছে আসেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ খুব সোচ্চার, তিনি আবু জান্দালকে ফিরে আসতে বলছিলেন।

[৩১৩] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ৩৪৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই সন্ধিতে তাদের অমতের কথাটাও প্রকাশ করছিলেন; কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তাঁর নবিকে অসীম ধৈর্যশক্তি, হিকমাহ, সহনশীলতা এবং এমন দালিলিক শক্তি দান করেছেন, যা দ্বারা তিনি দ্বন্দ্বে বিভক্ত সাহাবিদেরকে আবার সন্ধির বৃত্তে ফেরাতে পেরেছেন। তিনি বোঝাতে পেরেছেন, এতেই রয়েছে মুসলিমদের জন্য কল্যাণ ও সাহায্য।[৩১৪] আর আবু জান্দালের মতো দুরবস্থায় থাকা মুসলিমদের আল্লাহ অচিরেই মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। শেষে আল্লাহর রাসূলের বাণীই সত্যে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এখানে যৌক্তিক বিরোধিতার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। তিনি পথনির্দেশ করেছেন যে, তাঁর পরবর্তী সময়ে নেতার অনুসারীদের মধ্যে বিরোধিতা প্রকাশ পেতে পারে। এই নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করেছেন, ইসলামি সমাজে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে।[৩১৫] একটি মুসলিম সমাজের একজন সাধারণ নাগরিকও স্বাধীন চিত্তে নিজের মত প্রকাশ করতে পারবেন। যদিও এই মত ও চিন্তা বিচারক কিংবা খলিফার বিরুদ্ধে হয়। একজন মুসলিম ব্যক্তি পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে ভীতিহীন চিত্তে তার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করতে পারবে। তার ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা চিন্তা-স্বাধীনতার বিপরীত হয়।

এই বিরোধিতা থেকে বুঝতে পারি, আল্লাহর রাসূলের সাথে 'উমারের বিরোধিতা ছিল রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে একটি মতের ব্যাপারে বিরোধিতা। এমন কোনো অপরাধ নয়, যার জন্য শাস্তি আবশ্যক হবে; কিংবা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে।[৩১৬]

চার. উমরা থেকে হালাল হওয়া ও উম্মু সালামার মাশওয়ারা

সন্ধিপত্র লেখা শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের বললেন, 'তোমরা পশুগুলো কুরবানি করে মাথা মুণ্ডন করো।' নবিজি পরপর এ কথা তিনবার বলেন; কিন্তু কাউকে দাঁড়াতে না দেখে তিনি উম্মু সালামার কাছে প্রবেশ করেন। সাহাবিদের অবস্থা তাকে শোনান।'

উম্মু সালামা ﷺ বললেন, 'আপনি কি এটা পছন্দ করেন? আপনি এখন বের হয়ে কারও সাথে কোনো কথা না বলে আপনার পশু আগে জবাই করুন। তারপর

---

[৩১৪] দেখুন, বাশমীল রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি', পৃ.
[৩১৫] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪৯৫
[৩১৬] দেখুন, আবু ফারিস রচিত গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া পৃ. ১৩৪, ১৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজনকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করুন।'

আল্লাহর রাসূল বাইরে এলেন। কারও সাথে কথা নেই। প্রিয় সাহাবিদের প্রতি যেন অভিমানী তিনি। চুপচাপ পশু জবাই করে একজনকে ডেকে মাথা মুণ্ডালেন। সাহাবিরা এ দৃশ্য দেখে আর বসে থাকতে পারলেন না। পশু জবাই করে একে অপরের মাথা মুণ্ডিয়ে দিলেন। তাদের মানসিক অবস্থা যেন বলছিল, তারা একে অপরকে হত্যা করছেন।

হুদাইবিয়ায় অনেকে মাথা মুণ্ডালেও কেউ কেউ শুধু চুল ছোট করে। এটা দেখে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'মাথা মুণ্ডনকারীদের ওপর আল্লাহ রহম করুন।' সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ছোটকারীদের জন্যেও দুআ করুন।'

নবিজি এবারও বললেন, 'মাথা মুণ্ডনকারীদের ওপর আল্লাহ রহম করুন।' সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ছোটকারীদের জন্যেও দুআ করুন।' নবিজিও এবারও বললেন, 'মাথা মুণ্ডনকারীদের ওপর আল্লাহ রহম করুন।' সাহাবিগণ আগের ধারায় থেকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ছোটকারীদের জন্যেও দুআ করুন।' এ পর্যায়ে নবিজি বললেন, 'এবং ছোটকারীদের ওপরও।'[৩১৭]

হুদাইবিয়ায় আল্লাহর রাসূল আরেকটি কাজ করেছিলেন। আবু জাহলের উটের নাকে রুপার আংটা পরিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য—মুশরিকদের অন্তরে জ্বলন সৃষ্টি করা।[৩১৮] বিবৃত পশু জবাই ও মাথা মুণ্ডনের ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো এখন আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

১. বলতেই হবে, উম্মু সালামা ﷺ-এর মতামত ছিল সরল বারাকাহপূর্ণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহর রাসূল হালাল হবার যে নির্দেশ দিয়েছেন,সাহাবিগণ সেটাকে অবকাশের ঘোষণা মনে করেছেন। ফলে তারা সংকল্পের ওপর অটল থেকে ইহরামের কাপড় পরিহিত অবস্থায় থাকেন। যার কারণে উম্মু সালাম নবিজিকে ইশারা করেছেন; নবিজি নিজে হালাল হলে সাহাবিরা আর বসে থাকতে পারবেন না। আল্লাহর রাসূল তার পরামর্শের যথার্থতা বুঝতে পেরে সেই অনুযায়ী কাজ করেছেন।

সাহাবিরা নবিজিকে আমল করতে দেখে নড়েচড়ে ওঠেন। নবিজির নির্দেশ

[৩১৭] বুখারি, ১৭২৭; মুসলিম, ১২০১;
[৩১৮] আহমাদ, ১/ ২৩৪; আবু দাউদ, ১৭৪৯; ইবনু মাজাহ, ৩০৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পালন করতে হবে, এই সংবিৎ তাদের তাড়িয়ে নেয় আমলের ময়দানে। এভাবেই উম্মু সালামার পরামর্শ হয়েছে সরল ও বারাকাহপূর্ণ।

এখান থেকে চিন্তাশীলা, সরলা ও বুদ্ধিমতী নারী থেকে পরামর্শ নেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।[৩১৯] কেননা, ইসলামে এ পার্থক্য নেই যে, মাশওয়ারা পুরুষের কাছ থেকে নেওয়া হবে নাকি নারীর কাছে থেকে। মত প্রকাশের ক্ষেত্রে রয়েছে উভয়ের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা। ইসলাম একজন নারীকে এভাবেই সম্মানিত করেছে। যারা বলে ইসলাম নারীর অধিকার দাবিয়ে রেখেছে, তাদের ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচার এভাবে বাস্তবতায় এসে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

একজন নারীর জন্যে এরচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে যে, তিনি একজন প্রেরিত নবিকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং সমস্যা সমাধানে নবিজি ﷺ-ও তার মতের ওপর আমল করে পরামর্শের যথার্থতা প্রত্যক্ষ করেছেন।[৩২০]

২. কাজে পরিণত করার গুরুত্ব। আমরা দেখি আল্লাহর রাসূল সাহাবিদেরকে একটি কাজের দিকে তিনবার ডেকেছেন। সেখানে জ্যেষ্ঠ সাহাবিগণও উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কেউ সাড়া দেননি। পরে নবিজি যখন উম্মু সালামার পরামর্শ কাজে পরিণত করার দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটগুলোতে নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য আগে নিজে আমল করাটা হয় অধিক উপকারী।[৩২১]

৩. উমরা ও হাজ্জের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার হিকমাহ সন্ধির কাজ সমাপ্তির পর আল্লাহর রাসূলের কাজ—হালাল হওয়া, জবাই করা ও মাথা মুণ্ডানো প্রমাণ করে, বাধা প্রাপ্তের জন্য হালাল হওয়া জায়েয। প্রক্রিয়াটা হলো, বাধা প্রাপ্ত হওয়া কিংবা এ জাতীয় কোনো সমস্যায় পশু জবাই দেওয়া, তারপর মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হবার নিয়ত করা। চাই তা হাজ্জ হোক কিংবা উমরা। এখানে এটাও প্রমাণিত হয়, নফল হাজ্জ কিংবা উমরার কাযা করা ওয়াজিব নয়।

হানাফি আইনবিদগণ এখানে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, 'তাদের মতে এ প্রেক্ষাপটেও কাযা করা ওয়াজিব। কেননা, হুদাইবিয়া সন্ধিতে যারা আল্লাহর

[৩১৯] দেখুন, শাইখ আদনান নাহভী রচিত 'মালামিহুশ শূরা ফিদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৬১

[৩২০] দেখুন, আল মুআহাদাত ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ পৃ. ২৭৩

[৩২১]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলের সাথে বের হয়েছিলেন, তারা সকলেই উমরাতুল কাযার জন্য পরের বছর বাইতুল্লাহয় গেছেন। তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা মারা গেছে কিংবা খাইবার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।'।[৩২২]

পাঁচ. মাদীনায় প্রত্যার্পণ ও সূরা ফাত্‌হ অবতীর্ণের ক্ষণ

সবশেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় প্রত্যার্পণ করেন। তিনি তখনও পথ চলছিলেন মাক্কা-মাদীনার মাঝামাঝি স্থানে। এমন সময় আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতহ অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে, আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা ফাতহ, ৪৮:১১)

এই সূরা নাযিলের পর আল্লাহর রাসূলের চেহারায় খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সাহাবিদের বলেন, 'আজ রাতে এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার আছে সূর্যের আলো পাওয়া এই পৃথিবীর চেয়েও প্রিয়। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

> 'নিশ্চয় আমি আপনাকে মহাবিজয় দান করেছি'। (সূরা ফাতহ, ৪৮: ০১)

আল্লাহর রাসূলের সাহাবিরা বললেন, 'স্বাচ্ছন্দ্যই আমাদের কাম্য, তবে এখানে আমাদের লাভ কী হলো? এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আবার নাযিল করেন,

> 'মুমিন ও মুমিনাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশের জন্য, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।' (সূরা ফাতহ, ৪৮: ০৫)

আল্লাহর রাসূল তখন কুরাউল গামীম এলাকা অতিক্রম করছিলেন, এ সময় সাহাবিগণ তাঁকে ঘিরে দ্রুত একত্র হলেন। আল্লাহর রাসূল তাদের সামনে তিলাওয়াত করলেন, 'নিশ্চয় আমি আপনাকে মহাবিজয় দান করেছি।'

একজন বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটাও কি বিজয়?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ,

---

[৩২২] দেখুন, বৃত্তি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২৪৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, নিশ্চয় এটি বিজয়।'[৩২৩] এ কথায় আসন্ন বিজয়ের আভাস পেয়ে মুসলিমদের মন থেকে ভারাক্রান্তের ভাব মুছে যায়। ভেসে আসে উচ্ছলতার সুরভি। তারা উপলব্ধি করেন, উপকরণ ও ফলাফল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের কাছে সমর্পিত হবার মধ্যেই তাদের ও ইসলামি দা'ওয়ার জন্য সকল কল্যাণ নিহিত।[৩২৪]

আমরা দেখছি, কুরআনুল কারীম তার আলংকারিক ভঙ্গিমায় হুদাইবিয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করছে। যেখানে যুদ্ধবিহীন উভয় পক্ষের মাঝে স্থাপিত সন্ধিকে মুসলিমদের জন্য মহাবিজয় বলা হচ্ছে।

আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা একটু ভাবি, এই সূরা কখন নাযিল হয়েছে?

সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করে নবিজি যখন তার অভিমানী সাহাবিদের নিয়ে মাদীনার পথে রয়েছেন, তখন নাযিল হয় এই সূরা আর সুসংবাদ। সাধারণ চোখে নিজেদের স্বার্থ বিরোধী একটা চুক্তি সম্পন্ন হলো এবং তার ফলাফল হিসেবে নিজেদের প্রিয় ভাই আবু জান্দালকে মুশরিকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসতে হলো, যার দুঃখ অস্বস্তি মেনে নিতে না পারার যন্ত্রণায় তারা ভুগছিলেন ভীষণভাবে, ঠিক এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হলো বিজয়ের বার্তাবাহী এই সূরা—ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা।

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দিয়ে উক্ত সূরায় এটাও জানিয়েছেন যে, সন্ধির মাধ্যমে তিনি নবিজিকে বিজয় দান করেছেন মূলত তাঁর পূর্বাপর গুনাহ মাফ করার জন্য। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে নবিজির প্রতি বিশেষ সম্মান। এর ফলে আল্লাহর রাসূলের প্রতি সাহাবিদের নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা বুঝতে পেরেছেন, তারাই আছেন সত্যের পক্ষে। তাদের কাজগুলো সঠিক, তাদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য মণ্ডিত, এ লক্ষ্যেই মূলত নাযিল হয়েছে কুরআন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে তাওফীক দানের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনিই তাঁর রাসূলের সঙ্গে সাহাবিদেরকে

---

[৩২৩] আবু দাউদ, ২৭৩৬; হাকিম, ২/ ১৩১
[৩২৪] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/ ৪৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধৈর্য ধারণ এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধিতে ঐকমত্যের তাওফীক দিয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ, যারা সন্ধির কিছু শর্ত অস্বীকার করত, তাদের হৃদয়ে আল্লাহ প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসা প্রশান্তির বাতাস সাহাবিদের ওপর প্রবাহিত হবার পর আসলে সবাই নবিজির নির্দেশের কাছে নত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ফাতহ, ৪৮:৪)

কুরআন বর্ণনা করছে, আল্লাহ তাআলাই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করে।' সব সময় থাকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত। এই প্রশান্তি ঢেলে দেওয়ার ঘোষণার মাধ্যমে কুরআনুল কারীম এই যুদ্ধকে ভিন্নতায় দাঁড় করিয়েছে। কেননা, অন্তরের প্রশান্তি বিষয়টা অদৃশ্য ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, যা মনের নিয়ন্তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

কুরআনুল কারীম আল্লাহর রাসূলের হাতে সাহাবিদের বাইআতুর রিদওয়ানের দিকেও ইঙ্গিত করেছে। আল্লাহ তাআলা এই বাইআতের প্রশংসা করে তার কথা চিরকালের জন্য স্থান দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে। কুরআন এ-ও স্বীকৃতি দিচ্ছে, এই বাইআত মূলত ছিল আল্লাহর জন্যই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে, অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে,আল্লাহ অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (সূরা ফাতহ, ৪৮:১০)

আমরা দেখি যুদ্ধ-সংক্রান্ত আলোচনায় এখানে কুরআনুল কারীম আলাদা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়েছে। কুরআন বাস্তবতা স্পষ্ট করছে, বিশুদ্ধ করছে আকীদাহ বিশ্বাস। মানুষকে চেতনাদগ্ধ করছে, মুনাফিকদের ব্যাপারে লাঞ্ছনা ঘোষণার পর মুসলিমদেরকে আসন্ন গানীমাতের সুসংবাদ দিচ্ছে, যা অর্জিত হয়েছে খাইবারে। অপারগদের সম্পর্কে খোলাসা বক্তব্য এসেছে। স্পষ্ট হয়েছে, জিহাদ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি তিরস্কারের উপযুক্ত নয়। কিছু মানুষের যৌক্তিক অপারগতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদেরকে আলাদা করেছে, এটা অবশ্যই আল্লাহর অনুগ্রহ।

সবশেষে মাক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই মুসলিমদের মাদীনায় ফিরে আসতে হয়। তাহলে আল্লাহর রাসূলের স্বপ্ন কোথায় যাবে? হ্যাঁ, কুরআন এ ব্যাপারেও জানিয়ে দিচ্ছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যে স্বপ্ন দেখেছেন, বর্ণনা করেছেন সাহাবিদের কাছে, সেটা নিশ্চিত সত্য স্বপ্ন এবং তা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

> 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জানো না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়।(সূরা ফাতহ: ২৭)

তারপর গুরুত্বপূর্ণ সূরাটি শেষ হয়েছে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের প্রশংসার মধ্য দিয়ে।[৩২৫] আল্লাহ তাআলা বলছেন—

> 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইনজীলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবেচাষিকে আনন্দে অভিভূত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।'(সূরা ফাতহ: ২৯)

সাহাবায়ে কেরামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, দীনের এই দা'ওয়াহ প্রবেশ করেছে নতুন দিগন্তে, সুদূর প্রান্তে বিস্তৃত পরিসরে। আর এই দীনের স্বভাবজাত নীতি হলো তা নিরাপদ ও মুক্ত পরিবেশে যেমন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রাণবন্ত ও উন্নত হবে, তারচেয়ে বেশি হবে যুদ্ধের মাধ্যমে এবং তারা এই দিনগুলোতে হুদাইবিয়া সন্ধির ফলাফল অনুভব করতে সক্ষম হন। এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ হলো—

[৩২৫] দেখুন, হাদিসুল কুরআনিল কারীম, ২/ ৫৪৮-৫৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১. এই অভিযানের মাধ্যমে কুরাইশরা ইসলামি দাওলাতের দাপট অনুভব করতে পারে। আর দ্বিপাক্ষিক এই চুক্তি মূলত ছিল দুটি প্রতিপক্ষের মাঝে। এখান থেকেই কুরাইশের হঠকারী অবস্থানের কারণে আরবের গোত্রগুলো যেমন প্রভাবিত হয়েছে, তেমনই এ কথাও বিশ্বাস করছিল, মুহাম্মাদ ﷺ–ই ইমাম ও নেতা।

২. মুশরিক ও মুনাফিকদের অন্তরে ইসলামের মাহাত্ম্য গেঁথে গেছে। অনেকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, ইসলাম এসেছেই বিজয়ের জন্যে। এই বিজয়ের বিষয়টি আরও প্রোজ্জ্বল হয়েছে কুরাইশের কিছু বীর দ্রুত ইসলামের দিকে ধাবিত হবার মাধ্যমে, যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আ'স ﷺ। মাদীনার পার্শ্ববর্তী গ্রাম্যরা দ্রুত ছুটে এসে নিজেদের অপারগতা পেশ করাটাও যেন বিজয়ের আভাস দিচ্ছিল।

৩. এই শান্তিচুক্তি ইসলামের বিস্তৃতি ও মানুষের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক গোত্রে খুব সহজে ইসলামের বাণী প্রবেশ করেছে। ইমাম যুহরি ﷺ বলেন—'ইসলামে এই বিজয়ের আগে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিজয় আর ছিল না। আগে যেখানেই মানুষ মিলিত হতো, সচরাচর সংঘাত লেগে যেত; কিন্তু শান্তিচুক্তির পর যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়, মানুষের জীবনে নিরাপত্তা চলে আসে। এই আবহ নির্মাণের পর এখন সবাই যখন কথাবার্তা ও তর্ক বিতর্কের জন্য মিলিত হয়, সামসময়িক বিষয় হিসেবে খুব সাধারণভাবেই ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা ওঠে আসে। যে কেউ এর সত্যতা অনুভব করছে, ঈমান এনেছে ইসলামে প্রবেশ করছে। আগে যত মানুষ ইসলামে এসেছে, তারচেয়ে বেশি এসেছে এরপর মাত্র দু-বছরে।'

এর সূত্র ধরে ইবনু হিশাম বলেছেন, 'ইমাম যুহরির কথার দলিল হলো, জাবির ﷺ-এর বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল ﷺ ১৪শো সাহাবি নিয়ে হুদাইবিয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। এরপর মাত্র দুবছরের ব্যবধানে তিনি মাক্কা বিজয়ের অভিযাত্রা করেছিলেন দশ হাজার সাহাবির সুবিশাল বহর নিয়ে।'

৪. কুরাইশ থেকে মুসলিমরা নিশ্চিন্ত হবার পর তারা ইয়াহুদি ও অন্যান্য ইসলাম-বিদ্বেষী গোত্রগুলোর দিকে চড়াও হবার সুযোগ পেয়েছেন। বলে রাখি, খাইবার যুদ্ধ এই হুদাইবিয়া সন্ধির পরেই সংঘটিত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫. এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পর কুরাইশের মিত্র গোত্রগুলো মুসলিমদের অবস্থান আঁচ করতে পেরে এদিকে ধাবিত হয়েছে। এই তো হালীস বিন আলকামা সাহাবিদেরকে লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হতে দেখে বলেছেন, 'আমি কুরবানির পশুর গলায় মালা ও ক্ষত দেখেছি, এদেরকে বাইতুল্লাহ থেকে বাধা দেওয়া কোনোভাবেই উচিত মনে করি না।'

৬. হুদাইবিয়ায় আল্লাহর রাসূলের সন্ধি তাঁকে মূতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার শক্তি দিয়েছে। এটা তো জানা কথা, সন্ধির পর আল্লাহর রাসূলের নতুন পরিকল্পনা ছিল এক ভিন্ন পদ্ধতিতে ইসলামি দা'ওয়াহ আরব উপদ্বীপের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া।

৭. হুদাইবিয়া সন্ধি আল্লাহর রাসূলকে সুযোগ করে দিয়েছে, রোম পারস্যের বাদশাহদের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদেরকে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের দিকে ডাকবার।

৮. এই হুদাইবিয়া সন্ধি মাক্কা বিজয়ের প্রধান কারণ ও পূর্বাভাস। ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন—'এই শান্তিচুক্তি ছিল এক মহাবিজয়ের ভূমিকা। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল ও সাহাবিদেরকে সম্মানিত করেছেন। দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে। ফলে এই শান্তিচুক্তি ছিল মহাবিজয়ের দরজা, চাবিকাঠি ও আগাম অদৃশ্য ইঙ্গিত। বড় কোনো বিষয়ের আগে আল্লাহ তাআলার এটাই 'আদাত যে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটানোর আগে তিনি পূর্বাভাস স্বরূপ কিছু নিদর্শন উপস্থাপন করেন।[৩২৬]

সাত. মাদীনায় আবু বাসির ও বন্দিদের নিয়ে তার দল গঠন

হুদাইবিয়া সন্ধির মাত্র কিছুদিন পরের কথা। আবু বাসির উতবা ইবনু উসাইদ ﷺ মাক্কার শির্কের বন্দিশালা থেকে মুক্তির সুযোগ পান। তিনি সোজা চলে আসেন মাদীনায় আল্লাহর রাসূলের কাছে। কুরাইশ তার পেছনে দুজন লোক পাঠিয়ে দেয়, যেন আল্লাহর রাসূল তাদের সঙ্গে আবু বাসিরকে ফেরত পাঠান। যুক্তি, সন্ধির শর্ত কার্যকর করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বাসিরকে বললেন, 'হে আবু বাসির, তুমি তো জানো,

[৩২৬] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/৩০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা এই গোত্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমাদের এই দীনে গাদ্দারি সম্ভব নয়। আর মনে রেখো, আল্লাহ অচিরেই তুমি ও তোমার মতো দুর্বলদের জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবেন। কাজেই তুমি গোত্রের লোকদের মাঝে ফিরে যাও।'

আবু বাসির ﵁ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাকে সেই মুশরিকদের কাছেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন, যারা দীনের কারণে আমাকে ফিতনায় ফেলছে।' নবিজি বললেন, 'আবু বাসির, ফিরে যাও, আল্লাহ অচিরেই তুমি ও তোমার মতো দুর্বলদের জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবেন।'[৩২৭]

আবু বাসির ﵁ আগত লোক দুজনের সঙ্গে মাক্কার পথ ধরেন। তাকে যেতে দেখে মুসলিমদের অন্তর ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। একই বিশ্বাস লালিত একজন ভাইয়ের ফেরার দৃশ্য তারা চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন; কিন্তু কিছুই করতে পারছিলেন না।

ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ অটল ছিলেন। তাঁর কাছে এই সন্ধি নিছক কাগজে লিখিত কোনো শর্তাবলি নয়; বরং এই কাগজ তাঁর জীবন ও ইসলামি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ওদিকে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বহুবার ওয়াদা পূরণের জন্য তাকিদ করেছেন। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার পর তা ভেঙে ফেলার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন আয়াতে কারীমাতে। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

'আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করোনা, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।' (সূরা নাহাল: ৯১)

> 'এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।' (সূরা বানি ইসরাইল: ৩৪)

এ কারণেই অঙ্গীকার পূরণ মুসলিম সমাজে দীন ইসলামের একটি বুনিয়াদি ভিত্তি, যা আঁকড়ে ধরা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[৩২৮]

আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরাইশকে দেওয়া অঙ্গীকার রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। ফলে তিনি আবু বাসিরকে আগত ব্যক্তিদের কাছে অর্পণ করার পর ওরা তাকে

---

[৩২৭] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/৩৩৭
[৩২৮] দেখুন, সালীম হিজাযী রচিত, মানহাজুল ই'লামিল ইসলামি ফি সুলহিল হুদাইবিয়াহ, পৃ. ৩২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়ে চলে যায়।

তখন তারা জুল হুলাইফায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আবু বাসির ﷺ তাদের একজনকে বললেন, 'আরে বনু আমিরের ভাই, তোমার তরবারি তো ভারি সুন্দর!' লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, আসলেই সুন্দর।'

'আচ্ছা, তা হলে একটু পরখ করে দেখি?'

'হ্যাঁ, দেখতে পারো।'

আবু বাসির ﷺ তরবারি কোষমুক্ত করে চোখের পলকেই তাকে হত্যা করে ফেললেন। অপরজন জীবন নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে দৌড়ে আসে। ভীত ও কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'আপনাদের সাথি আমার সঙ্গীকে হত্যা করেছে।' ইতোমধ্যে আবু বাসির ﷺ-ও চলে আসেন। তখনও তরবারিতে রক্তের দাগ ছিল। ভূমিকা ছাড়াই তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন, রক্ষা করেছেন অঙ্গীকার। আল্লাহ তা আপনার পক্ষ থেকে আদায় করে নিয়েছেন। আমি নিজেকে আমার কওমের কাছে অর্পণ করেছি, এরপর আমার দীনের ব্যাপারে ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করেছি। এখনো কি আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে?'

আল্লাহর রাসূল ﷺ অত্যন্ত গম্ভীর। তিনি বললেন, 'এই লোকটা তো কপাল পুড়বে, যুদ্ধের কাঠি নাড়ছে। কেউ যদি তার সঙ্গ দিত?' আবু বাসির ﷺ বুঝলেন, আবারও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। মাদীনা থেকে বের হয়ে সাগর তীরে চলে আসেন। ওদিকে মাক্কার দুর্বল মুসলিমরা আল্লাহর রাসূলের অভিব্যক্তি থেকে বুঝলেন, আবু বাসিরের কাছে আরও লোকের প্রয়োজন। ফলে তারা সবাই মাক্কা থেকে পালিয়ে সাগর তীরে আবু বাসিরের সাথে মিলিত হতে থাকে। আবু জান্দাল বিন সুহাইল বিন আমরও এখানে এসে যুক্ত হন। ক্রমে একটি শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয় তার দলটি।

এখন তারা সিরিয়া অভিমুখী কাফিরদের কোনো বাণিজ্যিক কাফেলার নাম শুনলেই তাদের পথ রোধ করে লোকদের হত্যা করেন। ফেরার সময় সাথে নেন সমস্ত মাল-সামানা। কুরাইশ এবার বাধ্য হয় অবনত হতে। মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলের কাছে দূত পাঠিয়ে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে, 'আপনি আবু বাসির ও তার সাথিদের কাছে লোক পাঠিয়ে দিন। ওরা সবাই এখন নিরাপদ।' এভাবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুশরিকরা তাদের দম্ভভরে নেওয়া অন্যায্য সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসে।[৩২৯]

আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বাসির-বাহিনীর কাছে মাদীনায় ফেরার চিঠি দিয়ে লোক প্রেরণ করেন। সবাই তারা দল বেঁধে চলে আসেন মাদীনায়। এদের সংখ্যা ছিল ষাট থেকে সত্তরজন।[৩৩০] কুরাইশের কোমর ভেঙে দিয়ে তাদেরকে অন্যায্য শর্ত থেকে ফিরতে বাধ্য করা এই বাহিনীকে আল্লাহর রাসূল পরম স্নেহে মাদীনায় আশ্রয় দেন। এদের সংযুক্তির ফলে নিঃসন্দেহে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, দাপট ও প্রতাপ অনন্য চূড়ায় উন্নীত হয়।

তবে এই বাহিনীর প্রধান আবু বাসির ؓ ফেরার পথে সাথিদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। আল্লাহর রাসূলের চিঠি যখন তার কাছে পৌঁছে, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। তার শ্বাস-প্রশ্বাস যদিও বন্দি ছিল মাদীনার দূরে; কিন্তু মন বাঁধা ছিল আল্লাহর রাসূলের নির্মিত শহর মাদীনায়।[৩৩১]

আবু জান্দাল ও আবু বাসিরের গল্পটা নিয়ে একটু ভেবে দেখি। বিশ্বাসের পথে অবিচলতা, নিয়্যতের স্বচ্ছতা, সংকল্প ও জিহাদের মাধ্যমে মুশরিকদের মান-সম্মান মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন একদম। বাধ্য করেছেন, হুদাইবিয়ায় মুসলিমদের ওপর আরোপ করা এক তরফা শর্ত উঠিয়ে নিতে। দু'জনে দৃষ্টান্তময় এক কাহিনি ইতিহাসের পটে এঁকে দিয়েছেন। যেখানে আছে বিশ্বাসের পথে অবিচলতা, সংগ্রাম ও সাহায্যের অভূতপূর্ব গল্প। এখানে যেন একথাই জোরালো হয়েছে, 'কখনো একটি দল যা করতে পারে না, সেটা মাত্র একজন মানুষই করে দেখান।'

আমরা দেখি, আবু বাসিরের সঙ্গীরা একজন ব্যক্তির ডাকে যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ চাইলে শুরুতেই নিষেধ করে বলতে পারতেন, কুরাইশের কাফেলা থেকে হাত গুটিয়ে মাক্কায় ফিরে যেতে; কিন্তু তিনি তা করেননি। এটাই প্রমাণ করে, একা জে তার মৌন সমর্থন ছিল।[৩৩২]

---

[৩২৯] সাদিক উরজুন রচিত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, ৪/ ২৭১
[৩৩০] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/ ৪৫১
[৩৩১] দেখুন, সুয়াবুন ও ইবার মিলান জিহাদিন নাবাবিয়্যি, পৃ. ২৯৬
[৩৩২] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/ ৪৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আট. মুহাজির নারীদের ফিরিয়ে দিতে নিষেধাজ্ঞা

এক সময় দুর্বল নারীরাও কুফুরের আবাসভূমি মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাতের সংকল্প করেন। এই সময় নারীদের হিজরাতে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন উম্মু কুলসুম বিনতে উকবা বিন মুঈত। হুদাইবিয়া সন্ধির পর তিনি মাদীনায় হিজরাত করেন। মাক্কার মুশরিকরা তাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করে বলেন—

'মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরাত করে আসে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানো যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না; এরা কাফিরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফিররাও এদের জন্যে হালাল নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নেবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান,তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞপ্রজ্ঞাময়।' (সূরা মুমতাহিনা:১০)

শাইখ মুহাম্মাদ গাযালি ﷺ বলেন—'হুদাইবিয়া সন্ধির পর মুসলিমরা মুহাজির নারীদেরকে তাদের অভিভাবকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। কারণ, তারা সন্ধি থেকে বুঝেছেন, শর্ত পুরুষদের জন্য, নারীরা এই শর্তের আওতাভুক্ত নয়। আবার নারীদের নিয়ে তাদের এই ভয়ও ছিল যে, মুসলিম নারীদেরকে মুশরিকরা লাঞ্ছনা ও শাস্তির প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে দুর্বল করে ফেলবে। অন্য দিকে তাদের পক্ষে আবু জান্দাল ও আবু বাসিরের মতো কোথাও আশ্রয় নেওয়া কিংবা কৌশল অবলম্বন সম্ভব নয়।

যে শিক্ষাগুলোয় ঋদ্ধ হলো উম্মাহ:

ফিকহ, আকীদাগত, নীতিমালাকেন্দ্রিক ও শিষ্টাচার বিষয়ক পর্যাপ্ত শিক্ষায় সমৃদ্ধ হুদাইবিয়া সন্ধির প্রেক্ষাপট। সাধ্যমতো এ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক. আকীদাহ বিষয়ক বিধানাবলি

১. সম্মানিত ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে থাকার বিধান

আল্লাহর রাসূল ﷺ বসা ছিলেন। তাঁর পাশে নাঙা তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন মুগীরা ইবনু শু'বা ﷺ। আসলে নবিজি বসা অবস্থায় তাঁর মাথার কাছে এভাবে দাঁড়ানোর বিশেষ কোনো নীতি ছিল না। তবে শত্রুপক্ষের দূত আগমনের সময় সম্মান ও ফখরের নিমিত্তে এমন করা অনুসরণীয় সুন্নাহ। এতে ইমামের প্রতি মর্যাদা ও তার আনুগত্য প্রকাশ পাবে। মুমিনদের বার্তাবাহক কাফিরদের কাছে যাওয়া ও কাফিরদের দূত মুমিনদের কাছে আসার ক্ষেত্রে এই নীতিটা প্রচলিত ছিল। এটা আল্লাহর রাসূলের সতর্কীকরণের আওতাভুক্ত হবে না। তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন—'যে ব্যক্তি চায়, মানুষ তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকুক, তাহলে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা অবধারিত করে নেয়।'[৩৩৩]

অহংবোধ ও দম্ভভরে পথ চলা ইসলামে যদিও নিষিদ্ধ;[৩৩৪] কিন্তু এই দাম্ভিক চলন যুদ্ধক্ষেত্রে নিন্দিত বিবেচিত হয় না। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে এটা জায়েয ঘোষণা করা হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে এমনটাই করেছিলেন আবু দুজানাহ ﷺ। আবু দুজানার দাম্ভিক চলন দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন, 'এ ধরনের চলন আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে এই ক্ষেত্রটা ভিন্ন।'[৩৩৫]

২. শুভ সংকেত দেওয়া মুস্তাহাব, যা অশুভ লক্ষণের বিপরীত

সুহাইল বিন আমর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য হুদাইবিয়ায় এলে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদেরকে বললেন, 'তোমাদের কাজ সহজ হলো।'[৩৩৬] এই হাদীস থেকে শুভ সংকেত দেওয়া মুস্তাহাব হবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়, এটা নিষিদ্ধ অশুভ লক্ষণ নয়।[৩৩৭] আল্লাহর রাসূল থেকে পাওয়া বিভিন্ন হাদীস শুভ লক্ষণ শব্দের মর্ম স্পষ্ট করে। আল্লাহর রাসূল একবার সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'অশুভলক্ষণ বলতে কিছু নেই, তবে এর উত্তম দিকটা

---

[৩৩৩] আবু দাউদ, ৫২২৯; তিরমিযি, ২৭৫৫
[৩৩৪] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/ ৩০৪
[৩৩৫] মু'জামুল কাবীরে উল্লেখ করেছেন তাবারানী, ৬৫০৮
[৩৩৬] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/ ৩০৫
[৩৩৭] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলো শুভ লক্ষণ।' সাহাবিগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, শুভ লক্ষণ বলতে কী বুঝব?' তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ কল্যাণকর কথা শোনা।'[৩৩৮]

তা হলে শুভ সংকেত ও অশুভ লক্ষণের মাঝে পার্থক্য হলো, শুভ সংকেত আল্লাহর প্রতি সুধারণার পথ বেয়ে এসে থাকে, আর অশুভ লক্ষণে কেবল মন্দ ধারণাই প্রবল থাকে। এ কারণেই এটা নিন্দনীয়।[৩৩৯]

আল্লাহর রাসূলের কাছে একবার অশুভ লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি বললেন, এর সুন্দরটা হলো শুভ লক্ষণ। এটা কোনো মুসলিমকে প্রতিহত করতে পারে না। তবে তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখলে সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ সমস্ত সুন্দর-কিছু তোমার পক্ষ থেকেই আসে, আবার সকল অকল্যাণ কেবল তুমিই প্রতিহত করো, আমরা ভালো কাজ করতে পারি না, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারি না তোমার তাওফিক ছাড়া।'[৩৪০]

৩. বৃষ্টি বর্ষণে তারকারাজির প্রভাব বিশ্বাস করা কুফুরি আকীদাহ

খালিদ জুহানি ﷺ বলেন—'হুদাইবিয়া প্রান্তরে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে রাত শেষের আলো-আঁধারিতে ফজরের সালাত আদায় করেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি সাহাবিদের অভিমুখী হয়ে বললেন, 'তোমরা কি জানো, তোমাদের রব কী বলেছেন?' তারা বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি বললেন, 'আমার বান্দাদের মধ্যে অনেকের ভোর হয়েছে আমার প্রতি বিশ্বাসী ও কুফুরি অবস্থায়। যে ব্যক্তি বলেছে, আল্লাহর রাহমাহ ও অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে, সে ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাসী আর তারকারাজিতে অবিশ্বাসী, আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত বলেছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও তারকারাজিতে বিশ্বাসী।'[৩৪১]

হাদীসে উল্লিখিত কুফুরকে উলামায়ে কেরাম কথকের কথার অবস্থা অনুযায়ী দুটি অর্থে নিয়েছেন।

যারা বলবে, 'এই বৃষ্টি হয়েছে চাঁদের প্রভাবে; কিংবা তারা বিশ্বাস করে যে, বৃষ্টি বর্ষণে কার্যত তারকারাজির প্রভাব রয়েছে, তাহলে সে কাফির, ইসলামি মিল্লাত

[৩৩৮] বুখারি, ৫৭৫৪; মুসলিম, ২২২৩
[৩৩৯] ফাতহুল বারি, ১০/ ২২৫
[৩৪০] আবু দাউদ, ৩৯১৯
[৩৪১] বুখারি, ৮৪৬; মুসলিম, ৭১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে বের হয়ে যাবে।' ইমাম শাফিঈ ﵀ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলবে, তারকার কারণে এভাবে বৃষ্টি হয়েছে; যেমন জাহিলি যুগের মানুষ তারকার সাথে সম্পৃক্ত করে এমন করে বলত, তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বক্তব্য অনুযায়ী এটা হবে কুফুরি আকীদাহ। কেননা, তারকা উদয়ের ক্ষণ একটি সময়, আর সময় আল্লাহর সৃষ্টি, সে নিজের ও অন্যের ক্ষেত্রে কিছু করার সাধ্য রাখে না। তাই যদি কেউ বলে, অমুক তারকা উদয়ের সময় বৃষ্টি হয়েছে, তাহলে এটা কুফুরি হবে না। তবে আমার কাছে এর চেয়ে অন্য কথা বলাই উত্তম।'[৩৪২]

৪. বারাকাহর জন্য নেককারদের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার কি জায়েয?

উরওয়া ইবনু মাসঊদের হাদীসে আছে, তিনি সাহাবিদের কর্মতৎপরতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—'আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূল থুতু ফেললে তা অবশ্যই কোনো ব্যক্তির হাতে এসে পড়ে, সে ব্যক্তি এই থুতু নিজের চেহারা ও ত্বকে মেখে নেয়। নির্বিজি নির্দেশ দিলে তারা দ্রুত সেটা পালন করে। আর যখন তিনি ওযু করেন, তার ওযুর পানি নেবার জন্য তাদের মাঝে লড়াই বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়।'

এই হাদীস ও অনুরূপ হাদীসের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় শাতিবি ﵀ বলেছেন,

'এখান থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ ও তাঁর ওযুর অতিরিক্ত পানি দ্বারা বারাকাহ হাসিলের চেষ্টা করা হয়। এর অনুসরণে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটা শারীআতসিদ্ধ হবে। তেমনইভাবে থুতু মেখে এর প্রভাবে শিফার আশা করার ব্যাপারেও একই কথা। তবে সাহাবিদের পরবর্তী আচরণবিধি এ বিষয়টির মাঝে আমাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কেননা, আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পর কোনো একজন সাহাবি এমন কাজ করেননি। পরবর্তী লোকদের মাঝে যদিও যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও ছিলেন।

কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পরে উম্মাহর কাছে আবু বাকর অপেক্ষা উত্তম মানুষ আর রেখে যাননি। আবু বাকর নবিজির খলিফা ছিলেন; কিন্তু থুতু গায়ে মাখা, ওযুর পানি নিয়ে নেওয়া—এমন কিছুই তার সাথে হয়নি, এমনইভাবে 'উমার ইবনুল খাত্তাবের সাথেও, যিনি আবু বাকরের পরে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তারপর উসমান, 'আলি ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের জীবনেও আমরা

[৩৪২] কিতাবুল উম্ম, ১/২৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন কিছুই পাই না, উম্মাহর মাঝে যাদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আর কেউ হতে পারে না। আর বিশুদ্ধ কোনো সূত্রে তাদের কারও থেকে বারাকাহ হাসিলের এমন যেকোনো পন্থা প্রমাণিত নেই; বরং কথা, কাজ, জীবন অনুকরণে তাদের সকল বিষয় আল্লাহর রাসূল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই বলা যায়, নবিজির পরে এগুলো তরক করার ব্যাপারে সাহাবিদের মাঝে ইজমা সম্পন্ন হয়েছে।'[৩৪৩]

ইবনু ওয়াহাব তার জামে গ্রন্থে ইউনুস বিন ইয়াযীদের হাদীস উল্লেখ করেছেন, ইবনু শিহাব বলেন—'আমার কাছে আনসারী এক সাহাবি[৩৪৪] বর্ণনা করে বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন ওযু করতেন কিংবা থুতু ফেলতেন, তখন আশপাশের মুসলিমরা দ্রুত তাঁর থুতু ও ওযুর পানি নিয়ে পান করতেন কিংবা গায়ে মাখতেন। নবিজি তাদেরকে এমন করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন করো কেন? সাহাবিগণ বললেন, 'আমরা এর দ্বারা বারাকাহ হাসিল করতে চাই।' এবার আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতে চায়, সে যেন সত্য কথা বলে, আমানত রক্ষা করে ও প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।'[৩৪৫]

এই হাদীস জানাচ্ছে, আল্লাহর রাসূল থেকেও বারাকাহ হাসিলের উক্ত প্রতিযোগিতাটা ত্যাগ করাই উত্তম। আর হুদাইবিয়ার সময় তিনি সাহাবিদের এইসব কাজের সময় নীরব থেকেছেন, এর কারণ হতে পারে, তিনি মূলত কুরাইশের দূত উরওয়া ইবনু মাসউদকে তাঁর প্রতি সাহাবিদের অপার ভালোবাসার দৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন। এমন হওয়া অনেকটা স্বাভাবিক, কেননা উরওয়া বিন মাসউদ এসেই বলেছিল, 'আমি এমন কিছু মানুষ দেখতে পাচ্ছি, যারা তোমাকে একা রেখে পলায়ন করবে।'

দুই. ফিকহি ও মূলনীতি বিষয়ক বিধান

১. কাআব বিন উজরা ؓ বলেন—'আল্লাহর রাসূল ﷺ হুদাইবিয়ায় আমার কাছে এসে থামলেন। তখন আমার মাথা থেকে উকুন হেঁটে নামছিল। নবিজি বললেন, 'উকুন বেশ কষ্ট দিচ্ছে তোমায়?' বললাম, 'জি।' নবিজি বললেন,

---

[৩৪৩] দেখুন, হাকামী রচিত, গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া, পৃ. ৩০৫
[৩৪৪] তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী কুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।
[৩৪৫] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ১৯৭৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তা হলে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলো। অথবা বলেছেন, 'তা হলে মুণ্ডিয়ে ফেলো।' এ প্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোনো কষ্টের কারণ থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোজা রাখবে, কিংবা সাদাকাহ করবে অথবা কুরবানি দেবে।'

আয়াতের আলোকে নবিজি বললেন, 'তিনদিন রোজা রাখো, অথবা ছয়জন লোকের মাঝে আনুমানিক নয় সের খাদ্য দান করো, কিংবা সাধ্য অনুযায়ী পশু জবাই করো।'[৩৪৬]

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, নবিজি ﷺ হুদাইবিয়ায় তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি ছিলেন মুহরিম অবস্থায়। নবিজি দেখলেন, তিনি চুলায় আগুন জ্বালাচ্ছেন, আর তার মাথা থেকে উকুন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে চেহারায়। একটু থেমে বললেন, 'এই উকুনগুলো তোমাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে?' তিনি বললেন, 'জি'। নবিজি বললেন, 'তা হলে তোমার মাথা মুণ্ডিয়ে ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াও, তিনদিন রোজা রাখো, কিংবা সামর্থ্য অনুযায়ী পশু জবাই করো।'[৩৪৭]

মুহরিম ব্যক্তির মাথার উকুন তার কষ্টের কারণ হলে এর বিধান কী হবে, তার স্পষ্ট বিধান পাওয়া যাচ্ছে উল্লিখিত সূরা বাকারার আয়াত থেকে। আয়াতটি কাআব বিন উজরার ক্ষেত্রে নাযিল হলেও এই বিধান প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২. তাঁবুতে সালাতের বিধিবদ্ধতা

ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেন, আবুল মালীহ বিন উসামা বলেন—'আমি একদিন বৃষ্টিভেজা রাতে নামাজের জন্য মাসজিদের পথে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে যখন দরজা খুলতে চাইলাম, বাবা[৩৪৮] বললেন, 'তুমি কে?' বললাম, 'আমি আবুল মালীহ।' বাবা বললেন, 'হুদাইবিয়া প্রান্তরে আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে ছিলাম। সেখানে একবার হালকা বৃষ্টি হয়েছিল, আমাদের চপ্পলের নিচের অংশও

[৩৪৬] বুখারি, ১৮১৫; মুসলিম, ১২০১
[৩৪৭] মুসলিম, ১২০১; তিরমিযি, ২৯৭৪
[৩৪৮] তার বাবা উসামা ইবনু উমাইর হুজালি আল বাসরী। আল্লাহর রাসূলের একজন সাহাবী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তেমন ভেজেনি। এমন সময় শুনলাম, আল্লাহর রাসূলের একজন ঘোষক বলছেন, 'তোমরা তোমাদের তাঁবুতেই নামাজ পড়ো।' হাদীসটি সহীহ। সনদ নির্ভরযোগ্য। ইবনু হাজার এটিকে সহীহ বলেছেন।'[৩৪৯]

৩. হুদাইবিয়া থেকে মুসলিমদের প্রত্যাবর্তন, ফজরের সময় ঘুমন্ত প্রহর

হুদাইবিয়া প্রান্তরে মুসলিমরা দশ দিনের কিছু বেশি সময় অবস্থান করেছিলেন। তবে ওয়াকিদি ও ইবনু সাআদের ভাষ্য, অবস্থানের সময়টা ছিল বিশদিন। ইবনু আয়িজ ﷺ বলেন—'আল্লাহর রাসূল ﷺ এই অভিযানে অবস্থান করেছিলেন দেড় মাস।[৩৫০] আমার কাছে মনে হচ্ছে ওয়াকিদি ও ইবনু সাআদ ﷺ শুধু হুদাইবিয়া প্রান্তরে আল্লাহর রাসূলের অবস্থানকালের কথা উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু আয়িজ হিসাব করেছেন আল্লাহর রাসূল মাদীনা থেকে বের হওয়া থেকে নিয়ে আবার মাদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত পুরো সময়কাল।

উমরা থেকে হালাল হবার পর মুসলিমরা মাদীনার দিকে ফিরে আসছিলেন। পথে রাতের শেষ অংশে ঘুমের জন্য যাত্রা বিরতি করা হয়। আল্লাহর রাসূল জেগে থাকবার দায়িত্ব দেন বিলাল ﷺ-কে; কিন্তু বিলালও ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে রোদের উষ্ণতা সবার ঘুম ভাঙায়। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন—'আমরা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসছিলাম। রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আমাদেরকে জাগিয়ে দেবার দায়িত্ব নেবে কে?' বিলাল বলল, 'আমি নেব।'

সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্যের আলো চোখে পড়লে আল্লাহর রাসূল জেগে ওঠেন। সাহাবিদেরকে তিনি বললেন, 'আগে যেমন করতে এখনো তেমনই করো।' ইবনু মাসউদ বলেন—'আমরা আগের মতোই নামাজ পড়লাম।' শেষে নবিজি আবার বললেন, 'কেউ ঘুমিয়ে থাকলে; কিংবা ভুলে গেলে যেন এমনই করে।'[৩৫১]

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, ফজরের সময় সাহাবিদের ঘুমিয়ে থাকা হুদাইবিয়া ভিন্ন অন্য সময় হয়েছিল। উলামায়ে কেরাম বর্ণনাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছেন। ড. হাফিজ হিকামি বলেছেন, 'হুদাইবিয়া থেকে ফেরার

---

[৩৪৯] ফাতহুল বারি, ২/১৮৪
[৩৫০] দেখুন, শারহু যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ২/২১০
[৩৫১] দেখুন, ইমাম নববীর শরহে মুসলিম, ৫/১৮১, ১৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পথে ইবনু মাসউদের হাদীসের মাঝে যে ভিন্নতা এসেছে, তা আসলে অন্যকিছু নয়, মূলত এই ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিল। ইমাম নববি, ইবনু কাসীর, ইবনু হাজার, যুরকানি প্রমুখ উলামায়ে কেরাম এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩৫২] তারা বলেছেন, ঘটনা একাধিকবারই ঘটেছে, এ ছাড়া হাদীসগুলোর মাঝে আসলে সমন্বয় সাধন সম্ভবনয়।'[৩৫৩]

৪. মুসলিম ও শত্রুদের মাঝে শান্তিচুক্তির বিধিবদ্ধতা এবং এই শান্তিচুক্তির সময়ের পরিমাণ

হুদাইবিয়া সন্ধি থেকে গবেষক আলিম ও ইমামগণ এটাই প্রমাণ করেছেন, 'মুসলিম বাহিনী ও শত্রুদের মাঝে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শান্তিচুক্তি করা জায়েয। চাই এই চুক্তি কোনো বিনিময়ের ভিত্তিতে হোক; কিংবা বিনিময় ছাড়া। বিনিময় ছাড়া শান্তিচুক্তির কথা যদি বলি, তা হলে বলব, মাদীনার শান্তিচুক্তি এমনই ছিল। বিনিময়ের ভিত্তিতেও জায়েয, কেননা বিনিময় ছাড়া যদি জায়েয হয়, তা হলে বিনিময়ের ভিত্তিতে জায়েয হওয়া অধিক সংগত।

কিন্তু অর্থের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করা জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে জায়েয নেই। কেননা, এখানে মুসলিম বাহিনীর স্বকীয়তাকে নীচু করা হয়। আবার এটা জায়েয হবার পক্ষে হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে স্পষ্ট কোনো দলিলও নেই। তবে এমন জরুরি কোনো কিছু যদি দাবি করে, যা না হলে মুসলিম বাহিনী ধ্বংস কিংবা বন্দি হবার আশঙ্কা থাকে, তা হলে জায়েয হবে। যেমন বন্দি ব্যক্তির জন্য সম্পদের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করা জায়েয।

ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও অন্যান্য বহু সংখ্যক ইমামের মত হলো, 'নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্ধিচুক্তি না হওয়া উচিত। একান্ত সময় নির্ধারিত হলেও তা কোনোভাবেই দশ বছরের বেশি হওয়া জায়েয নেই। কেননা এটা সেই সময়কাল, যার ভিত্তিতে হুদাইবিয়ায় আল্লাহর রাসূল ﷺ সন্ধি করেছিলেন।'[৩৫৪]

অন্য গবেষক আলিমগণ বলেছেন, 'কল্যাণের দিক বিবেচনায় শান্তিচুক্তি দশ বছরের বেশি সময়ব্যাপীও হতে পারে। এটা ইমাম আবু হানীফা ﵀-এরও

[৩৫২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২১৩; ফাতহুল বারি, ১/ ৪৪৯

[৩৫৩] দেখুন, তানওয়ীরুল হাওয়ালিক, ১/ ৩৩

[৩৫৪] দেখুন, বৃতি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভিমত।'[৩৫৫] আমরা গবেষণা থেকে ফলাফল পাই, 'হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্যানুযায়ী প্রথম মতটাই প্রাধান্যযোগ্য। তবে সময় বৃদ্ধির মাঝে যদি কল্যাণ দৃশ্যত হয়, তা হলে নতুন করে সময় বৃদ্ধি করবে।'

পরবর্তী সময়ের অনেকে বলেছেন,[৩৫৬] 'নির্দিষ্ট সময়ের সীমাবদ্ধতা ব্যতীত সন্ধিচুক্তি করা জায়েয। তারা প্রমাণ হিসেবে কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন,

> 'কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের ওপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ দেননি।'(সূরা নিসা: ৯০)

এই আয়াত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, মুসলিমদের সাথে কাফিরদের সম্পর্ক হবে নিরাপত্তামূলক, যুদ্ধের নয়।[৩৫৭] আর জিহাদ শারীআতসিদ্ধ হয়েছে মুসলিমদের থেকে শুধু অন্যায় প্রতিহত করার জন্য। আল্লাহ ক্ষমা করুন। চারটি কারণে এই মত পরিত্যাজ্য। যেমন:

ক. এই মত ব্যক্তকারী ব্যক্তি নিজেই অন্য মতের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধতার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—'ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, শত্রুদের সাথে সন্ধির জন্য আবশ্যক হলো সময় নির্ধারণ করা। নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া। অতএব, অনির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিত শান্তিচুক্তি শুদ্ধ হবে না।[৩৫৮]

খ. ওপরের আয়াতটি মানসূখ বা রহিত। ওটার নাসিখ আয়াত হলো, আল্লাহ

[৩৫৫] দেখুন, ফাতহুল কাদীর, ৫/ ৫৪৬
[৩৫৬] ড. ওয়াহবা যুহাইলি রচিত, আ-সারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ৬৮০
[৩৫৭] ড. ওয়াহবা যুহাইলি রচিত, আ-সারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ৬৭৫
[৩৫৮] ড. ওয়াহবা যুহাইলি রচিত, আ-সারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ৬৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাআলা বলছেন,

'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাকো; কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা তাওবা, ৯:৫)

ইবনু জারীর[৩৫৯] এটি বর্ণনা করেছেন ইকরিমা, হাসান, কাতাদাহ ও ইবনু যাইদ থেকে। কুরতুবি[৩৬০] এটি মুজাহিদ ﷺ থেকে উল্লেখ করে বলেন— 'আয়াতের অর্থের ক্ষেত্রে এটাই অধিক শুদ্ধ কথা।

গ. সূরা তাওবার এই আয়াতটির মাধ্যমে যেমন উল্লিখিত মতটি প্রত্যাখ্যাত গণ্য হয়, তেমনি শত্রুদের সঙ্গে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও খুলাফা রাশিদূনের আচরণবিধিও এটাই প্রমাণ করে।

ঘ. আর জিহাদের ব্যাপারে এই চেতনা পোষণ করা যে, মুসলিমদের জন্য জিহাদ আবশ্যক হয়েছে শুধু প্রতিহত করার জন্য, এটা মূলত ধারকৃত চেতনা। সাইয়িদ কুতুব ﷺ এদিকে দৃষ্টি দিয়ে এমন চেতনাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের মাঝে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে মূলত প্রাচ্যবিদদের ক্রমাগত আক্রমণ ও দা'ওয়াতের ক্রমবিন্যাসের বিস্তৃত জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞতারফলে।[৩৬১]

৫. শর্তমুক্ত বিষয় শর্তমুক্তই থাকবে

এটি একটি উসূল শাস্ত্রের মূলনীতি। ইবনু হিশাম বর্ণনা করেন, আবু উবাইদ বলেন—'আল্লাহর রাসূলের সাথে যারা হুদাইবিয়ায় ছিলেন, মাদীনায় ফেরার পর তাদের কেউ কেউ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি বলেননি, আপনি মাক্কায় নিরাপদে প্রবেশ করবেন?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ। তবে আমি কি তোমাদের এ বছরের কথা বলেছিলাম?' সাহাবিগণ বললেন, 'জি না।' নবিজি বললেন,

---

[৩৫৯] তাফসীরে তাবারি, ৯/ ২৪-২৬

[৩৬০] তাফসীরে কুরতুবি, ৫/ ৩০৮

[৩৬১] দেখুন, তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন ৩/ ১৪৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আসলে তোমাদের তা-ই বলেছি, যা আমাকে বলেছেন জিবরাঈল ﷺ।'[৩৬২]

নবিজির কথায় ভবিষ্যতে মুমিনদের প্রতি মাক্কা বিজয়ের সুবার্তা ছিল। আর সত্যনিষ্ঠ ওয়াহির মাধ্যমে এদিকে সাহায্যের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছিল। সবার প্রতি নির্দেশ ছিল শর্তহীনভাবে তাঁর কথা মেনে নেওয়ার, যেভাবে কোনো শর্ত কিংবা অনুমানে সীমাবদ্ধ না করে; শর্তহীনভাবে বলা হয়েছে।[৩৬৩]

৬. সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের আনুগত্যের আবশ্যকতা

হুদাইবিয়ার ঘটনায় এসেছে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও আরও কিছু সাহাবি কুরাইশের সাথে এই সন্ধির বিষয়টিকে অপছন্দ করছিলেন। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে কুরাইশের বেঁধে দেওয়া শর্তাবলিতে মুসলিমদের জন্য জুলুম ও অন্যায় ছিল। পরে অবশ্য এই অবস্থানের কারণে তারা অনুতপ্ত হয়েছেন। ভুলের বিষয়টি টের পেয়ে অনুভব করেছেন, কীভাবে তারা এমন কাজ অপছন্দ করতে পারেন, যে কাজে আল্লাহর রাসূল রাজি হয়েছেন?

এই ঘটনা তাদের সামনের জীবনকে অম্লান শিক্ষায় ঋদ্ধ করেছে। নিজের মতের ওপর নির্ভরশীলতাকে কেন্দ্র করে তারা যে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলেন, অন্যদেরকে সে ব্যাপারে সতর্ক করতেন।[৩৬৪] 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলতেন,

'ভাইয়েরা, দীনের ব্যাপারে নিজের মতকে পূর্ণাঙ্গ ভেব না। আমার মনে আছে—আবু জান্দাল যেদিন এসেছিল, সেদিন নিজের মতকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্তকে প্রায় প্রত্যাখ্যান করছিলাম; কিন্তু আল্লাহর কসম, পরবর্তীতে সত্য গ্রহণে আমি কখনো অনীহা প্রকাশ করিনি।'[৩৬৫]

সাহাল ইবনু হুনাইফ ﷺ বলেন—'তোমরা নিজেদের মতকে চূড়ান্ত ভেব না। আবু জান্দালের দিনটির কথা আমার মনে আছে। সেদিন এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আমি পারলে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতাম।'[৩৬৬]

আর 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ তো একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই ভয়ে ছিলেন

---

[৩৬২] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ৩৪১
[৩৬৩] দেখুন, হাকামী রচিত, গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া, পৃ. ৩১৩
[৩৬৪] প্রাগুক্ত
[৩৬৫] মুসনাদে বাযযার, ১৮১৩;প মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৬/ ১৪৫-১৪৬
[৩৬৬] দেখুন, হাকামী রচিত, গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া, পৃ. ৩১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে, না জানি তার শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ কোনো আয়াত নাযিল করেন! 'উমার ﷺ সে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—'আমি আমার কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে দুই হাতে সাদাকাহ ও গোলাম আজাদ করছিলাম। আমি সেদিন যে কথাগুলো বলেছিলাম, সে জন্য খুব ভয়ে ছিলাম। আমি আশা করছিলাম যেন কল্যাণকর কিছু হয়। '[৩৬৭]

ইবনুদ দাবী আশ-শাইবানি ﷺ এই ঘটনার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেছেন, 'বিদগ্ধ 'আলিমগণ বলেছেন, বিবৃত ঘটনায় স্পষ্ট দিকটা হলো, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশ নত শিরে মেনে নেওয়া আবশ্যক। যদিও তা বাহ্যিক কিয়াস ও মানবিক প্রকৃতির বিপরীত হয়। অতএব, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এ বিশ্বাস লালন করা যে, প্রকৃত কল্যাণ নবিজির নির্দেশ পালনের মধ্যেই নিহিত। দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি তাঁর জীবনীতেই রয়েছে। তিনি পূর্ণতা ও সমগ্রতা নিয়েই এসেছেন মানুষের অর্থহীন ও অপূর্ণ এই জরাগ্রস্থ জীবনকে আলো দেখাতে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁকে চিনতে ভুল করে। কারণ, সব মানুষ তো আর আসমানি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত নয়![৩৬৮]

তিন. আখিরাতমুখী শিক্ষার উপমা

সফরের পথে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি মারার উপত্যকায় আরোহণ করবে, তার এত পরিমাণ অন্যায় ক্ষমা করা হবে, যেমন ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল বনি ইসরাইলকে।'

আখিরাতমুখিতার একটি মহান শিক্ষা প্রতিভাত হয়েছে এই হাদীসে, যা আমাদের সামনে গভীরভাবে ভেবে দেখার দ্বার উন্মুক্ত করে। নবিজি এখানে সাহাবিদেরকে উপত্যকায় উঠতে উৎসাহিত করেছেন। এই সুসংবাদ দিয়েছেন, 'এই স্থানটি অতিক্রম যে করবে, সে লাভ করবে আল্লাহর ক্ষমা। এই বাণীটি নিয়ে চিন্তা করলে এর মর্ম কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট করে।

১. আল্লাহর রাসূল ﷺ চেয়েছেন, 'পার্থিব জীবনেও সাহাবিদের হৃদয় যেন সব সময় আখিরাতের সাথে বাঁধা থাকে।

[৩৬৭] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ৩৩১
[৩৬৮] দেখুন, মারবিয়্যাতু গাযওয়াতিল হুদাইবিয়া, পৃ. ৩১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. নবিজির একান্ত ইচ্ছা ছিল, সাহাবিদের প্রতিটি পদক্ষেপ, সকল কাজ এমনকি অভ্যাসগত সমগ্র বিষয় থেকেও যেন আখিরাতের পাথেয় অর্জিত হয়। নবিজির সার্বক্ষণিক চেষ্টা ছিল সাহাবিদের অন্তর গহিনে এই অভীষ্টের কথা যেন গেঁথে যায়। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই অন্য এক সময় তিনি বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রী মিলনেও সাদাকাহর সওয়াব পাবে।' সাহাবিগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের কেউ তার কামনা পূরণ করবে, এতেও সে প্রতিদান পাবে?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ। তোমরা কি লক্ষ করেছ, ব্যক্তি যদি এই কাজ হারাম পাত্রে করত, তা হলে তার কি পাপ হতো না? তেমনই হালাল পাত্রে রাখার কারণে তার সাওয়াব হবে।'[৩৬৯]

আরেকবার নবিজি বলেছেন, 'তুমি ক্ষুদ্রতম খরচের বিনিময়েও সাদাকাহর প্রতিদান পাবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে ধরো, সেটাও সাদাকাহ।'[৩৭০]

এই মর্মবাণীগুলো মুসলিম ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল হলে এই বিশ্বাসই তার জীবনকে এক আল্লাহর দাসত্বের রঙে রঙিন করবে। কেননা, মুসলিম জীবনের সর্বত্র জুড়েই ইবাদাতের ব্যাপ্তি। এই ইবাদাতময়তার মুবারাক প্রতিফলন ব্যক্তি জীবনকে যেমন পরিশুদ্ধ করে, তেমনই এর সুরভিতে মোহিত হয় আশপাশের সৃষ্টিও।[৩৭১]

এই প্রতিফলন আমাদের জীবনে দুটি বিষয় দৃশ্যায়ন করে—

ক. মুসলিম ব্যক্তির জীবন ও সব ধরনের কাজ রঙিন হবে রবের রঙে। প্রত্যেক কাজের যোগসূত্রতা থাকবে আল্লাহর সঙ্গে। ইবাদাত করবে একদম বিনয়চিত্তে দাসত্বের অনুভূতি নিয়ে, প্রাণ একনিষ্ঠ করে। এই মানসিকতা প্রত্যেক সৎ ও উপকারী কাজের দিকে তাকে অনুপ্রাণিত করবে। নিকটবর্তী করবে আল্লাহর। আসলে আল্লাহর সন্তুষ্টি হয় যার লক্ষ্য, তার পার্থিব জীবন সম্পর্কিত কাজগুলোও হয় অনন্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত।

খ. মুসলিম ব্যক্তিকে জীবনে শুধু একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখবে। করণীয় বর্জনীয় সমস্ত কাজে সে অনুসন্ধান করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। দীনি

[৩৬৯] আহমাদ, ৫/ ১৬৭, ১৬৮; মুসলিম, ১০০৬
[৩৭০] বুখারি, ২৭৪২; মুসলিম, ১৬২৮
[৩৭১] দেখুন, মারবিয়্যাতু গাযওয়াতিল হুদাইবিয়া, পৃ. ৩১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও দুনিয়াবি সকল চেষ্টায় সে অভিমুখী হবে আল্লাহর দিকে।[৩৭২] সাহাবায়ে কেরাম তাদের সমগ্র জীবনজুড়ে এই মর্ম বুকে ধারণ করে পথ চলেছেন। আল্লাহ তাদের অনুসৃত পথ সংরক্ষণ করেছেন এজন্যেই যে, আমরা যেন জীবনে তাদের অনুসরণ করি, পরবর্তীদের জন্য তাদের জীবন দলিল ও প্রমাণ হয়ে থাকে।[৩৭৩]

[৩৭২] দেখুন, কারজাভি রচিত, আল ইবাদাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ৬৬
[৩৭৩] দেখুন, হাকামী রচিত, মারিফিয়াতু গায়ওয়াতিল হুদাইবিয়া, পৃ. ৩১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৪

হুদাইবিয়া ও মাক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুদাইবিয়া ও মাক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

এক. খাইবার যুদ্ধের কারণ ও সময় নির্ণয়

ইবনু ইসহাক উল্লেখ করেছেন, খাইবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৭ম হিজরির মুহাররম মাসে।[৩৭৪] ঐতিহাসিক ওয়াকিদি বলেছেন, 'খাইবারে অভিযান পরিচালিত হয়েছে ৭ম হিজরির সফর কিংবা রবীউল আউয়াল মাসে; হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর।[৩৭৫] ইবনু সাআদ অবশ্য ৭ম হিজরির জুমাদাল উলা মাসের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৭৬] বরেণ্য দুই ইমাম—ইমাম মালিক ও যুহরি ৬ষ্ঠ হিজরির মুহাররম মাসের কথা বলেছেন।[৩৭৭] সবশেষে ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ ইবনু ইসহাকের ৭ম হিজরির মতটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩৭৮]

খাইবারের ইয়াহুদিরা প্রাথমিক অবস্থায় মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখত না। বনু নাযিরের ইয়াহুদিরা মাদীনা থেকে দেশান্তর হয়ে ওদের দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার পর শুরু হয় মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা। দেশান্তর হয়েও বনু নাযিরের ক্ষমতা ও দাপট একেবারে ভেঙে পড়েনি। কারণ, মাদীনা ত্যাগ করার সময়ও ওদের সাথে ছিল নারী, শিশু ও বিপুল সম্পদ। সে যুগের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী ওরা চলার পথে পেছনে বাদকদের রেখেছিল দফ ও বাঁশি ইত্যাদি বাজিয়ে নিজেদের

[৩৭৪] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ৪৫৫
[৩৭৫] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৬৩৪
[৩৭৬] দেখুন, তাবাকাতে ইবনু সাআদ, ২/ ১০৬
[৩৭৭] দেখুন, ইবনু আসাকিরের তারিখে দিমাস্ক ১/ ৩৩
[৩৭৮] দেখুন, ফাতহুল বারি, ১৬/ ৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অহংবোধ প্রকাশ করবার জন্য। [৩৭৯]

অনেক আগে থেকেই খাইবারে বনু নাযিরের সবচেয়ে কাছের মিত্র ছিল সাল্লাম বিন আবীল হাকীক, কিনানা বিন আবীল হাকীক ও হুয়াই বিন আখতাব। আর এখন দেশান্তরিত বনু নাযির খাইবারে আশ্রয় নেওয়ার পর মিত্ররা এদের সাথে ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি করে।[৩৮০] খাইবারের সম্মিলিত এই ইয়াহুদিরা এক সময় মনে করতে থাকে, মুসলিমদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া, তাদের প্রতিহত করা এবং ইসলামের অগ্রসরতা থামিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নিজেরাই যথেষ্ট। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই বনু নাযিরের মাঝে মাদীনায় নিজেদের বসতভিটায় আবার ফিরে আসার প্রবল আগ্রহ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই চিন্তার প্রথম শক্তিশালী পদক্ষেপ ছিল খন্দক যুদ্ধ। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রগুলোকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করতে বনু নাযিরের মিত্র খাইবারের ইয়াহুদিরা এখানে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। ব্যয় করেছে বিপুল অর্থ-সম্পদ। সম্মিলিত মুশরিক বাহিনীকে সহায়তা করতে বনু কুরাইযাকে গাদ্দারির পথে উসকে দেওয়ার পেছনেও এদের হাত ছিল। মুসলিমদের ওপর পেছন থেকে হামলা করতে বনু কুরাইযাকে পর্যাপ্ত সম্পদ দেওয়ার চুক্তিও করেছিল ওরা।[৩৮১] এসব কারণে মাদীনার ইসলামি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে খাইবার দুর্গ একটি ভয়ংকর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

মুসলিম সমাজের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে ওঠা খাইবারের ইয়াহুদিদের প্রতি নবিজি মনোযোগী হন হুদাইবিয়া সন্ধির পর। এই সন্ধির পর অবতীর্ণ সূরা ফাতহে খাইবার বিজয় ও সেখানকার ধনসম্পদ গানীমাত হিসেবে অর্জিত হওয়ার সুবার্তা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।[৩৮২] আল্লাহ তাআলা বলছেন—

> "আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন, যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আরও একটি

---

[৩৭৯] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ১/ ৩১৯
[৩৮০] প্রাগুক্ত।
[৩৮১] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/ ৩৪৯
[৩৮২] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/ ৩৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিজয় রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'(সূরা ফাতহ: ২০-২১)

দুই. খাইবারের পথে মুসলিম বাহিনী

ঈমানদীপ্ত এই বাহিনী অবশেষে খাইবারের পথে রওনা করে। তারা জানেন খাইবারের দুর্গগুলো সুরক্ষিত, সেখানকার পুরুষরা যুদ্ধবাজ ও সামরিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ। তারা এও জানেন, বিপরীতে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে বেষ্টন করে রাখছে সারাক্ষণ। মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য চলতি পথে সাহাবায়ে কেরাম সুউচ্চ কণ্ঠে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও তাকবীর বলছিলেন মুহুর্মুহু; কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ চাচ্ছিলেন সাহাবিরা কালিমাগুলো নিম্ন স্বরে বলুক। তাই সবাইকে নির্দেশনা দিয়ে বললেন, প্রিয় সাহাবিরা, তোমাদের কথা নিজেদের মাঝেই রাখো, তোমরা দূরের অন্ধ কোনো সত্তাকে ডাকছ না। তোমরা তো ডাকছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা এক সত্তাকে।'[৩৮৩]

নবিজির এই সফর ছিল রাতের আঁধারে। সালামা ইবনুল আকওয়া رضي الله عنه বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে রাতের বেলায় খাইবারের পথে রওনা করি। চলতি পথে আমির ইবনুল আকওয়া সাহাবিদেরকে উদ্দীপ্ত করতে বলছিল—

> 'হে আল্লাহ, আপনিহীন আমরা হিদায়াত পেতাম না/ করতাম না সাদাকাহ
> পড়তাম না সালাত।

জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আপনি আমাদের ক্ষমা করুন আর শত্রুদের মোকাবিলায় দৃঢ় রাখুন আমাদের পদক্ষেপ।

আমাদের মাঝে প্রশান্তির প্রলেপ ঢেলে দিন, আমাদেরকে অশান্তির দিকে ডাকলে আমরা প্রত্যাখ্যান করি; অথচ ওরা ফিতনার মাধ্যমে আমাদের ওপর প্রবল হতে চায়।'

শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এই কবিতা আবৃত্তি করল কে?' সাহাবিরা বললেন, আমির ইবনুল আকওয়া।' নবিজি বললেন, 'আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।'

---

[৩৮৩] বুখারি, ৬৩৮৪; মুসলিম, ২৭০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবিদের মধ্যে একজন ('উমার ইবনুল খাত্তাব)[৩৮৪] বললেন, 'হে আল্লাহর নবি, তার জন্য তো শাহাদাত অনিবার্য হয়ে গেল, তার মাধ্যমে আমাদেরকে যদি আরও বেশি উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিতেন?'[৩৮৫]

মুসলিম বাহিনী খাইবারের নিকটবর্তী এলাকা সাহবায় পৌঁছলে নবিজি আসরের সালাত আদায় করেন। নাশতা করার জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে ছিল মাত্র কয়েক কেজি খেজুর ও যব। এরপর নবিজির নির্দেশে সারীদ বানানো হলে তার সাথে সাহাবায়ে কেরামও আহার করেন। মাগরিবের সময় হয়ে আসে। তিনি ওযু না করে শুধু কুলি করে সাহাবিদের নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়েন।[৩৮৬]

এর আগেই অবশ্য আল্লাহর রাসূল ﷺ উববাদ ইবনু বাশার ﵁-কে ইয়াহূদিদের খবর অনুসন্ধান ও গুপ্ত ফাঁদ নিরিখের জন্য গোয়েন্দা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। খাইবারের পথে আশজা গোত্রের এক ইয়াহূদি গুপ্তচরের সাথে উববাদ বিন বাশারের দেখা হয়। তিনি লোকটাকে থামিয়ে বলেন, 'কে তুমি?'

সে বলল, 'আমি আমার হারিয়ে যাওয়া কয়েকটা উট খুঁজতে বেরিয়েছি।' উববাদ ﵁ বললেন, 'তুমি খাইবারের কোনো খবর জানো?' লোকটা বলল, 'আমি একটু আগে ওদের ওখান থেকেই এলাম, আপনি ওদের সম্পর্কে কী জানতে চান?' তিনি বললেন, 'ইয়াহূদিদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।'

লোকটা বলল, 'আমি ওদের খবর খুব ভালো জানি। কিনানা বিন আবীল হাকীক ও হাওজা ইবনু কাইস তাদের গাতফানি মিত্রদের কাছে গিয়েছিল। গাতফানিদেরকে তারা যুদ্ধের দিকে ডেকে খাইবারের এক বছরের ফল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গাতফানিরা বিপুল অস্ত্র-সামগ্রী নিয়ে এদের সাহায্যে এসেছে, তাদের পরিচালনা করছিল উতবা বিন বদর। খাইবারের প্রতিনিধিরা দশ হাজার যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে। আমি দেখেছি, ওদের দুর্গগুলো এমন দুর্ভেদ্য যে, ভেঙে ফেলা অসম্ভব। প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ওরা ভেতরে অবস্থান করছে, কয়েক বছর অবরোধ করে রাখলেও কিছু হবে না। দুর্গের ভেতরে উৎসারিত পানিই ওরা পান করে। আমার মনে হয় না, ওদের বিরুদ্ধে কেউ টিকতে পারবে।'

উববাদ ﵁ লোকটার সাজানো কথা বুঝতে পারলেন। আসল তথ্যের জন্য

[৩৮৪] দেখুন, ফাতহুল বারি, ৭/৫৩০
[৩৮৫] বুখারি, ৪১৯৬; মুসলিম, ১৮০২
[৩৮৬] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহূদ, ২/৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুখ খুলতে চাবুক বের করে বসিয়ে দিলেন কয়েকটা। চেপে ধরে বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি তুই ইয়াহুদিদের গুপ্তচর। এখন সত্যি বলবি, নাকি গর্দান উড়িয়ে দেবো?' জীবনের ভয়ে ভীত হয়ে লোকটা আসল তথ্য প্রকাশ করে বলল, 'আসলে ওরা তোমাদের কথা ভেবে ভীষণ ভীত ও আতঙ্কিত। বনু নাযিরের দেশান্তরিত ইয়াহুদিরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিনানা আমাকে বলেছে, 'তুমি মাদীনার দিকে চলো, ওরা তোমাকে চিনতে পারবে না। ওদেরকে আমাদের ব্যাপারে সতর্ক করো। ভিখারির বেশে ওদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। শেষে আমাদের সংখ্যাধিক্য ও দাপট সম্পর্কে বলবে। ওরা কখনোই তোমাকে প্রশ্নের ফাঁদে ফেলবে না। তারপর দ্রুত আমাদের মাঝে ফিরে আসবে।'[৩৮৭]

দীর্ঘ পথ চলে মুসলিম বাহিনী খাইবারের উঁচু ভূমিতে পৌঁছলে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের বললেন, 'একটু অপেক্ষা করো।' এরপর তিনি দুআ করে বলেন,

> 'সমূহ আসমান ও তার বিস্তৃত ছায়ার হে সম্মানিত প্রতিপালক, সাত তবক জমিন ও পৃষ্ঠে বহনীয় সবকিছুর রব, হে বিতাড়িত শয়তান ও ভ্রান্তদের রব, হে প্রবাহিত বাতাসের রব, আমরা তোমার কাছে এই জনপদ, জনপদবাসী এবং এখানকার সবকিছুর কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় কামনা করছি এই জনপদ, জনপদবাসী ও এখানকার যাবতীয় ক্ষতি থেকে।' দুআ শেষে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'এবার বিসমিল্লাহ বলে তোমরা সামনে অগ্রসর হও।'[৩৮৮]

নবিজি অবশ্য যেকোনো জনপদে প্রবেশকালে এই দুআ পড়তেন।

এখানেই রাত নামে। আল্লাহর রাসূল সাহাবিদেরকে এই উঁচু ভূমিতে ঘুমানোর অনুমতি দেন। ভোরের আগমনে সবাই জেগে ওঠে তাকবীর হাঁকেন। দ্রুত সময়ে সেনা শিবির স্থাপন করেন গাতফান ও খাইবারের মধ্যবর্তী স্থান রজি নামক উপত্যকায়। উদ্দেশ্য হলো গাতফানিদের সাথে খাইবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।[৩৮৯]

ভোরের আলো ফোটার পর খাইবারের কৃষকরা লাঙল-কোদাল নিয়ে বেরিয়েছে কেবল। যে স্নিগ্ধ আলোয় ওরা নতুন দিনের কর্ম শুরু করতে চাচ্ছিল, সেই আলোয় মুসলিমদের বিশাল বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে, 'আরে

---

[৩৮৭] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/৬৩০-৬৪১

[৩৮৮] ইবনু হিব্বান, ২৭০৯; হাকিম, ২/১০০-১০১। এছাড়া নাসাঈ ও বাইহাকিতেও এটি বর্ণিত আছে।

[৩৮৯] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ২/ ৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওই দেখো, মুহাম্মাদ ও তাঁর বাহিনী এসে গেছে!'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহু আকবার, খাইবার পদানত হবে। আমরা যখন কোনো কওমের উঠোনে উপনীত হই, তখন সতর্ককৃতদের সকালটা হয় ভয়ানক।'

তিন. ভেঙে ফেল দুর্গ-প্রাসাদ

ইয়াহুদিরা দুর্গের ভেতর আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী থেমে থাকার জন্য আসেনি। তারা প্রথমে দুর্গ অবরোধ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে একের পর এক দুর্গ জয় করে সামনে এগোচ্ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। মুসলিমরা সর্বপ্রথম নুতাত এলাকার না'য়িম ও সা'ব নামক দুর্গ পদানত করেন। তারপর শাক নামক এলাকায় আবুন নাযযারের দুর্গ। খাইবারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল এই এলাকা দুটি। সময়ের অগ্রসরতায় কুতাইবা নামক এলাকার কুমূসুল মানি নামক দুর্গও মুসলিমরা জয় করেন। এটাই ছিল সালাম বিন আবীল হাকীকের দুর্গ। যাকে রাতের আঁধারে হত্যা করেছিলেন আবদুল্লাহ বিন আতীক ﵁-এর গেরিলা বাহিনী। শেষ পর্যায়ে এসে ভেঙে ফেলা হয় ওয়াতীহ ও সালালিম অঞ্চলের দুর্গ দুটি।[৩৯০]

এগুলোর মধ্যে কিছু দুর্গ পদানত করতে মুসলিম বাহিনীকে কঠিন মোকাবিলা ও কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিশেষ করে না'য়িম নামক দুর্গ। এর নিচেই শাহাদাত বরণ করেছেন মাহমুদ বিন মাসলামা আনসারি ﵁। দুর্গের ওপর থেকে তার মাথার ওপর চাক্কি ফেলে দেওয়া হয়েছিল।[৩৯১] এই দুর্গ জয় করতে সময় লেগেছিল পাক্কা দশদিন।[৩৯২] কোনো দুর্গ জয়ের পেছনে ব্যয় করা এটাই সর্বোচ্চ সময়। এখানে মুসলিমদের ঝান্ডা বহন করছিলেন আবু বাকর সিদ্দীক ﵁; কিন্তু তার মাধ্যমে এটি বিজিত হয়নি। মুসলিমরা চূড়ান্ত চেষ্টা ব্যয় করেও কোনো ফলাফল আসছিল না।

শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আগামীকাল এই পতাকা এমন ব্যক্তিকে দেবো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে ভালোবাসে, সেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। বিজয় লাভ করে তবেই সে ফিরে আসবে।'

প্রতিটি মুসলিম হৃদয় এই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিল। একেবারে

[৩৯০] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫০১
[৩৯১] প্রাগুক্ত
[৩৯২] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৬৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয়দিন ফজরের সালাতের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ 'আলি ؓ-কে কাছে ডাকেন। তার হাতেই তুলে দেবেন আজকের পতাকা; কিন্তু চোখে তার পিচুটির অসুস্থতা। নবিজি 'আলি ؓ-এর চোখে নিজের থুতু লেপ্টে দিয়ে দুআ করলেন। আশ্চর্য! ভালো হওয়ার কল্পনা করার আগেই তার চোখ স্বাভাবিক সুন্দর এবং জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।[৩৯৩] এবার তিনি হাতে পতাকা তুলে নেন। [৩৯৪]

বিদায়ের আগে বিশেষ নির্দেশনা দিতে গিয়ে নবিজি বললেন, 'শোনো 'আলি, ইয়াহূদিদের ওপর হামলা করার আগে তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকবে। আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে একজন মানুষ হিদায়াত লাভ করা তোমার জন্যে লাল উট অপেক্ষা উত্তম।'[৩৯৫] 'আলি ؓ নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করব?' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। এ কথার সাক্ষ্য দিলে তাদের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষিত হবে, তবে সংগত কারণ ব্যতীত। আর হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহর।'[৩৯৬] অবশেষে 'আলি ؓ-এর হাতেই বিজিত হয় এই না'য়িম দুর্গ।

মুসলিমরা দুর্গটি অবরোধ করার পর এখানকার নেতা বেরিয়ে এসে মল্লযুদ্ধের ডাক দেয়। তার সাথে লড়তে গিয়ে আমির ইবনুল আকওয়া' ؓ প্রথমে শাহাদাত বরণ করেন। এরপর 'আলি ؓ তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন।[৩৯৭] আরেক বর্ণনায় আছে, তাকে হত্যা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ؓ। এই হত্যা ইয়াহূদিদের অভ্যন্তরীণ শক্তি দুর্বল করে দেয়; এরপরই তারা পরাজিত হয়।[৩৯৮]

কোনো কোনো বর্ণনায় ওঠে এসেছে, যুদ্ধের সময় ঢাল ভেঙে যাওয়ার পর না'য়িম দুর্গের একটি বিশাল দরজা 'আলি ؓ একাই এক হাত দিয়ে তুলে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এ সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বর্ণনা দুর্বল।[৩৯৯] তবে এগুলোর অগ্রহণযোগ্যতা কিন্তু 'আলি ؓ-এর বীরত্ব ও শক্তিমত্তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক

---

[৩৯৩] বুখারি, ৪২১০; মুসলিম, ২৪০৬
[৩৯৪] হাকিম, ৩/ ৩৭
[৩৯৫] বুখারি ৩০০৯; মুসলিম, ২৪০৬
[৩৯৬] মুসলিম, ২৪০৫
[৩৯৭] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫০২
[৩৯৮] প্রাগুক্ত
[৩৯৯] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ১/ ৩২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নয়। প্রমাণিত ও সাব্যস্ত বর্ণনাগুলোই তার বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট।[৪০০]

এই দুর্গ বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী সা'ব বিন মুআজের দুর্গের দিকে অভিমুখী হন। এই অংশের পতাকাবাহী হাব্বাব ইবনুল মুনজির ﷺ কৌশলী যুদ্ধ নীতিগ্রহণ করেছিলেন। ফলে মাত্র তিন দিনেই ইবনু মুআজের দুর্গ জয় করেন। এই জয়ের মধ্য দিয়ে তারা লাভ করেন প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী। এটা সেই দিনকার কথা, যেদিন মুসলিমরা ছিলেন খাদ্য স্বল্পতায় ও অভুক্ত।

পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে মুসলিম বাহিনী যুবাইর-এর দুর্গের দিকে যাত্রা করে। না'য়িম ও ইবনু মুআজের দুর্গ থেকে যারা পালিয়েছিল, তাদেরকে যুবাইর এখানে আশ্রয় দিয়েছে। মুসলিমরা এই দুর্গ অবরোধ করে বাইরে থেকে আসা পানির লাইন কেটে দেন। ফলে তারা যুদ্ধের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় এবং তিন দিন গত হতেই তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়। এভাবে নুতাত এলাকার শেষ দুর্গটিও মুসলিমদের পদানত হয়; সেখানে সবচেয়ে দাপুটে ও শক্তিশালী ইয়াহুদিদের বাস ছিল।

এ পর্যায়ে মুসলিমরা শাক্ব এলাকার অভিমুখী হন। বেশ কয়েকটি দুর্গ ছিল এখানে। সাহাবিরা অবরোধ শুরু করেন উবাই-এর দুর্গ থেকে। মুসলিমরা তাকে পরাজিত করেন। কিছু যোদ্ধা পালিয়ে নাযযারের দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিমরা এখানেও তাদের পিছু নিয়ে আগের ধারাবাহিকতায় অবরোধ করেন। তারপর অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত বিজয়। তবে শাক্ব অঞ্চলের কিছু লোক এখান থেকে পালিয়ে কুমূসুল মানী, ওয়াতীহ ও সুলালিম দুর্গে একত্রিত হয়। মুসলিমরা চৌদ্দ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা আপসের প্রস্তাব নিয়ে বের হয়ে আসে।[৪০১]

এভাবেই দাপটের সাথে বিজিত হয় খাইবার। বিভিন্ন দুর্গ পদানত করার সময় মুসলিমদের নির্ভীক চিত্তের কথা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তা ছাড়া বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদও একথা বর্ণনা করেছেন যে, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ খাইবারে অভিযান পরিচালনা করেছেন, বিজয়ও করেছেন দাপটের সঙ্গে।'[৪০২]

---

[৪০০] প্রাগুক্ত

[৪০১] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৬৫৮-৬৭১

[৪০২] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিজয়ের পর খাইবারের গোটা এলাকা মুসলিমদের অধীনে চলে আসে। খাইবারের দক্ষিণাঞ্চলীয় ফাদাকের লোকেরা মুসলিমদের দাপট বুঝতে পেরে দ্রুত সন্ধি স্থাপনের জন্য ছুটে আসে। জীবনের সুরক্ষা প্রার্থনা করে, ব্যয় করে পর্যাপ্ত সম্পদ। শেষে আল্লাহর রাসূল তাদের আবেদনে সম্মতি ঘোষণা করেন।[৪০৩]

সংগত কারণেই বলতে হয়, ফাদাক ছিল শুধু আল্লাহর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা, সেখানে কোনো ধরনের পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে অভিযান পরিচালিত হয়নি। এর পরবর্তী ধাপে মুসলিমরা ওয়াদিয়ে কুরা (কুরা উপত্যকা) অবরোধ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে এরাও আত্মসমর্পণ করে। এখানে প্রচুর পরিমাণ গানীমাতের সম্পদ অর্জিত হয়। তবে মুসলিমরা এখানকার ভূমি ও খেজুর বাগান ইয়াহুদি ও স্থানীয় কর্মচারীদের হাতে রেখে যান—খাইবার অঞ্চলের মতো করে। তাইমা অঞ্চলের লোকেরাও খাইবার ও ওয়াদিয়ে কুরার অনুরূপ আল্লাহর রাসূলের সঙ্গেসন্ধিস্থাপন করে।[৪০৪]

চার. গ্রাম্য শহীদ, কৃষ্ণ রাখাল এবং জাহান্নামের যাত্রী যে বীর

১. গ্রাম্য শহীদ

যুদ্ধের সামান্য অবসরে এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনেন। আনুগত্য প্রকাশ করে বলেন, 'আমি আপনার সাথে হিজরাত করতে চাই।' নবিজি কয়েকজন সাহাবির দায়িত্বে তাকে সোপর্দ করেন। সময়ের বহতায় খাইবার যুদ্ধ চলে আসে। আল্লাহর রাসূল গানীমাতের একটা অংশ তার জন্যেও বরাদ্দ রাখেন। তিনি উপস্থিত না থাকায় তা সাথিদের দেন।

ইনি চারণভূমিতে পশু চরাতেন। কাজ শেষে ফিরে আসার পর সাথিরা গানীমাতের বণ্টিত অংশ তাকে দিয়ে দেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কীসের সম্পদ? সাথিরা বললেন, 'এগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমার জন্য রেখেছেন।'

গ্রাম্য সাহাবি এগুলো নিয়ে নবিজির কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এগুলো কী জন্য?' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'গানীমাতের এই অংশটা তোমার জন্য রেখেছি।' সাহাবি বললেন, 'আমি এজন্য আপনার অনুসরণ করিনি;

[৪০৩] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/৬৯৯
[৪০৪] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/৩৫৪-৩৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি আপনার অনুসারী হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, আমার গলার এই জায়গাটায় এসে তির বিদ্ধ হবে, এরপর আমি মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করব।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তুমি আল্লাহর জন্য সত্য বলে থাকলে তিনি তোমার ইচ্ছা সত্যে পরিণত করবেন।' কিছুক্ষণ পর এই গ্রাম্য সাহাবি জিহাদে অংশ নেন। শাহাদাতের পর তার লাশ নবিজির সামনে পেশ করা হয়। নবিজি বললেন, 'এ সেই লোকটা না?' সাহাবিরা বললেন, 'জি।'

সমাহিত করার আগে আল্লাহর রাসূল নিজের জুব্বা দিয়ে এই সাহাবির কাফন পরান। তার জানাযার সালাত পড়িয়ে দুআ করে বলেন, 'হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দা তোমার রাস্তায় হিজরাতের জন্য বেরিয়েছে। এখন সে শহীদ। আর আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি।'[৪০৫]

২. কৃষ্ণ রাখাল

খাইবারে একজন কৃষ্ণ হাবশি গোলাম তার মালিকের পশু চরাত। সে খাইবারের লোকদেরকে অস্ত্র ধরতে দেখে বলল, 'আপনারা কী করতে চাচ্ছেন?' ইয়াহুদিরা বলল, 'আমরা এই লোকটার সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, সে নিজেকে নবি বলে দাবি করে।' নবুওয়াত শব্দটা তার মনে রেখাপাত করে। যেন উন্মেষ ঘটে আলোর। সে মেষপাল নিয়েই আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বলল, 'আপনি কীসের দিকে আহ্বান করেন?' নবিজি বললেন, 'আমি ইসলামের দিকে ডাকি এবং এ সাক্ষ্য দিতে বলি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর রাসূল এবং তুমি আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদাত করবে না।'

গোলাম বলল, 'আমি যদি সাক্ষ্য দিই, ঈমান আনি আল্লাহর ওপর, তা হলে বিনিময়ে কী পাব?' নবিজি বললেন, 'ঈমানের ওপর তোমার মৃত্যু হলে জান্নাত লাভ করবে।'

হাবশি লোকটা ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবি হয়ে গেলেন। বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই পশুগুলো আমার কাছে আমানত, এগুলো নিয়ে এখন আমি কী করতে পারি?' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'এগুলো বের করে মাঠে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তোমার আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন।' নতুন হাবশি সাহাবি তা-ই করেন। আল্লাহর ইশারায় পশুগুলো মালিকের কাছে চলে আসে। ইয়াহুদি বুঝতে

[৪০৫] নাসাঈ, ৪/ ৬০-৬১; হাকিম, ৩/ ৫৯৫-৫৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারে তার গোলাম ইসলাম গ্রহণ করেছে।

ইয়াহুদিদের ওপর হামলার প্রেক্ষাপট চলে আসে। আল্লাহর রাসূল ﷺ সমবেত সাহাবিদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের জিহাদের প্রতি উজ্জীবিত করেন। শুরু হয় যুদ্ধ। যাদের ব্যাপারে শাহাদাত লিপিবদ্ধ ছিল, তারা শহীদ হন। এই মিছিলে হাবশি রাখাল সাহাবিও ছিলেন।

মুসলিমরা তাকে সেনা ছাউনিতে নিয়ে আসেন। তারা ভেবেছিলেন আল্লাহর রাসূল এখানে আসবেন। নবিজি সাহাবিদের সামনে এসে বললেন, 'আল্লাহ তার এই বান্দাকে সম্মানিত করেছেন। নিয়ে এসেছেন খাইবারে। আমি তার মাথার কাছে দুজন হুর দেখেছি, অথচ সে আল্লাহর জন্য একটি সিজদাও করেনি।[৪০৬]

৩. একজন বীরের শেষ পরিণতি

খাইবার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীতে একজন যোদ্ধা ছিলেন, মুশরিকদের যাকেই পাচ্ছেন, কাটছেন। তার তরবারির আঘাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না কেউ। অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন তিনি। তার ব্যাপারেই আল্লাহর রাসূল বললেন, 'সে তো জাহান্নামি।' সাহাবিরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে যদি জাহান্নামি হয়, তা হলে আমাদের আর কে জান্নাতি হবে!' একজন সাহাবি বললেন, 'আল্লাহর কসম, সে এই অবস্থায় মরতে পারে না।' তিনি ওই লড়াকুর পিছু নিলেন। দেখলেন, যুদ্ধের এক পর্যায়ে সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। ক্ষতস্থানের ব্যথা তীব্র হলে সে তার তরবারি মাটিতে রেখে এর ধারালো ডগা রাখে বুকের মাঝখানে। এরপর নিজেকে তরবারিতে ছেড়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এই দৃশ্য দেখে সাহাবি আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল।' নবিজি বললেন, 'তা হঠাৎ একথা বলছ?' সাহাবি পুরো খবর তাকে জানালেন। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'মানুষের কাছে মনে হয় এক ব্যক্তি জান্নাতের আমল করছে, অথচ সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, আরেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে মনে হয় সে জাহান্নামের আমল করছে, অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। '[৪০৭]

---

[৪০৬] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/৩২৩, ৩২৪
[৪০৭] বুখারি, ৪২০২; বাইহাকি ফি দালায়িলিন নুবুওয়াহ, ৪/২৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাঁচ. হাবাশা থেকে জা'ফার ও তার সাথিদের প্রত্যাবর্তন

খাইবার বিজয়ের দিন জা'ফার বিন আবি তালিব ﷺ হাবাশা থেকে আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে আসেন। আল্লাহর রাসূল তাকে বুকে টেনে নেন, চুমু খান কপালে—দু চোখের মাঝখানে। আনন্দিত গলায় বলেন, 'বুঝতে পারছি না, কোন কারণে আমি বেশি উচ্ছ্বসিত, খাইবার বিজয়ে নাকি জা'ফারের প্রত্যাবর্তনে।'[৪০৮]

এর আগে আল্লাহর রাসূল বাদশা নাজ্জাশির কাছে সেখানে হিজরাত করা সাহাবিদের সন্ধানে আমর বিন উমাইয়া যমরি ﷺ-কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি দুটি জাহাজে সাহাবিদের নিয়ে আসেন। ঠিক খাইবার বিজয়ের দিন তারা ফিরে আসেন। জা'ফার ﷺ ফিরে আসার সময় আবু মূসা আশআরি ও তার অন্যান্য আশআরি সাথিদেরও সঙ্গে নিয়ে আসেন।[৪০৯]

এ ব্যাপারে আবু মূসা আশআরি ﷺ নিজেই বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির খবর যখন আমাদের কাছে আসে, তখনো আমরা ইয়েমেনে। আমার দু'ভাইয়ের সাথে হিজরাতের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলাম। আমার ভাই দুজন হলেন, আবু বুরদাহ ও আবু রেহেম। আশআরি কাফেলায় আমিই ছিলাম সবার ছোট।' বর্ণনাকারী বলেন, কাফেলার জনসংখ্যার ব্যাপারে আবু মূসা থেকে তিনটি মত পাওয়া যায়। সবগুলো মত অনুযায়ী তার ভাষ্য হলো, 'হিজাজের সফরে আমি ছিলাম পঞ্চাশের অধিক বায়ান্ন কিংবা তেপ্পান্নজন সাথির সাথে। আমরা নদীপথে একটা নৌকায় যাত্রা করেছিলাম। নিয়তির নিপুণতায় এটি আমাদেরকে নিয়ে নোঙর করে নাজ্জাশির দেশ হাবাশায়। এখানে জা'ফারের সাথে আমাদের দেখা হয়। আমরা সবাই কিছুদিন সেখানে অবস্থান করি। তারপর মাদীনায় এসে দেখি আল্লাহর রাসূল এই মাত্র খাইবার দুর্গ জয় করেছেন।'[৪১০]

জা'ফার ও তার সাথিরা সেখানে অবস্থান করেছেন দশ বছরেরও বেশি সময়। কুরআনের বহু অংশ নাযিল হয়েছে ইতোমধ্যে। কাফিরদের সাথে সংঘটিত হয়েছে বহু যুদ্ধ। মুসলিমদের সাধারণ হিজরাতের পূর্বাপর অবস্থার মধ্যে এসেছে স্পষ্ট পরিবর্তন। নির্ণিত হয়েছে মর্যাদার স্তর। ফলে অনেকেই মনে করতে থাকে হাবাশায় হিজরাতকারীরা এই সৌভাগ্যগুলো অর্জন করতে পারেনি। তাদের মর্যাদা অন্যদের

[৪০৮] ইবনু সাআদ, ৪/৩৫; হাকিম, ৩/৪০৮, ৪০৯
[৪০৯] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩৫৩
[৪১০] বুখারি, ৪২৩০; মুসলিম, ২৫০২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চেয়েকম।[৪১১]

এ ব্যাপারে আবু মূসা আশআরি ﷺ বলেন, আমাদেরকে অনেকেই বলত, 'আমরা হিজরাত করে অনেক আগেই মাদীনায় এসেছি, আর তোমরা মাদীনায় হিজরাত করেছ অনেক দেরিতে।' তাদের এই দেরিতে হিজরাতের কথাটা আমাদেরকে একটু নিচু করে রাখত যেন। আমাদের সাথে হাবশা থেকে মাদীনায় এসেছিলেন আসমা বিনতে উমাইস। আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী হাফসার সাথে তিনি একবার দেখা করতে আসেন। দুজনে গল্প করছিলেন, এমন সময় 'উমার সেখানে এসে পড়েন। তিনি আসমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'ইনি কে?' হাফসা বললেন, 'ইনি আসমা বিনতে উমাইস।' 'উমার বললেন, 'ও! ইনি তো হাবাশায় ছিলেন, সমুদ্রে সফর করেছেন।' আসমা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সেই নারী।'

'উমার ﷺ বললেন, 'হিজরাতে আমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী। তাই তোমাদের চেয়ে আমরা আল্লাহর রাসূলের নৈকট্যের বেশি অধিকার রাখি।' আসমা রেগে গেলেন। ক্রোধের রেশ মেশানো কণ্ঠে বললেন, 'এমন কখনোই হতে পারে না। আল্লাহর কসম, আপনারা আল্লাহর রাসূলের কাছে ছিলেন। তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তকে খাওয়াতেন, অজ্ঞকে শিক্ষা দিতেন। আর আমরা এমন লোকদের মাঝে ছিলাম, যারা শুধু দীন থেকে দূরে ছিল না; দীন ছিল তাদের শত্রু। আমাদেরকে এসব কষ্ট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সহ্য করতে হয়েছে। আল্লাহর কসম, আপনার কথাটি আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করব, এর আগ পর্যন্ত খানাপিনা কিছুই করব না। আমি মিথ্যা বলব না। আমার কথায় এদিক সেদিকও হবে না। আমার পক্ষ থেকে বাড়িয়েও বলব না।'

আল্লাহর রাসূল এলে আসমা জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া নাবিয়াল্লাহ, 'উমার আমাদেরকে এমন এমন কথা বলেছেন।' সবটা শুনে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তুমি তাকে কী উত্তর দিয়েছ?'তিনি বললেন, 'আমি এভাবে উত্তর দিয়েছি।' নবিজি বললেন, 'ওরা তোমাদের চেয়ে আমার নৈকট্যের বেশি অধিকার রাখে না। কারণ, 'উমার ও তার সাথিরা একবার হিজরাত করেছে, আর তোমরা হিজরাত করেছ দুইবার।'

[৪১১] দেখুন, ফিকহুস সীরাহ লিল গাযালি, পৃ. ৩৫০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসমা ﷺ এই স্বর্ণবিন্দু গ্রহণ করে ডগমগ আনন্দে হাবাশা থেকে আসা সবার মাঝে প্রচার করেন। তিনি বলেন, 'তারা প্রায়ই আমার কাছে এসে এই হাদীস শুনে যেত। পৃথিবীতে তাদের কাছে আল্লাহর রাসূলের এই সুসংবাদের চেয়ে মহৎ আর কিছুই ছিল না।' খাইবার অভিযানে অংশ নেওয়া সাহাবিদের অনুমতি নিয়ে নবিজি এদের মাঝেও গানীমাতের সম্পদ বণ্টন করেছেন।[৪১২]

ছয়. গানীমাত বণ্টন

ভূমি, খেজুর বাগান, পোশাক ও খাদ্যদ্রব্য—সবদিক থেকেই খাইবারে আল্লাহর রাসূল ﷺ সবচেয়ে বেশি গানীমাতের সম্পদ লাভ করেছেন। সীরাহ গ্রন্থসমূহের আলোকে গানীমাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

ক. খাদ্যদ্রব্য। খাইবারের দুর্গগুলো থেকে মুসলিমরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গানীমাত লাভ করেছেন। দুর্গগুলো থেকে পাওয়া গেছে চর্বি, তেল, মধু, ঘি ও আরো অন্যান্য জিনিস। নবিজি এখান থেকে খাওয়ার সাধারণ অনুমতি দেন। এক পঞ্চমাংশ নিজের জন্য রাখেননি।[৪১৩]

খ. পোশাক, উট, গাভী ও মেষ। আল্লাহর রাসূল এখান থেকে খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) গ্রহণ করেন। আল্লাহর নির্দেশিত খাতের জন্য রেখে দেন। আর বাকিগুলো যোদ্ধা সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করেন।

গ. বন্দি। ইয়াহূদিদের বহু নারী বন্দি হয় এ যুদ্ধে। এই বন্দিদেরকেও মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করেন। এরাও গানীমাত। গানীমাতের হুকুম এদের ওপর বর্তাবে।

ঘ. খাইবারের ভূমি ও খেজুর বাগান নবিজি ৩৬ ভাগে ভাগ করেন। প্রত্যেক ভাগে রাখেন একশটি অংশ। মোট অংশ দাঁড়িয়েছিল ৩ হাজার ৬শো। আল্লাহর রাসূল ও মুসলিমদের জন্য রাখা হয় অর্ধেক যার পরিমাণ ১৮শো। আর বাকি অর্ধেক বণ্টন করেন এখানকার মুসলিমদের নায়েবদের মাঝে এবং যারা মুসলিমদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে।[৪১৪]

---

[৪১২] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ৩/ ৯৬
[৪১৩] প্রাগুক্ত।
[৪১৪] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ৩/ ১৪১-১৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬. গানীমাতের সম্পদের মাঝে তাওরাতের কিছু কপিও ছিল। ইয়াহূদিরা সেগুলো ফেরত চায়। নবিজি তা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি রোমানদের মতো করেননি। ওরা বিজয় লাভের পর কিতাবাদি পুড়িয়ে ফেলত, পা দিয়ে মাড়াত। খ্রিষ্টানদের মতোও করেননি তিনি। খ্রিষ্টানরা আন্দালুস বিজয়ের পর সেখানকার তাওরাতের কপিগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।[৪১৫]

আল্লাহর রাসূল ﷺ ইয়াহূদিদেরকে খাইবার থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তারা বলল, 'এখানে চাষাবাদের ব্যাপারে আমরা বেশি অভিজ্ঞ।' নবিজি তাদের প্রস্তাব ভেবে দেখে থাকার অনুমতি দেন—শর্ত হলো, বাগানের ফলমূলের অর্ধেক মুসলিমদেরকে দিতে হবে।[৪১৬] আর মুসলিমদের এ অধিকার থাকবে যে, তারা যখন ইচ্ছা তার অংশ নিতে পারবে এবং যখন ইচ্ছা তাদেরকে দেশান্তরে বাধ্য করতে পারবে।

শর্তারোপ করার ক্ষেত্রে এখানে আল্লাহর রাসূলের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে। ইয়াহূদিরা তাদের আবাসভূমিতে থাকলে নিজেদের খাটাখাটুনি ছাড়াই আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের খাদ্যের পূর্ণ জোগান হয়ে যাবে। অন্যদিক থেকে ইয়াহূদিরা এই ভূমির আসল মালিক ছিল। এখানকার কৃষি কাজের ব্যাপারে ওরাই সর্বাধিক অবহিত। ফলে ওরা থাকলে অধিক ও উন্নত ফলমূল উৎপন্ন হবে। বিশেষ করে শ্রমের বিনিময়ে তো তারা কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না; বরং তাদের থেকে সময় মতো নেওয়া হবে বাগানে উৎপন্ন ফলের নির্ধারিত অংশ।

আল্লাহর রাসূল আরেকটি শর্ত যুক্ত করেছেন, তা হলো, মুসলিমরা যখন ইচ্ছা ইয়াহূদিদেরকে দেশান্তরে বাধ্য করতে পারবে। এভাবে তাদেরকে দুর্বল করার পাশাপাশি ক্ষমতার মেরুদণ্ডও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই শর্তের কারণে ওরা সহজেই বুঝে নিয়েছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিকর পদক্ষেপ নিলে তাদেরকে অবশ্যই বিতাড়িত করা হবে, আর কখনোই ফিরে আসতে পারবে না।

খাইবারের ইয়াহূদিরা সোনারুপা লুকিয়ে রাখা ও বনু কুরাইযায় নিহত হুয়াই বিন আখতাবের মিশক গোপন করার চেষ্টা করেছিল। বনু নাযির দেশান্তর হওয়ার সময় সাথে করে এই মিশকও নিয়েছিল। খাইবার বিজয়ের পর কোথাও এই মিশক না পেয়ে আল্লাহর রাসূল হুয়াই বিন আখতাবের চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হুয়াই

[৪১৫] দেখুন, আবু শুহবা রচিত 'আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/ ৪১৯
[৪১৬] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ৩/ ৩২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিন আখতাবের মিশক কোথায়?'

বুড়ো বলল, 'যুদ্ধের কারণে কোথায় চাপা পড়েছে জানি না।'[৪১৭]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'সমস্যা নেই, আমরা অচিরেই এর চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ লাভ করব।' বুড়ো মুখ খুলছে না। কীভাবে খোলা যায়? এ দায়িত্ব দিলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ-এর হাতে। যুবাইর ﷺ কেবল উত্তম-মাধ্যম দেওয়া শুরু করছিলেন, এরই মধ্যে বুড়ো অশনি সংকেত বুঝতে পেরে মুখ খুলে বলল, 'আমি হুয়াইকে দেখেছিলাম, সে এখানকার এই ধ্বংসস্তূপে ঘোরাঘুরি করে কী যেন খুঁজছিল।' সাহাবায়ে কেরাম সেখানে গিয়ে স্তূপের নিচে মিশক খুঁজে পান।[৪১৮]

খাইবারের ইয়াহূদিদের সাথে আল্লাহর রাসূলের মীমাংসা হওয়ার পর তিনি এখানে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে বাৎসরিক কর আদায়কারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রতি বছর এসে সার্বিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে ন্যায়পরায়ণতার সাথে কর নিরূপণ করতেন। ইয়াহূদিরা একবার আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তাঁর কঠোরতা নিয়ে অভিযোগ করে; ওদিকে তারা আবার আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকেও ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। আবদুল্লাহ ﷺ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'ওরে আল্লাহর শত্রুর দল, তোরা আমাকে ঘুষ খাওয়াতে চাচ্ছিস! আল্লাহর কসম, আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষের পক্ষ থেকে এসেছি, আর তোরা আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত সম্প্রদায়। এই তো তোরাই কৃতকর্মের কারণে বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিলি! তবে হ্যাঁ, তোদের প্রতি ঘৃণা আর তার প্রতি ভালোবাসা আমাকে ইনসাফের বৃত্ত থেকে বাইরে আনতে পারবে না।' ইয়াহূদিরা বলল, 'হ্যাঁ এই ইনসাফের ভিত্তিতেই তো আসমান-যমিন স্থির আছে।'[৪১৯]

খাইবার পুরোপুরি মুসলিমদের মালিকানায় চলে আসে। হয়ে ওঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, 'খাইবার বিজয়ের আগে আমরা তৃপ্তিভরে খেতে পারতাম না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও অর্জিত হয় খাইবার বিজয়ের পর। মুহাজির সাহাবিরা হিজরাতের পর পাওয়া দানের খেজুর বাগান ফিরিয়ে দেন আনসার সাহাবিদেরকে।[৪২০]

---

[৪১৭] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ১/ ৩২৬

[৪১৮] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, পৃ. ৪২৪

[৪১৯] দেখুন, যাহাবির 'তারিখুল ইসলাম,' ও ওয়াকিদির মাগাযি, পৃ. ৪২৪

[৪২০] দেখুন, শামি রচিত 'মিন মুয়াইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাত. সাফিয়্যাহ ﵂-এর সাথে আল্লাহর রাসূলের বিয়ে

খাইবারে সালাম বিন আবীল হাকীকের কেল্লা বিজয়ের পর এখানকার বন্দিদের মধ্যে সাফিয়্যাহ ﵂-ও ছিলেন। বণ্টনে দিহইয়া কালবি তাকে পেয়ে যান। এদিকে আল্লাহর রাসূলের কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই একজন নেতার মেয়ে। দিহইয়া কালবির ভাগ্যে জুটেছে সে; কিন্তু সে আপনি ছাড়া অন্য কারও উপযুক্ত নয়।'

লোকটির পরামর্শ আল্লাহর রাসূলের কাছে চমৎকার মনে হলো। নবিজি দিহইয়াকে বললেন, 'তুমি বন্দিদের মধ্যে অন্য কোনো বাঁদিকে নিয়ে নাও।' এরপর আল্লাহর রাসূল সাফিয়্যাহকে নিয়ে আজাদ করে দেন। এই মুক্তিদানই ছিল তার বিয়ের মোহরানা। সাফিয়্যাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হলে আল্লাহর রাসূল তাকে বিয়ে করেন।[৪২১]

আল্লাহর রাসূল ﷺ খাইবার থেকে বের হওয়ার আগেই সাফিয়্যাহ ﵂ ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হন। ফেরার পথে নবিজি তাকে নিজের পেছনে বসান। খাইবার থেকে ছয় মাইল দূরত্বে একস্থানে এসে যাত্রা বিরতি হয়। আল্লাহর রাসূল সেখানে বাসর যাপন করতে চান; কিন্তু সাফিয়্যাহ বারণ করেন। ব্যাপারটি নবিজি কিছুটা অপছন্দ করলেও তিনি তার ইচ্ছাকে মূল্যায়ন করেন।

সাহবা নামক স্থানে এসে আল্লাহর রাসূল তাকে নিয়ে অবতরণ করেন। এখানে উম্মু সুলাইম ﵂ সাফিয়্যার চুল আঁচড়ে দেন। সুগন্ধি মাখিয়ে বধূ সাজিয়ে পাঠিয়ে দেন আল্লাহর রাসূলের কাছে। নবিজি ও সাফিয়্যার বাসর রাত এখানেই যাপিত হয়। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'প্রথমবার নামতে বারণ করেছিলে কেন?' সাফিয়্যাহ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আসলে আপনাকে ইয়াহূদিয়্যাতের গন্ধ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছি।' নবিজির কাছে এটি মহৎ কিছু মনে হলো। তিনি খুশি হলেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহবায় তিনদিন অবস্থান করেন। বিয়ের ওলিমা করে দাওয়াত করেন মুজাহিদ মুসলিমদেরকে। এই ওলিমায় গোশত ছিল না। খাবার হিসেবে ছিল খেজুর, যব ও ঘি। মুসলিমরা সাফিয়্যাহর ব্যাপারে বলছিলেন, 'তিনি একজন উম্মুল মুমিনীন; নাকি আল্লাহর রাসূলের মালিকানাধীন বাঁদি।' সফর শুরু হলে নবিজি তাকে নিজের পেছনে বসান। আবৃত করেন পর্দায়। এবার সবাই বুঝতে

[৪২১] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ৩/১০১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারেন সাফিয়্যাহ উম্মুল মুমিনীন।[৪২২]

সাফিয়্যাহ ﷺ যুদ্ধের আগে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাইহাকি শরিফে ইবনু 'উমার ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফিয়্যাহর চোখে সবুজাভ রং দেখে বললেন, 'সাফিয়্যাহ, তোমার চোখ এমন কেন?' সাফিয়্যাহ ﷺ বললেন, 'সেদিন আমি ইবনু হাকীকের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুমের ঘোরে আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি চাঁদ আমার কোলে এসে নামল। চোখ খুলে তাকে স্বপ্নের কথা জানালাম; কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও আমায় চড় মেরে বলল, 'তুইও ইয়াসরিবের মালিককে কামনা করিস!'[৪২৩]

অবশেষে আল্লাহ তাআলা সাফিয়্যার জীবন পরিবর্তনী স্বপ্ন পূরণ করেছেন, আল্লাহর রাসূলের সাথে বিয়ে সম্পন্ন করে সম্মানিত করেছেন, রক্ষা করেছেন জাহান্নাম থেকে। বানিয়েছেন উম্মুল মুমিনীন। খাতামুল আম্বিয়া সাইয়িদুল মুরসালীনের সঙ্গিনী করেছেন অনন্তকালের জান্নাতে।[৪২৪] আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও তাকে স্ত্রী হিসেবে অগাধ ভালোবাসা দিয়েছেন। রেখেছিলেন উন্নত মর্যাদার আসনে। এই তো খাইবার থেকে মাদীনার দিকে ফেরার পথে সাফিয়্যাকে উটে ওঠানোর সময় হলে আল্লাহর রাসূল জানুদেশ পেতে দিতেন। শ্রেষ্ঠ মানুষটার সামনে কীভাবে বিনীত হতে হয় পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধায়, অনন্য ভব্যতা ও শিষ্টতায়, তা সাফিয়্যাকে শেখাতে হয়নি। ভালোবাসার সাথে ভব্যতার চরিত্রও মিশে গেছে তার মনের গভীরে। তাই তো নবিজির জানুদেশে তিনি পা দিতেন না; বরং হাঁটু রেখে বাহনে আরোহণ করতেন।

আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে এসে তাঁর সর্বোত্তম চরিত্র-মাধুর্য খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে সাফিয়্যার। তিনি বলছেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ আর দেখিনি। আমার খুব মনে আছে। খাইবারে তখন রাত নেমেছে। আল্লাহর রাসূল আমাকে নিয়ে উটে আরোহণ করলেন। আমি ছিলাম কুঁজের ওপর। একটু পর নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। বারবার আমার মাথা গিয়ে লাগছিল

[৪২২] দেখুন, আবু শুহবা রচিত, 'আস সীরাতুন নাববিয়্যাহ, ২/ ৩৮৪
[৪২৩] বাকিহাকি ফিল কিবরা, ৯/ ১৩৭
[৪২৪] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ৩/ ১২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাওদার সাথে। আল্লাহর রাসূল আমাকে ছুঁয়ে বলতেন, 'সাফিয়্যা, একটু ধীরে!'[৪২৫]

সাফিয়্যা ﵂ বলেন, আমি একবার জানতে পারলাম, আয়িশা ও হাফসা নিজেদের ব্যাপারে বলেছেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে সাফিয়্যার চেয়ে বেশি সম্মানিত, কেননা আমরা একই সাথে তার স্ত্রী ও চাচার মেয়ে।' আমি নবিজিকে তাদের কথা জানালাম। তিনি বললেন, 'তা হলে তুমিও বলে দাও, তোমরা আমার চেয়ে উত্তম হও কীভাবে? যখন আমার স্বামী মুহাম্মাদ, বাবা হারুন ও চাচা মূসা!'[৪২৬]

আল্লাহর রাসূলের সুমহান চরিত্র সাফিয়্যার হৃদয়ে ভালোবাসার স্নিগ্ধ অনুভূতি গড়ে তোলে। ফলে নবিজি হয়েছেন তার কাছে মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজন; এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সাধ্যের সবকিছু নবিজির করকমলে সঁপে দিতেন, এমনকি নিজেকেও। আল্লাহর রাসূল কোনো অসুস্থতায় কষ্ট পেলে তিনি কামনা করতেন, এই অসুখ যদি তার হতো, যার বিনিময়ে প্রিয়তম থাকতেন নিরাপদ ও সুস্থ!

ইবনু সাআদ হাসান-সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যাইদ ইবনু আসলাম ﵀ বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের অন্তিম শয্যায় সকল স্ত্রী তাঁর কাছে আসেন। সবার মধ্য থেকে সাফিয়্যাহ ﵂ নবিজিকে বললেন, 'ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ, আপনার অসুস্থতা আমার হয়ে যদি আপনি সুস্থ হয়ে যেতেন!' সাফিয়্যার কথা শুনে অন্য স্ত্রীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে খোঁচা দেওয়া কথা বলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ স্ত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কুলি করো।' তারা বললেন, 'কিন্তু কেন?' নবিজি বললেন, 'তোমরা সাফিয়্যাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলেছ, এ কারণে। আল্লাহর কসম সে সত্যবাদিনী।'[৪২৭]

সাফিয়্যার সাথে আল্লাহর রাসূলের বাসর যাপনের রাতে তাদের পাহারায় থাকা আবু আইয়ুব আনসারি ﵁-এর গল্পটাও স্মরণ করতে পারি। ইবনু ইসহাক ﵀ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল খাইবারে কিংবা ফেরার পথে নিজ তাঁবুতে বাসর যাপন করেন। এদিকে আবু আইয়ুব খালিদ বিন যাইদ আনসারি ﵁ খাপছাড়া তরবারি হাতে জেগে থাকেন রাতব্যাপী। নবিজির তাঁবুর চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়েছেন নিষ্ঠার সাথে।

---

[৪২৫] মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৯/ ২৫২
[৪২৬] তিরমিযি, ৩৮৯২; হাকিম, ৪/ ২৯
[৪২৭] দেখুন, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনইয়াহ, ২/ ২৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভোরে আল্লাহর রাসূল বাইরে আসেন। আবু আইয়ুবকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার আবু আইয়ুব, তুমি এখানে?' তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই নারীর ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হয়েছে। সে এমন একজন নারী, যার বাবা, স্বামী ও গোত্রের অনেকেই মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছে। তার কুফরের অন্ধকার থেকে ফেরাটাও বেশি দিন হয়নি। তাই ভয় হয়েছে, যদি অযাচিত কিছু করে বসে!'[৪২৮]

চূড়ান্ত ভালোবাসা প্রকাশের এই দৃষ্টান্তে আল্লাহর রাসূল মুগ্ধ হন। তার জন্য দুআ করে বলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি আবু আইয়ুবকে সুরক্ষিত রাখো, যেমন সে বিনিদ্র থেকে আমাকে পাহারা দিয়েছে।'[৪২৯]

সাফিয়্যাকে বিয়ে করা যেমন ছিল আল্লাহর রাসূলের জীবনমুখী একটি দিক, তেমনই এতে ছিল অন্তর্নিহিত কিছু কারণও। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ কিংবা অনিবার্য কামনা তৃপ্তির জন্য নবিজি তাকে বিয়ে করেননি; বরং উদ্দেশ্য ছিল তার যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া। সাফিয়্যাকে এভাবেও সুরক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, হতে পারে সে এমন কারো শয্যাসঙ্গিনী হবে, যে তার বংশীয় আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের বিষয়টা বুঝবে না। একজন নারীর জন্য এটাও একটি সান্ত্বনার বিষয়। কেননা যে নারীর বাবা, স্বামী ও গোত্রের অনেকেই মারা গেছে, তার জীবনের পথে আল্লাহর রাসূলের চেয়ে উত্তম সঙ্গী আর কে হতো?

এছাড়া সাফিয়্যার সাথে বিয়ের কারণে নবিজি ও ইয়াহূদিদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে একটি বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে, এর ভিত্তিতে ইসলামের প্রতি ওদের শত্রুতার মনোভাব দুর্বল হওয়াটাও স্বাভাবিক। প্রভাব ফেলে তাদের কূটকচালও ফ্যাসাদের মনোবৃত্তিতেও।[৪৩০]

সাফিয়্যাহ ﷺ ছিলেন বুদ্ধিমতী সহনশীলা ও সত্যবাদিনী। বর্ণিত আছে, তার এক বাঁদি 'উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে এসে অভিযোগ করে বলল, 'আমিরুল মুমিনীন, সাফিয়্যাহ তো এখনো শনিবারকে ভালোবাসে, সম্পর্ক রাখে ইয়াহূদিদের

---

[৪২৮] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/ ৩২৮

[৪২৯] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩/ ৩৫৪-৩৫৫

[৪৩০] দেখুন, আবু শুহবা রচিত, 'আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/ ৩৮৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাথে।'

'উমার ﷺ তার কাছে লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে সাফিয়্যা ﷺ বলেন, 'আল্লাহ আমাকে জুমু'আর দিন দানের পর থেকে আমি আর শনিবারকে বিশেষ মনে করি না। আর ইয়াহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি মর্মে আপত্তির উত্তর হলো, ওখানে আমার শেকড় গেঁথে আছে।' 'উমার তার কথা মেনে নেন। সাফিয়্যাহ বাঁদিকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার, তোকে এ কাজে কে প্ররোচিত করেছে?' বাঁদি বলল, 'আর কেউ না, শয়তান।' সাফিয়্যা বললেন, তুই আসতে পারিস, এখন থেকে তুই মুক্ত।'

মুআবিয়া ﷺ-এর শাসনামলে ৫০হিজরি সনে রামাদান মাসে তিনি মারা যান। অন্য বর্ণনা মতে ৫২হিজরি সনে। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।[৪৩১]

আট. আল্লাহর রাসূলকে বিষমাখা ভুনা বকরি প্রদান

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'খাইবার বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূলকে একটি বিষমাখা ভুনা বকরি হাদিয়া দেওয়া হয়। আল্লাহর রাসূল নির্দেশ দিলেন, এখানকার সব ইয়াহুদিকে আমার সামনে হাজির করো।' ইয়াহুদিরা সমবেত হলে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদের কাছে কিছু জানতে চাইব, তোমরা আমাকে সত্য বলবে।'

তারা বলল, জি আবুল কাসিম, আমরা সত্যই বলব।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাদের পিতা কে?'

'আমাদের পিতা অমুক।'

'উঁহু, তোমরা মিথ্যা বলেছ, তোমাদের পিতা তো অমুক ব্যক্তি!'

'জি, আপনি সত্য বলেছেন।'

'আমি আবারও বলছি, আমি কিছু জানতে চাইব, তোমরা সত্য বলবে।'

'জি, আবুল কাসিম। তা ছাড়া আমরা মিথ্যা বললে আপনি ধরতে পারবেন,

[৪৩১] দেখুন, আবু শুহবা রচিত, 'আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/৩৮৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেমন বাবার ব্যাপারে ধরেছেন।'

'আচ্ছা, তা হলে বলো, কারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

'আমরা সেখানে অল্প কিছুদিন থাকব, তারপর আমাদের মুক্তি দেওয়া হবে।'
'তোমরা এ ব্যাপারে ধোঁকার আবর্তে পড়ে আছো। আল্লাহর কসম, তোমাদের কখনোই মুক্তি দেওয়া হবে না।'

'তোমাদেরকে এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি বলবে।'

'জি, সত্যি বলব।

'তোমাদেরকে এ কাজে কে প্ররোচিত করেছে?'

'আমাদের ইচ্ছা ছিল, আপনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে আমরা শান্তি পাব, আর আসলেই আপনি নবি হয়ে থাকলে এই বিষ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[৪৩২]

বুলূগুল আমানির রচয়িতা বিষমাখা বকরির ব্যাপারে বলেছেন, 'ইয়াহুদি নারী সালাম বিন মিশকামের স্ত্রী যাইনাব বিনতুল হারিস এই বকরি নবিজিকে হাদিয়া দেয়। সে আগে জেনে নিয়েছে আল্লাহর রাসূল বকরির কোন অংশ বেশি পছন্দ করেন। রানের কথা জানতে পেরে এ অংশে বিষের পরিমাণ বেশি দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল রানের অংশ নিয়ে কেবল চিবিয়েছিলেন, গিলে ফেলেননি; কিন্তু তাঁর সাথে খাবারে শরিক হওয়া বিশ্‌র ইবনুল বারা একটি মাত্র লোকমা খাওয়ার পরই মৃত্যুবরণ করেন।'[৪৩৩]

উরওয়া ﵀ মাগাযিতে উল্লেখ করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল রানের একটা অংশ নিয়ে কেবল মুখে দিয়েছেন। ওদিকে মাংস খাওয়া শুরু করেছিলেন বিশ্‌র ﵁। নবিজি একটু চেখে দেখেই উপস্থিত সাহাবিদের বললেন, 'তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। বকরির গোশত আমাকে বলে দিচ্ছে এখানে বিষ মাখানো হয়েছে।' নবিজির কথা শুনে বিশর ইবনুল বারা ﵁ বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, আমার লোকমাতেও এটা আমি বুঝতে পেরেছি; কিন্তু আপনার সামনে খাবার নষ্ট করতে মন

---

[৪৩২] বুখারি, ৩১৬৯ আহমাদ, ২/৪৫১
[৪৩৩] বুখারি, ৩১৬৯;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> চাচ্ছিল না, তাই ফেলে দিইনি। আর আপনার খাবারে শরিক থাকার পর এই জীবনে আর কোনো চাওয়া আমার বাকি নেই। তা ছাড়া আমি ভেবেছিলাম, খাবারে বিষ থাকলে আপনি অবশ্যই ফেলে দেবেন।'[৪৩৪]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের কাছে মহিলাকে গ্রেফতার করে আনা হলে সে দায় স্বীকার করে বলল, 'আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছি।' নবিজি বললেন, কিন্তু আমাকে হত্যার ক্ষমতা আল্লাহ তোমাকে দেননি' সাহাবিরা মহিলাকে হত্যার অনুমতি চাইলে নবিজি বারণ করেন।[৪৩৫] তাকে কোনো প্রকার শাস্তিও দেওয়া হয়নি। এদিকে নবিজি দ্রুত আক্রান্ত সাহাবিদের চিকিৎসার জন্য গ্রীবাসন্ধিতে হিজামার নির্দেশ দেন। তারপরও কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছিলেন।'[৪৩৬]

খাবারে বিষ প্রয়োগকারী এই নারীকে হত্যা করা হয়েছিল কিনা, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধমত হলো, বিশর ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাকে হত্যা করা হয়েছে। একটি ঐতিহাসিক সত্য হলো, ইয়াহুদি নারীর মেশানো বিষ ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী। ফলে বিশর ইবনুল বারা ﷺ দ্রুতই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন; আর আল্লাহর রাসূলের ওফাতের সময় এই বিষের ব্যথা তাঁকে ভীষণভাবে ভুগিয়েছে।[৪৩৭]

> আয়িশা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় বলতেন, আয়িশা, আমি এখনো খাইবারের সেই বিষের যন্ত্রণা অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, এই বিষের কারণে আমার কণ্ঠনালি বুঝি ছিঁড়ে যাবে।'[৪৩৮]

নয়. মাক্কা থেকে হাজ্জাজ বিন আলাত সালামির সমূহ সম্পদ নিয়ে আসা

আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'খাইবার বিজয়ের পর হাজ্জাজ বিন আলাত আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, মাক্কায় আমার পরিবার ও বেশ কিছু মাল-সামানা আছে। এ ক্ষেত্রে আমি আপনার ব্যাপারে কিছু বলে তাদের কাছে চিঠি লিখতে চাই।' আল্লাহর রাসূল তাকে ইচ্ছে মতো কথা বলার অনুমতি

---

[৪৩৪] দেখুন, বুলুগুল আমানি ফি হাশিয়াতিল ফাতহির রাব্বানী, ২১/১২৩
[৪৩৫] মুসলিম, ২১৯০
[৪৩৬] দেখুন, উরওয়া ইবনু যুবাইর সংকলিত 'আল্লাহর রাসূলের মাগাযি, পৃ. ১৯৮
[৪৩৭] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/৩৩৬
[৪৩৮] বুখারি, ৪৪২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেন।

হাজ্জাজ স্ত্রীর কাছে এসে বলল, 'তোমার কাছে যা-কিছু আছে, নিয়ে এসো। ইয়াহুদিরা মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের থেকে যে সম্পদ লাভ করেছে, আমি খাইবারে গিয়ে তা কিনতে চাচ্ছি। আর শোনো, যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজিত হয়েছে, ইয়াহুদিরা ওদের সমস্ত সম্পদ লুট করেছে।' মাক্কায় হাজ্জাজের কথা বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। মিথ্যে পরাজয়ের খবর শুনে মাক্কার মুসলিমদের মনে বিষণ্ণতা ছেয়ে গেলেও মুশরিকদের মাঝে আনন্দ ও খুশি দেখা দেয়।

আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের কাছেও পৌঁছে যায় এ খবর। তিনি কী এক কারণে তখন দাঁড়াতে পারছিলেন না। খবরটা শুনে শোয়া থেকে উঠে বসলেন। মা'মার বলেন, 'উসমান জাযারি মিকসামের সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করে বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছেলে কুসামের হাত ধরে উঠে বসলেন আব্বাস। কুসাম ﵁ বাবাকে বুকের সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে রাখেন। এ সময় আব্বাস ﵁ বলছিলেন,

'পুত্র কুসামকে আমি ভীষণ ভালোবাসি/তাকে রাখি মুহাম্মাদের সাথে সাদৃশ্যে

যিনি অনুগ্রহশীল রবের প্রেরিত নবি/তাঁর প্রতি অনাগ্রহী ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য।

সাবিত বিন আনাস ﵁ বলেন, 'আব্বাস ﵁ তার এক গোলামকে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করে বলেন, 'তোমাকে তো ভালো মনে করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদেরকে এসব কী শোনাচ্ছ? তোমার আনীত সংবাদে তো আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেননি।'

হাজ্জাজ বিন আলাত আগত গোলামকে বলল, 'আবুল ফজলকে আমার সালাম জানাবে। তাকে বলবে, তিনি যেন আমার সাথে কোনো নির্জন ঘরে বসার ব্যবস্থা করেন। কেননা, আমার আনীত প্রকৃত সংবাদ শুনে তিনি অবশ্যই খুশি হবেন।'

গোলাম ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'ওহে আবুল ফজল, সুসংবাদ গ্রহণ করুন।' গোলামের মুখে এইটুকু শুনেই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তিনি লাফিয়ে ওঠেন। গোলামের কপালে চুমু খান। গোলাম হাজ্জাজ বিন আলাতের কথা প্রকাশ করার পর আব্বাস ﵁ তাকে আজাদ করে দেন।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক সুযোগে হাজ্জাজ বিন আলাত আব্বাসের কাছে নির্জনে এসে বললেন, 'খুশির খবর শুনুন। আল্লাহর রাসূল ﷺ খাইবার জয় করেছেন, লাভ করেছেন প্রচুর পরিমাণ গানীমাতের সম্পদ। তাদের সম্পদে আল্লাহর অংশও নির্ধারিত হয়েছে। ওদিকে আল্লাহর রাসূল সাফিয়্যাকে নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে আগে আজাদ করেছিলেন।[৪৩৯] আর আমি এখানে এসেছি আমার সম্পদ নেওয়ার জন্য। নবিজির কাছে যা ইচ্ছা বলার অনুমতি চাওয়ার পর তিনি অনুমতি দিয়েছেন। ওহে আবুল ফজল, অন্তত তিনদিন পর্যন্ত আমার ভেতরের খবর গোপন রাখবেন। তারপর যা ইচ্ছা বলতে পারবেন আপনি।'[৪৪০]

হাজ্জাজের স্ত্রী নিজের কাছে থাকা সমস্ত অলংকার ও সামানপত্র জমা করে। সরল মনেই দিয়ে দেয় স্বামীকে। ঠিক তিনদিন পরের কথা। আব্বাস ﷺ হাজ্জাজ বিন আলাতের স্ত্রীর কাছে এলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর বললেন, 'তোমার স্বামীর কী খবর?'

স্ত্রী বলল, 'উনি অমুক দিন এসেছিলেন, আবার চলেও গেছেন। আরেকটা কথা হলো, আল্লাহ আপনাকে লজ্জিত করবেন না। তবে আপনি যা শুনেছেন, সে কারণে আমরা বেশ কষ্ট পেয়েছি।'

আব্বাস ﷺ বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, আল্লাহ আমাকে লজ্জিত করবেন না। আর আলহামদুলিল্লাহ, মাদীনায় আমার অপছন্দের কিছুই ঘটেনি। আসল খবর শোনো, আল্লাহর রাসূলের হাতে আল্লাহ খাইবারে বিজয় দান করেছেন। সেখানে আল্লাহর অংশ নির্ধারিত হয়েছে। সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াইকে নবিজি নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। স্বামীর কাছে তোমার কোনো কাজ থাকলে তার কাছে যেতে পার।'

হাজ্জাজের স্ত্রী বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে সত্যবাদীই মনে করি।' আব্বাস ﷺ বললেন, হ্যাঁ আমি সত্য বলেছি।' এরপর আব্বাস ﷺ সেখান থেকে চলে এসে কুরাইশের একটি আসরে উপস্থিত হন। তিনি পাশ অতিক্রমের সময় ওরা টিটকারি করে বলছিল, 'ওহে আবুল ফজল, আশা করি আপনি শুধু কল্যাণই লাভ করবেন।' তিনি কুরাইশদের বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, কল্যাণ ছাড়া আমি কিছু আশাও করি না। হাজ্জাজ বিন আলাত আমাকে বলেছে, আল্লাহর রাসূল খাইবার

[৪৩৯] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৪৫৯
[৪৪০] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, পৃ. ৪৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জয় করেছেন, সেখানে আল্লাহর অংশ আরোপিত হচ্ছে, সবিশেষ সাফিয়্যাকে নবিজি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ কথা আমি আগে বলিনি; কারণ, হাজ্জাজ আমাকে প্রকৃত বিষয়টা তিনদিন পর্যন্ত গোপন রাখবার অনুরোধ জানিয়েছিল। আর সে মূলত এসেছিল তার সম্পদ নেওয়ার জন্য। নিজের কাজ সেরে তোমাদের বোকা বানিয়ে চলেও গেছে।'

> এভাবে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের মানসিক যন্ত্রণা চাপিয়ে দিলেন মুশরিকদের ওপর। আনন্দের দ্যুতিতে উজ্জ্বল হলো মুমিনদের চেহারা, বিষাদের কালো ছায়া নামল মুশরিকদের জীবনে।[৪৪১]

হাজ্জাজ বিন আলাতের ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়, ক্ষেত্র বিশেষে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে মিথ্যা বলা জায়েয, যদি এতে অন্যের অনিষ্ট জড়িয়ে না থাকে। এবং যদি এটাও পরিষ্কার থাকে যে, মিথ্যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারবে। হাজ্জাজ বিন আলাত ﷺ এ কাজটাই করেছেন। কারও কোনো ক্ষতি না করে মাক্কা থেকে নিজ সম্পদ নিয়ে মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়েছেন, এ ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। আর প্রাথমিকভাবে মাক্কার মুসলিমরা যে দুশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন, পরে সত্যের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণের তুলনায় তা সহজই বিবেচিত হবে। শেষে তো তাদের মাঝে উচ্ছ্বাসের ফল্গুধারা নেমেই এসেছিল। প্রকৃত সংবাদ শোনবার পর তাদের ঈমান হয়েছিল আগের চেয়েও মজবুত, দৃঢ়। বলতে পারি, হাজ্জাজ বিন আলাতের মিথ্যার মাধ্যমে এ কল্যাণগুলোই অর্জিত হয়েছে।

দশ. খাইবার অভিযান সংশ্লিষ্ট ফিকহি বিধিবিধান

১. গৃহপালিত গাধার গোশত হারামের বিধান

ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ খাইবার যুদ্ধের সময় রসুন ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।'[৪৪২]

---

[৪৪১] আহমাদ, ৩/১৩৮-১৩৯; বাযযার, ১৮১৬; আবু ইয়া'লা, ৩৪৭৯

[৪৪২] দেখুন, যাদুল মাআদ, ১২২-১২৩। বুখারি, ৪২১৮; মুসলিম, ৫৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে সহবাস হারাম

খাইবার প্রেক্ষাপটে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে, সে যেন তার পানি অন্যের ক্ষেতে সিঞ্চন না করে।'[৪৪৩]

৩. গর্ভবতী নয় এমন দাসী লাভ করলে ঋতুস্রাবের আগে তার সাথে সহবাস হারাম করা হয়

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য হালাল নয় রেহেম-মুক্ততার আগে বন্দিনী নারীর সাথে সহবাস করা।'[৪৪৪]

রেহেম-মুক্ততা স্পষ্ট হবে শুধু এক হায়েজ থেকে পবিত্র হলেই। এ মহিলার জন্য ইদ্দত আবশ্যক নয়। যদিও সে কাফির স্বামীর স্ত্রী ছিল, চাই সে মারা যাক কিংবা না যাক। কেননা, ইদ্দত হলো মৃত স্বামীর জন্য শোক পালন, আর কাফিরের ক্ষেত্রে এর কোনো বিধান নেই।[৪৪৫]

৪.অবশিষ্ট সুদও হারাম করা হয়

আবু সাঈদ খুদরি ও আবু হুরাইরা رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে খাইবারে কাজে নিযুক্ত করেন। তিনি একবার নবিজির কাছে উন্নতমানের খেজুর নিয়ে আসেন। নবিজি বললেন, 'খাইবারের সব খেজুরই কি এমন?' সাহাবি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সব খেজুর এমন নয়। অন্য খেজুর দুই কিংবা তিন সেরের বিনিময়ে আমরা এই খেজুর একসের নিয়ে থাকি।' নবিজি বললেন, এমন আর করবে না। অন্য জাতের সব খেজুর আগে দিরহামের বিনিময়ে বেচে দেবে। তারপর সেই দিরহাম দিয়ে এমন উন্নত জাতের খেজুর কিনবে।'

একই শ্রেণির বস্তু কমবেশি করে লেনদেন করাকে বলে 'রিবাল ফাদলি।' যেমন—এক সের খেজুর কিনল দুই সেরের বিনিময়ে। এখানে অতিরিক্ত যা দেওয়া হচ্ছে, সেটাই সুদ। বিবৃত বর্ণনা অনুযায়ী এটা হারাম। কেননা, নবিজি এ থেকে নিষেধ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, 'অধিকারে থাকা খেজুর বিক্রি করে দিয়ে

---

[৪৪৩] আবু দাউদ, ২১৫৮; তিরমিযি, ১১৩১; তাবাকাত, ২/ ১১৩

[৪৪৪] আহমাদ, ৪/ ১০৮; আবু দাউদ, ২১৫৮

[৪৪৫] দেখুন, আবু ফারিস রচিত, 'আস সিরা' মাআল ইয়াহুদ, ৩/ ১৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর মূল্য দিয়ে যেন অন্য খেজুর ক্রয় করে।[৪৪৬]

৫. স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, খাঁটি রুপার বিনিময়ে রুপা বেচাকেনা হারাম

উবাদা ইবনু সামিত ﷺ বলেন, 'খাইবার যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, আমরা যেন খাঁটি সোনার বিনিময়ে সোনা বেচাকেনা না করি। এমনইভাবে রুপার বিনিময়ে রুপা। নবিজি বলেছেন, 'তোমরা রুপার বিনিময়ে সোনা, কিংবা খাঁটি সোনার বিনিময়ে রুপা বেচাকেনা করতে পারো।'

এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রুপার বিনিময়ে রুপা বেচাকেনা করতে চাইলে নিরেট সমান সমান হতে হবে। কোনো প্রকার কমবেশি হওয়া যাবে না; কিন্তু যখন সোনারুপার মাঝে বেচাকেনা হবে, তখন একই ধরনের ও সমপরিমাণ হওয়া শর্ত থাকবে না।[৪৪৭] (কারণ, সোনারুপা দুটি আলাদা দুই জিনিস।)'

৬. পারস্পরিক চুক্তিতে চাষাবাদ বৈধ হওয়া

আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ খাইবারের ভূমি ইয়াহুদিদের দায়িত্বে এই শর্তে দেন যে, তারা এখানে কাজ করবে, চাষ করবে; আর উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা পাবে।'

কয়েকজন গবেষক এই প্রশ্ন করে বসেছেন যে, ব্যবসার এই বিধান কেন শরিআতসিদ্ধ হলো, আর এতে হিকমতই-বা কী?

শাইখ মুহাম্মাদ আবু যুহরা এর উত্তরে বলেন, 'সম্পদ বিনিময়ের প্রচলনের ক্ষেত্রে খাইবার বিজয় ছিল সম্পূর্ণ নতুন বিজয়। সংগত কারণেই পারস্পরিক চাষাবাদের শরিআতসিদ্ধতা কাম্য ছিল। যা ইয়াসরিবে ইতঃপূর্বে ছিল না।[৪৪৮]

---

[৪৪৬] প্রাগুক্ত

[৪৪৭] দেখুন, সুয়াল্লুন ও ইবার মিলান জিহাদিন নাবাবিয়্যি, পৃ. ৩২১

[৪৪৮] দেখুন, খাতামুন নাবিয়্যীন, ২/১১০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭. ঘোড়ার গোশত খাওয়া হালাল হওয়া

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ খাইবার যুদ্ধে গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করার পর ঘোড়ার গোশত খাওয়ার ক্ষেত্রে অবকাশ রাখেন।'[৪৪৯]

৮. মুতআ বিবাহ হারাম হওয়া

'আলি ইবনু আবি তালিব ﷺ বলেন, 'খাইবার যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল নারীদের সাথে মুতআ বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।'[৪৫০]

৯. খাইবার যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ

উমাইয়া বিনতু আবিস সালৃত বনু গিফার গোত্রের এক নারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'বনু গিফারের কিছু নারীর সাথে আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে দেখা করতে এলাম। সঙ্গিনী নারীরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সাধ্যমতো মুসলিমদের সাহায্য ও আঘাতপ্রাপ্তদের সেবা করার জন্য আপনার এই সফরে অংশী হতে চাচ্ছি।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহ্ বারাকাহ দান করুন, তোমরা যোগ দিতে পারো।'

আমরা নবিজির সাথে সফরে বের হলাম। খাইবারের পথে উষালগ্নে আল্লাহর রাসূল এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন। আমি বাহন থেকে নামার পর নিচের কাপড়ে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখতে পেলাম। বিচলিত হইনি। বুঝতে পেরেছি এ আমার ঋতুস্রাবের রক্ত এবং জীবনে এই প্রথম। আমি উটের সাথে মিশে থাকছিলাম। ভীষণ সংকুচিত লাগছিল আমাকে। আল্লাহর রাসূল আমার আড়ষ্টভাব ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার, মনে হয় ঋতুস্রাব এসেছে?' বললাম, 'জি।'

নবিজি বললেন, 'দেখো নিজেকে স্বাভাবিক রেখে একটা কাজ করো। একপাত্র পানি নিয়ে তাতে কিছু লবণ দাও। তারপর এই পানি দিয়ে স্রাবের রক্ত ধুয়ে ফেলে বাহনে ফিরে যাও।' এরপর দাপুটে সময় কাটে মুসলিমদের। আল্লাহ তাআলা খাইবারে বিজয় দান করেন। নবিজি আমাদের জন্য ফাই-এর একটি অংশ নির্ধারিত রাখেন। তিনি সেখান থেকে একটি মালা নিয়ে নিজ হাতে আমার গলায় পরিয়ে

---

[৪৪৯] বুখারি, ৫৫২৩; মুসলিম, ১৯৪১
[৪৫০] বুখারি, ৫৫২৩; মুসলিম, ১৪০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেন। এখনো তা শোভা পাচ্ছে আমার গলায়। আল্লাহর কসম, আমি এটিকে কখনো আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করিনি।'[৪৫১]

> এই মালা গলায় নিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি অসিয়ত করেছিলেন, এই মালা-সহই তাকে যেন সমাধিত করা হয়। জীবনে একটি অভ্যস্ততায় তিনি এগিয়েছেন। (রাসূলের শেখানো পন্থায়) লবণ ব্যবহার না করলে তিনি ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হতেন না। মৃত্যুর আগে তিনি এও অসিয়ত করেছিলেন, তার গোসলের পানিতেও যেন লবণ দেওয়া হয়।'[৪৫২]

মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক তরুণীর সামনে এ এক চির জীবন্ত দৃষ্টান্ত।[৪৫৩] আল্লাহর রাসূলের জীবনজুড়ে এভাবে ছিল উম্মাহর জন্য অবারিত শিক্ষার সন্নিবেশ, জীবনের নিরাপত্তায় ও যুদ্ধের সংক্ষুব্ধতায়। তিনি ছিলেন স্পষ্ট বিশ্বাসে উদ্ভাসিত, দাসত্বের মহিমায় উজ্জ্বল, যেন তিনিও অংশী হয়েছিলেন প্রত্যেকের জীবনে।'

রাজাবাদশাদের কাছে চিঠি প্রেরণ:

এক. হুদাইবিয়া সন্ধির ফলে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ

আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরাইশের সাথে হুদাইবিয়ায় শান্তিচুক্তি স্থাপন করেন। এরপর সময়ের দাবি অনুযায়ী হিজাজের উত্তরে খাইবারে বসবাসরত ইয়াহূদিদের দমন ও ওয়াদিয়ে কুরা, তাইমা-সহ ফাদাক অঞ্চলের জনপদগুলোকে ইসলামের নেতৃত্বাধীন করে নেন। সময়োপযোগী এই পদক্ষেপগুলোর পর ইসলামের সামনে আরব উপদ্বীপের সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার অবারিত সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আসলে শুধু আরব উপদ্বীপই নয়; বরং এর সীমানা ছাড়িয়ে রোম-পারস্যের সীমানায় পৌঁছে যায় ইসলামের আহ্বান।

হিজাজের সীমানা ও আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলামের বিস্তৃতিতে আল্লাহর রাসূল চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেননি। বিভিন্ন রাজাবাদশার কাছে বেশ কয়েকজন দূত পাঠিয়ে নবিজি এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন।

---

[৪৫১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২০৫
[৪৫২] আহমাদ, ৬/ ৩৮০; বাইহাকি ফিল কুবরা, ২/ ৪০৭; ইবনু সাআদ, ৮/ ২১৪
[৪৫৩] দেখুন, গাযবান রচিত ফিকহুস সীরাহ, পৃ. ৫৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলাম ও আরব ইতিহাসে এটিকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা, এর মাধ্যমে নবিজি গোটা আরব উপদ্বীপকে ইসলামের এক পতাকার নিয়ন্ত্রণে এনেছেন।[৪৫৪]

বিভিন্ন মিত্রগোত্র ও রাজাবাদশার কাছে দাওয়াতের এই নববি পন্থা আমাদের সামনে মাধ্যম গ্রহণের আবশ্যকীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে। আমরা দেখি গোত্রসমূহের আমীর ও বাদশাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণে আল্লাহর রাসূল ﷺ এক অভিনব পন্থা নির্বাচন করেছেন। সেটা হলো ইসলামের দা'ওয়াহ সংবলিত চিঠি প্রেরণ। এই পন্থা অবলম্বনের ফলে অনেকের ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের প্রতি হৃদ্যতা প্রকাশে যথেষ্ট প্রভাব দৃশ্যত হয়েছে। আবার এই দা'ওয়ার উদ্যোগের পরেই ইসলামের দাওয়াহ ও ইসলামি রাষ্ট্র মাদীনার ক্ষেত্রে অনেকের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে।[৪৫৫] নববি এই পন্থা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক, সামরিক যে ফলাফল প্রকাশমান হয়েছে, পর্যায়ক্রমে আমরা তা তুলে ধরবার প্রয়াস পাব। এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিঠি প্রেরণের ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করছি।

১. দিহইয়া কালবিকে দূত নির্ধারণ করে আল্লাহর রাসূল রোমের বাদশা হিরাকলের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।[৪৫৬] হুদাইবিয়া শান্তিচুক্তি চলাকালীন ঘটনা এটি। প্রেরিত চিঠির বিবরণ ছিল নিম্নরূপ—

'পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের বাদশা হিরাকলের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারী ব্যক্তির প্রতি সালাম। পর কথা, আমি তোমাকে ইসলামের দিকে ডাকছি। ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপত্তা লাভ করবে। তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর মুখ ফিরিয়ে নিলে প্রজাদের গুনাহের ভার তোমার ওপর বর্তাবে। 'বলুন, 'হে আহলে কিতাবগণ, একটি বিষয়ের দিকে এসো—যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান—যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কোনো শরিক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া

[৪৫৪] দেখুন, ড. মুহাম্মাদ উকাইলি রচিত, 'আস সাফারাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ১৫

[৪৫৫] দেখুন, সাঈদ মাহজার রচিত, আল আলাকাতুল খারিজিয়্যাহ লিদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১১২

[৪৫৬] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/৩২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তা হলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।' (সূরা ইমরান: ৬৪) [৪৫৭]

হিরাকল আল্লাহর রাসূলের চিঠি গ্রহণ করে সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখেন। একটি প্রসিদ্ধ দীর্ঘ হাদীসে হিরাকল ও আবু সুফিয়ানের মধ্যকার পারস্পরিক আলোচনা বিবৃত হয়েছে। শেষে তিনি আবু সুফিয়ানকে বলেন, 'তোমার বর্ণনা সত্য হলে তিনি একজন প্রেরিত নবি। আমি জানতাম তিনি আসবেন; কিন্তু এটা ধারণা করিনি যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে হবেন। আমি যদি জানতাম আমি তাঁর কাছে যেতে পারব, তা হলে তাঁর সাক্ষাৎ আমার জন্য সৌভাগ্যের হতো। আমি তাঁর কাছে থাকলে তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম।'

২. আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা সাহমি ﵁-কে দূত বানিয়ে আল্লাহর রাসূল পারস্যের বাদশা কিসরার কাছে চিঠি পাঠান। বাহরাইনের গভর্নরের কাছে এই চিঠি হস্তান্তর করতে বলেছিলেন।[৪৫৮] বাহরাইনের গভর্নর কিসরার কাছে তা পৌঁছে দেয়। কিসরা চিঠি পাঠ করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ খবর জানতে পেরে বদ-দুআ করেন, আল্লাহ যেন তার দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেন। তাবারির বর্ণনা অনুযায়ী কিসরাকে দেওয়া চিঠির ভাষ্য ছিল এমন—

'পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যের বাদশা কিসরার প্রতি। সালাম তাদের প্রতি যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল, যেন আমি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারি। ইসলাম মেনে নাও, নিরাপত্তা পাবে, অস্বীকার করলে অগ্নিপূজকদের পাপের ভার তোমায় বহন করতে হবে।'[৪৫৯]

৩. আল্লাহর রাসূল ﷺ বাদশা নাজ্জাশির কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন আমর বিন উমাইয়া দামরিকে দূত বানিয়ে। নবিজি সে চিঠিতে লিখেছিলেন,

'পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের

[৪৫৭] বুখারি, ৪৫৫৩; মুসলিম, ১৭৭৩

[৪৫৮] দেখুন, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনইয়া, ৩/ ৩৪১

[৪৫৯] তারিখে তাবারি, ২/ ৬৫৪-৬৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পক্ষ থেকে হাবাশার বাদশা নাজ্জাশির প্রতি। ইসলাম গ্রহণ করো। আমি তোমার কাছে সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি মহাবিশ্বের অধিপতি, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, বিশ্বাসী ও মহামহিম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ঈসা ইবনু মারইয়াম আল্লাহর দেওয়া রূহ, তার সেই কালিমা, যা তিনি পবিত্র নারী মারইয়ামের গর্ভে প্রেরণ করেছেন। এ থেকেই তিনি ঈসাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, ফলে তিনি সৃষ্ট হয়েছেন তার রূহ ও ফুঁকের সাহায্যে, যেমন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন নিজ হাতে। আমি তোমাকে সেই আল্লাহর দিকে ডাকছি যিনি এক, যাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও ডাকছি আল্লাহর আনুগত্যের দিকে। তুমি আমার অনুসরণ করবে এবং আমার আনীত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনবে। কেননা, আমি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমি তোমাকে তোমার প্রজাদেরকে এক আল্লাহর দিকে ডাকছি। আমি তোমার কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়ে প্রকাশ করেছি হিতাকাঙ্ক্ষিতা। কাজেই আমার উপদেশ গ্রহণ করো। আর হিদায়াত অনুসারীদের প্রতি সালাম।'[৪৬০]

৪. মিশরের বাদশা[৪৬১] মুকাওকিসের কাছে আল্লাহর রাসূল চিঠি পাঠিয়েছিলেন কিনা, বিশুদ্ধ সূত্রে তা পাওয়া যায় না।[৪৬২] তবে চিঠি পাঠানোর ব্যাপারটা নাকচ করার মতো কোনো বর্ণনারও ইঙ্গিত নেই। আবার বিশুদ্ধ বর্ণনায় এই ইতিহাসের ক্ষেত্রে আপত্তির কথাও নেই। গঠনগত দিক থেকে হয়তো বর্ণনাটি শুদ্ধ; কিন্তু শারঈ রাজনৈতিক দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না।[৪৬৩]

মুহাম্মাদ বিন সাআদ তার তাবাকাত[৪৬৪] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল হাতিব ইবনু আবি বালতাআ ﷺ-কে বার্তাবাহক বানিয়ে ইসকানদারিয়ার বাদশা মুকাওকিসের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠির জবাবে মুকাওকিস ইতিবাচক কথাই ব্যক্ত করেছে। এসেছিল ইসলামের খুব কাছাকাছি। তবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি। দূতের কাছে আল্লাহর রাসূলের জন্য বেশ

[৪৬০] দেখুন, যাইলাঈ রচিত, নাসবুর রা-য়াহ, ৪/ ৪২১
[৪৬১] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/ ৩৪৬
[৪৬২] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/ ৩৪৬
[৪৬৩] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/ ৪৫৯
[৪৬৪] তাবাকাতুল কুবরা, ১/ ২৬০-২৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কয়েকটি হাদিয়া দেয়। তাতে মারিয়া কিবতিয়াও ছিলেন। মুকাওকিসের উত্তর পেয়ে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'খবিসরা তার রাজ্যটাকে বেষ্টন করে আছে; এবং তার রাজত্ব বেশিদিন টিকবে না।' [৪৬৫]

৫. দামেশকের গভর্নর মুনজির ইবনুল হারিস গাসসানির কাছেও আল্লাহর রাসূল ইসলামের বার্তা লিখে চিঠি প্রেরণ করেন।[৪৬৬] বার্তাবাহক ছিলেন বনু আসাদ বিন খুযাইমার ভাই শুজা ইবনু ওয়াহাব। হুদাইবিয়া থেকে আল্লাহর রাসূল মুসলিমদের নিয়ে ফিরছিলেন, তখনকার কথা এটি। নবিজি চিঠিতে লিখেছিলেন,

'হিদায়াতের অনুসারী ও ঈমানদার ব্যক্তির প্রতি সালাম। আমি তোমাকে ডাকছি, তুমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, যাঁর কোনো শরিক নেই। এর ফলে তোমার রাজত্ব টিকে থাকবে।' [৪৬৭]

৬. হুদাইবিয়া থেকে ফেরার পথে নবিজি হাওজা ইবনু 'আলি আলা হানাফির কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। দূত ছিলেন সালীত বিন আমর আমিরি। হাওজা হানাফি চিঠি পড়ে আল্লাহর রাসূলকে এই শর্ত দেয় যে, নেতৃত্বে তারও অংশ থাকতে হবে। নবিজি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।' [৪৬৮]

৭. হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার পর আল্লাহর রাসূল বাহরাইনের গভর্নর মুনজির ইবনু সাওয়া আল আবদির কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। বার্তাবাহক ছিলেন আবুল আলা হাযরমি ﵁।[৪৬৯] ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে আছে, বাহরাইনের আমীর মুনজির আবদি আল্লাহর রাসূলের চিঠিতে সাড়া দিয়ে নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন, সাথে বাহরাইনের সবাই। আর ইয়াহূদি ও অগ্নিপূজকরা তাদের জনপদের নিরাপত্তায় আলা হাযরমি ও মুনজির আবদির সাথে কর আদায়ের ভিত্তিতে সন্ধিচুক্তি করে।

আবু উবাইদ কাসিম বিন সালাম উরওয়া ইবনু যুবাইর থেকে মুনজির আবদীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে,

---

[৪৬৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৩৪০

[৪৬৬] তারিখে তাবারি, ২/৬৫২

[৪৬৭] দেখুন, যাইলাঈ রচিত, নাসবুর রা-য়াহ, ৪/৪২৪

[৪৬৮] দেখুন, যাইলাঈ রচিত, নাসবুর রা-য়াহ, ৪/৪২৫

[৪৬৯] দেখুন, কলকশান্দি রচিত, সুবহুল আ'শা, ৬/৩২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমার সামনে সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহা নেই। পর কথা, যে ব্যক্তি আমাদের মতো সালাত পড়বে, আমাদের কিবলার অভিমুখী হবে, আমাদের জবাইকৃত পশু খাবে, সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। অগ্নিপূজকদের মধ্যে যারা এই আহ্বান গ্রহণ করবে, সে নিরাপদ, আর অস্বীকার করলে জিযিয়া বা কর আবশ্যক হবে।' [৪৭০]

অষ্টম হিজরির জিলকদ মাসে আল্লাহর রাসূল আমর ইবনুল 'আস ﷺ-কে দূত নির্ধারণ করে ওমানের আযদিদের কাছে প্রেরণ করেন।[৪৭১] সেই চিঠিতে লেখা ছিল, 'আল্লাহর নবি ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে ওমানের রাজবর্গ আসবাজিয়্যীনদের প্রতি। তারা যদি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহর নবির অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে, মুসলিমদের মতো কুরবানি করে, তাহলে তারা নিরাপদ। মুসলিমদের সকল অধিকার তারা লাভ করবে। তবে বাইতুল মালের সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। খেজুরের ওশর সাদাকাহ ও ফসলের ওশরের অর্ধেক। মুসলিমদের দায়িত্ব তাদের সাহায্য করা ও কল্যাণকামী হওয়া। আর তারা যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারবে।'

চিঠি প্রেরণ সংক্রান্ত আরও বেশ কিছু বর্ণনার কথা প্রচলিত আছে; কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সেগুলো সাব্যস্ত নয়। [৪৭২]

দুই. শিক্ষণীয় বিভিন্ন দিক

১. আরীসিয়্যুন

হিরাকলের উদ্দেশ্যে লেখা আল্লাহর রাসূলের চিঠিতে বর্ণনার বিভিন্নতায় আরীসিয়্যুন কিংবা ইয়ুরসিয়্যুন শব্দটি হাদীসে এসেছে। হিরাকল ব্যতীত অন্য কোনো চিঠিতে আল্লাহর রাসূল এই শব্দ ব্যবহার করেননি। গবেষক উলামায়ে কেরাম ও ভাষাবিদরা এই শব্দটির উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে প্রসিদ্ধ মত

[৪৭০] আবু উবাইদ ফি কিতাবিল আমওয়াল, পৃ. ৩০
[৪৭১] দেখুন, কলকশান্দি রচিত, সুবহুল আ'শা, ৬/ ৩৭৬
[৪৭২] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/ ৩৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলো, এ শব্দটি উরাইসিয়্যু শব্দের বহুবচন। অর্থ হলো—চাকর-বাকর ও অধীন দাসদাসী।[৪৭৩]

আবুল হাসান নাদাভি ﷺ বলেছেন, 'আরীসিয়্যুন দ্বারা আরবূসের অধীন বা অনুসারী উদ্দেশ্য। আরবূস ছিলেন একটি খ্রিষ্ট ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা। খ্রিষ্ট বিশ্বাস ও ধর্মের সংশোধনী ইতিহাসে তার বিরাট ভূমিকা ছিল। বাইজেনটাইন ও সেখানকার গির্জাগুলো দীর্ঘকাল ধরে এ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আরবূস মানুষকে একত্ববাদের দিকে ডাকতেন। পার্থক্যের কথা বলতেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে; পিতা ও পুত্রের মধ্যে।[৪৭৪]

মোটকথা, বাইজেন্টাইনের পাশ্চাত্য অঞ্চল ইস্তাম্বুলের বিপুল সংখ্যক মানুষ তার আকীদাহ গ্রহণ করেছিল। আরবূসের অনুসারী এ বিশ্বাস লালিত লোকেরাই পরবর্তী সময়ে আরীসিয়্যুন ফিরকা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাওহীদের বিশ্বাসে অটল এই ফিরকার খ্রিষ্টানরা তদানীন্তন সময়ে হিরাকলের অধীন ছিল। এ কারণেই নবিজি বলেছেন, 'তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে আরীসিয়্যুনদের পাপের ভারও তোমায় বহন করতে হবে।'

ইমাম আবু জা'ফার তাহাবি ﷺ এই দলটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'অনেক গবেষক বলেছেন, হিরাকলের নেতৃত্বাধীন খ্রিষ্টানদের একটি ফিরকা ছিল, তারা আল্লাহর একত্ববাদ, ঈসা ﷺ-এর উবুদিয়্যাত তথা দাসত্ব ও তার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান রাখত। তাদের আকীদাহ অন্যান্য খ্রিষ্টানদের মতো ছিল না। ইনজীল শরীফের বাণী অনুযায়ী তারা প্রকৃত খ্রিষ্টধর্মে মুমিন ছিল। আরবূসের অনুসারী এই দলটিকে তাই বলা হতো আরীসিয়্যুন।[৪৭৫]

২. বাদশাহদের কাছে চিঠি প্রেরণে প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

বাদশাদের কাছে প্রেরিত ইসলামের দিকে আহ্বান সংবলিত আল্লাহর রাসূলের চিঠিতে হিকমাহ অবলম্বনের অনেক সূক্ষ্মদিক প্রোজ্জ্বল হয়েছে। দৃশ্যত হয়েছে বাদশাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী চিঠিতে লিপিত ভাষ্যের স্বাতন্ত্র্য। হিরাকল ও মুকাওকিস পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে ঈসা ﷺ-এর প্রভুত্বে বিশ্বাসী ছিল, মনে করত তিনি আল্লাহর পুত্র। এ কারণে এ দুজনের কাছে প্রেরিত চিঠিতে

---

[৪৭৩] নদভী রচিত, সীরাতুন নবী, ৩০৪

[৪৭৪] প্রাগুক্ত

[৪৭৫] দেখুন, মুশকিলুল আ-সার, ৩/৩৯৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূল তাঁর রিসালাতের শব্দ প্রয়োগের সাথে 'আবদুল্লাহ' শব্দটিও যুক্ত রেখেছেন। তিনি হিরাকলের কাছে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন, 'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের বাদশা হিরাকলের প্রতি।' মুকাওকিসের কাছে লেখা চিঠিতেও তিনি একই কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন। আর চিঠি শেষ করেছেন নিম্নের আয়াত দিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

> 'হে আহলে কিতাবগণ, একটি বিষয়ের দিকে আসো—যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কোনো শরিক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তা হলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।' (সূরা ইমরান: ৬৪)

চিঠি দুটিতে আয়াত উল্লেখের ব্যাপারটি স্পষ্ট। কারণ, এ দুজন ঈসাকে ইলাহ ভাবত, আল্লাহ ব্যতীত ঈসা ইবনু মারইয়াম, ধর্মযাজক ও পাদরিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ফলে সংগত কারণেই নবিজি এমন আয়াত উল্লেখ করেছেন, যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।[৪৭৬]

কিন্তু কিসরা ও আবরাইয়াম-এর ব্যাপারটি ভিন্ন। তাদের দেওয়া চিঠির শুরুতে নবিজি বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যের বাদশা কিসরার প্রতি।' এরা ছিল অগ্নি ও সূর্যপূজক। দুই ইলাহের বিদ্যমানতার ধর্মে বিশ্বাসী ছিল তারা। তাদের বিশ্বাস মতে একজন ইলাহ কল্যাণদাতা, সে হলো ইয়াযদান, আরেকজন অকল্যাণ সাধন করে, সে হলো আহরুমান। ফলে এরা দুজন নবুওয়াত অনুধাবন ও আসমানি রিসালাতের পরিচ্ছন্ন দিক থেকে অনেক দূরে বাস করত। কাজেই তাদের চিঠির শুরুতে নবিজি বলেছেন, 'তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে আল্লাহর রাসূল, যেন জীবিত সবাইকে সতর্ক করতে পারেন।'[৪৭৭]

আল্লাহর রাসূলের চিঠি গ্রহণে বাদশাদের চৈতন্য ও প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন। হিরাকল, নাজ্জাশি ও মুকাওকিস নবিজির চিঠি পেয়ে সশ্রদ্ধ হয়েছে, দেখিয়েছে ভদ্রতা, প্রতি উত্তরে নাজ্জাশি ও মুকাওকিস আল্লাহর রাসূলকে পরম ভক্তিতে সম্মান করেছে। মুকাওকিস নবিজির জন্য দুজন বাঁদি হাদিয়া পাঠিয়েছিল। এদের

[৪৭৬] দেখুন, মাজা খদিরাল আ-লাম বিইনহিতাতিল মুসলিমীন, পৃ. ৩৮-৩৯
[৪৭৭] দেখুন, নদভী রচিত, সীরাতুন নবী, পৃ. ২৯০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন মারিয়া কিবতিয়া ছিলেন আল্লাহর রাসূলের পুত্র ইবরাহীমের সম্মানিত জননী।

অন্য দিকে কিসরার আবরুইয়ায নবিজির চিঠির ভাষ্য শুনে তা ছিঁড়ে ফেলে। উদ্ধত স্বরে সে বলে ওঠে, 'আমার গোলাম হয়ে সে আমার কাছে এভাবে চিঠি লেখে!' আল্লাহর রাসূল ﷺ তার কথা শুনে বলেছেন, 'আল্লাহ, তার সাম্রাজ্যও খণ্ডবিখণ্ড করে দিন।'[৪৭৮]

সে সময় কিসরার শাসনাধীন ইয়েমেনের বিচারক ছিল বা-যান। কিসরা বিচারক বা-যানের কাছে লোক পাঠিয়ে বলে, 'অমুক বাদশাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। এরপর নবিজির কাছে বা-যানের এক প্রতিনিধি এসে বলল, 'কিসরা আমাকে পাঠিয়েছেন, আপনাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে অত্যাসন্ন সংবাদ দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ কিসরার ওপর তার ছেলে শারওয়ীহকে চাপিয়ে দিয়েছেন, ইতোমধ্যে সে তাকে হত্যাও করে ফেলেছে।'[৪৭৯]

আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিসরাকে তার ছেলে লাঞ্ছিত অবস্থায় হত্যা করে সে সিংহাসনে আসীন হয়। এটি ৬২৮ সালের ঘটনা। কিসরার মৃত্যুর পরই তার সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হয়। তার ছেলে শারওয়ীহ ক্ষমতায় ছয় মাসও টিকতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে মাত্র চার বছরের ব্যবধানে দশজন রাজার ক্ষমতায় পালাবদল হয়। রাষ্ট্রের ভীত কেঁপে ওঠে। সাসানি বংশের শেষ বাদশা ইয়াযদারজাদের বিরুদ্ধে এক সময় জনগণ ফুঁসে ওঠে। গড়ে তোলে তীব্র আন্দোলন। শেষে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে এসে ওদের চূড়ান্ত পতন ঘটে। এভাবে মাত্র আট বছরের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের কথা বাস্তবায়িত হয়।[৪৮০]

৩. নবিজির চিঠিগুলোর একটি সাধারণ নীতি

রাজাবাদশাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূলের চিঠিতে একটি সাধারণ নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখান থেকে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় বেশ কিছু বিষয়। যেমন—

---

[৪৭৮] দেখুন, নদভী রচিত, সীরাতুন নবী, পৃ. ২৯০

[৪৭৯] তারিখে তাবারি, ৩/ ৯০-৯১

[৪৮০] দেখুন, নদভী রচিত, সীরাতুন নবী, পৃ. ৩০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক. আমরা দেখি, বাদশাদের কাছে প্রেরিত সবগুলো চিঠি আল্লাহর রাসূল ﷺ শুরু করেছেন 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে। এটা বিদিত যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কুরআনের একটি আয়াত এটি। নবিজি চিঠির শুরুতেই বিসমিল্লাহ উল্লেখ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন—আল্লাহর রাসূলের অনুসরণে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর মাধ্যমে লেখা শুরু করা মুসতাহাব। কেননা, নবিজি তাঁর প্রত্যেক চিঠিতে বিসমিল্লাহ উল্লেখ করেছিলেন। চিঠিতে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করাও জায়েয। যদিও সে চিঠি কাফিরদের উদ্দেশ্যে হয়।

কাফির ব্যক্তি একাধিক আয়াত তিলাওয়াত করাও জায়েয। কেননা, আল্লাহর রাসূলের চিঠিতে বিসমিল্লাহ-সহ আরও আয়াত লিখিত ছিল। এমনইভাবে জুনুবি ব্যক্তিও কুরআনের একাধিক আয়াত তিলাওয়াত করতে পারবে। কেননা, প্রাপক এই কাফিররা জানাবাত থেকে পবিত্র ছিল না। এ অবস্থাতেই তারা কুরআনের আয়াত সংবলিত চিঠি পড়েছে।

খ. আল্লাহর রাসূলের চিঠি থেকে উদ্ভাবিত বিষয়াবলি। কাফির মিত্রদের কাছে মুসলিম মধ্যস্থতাকারী প্রেরণ করা শরিআতসিদ্ধ। কেননা, প্রত্যেক চিঠি প্রেরণের সময় আল্লাহর রাসূল একজন মুসলিম বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিলেন।

দীনি কিংবা দুনিয়াবি বিষয়ে কাফির বাদশাদের কাছে চিঠি প্রেরণ করা যাবে।

চিঠিতে প্রেরক ও প্রাপকের নাম উল্লেখ করা উচিত। সাথে থাকবে বিষয়বস্তু। আল্লাহর রাসূলের বিষয় ছিল একটি, তা হলো, ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো।

কাফিরের কাছে লেখা চিঠিতে সালামের মাধ্যমে সম্বোধন করে শুরু করা যাবে না। অর্থাৎ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলা যাবে না। কেননা, কোনো বাদশার চিঠিতে আল্লাহর রাসূল এই সালাম উল্লেখ করেননি; বরং তিনি শুরু করেছিলেন, 'আসসালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা' বলে। অর্থাৎ, যিনি ইসলামের ওপর ঈমান এনেছেন। এখান থেকে জানা যায়, কাফিরকে (মুসলমানদের মতো) সালাম দেওয়া জায়েয নেই।

মোহর ব্যবহার করা। কেননা, নবিজি ﷺ চিঠি লেখার পর তাতে মোহর দিয়েছিলেন। তিনটি শব্দ লেখা ছিল তাতে। নকশা ছিল এমন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ

রাসূল

মুহাম্মাদ

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন রোমের বাদশার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতে চাইলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'ওরা সিল মোহর ছাড়া কোনো চিঠি পড়ে না। এরপর আল্লাহর রাসূল একটি রুপার আংটি বানিয়ে নেন। আমি তার হাতে সেই আংটির শুভ্রতা আজও যেন দেখতে পাচ্ছি। সেখানে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।[৪৮১]

৪. ব্যক্তি নির্ধারণ

ইয়েমেনের আমীর বা-যান ইবনু সাসান ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর রাসূল তাকে অব্যাহতি না দিয়ে আমীর হিসেবেই বহাল রাখেন। তিনি দেখেছেন, এখানে একজন সফল দেশ পরিচালক ও যোগ্য বিচারক দরকার। বা-যান ছিল এর যোগ্য। তাই অন্য কারো দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাকেই শাসক হিসেবে স্থির রেখেছেন। নবিজির এই নির্ধারণ প্রক্রিয়া প্রমাণ করে, নির্দিষ্ট পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নির্ধারণে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। এটা উল্লেখ করাও সংগত মনে করছি যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বা-যানের মৃত্যুর পর তার ছেলেকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। এভাবেও তিনি একজন পিতাকে সম্মানিত করেছেন।[৪৮২]

৫. অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া নেওয়া জায়েয

মুনজির ইবনু সাওয়ার কাছে প্রেরিত চিঠি থেকে এই বিধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইয়াহুদি ও অগ্নিপূজকের অবস্থানের সীমা নির্ধারণ করে আল্লাহর রাসূল বলেছিলেন, 'যারা ইয়াহুদি ও অগ্নিপূজক হিসেবেই থাকবে, তাদেরকে কর পরিশোধ করতে হবে।'[৪৮৩]

তবে ইবনুল কাইয়ুম ﷺ-সহ অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে জিযিয়া নেওয়া জায়েয, চাই সে আহলে কিতাব হোক; কিংবা অন্য

[৪৮১] বুখারি, ২৯৩৮
[৪৮২] আবু ফারিস রচিত গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া, পৃ. ২৪২
[৪৮৩] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেউ। যেমন, আরব ও অনারব মূর্তিপূজক।' যাদুল মাআদ গ্রন্থে আছে, 'ইমামদের একটি পক্ষ বলেছেন, 'জিম্মিদের প্রত্যেকের কাছ থেকে জিযিয়া নেওয়া যাবে, কিতাবিদের কাছ থেকে কুরআনের দলিলের ভিত্তিতে, অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে সুন্নাহর ভিত্তিতে, অন্যরা এদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, অগ্নিপূজক ও মুশরিকরা কোনো কিতাবের অনুসারী নয়। ফলে অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া নেওয়ার দলিল অনুযায়ী মুশরিকদের থেকেও জিযিয়া নেওয়া হবে। তবে আল্লাহর রাসূল ﷺ আরবের মুশরিকদের থেকে জিযিয়া আদায় করেননি, কারণ এ সম্পর্কিত আয়াত নাযিলের আগেই ওরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আয়াতটি নাযিল হয়েছিল তাবুকের পর।'[৪৮৪]

৬. কাফিরের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয

কিবতিদের বাদশা মুকাওকিস আল্লাহর রাসূলের বার্তাবাহক হাতিব ইবনু আবি বালতাআর কাছে নবিজির জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। মুকাওকিস কাফির ছিলেন। তার দেওয়া হাদিয়ার মধ্যে দুজন বাঁদি, পোশাক ও একটি গাধী ছিল। নবিজি এই গাধীতে আরোহণ করতেন। নবিজি এই হাদিয়া গ্রহণ করেছেন, বাঁদিদের মধ্যে নিজে নিয়েছিলেন মারিয়া কিবতিয়াকে।' [৪৮৫]

৭. বাদশাদের কাছে চিঠি প্রেরণের ফলাফল

বৈশ্বিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের এই পদক্ষেপে অনন্য রাজনৈতিক দক্ষতার প্রতিফলন ঘটেছে। পরবর্তী খলীফাদের জন্য এতে ছিল দীপ্যমান দৃষ্টান্ত। নবিজি এখানে অসীম বীরত্ব ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল ভিন্ন অন্য কেউ হলে পরিণতির ব্যাপারে অবশ্যই কম্পিত থাকত। কেননা, তিনি কিছু চিঠি এমন বাদশাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যারা নবিজির শহর সমান করে দেওয়ার সামর্থ্য রাখত। যেমন—হিরাকল, কিসরা ও মুকাওকিস; তবে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর নির্দেশনা পালনে আল্লাহর একত্ববাদ ও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকতে চেয়েছেন। মোটকথা, নবিজি চিঠি প্রেরণের পর নিম্নের ফলাফলগুলো ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে।

---

[৪৮৪] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৫/৯১

[৪৮৫] দেখুন, আবু ফারিস রচিত গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া পৃ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক. আল্লাহর রাসূল ﷺ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক আচরণ কেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক কার্যকরী অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন, তার আগে এ সম্পর্কে কেউ অবগত ছিল না।

খ. এর মাধ্যমে তদানীন্তন সময়ে মাদীনা কেন্দ্রিক ইসলামি ভূখণ্ড একটি শক্তিশালী অবস্থান নির্মাণে সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে।

গ. এর মাধ্যমে রাজাবাদশাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব আল্লাহর রাসূলের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

ঘ. আরব উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য বাদশাদের কাছে এই চিঠি প্রেরণ ছিল ইসলামি দা'ওয়ার সার্বজনীনতার স্বাক্ষর। সেই সার্বজনীনতা; যার দিকে আল্লাহ তাআলা মাক্কি জীবনেই কুরআনে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন—'নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি জগৎসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ।'

এভাবে মাক্কা বিজয়ের আগেই আরবের আমীর ও প্রতিবেশী লোকদের মাঝে চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবেও বহির্বিশ্বে আল্লাহর রাসূলের মর্যাদা শানিত হয়েছে, রাষ্ট্রগুলোর মাঝে নির্মিত হয়েছে দীনি ও রাজনৈতিক সুদৃঢ় অবস্থান। সবিশেষ রাজনৈতিক এই কর্মপন্থা প্রতিনিধি আগমনের বছর আল্লাহর রাসূলের সামনে আরবের প্রান্তবর্তী শহরগুলোকে একীভূত করার পথ সুগম করে দিয়েছে।[৪৮৬]

উমরাতুল কাযা:

৭ম হিজরির জিলকদ মাস। কুরাইশের সাথে হুদাইবিয়া সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল ﷺ উমরাতুল কাযা আদায়ের জন্য মাদীনা থেকে মাক্কার উদ্দেশে রওনা করেন। নারী ও শিশুরা ব্যতীত মুসলিমদের সংখ্যা ছিল দুই হাজার। খাইবারে শাহাদাত বরণ ও মৃত্যুবরণকারী সাহাবিরা ছাড়া হুদাইবিয়ায় অংশ নেওয়া কোনো সাহাবি উমরাতুল কাযা থেকে বিরত থাকেননি।[৪৮৭]

আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম মাদীনা থেকে মাক্কা অভিমুখে রওনা

---

[৪৮৬] দেখুন, আত তারিখুস সিয়াসী ওয়াল আসকারী লিদাওলাতিল মাদীনাহ পৃ. ৩৫১

[৪৮৭] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ পৃ. ৪৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেন এক গাম্ভীর্যের আবহে জনপদ ও উত্তপ্ত মরুর বুকে কাঁপন তুলে। মাক্কা মাদীনার মধ্যবর্তী যেকোনো পথ দিয়ে অতিক্রমের সময় পার্শ্ববর্তী জনপদের অধিবাসীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে এই অপার বিস্ময়ে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখছিল। সকল সাহাবি ছিলেন ইহরামের শুভ্র পোশাকে আবৃত, উচ্চকিত আওয়াজে পাঠ করছিলেন তালবিয়া,

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারীকা লাক।'

দলে দলে তারা কুরবানির পশুগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিলেন। ইতঃপূর্বে এমন মোহন দৃশ্য আর কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি। [৪৮৮]

এক. কুরাইশি প্রতারণা থেকে সতর্ক অবস্থান

শুধু তরবারিতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র সঙ্গে নিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। সম্ভাব্য সকল দুর্ঘটনা ও আকস্মিক হামলা প্রতিহত করতেই এই ব্যবস্থা। বিশেষত মুশরিকদের ওপর ভরসা রাখা যায় না, চুক্তি কিংবা অঙ্গীকার ভঙ্গে তাদের বেশ কুখ্যাতি রয়েছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ সংঘবদ্ধ সাহাবিদের নিয়ে পথ চলছেন, সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র। উমরা অভিমুখী এই কাফেলার শুরুতে আছে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার নেতৃত্বে দুইশো সাহাবির অশ্বারোহী বাহিনী। এ খবর পেয়ে কুরাইশের লোকেরা একটি দলের সাথে মুকরিয বিন হাফ্‌সকে আল্লাহর রাসূলের কাছে পাঠিয়ে দেয়। মাররুয যাহরানের বাতনে ইয়াজুজে এসে ওরা মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়। সরাসরি নবিজির কাছে এসে বলল, 'ইয়া মুহাম্মাদ, আল্লাহর কসম, সামান্যতম প্রতারণার কথা আমরা আপনার ব্যাপারে জানি না। আপনার কওমের মাঝে হারাম সীমানায় এই অস্ত্র নিয়েই কি প্রবেশ করবেন? অথচ আমি শর্ত দিয়েছিলাম, প্রতিশ্রুতির বাইরে আপনি প্রবেশ করবেন না। শুধু তরবারি কোষবদ্ধ রেখে হারাম শরীফে ঢোকা যাবে।'[৪৮৯]

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা এভাবেই হারামে ঢুকব।' মুকরিয তার সাথিদের নিয়ে দ্রুত মাক্কায় ফিরে আসে। নেতাদের উদ্দেশ্যে বলে, 'মুহাম্মাদ

[৪৮৮] দেখুন, সালীম হিজাযী রচিত, মানহাজুল ই'লামিল ইসলামি ফি সুলহিল হুদাইবিয়াহ, পৃ. ৩১০
[৪৮৯] দেখুন, আবু ফারিস রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি' পৃ. ২৬৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামগ্রিক অস্ত্র নিয়ে ঢুকবেন না এবং তিনি কৃত শর্তের ওপর বহাল আছেন।' [৪৯০]

আল্লাহর রাসূল ﷺ হারাম সীমানার খুব কাছে অস্ত্র রাখেন, এখানে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার নেতৃত্বে দুইশো সাহাবিকে রাখেন প্রহরায়। যেন তারা এখানে থেকে সবদিকে দৃষ্টি রেখে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে ও প্রয়োজনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন।[৪৯১]

নবিজি কুরাইশের মুশরিকদের গাদ্দারি ও খিয়ানাত থেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদবোধ করতে পারছিলেন না। ওদের প্রবৃত্তি নিরস্ত্র মুসলিমদের ওপর হামলায় প্ররোচিত করতে পারে—এজন্যই আল্লাহর রাসূল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন, সতর্ক অবস্থানে থেকেছেন, আবার কুরাইশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করে উম্মাহকে শিক্ষা দিয়েছেন শত্রু থেকে যেন উদাসীন না হয়। সাহাবিদের একটি দলকে অস্ত্রের দায়িত্বে রেখে জানিয়েছেন, মুসলিমরা আসন্ন প্রতিটি পদক্ষেপে যেন গভীর দৃষ্টি রাখে, দীনের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদাতের মর্ম বাস্তবায়নে যেন অনুপ্রাণিত হয়।[৪৯২]

দুই. মাক্কায় প্রবেশ, তাওয়াফ ও সাঈ

বাতনে ইয়াজুজ থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের উট কাসওয়াতে আরোহণ করে মাক্কার দিকে এগিয়ে আসেন। প্রবেশ করেন সানিয়্যার দিক থেকে। আর সাহাবিরা তরবারি কোষবদ্ধ রেখে চারপাশ থেকে আল্লাহর রাসূলকে বেষ্টন করে চলছিলেন। সবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভালোবাসার মিশ্রণে উচ্চারিত হচ্ছিল মহান আল্লাহর শানে তালবিয়ার সুর—

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।'[৪৯৩]

সাহাবিদের কণ্ঠে সম্মিলিত আওয়াজের এই তালবিয়া উচ্চারণ চলছিল ইহরামের শুভ্র পোশাকে আবৃত হওয়ার পর থেকেই। মাক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত স্নিগ্ধ উচ্চারণ অব্যাহত ছিল। এই তালবিয়ার ছিল মর্ম ও তাৎপর্য। এর মাধ্যমে একত্ববাদের ধ্বনি

---

[৪৯০] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ৩/৭৩৪
[৪৯১] দেখুন, আবু ফারিস রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি' পৃ. ২৬৮
[৪৯২] প্রাগুক্ত
[৪৯৩] দেখুন, আত তারিখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি, পৃ. ৩৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচ্চারিত হয়, উচ্চকিত হয় ইসলামের শিআর বা নিদর্শন। শির্কের বাতুলতা ও বিলুপ্তির দিকে ইঙ্গিত করে। স্পষ্ট বিশ্বাসে প্রকাশ করে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা, যিনি তাদেরকে এই মহান বিধান পালনে সামর্থ্য দিয়েছেন।[৪৯৪] মুসলিমদের মুখে পঠিত তালবিয়ার এটাই অর্থ ও মর্ম।

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ বাহনের লাগাম ধরে আনন্দে উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে বলছিলেন—

'কাফির সম্প্রদায় তাঁর পথ থেকে সরে গেছে

আর সকল কল্যাণ যে তাঁর রাসূলের মাঝে।

আমার রব, আমি বিশ্বাসী তাঁর কথায়

তাঁর গ্রহণীয়তায় আমি আল্লাহর অধিকার জানি।

তাঁর কথায় আমাদের দুশ্চিন্তা মুছে যায়

আর মিলিত হয় পরম বন্ধুর সাথে আরেক বন্ধু।[৪৯৫]

মাক্কা মুকাররামার বাড়িঘর ও দালানকোঠার কাছাকাছি আসার পর রাসূলে কারীম ﷺ-এর মিছিলের বর্ণাঢ্যতা প্রকাশ পায়। মহিমান্বিত কা'বার পথে গাম্ভীর্যপূর্ণ এক আবেশে এগিয়ে আসছিলেন সবাই। সম্মিলিত কণ্ঠের তালবিয়া উচ্চারণ প্রকম্পিত হচ্ছিল বাতাসে দেয়ালে কা'বার চত্বরে। মাক্কার অধিবাসীদের একটা অংশ মুসলিমদের সমুন্নত যাত্রা দেখার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে। আর বড় একটি অংশ দারুন-নাদওয়াতে অবস্থান নিয়েছিল আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিদের মাক্কা ও বাইতুল্লাহয় প্রবেশের মোহন দৃশ্য দেখার জন্য।[৪৯৬]

মুশরিকরা মুসলিমদের বিপরীতে গুজব ছড়িয়ে বলছিল, 'ইয়াসরিবের রুক্ষ আবহাওয়া এদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে।' এসব গুজব উড়িয়ে দিতে আল্লাহর রাসূল সাহাবিদেরকে দুই রুকনের মাঝে তিন চক্কর পর্যন্ত রমল করার নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য, মুশরিকদের সামনে মুসলিমদের শক্তি প্রদর্শন করা। রমলের পদ্ধতি হলো—নবিজি বাইতুল্লাহ শরিফে প্রবেশ করে এক বিশেষ পদ্ধতিতে চাদর গায়ে

---

[৪৯৪] দেখুন, আবু ফারিস রচিত 'হুদাইবিয়া সন্ধি' পৃ. ২৭৭
[৪৯৫] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৪৮১
[৪৯৬] দেখুন,মানহাজুল ই'লামিল ইসলামি পৃ. ৩১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জড়ান। চাদরের কিছু অংশ ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর রাখেন। এভাবে ডান কাঁধ উন্মুক্ত থাকে। এ পর্যায়ে তাওয়াফ শুরু করেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে সবকিছু অনুসরণ করছিলেন। মুশরিকরা এ দৃশ্য দেখে বলল, 'তোমরা কি এদের সম্পর্কেই বলেছিলে, 'ইয়াসরিবের রুক্ষ আবহাওয়া এদেরকে দুর্বল করেছে। এই চামড়া তো তীব্র রোদেও ঝলসে যাওয়ার নয়।' [৪৯৭]

মাসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় এই যে আল্লাহর রাসূলের দ্রুত চলা, বিশেষ পদ্ধতিতে চাদর গায়ে জড়ানো, উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ, এর সবকিছু ছিল মুসলিমদের শক্তি ও দীনে অবিচলতার প্রদর্শন এবং কুরাইশের মনে ভয় ধরাবার জন্য। এই পদ্ধতি সত্যিই মুশরিকদের অন্তরে নাড়া দিয়েছে;[৪৯৮] তাদের মাঝে উসকে দিয়েছে ক্রোধ ও অস্বস্তি। মুশরিকদের উসকে দিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হচ্ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের কথা। আবু দুজানাকে মুশরিকদের সামনে দাম্ভিক চলনের অনুমতি দেন আল্লাহর রাসূল। আসলে মুমিনদের দাপট প্রকাশ করার জন্য ছিল এই পন্থা। কেননা, চলনের এই ধরন মুশরিকদের ক্রোধের সলতেয় আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি লাল পট্টি বেঁধে এই ক্রোধকে আরও দ্বিগুণ করছিলেন। আল্লাহর রাসূল সেদিন আবু দুজানাকে এমন করতে বারণ করেননি।

মনে পড়ে, হুদাইবিয়া সন্ধির সময়েও আল্লাহর রাসূল ﷺ বদর যুদ্ধে পাওয়া গানীমাত আবু জাহেলের উট হাদি হিসেবে হাঁকিয়ে নিচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য, নিহত মুশরিকদের করুণ দৃশ্য স্মরণ করিয়ে তাদেরকে ক্রোধান্বিত করা। এই তিনি উমরাতুল কাযার সময় মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাঁধ প্রকাশ করে, দ্রুত চলে মুশরিকদের গলায় কাঁটা বিঁধে দিতে।[৪৯৯] ইবনুল কাইয়্যুম রহ. উল্লেখ করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সমগ্রভাবে চেষ্টা করতেন মুশরিকদের কোণঠাসা করতে। [৫০০]

আল্লাহর রাসূল মুশরিকদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ করেছেন, সুফলের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। উমরাতুল কাযার সময় নবিজি মাক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন। সাহাবিরা তাঁর সাথে তাওহীদের পতাকা উচ্চকিত রাখতেন। তাওয়াফ করতেন আল্লাহর পবিত্র ঘর। উঁচু আওয়াজে আযান দিয়ে নামাজ কায়েম

[৪৯৭] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৪৮১
[৪৯৮] দেখুন,মানহাজুল ই'লামিল ইসলামি পৃ. ৩১৫
[৪৯৯] দেখুন, আবু ফারিস রচিত হুদাইবিয়া সন্ধি, পৃ. ২৮২
[৫০০] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/ ৩৭১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথেই আদায় করতেন। বিলাল ইবনু রবাহ ﵁ কা'বার ওপরে ওঠে ভরাট কণ্ঠে আযান দিতেন। মুশরিকদের অন্তরে এই আওয়াজ যেন বজ্রের আঘাত হানত।[৫০১]

দীর্ঘ যন্ত্রণা আর অপেক্ষা সহ্য করার পর কা'বা তাওয়াফকালে আল্লাহর রাসূল অস্ত্র প্রহরারত সাহাবিদের যেমন ভুলে যাননি, তেমনই পিছিয়ে রাখেননি কোমল হৃদয়া নারীদেরকেও। নবিজি তাদের স্থলে অন্য সাহাবিদের পাঠিয়েছেন, প্রহরারত সাহাবিরা এসে যেন অন্তরের সমস্ত আবেগ ও পুলক ঢেলে তাওয়াফ ও সাঈ করতে পারেন। আল্লাহর ঘরের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা নবিজি বুঝতেন, তাই তো সাথে আসা নারীদেরকেও তিনি সুযোগ করে দিয়েছেন। তারা সবার সাথে তাওয়াফ করেছেন, সম্পন্ন করেছেন সাঈ, হৃদয়ের গভীর থেকে তালবিয়া পাঠ করে স্নিগ্ধ ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। নিজের জীবনে সবাইকে অংশী বানিয়ে এমনই মনোরম সাজে সজ্জিত ছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অনন্য জীবন।'[৫০২]

তিন. মাইমুনা বিনতু হারিসের সাথে বিবাহ বন্ধন

আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মুল ফজলের বোন ছিলেন মাইমুনা ﵂। এ সময় তিনি ছিলেন ২৬ বছরের তরুণী। তার স্বামী আবু রাহাম বিন আবদুল উযযা মারা যাওয়ার পর তাকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় আব্বাস ﵁-এর ওপর। আব্বাস ﵁ নিজের ভাতিজা আল্লাহর রাসূলের সাথেই তার বিয়ে দেন। নবিজির পক্ষ থেকে মোহরানাও আদায় করে দেন চারশ দিরহাম।[৫০৩] মাইমুনা ﵂ একই সাথে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের খালা।

হুদাইবিয়া সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী তিন দিন শেষে নব সহধর্মিণী মাইমুনাকে কেন্দ্র করে নবিজি কুরাইশের সাথে একটি বোঝাপড়া সম্পন্ন করতে চান। আল্লাহর রাসূলের কাছে কুরাইশের প্রতিনিধি দলের সাথে সুহাইল বিন আমর, হুয়াইতাব বিন আবদুল উযযা এসে বলল, 'আপনার নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে, আপনি এখন আসতে পারেন।' ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী, উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আচ্ছা, আমি তোমাদের এখানে থেকে বাসর যাপন করব, তোমাদের

---

[৫০১] দেখুন, আবু ফারিস রচিত হুদাইবিয়া সন্ধি, পৃ. ২৭০
[৫০২] প্রাগুক্ত
[৫০৩] দেখুন, সুয়াবুন ও ইবার মিলান জিহাদিন নাবাবিয়্যি, পৃ. ৩২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য দাওয়াতের ব্যবস্থা করব, এতে কি তোমাদের সমস্যা হবে?'

ওরা বিরস মুখে বলল, 'তোমার খাবার আমাদের কোনো দরকার নেই। তুমি বরং আসতে পার।'

আল্লাহর রাসূল নির্ধারিত সময়ের আগেই মাক্কা থেকে বের হন। মাইমুনাকে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেন আজাদকৃত গোলাম আবু রাফিকে। তিনি মাইমুনাকে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সাথে মিলিত হন তানঈমের নিকটবর্তী স্থান 'সারিফে'। নবিজি এখানেই তার সাথে বাসর যাপন করেন। ইনিই আল্লাহর রাসূলের বিবাহিত শেষ স্ত্রী। আবার উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে তিনিই সবার শেষে মৃত্যু বরণ করেন। একটি অবাক করা ব্যাপার হলো, জীবনের পাঠ শেষে এই সারিফেই তার মৃত্যু হয়, এখানেই সমাহিত করা হয় তাকে। আশ্চর্য! বাসর যাপনের স্থানটিই হয় তার সমাধি। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাকেও সন্তুষ্ট করুন।' [৫০৪]

আল্লাহর রাসূলের সাথে মাইমুনার বিয়েতে একটি মাসআলা নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। কথা হলো, আল্লাহর রাসূল ﷺ মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন, নাকি শুধু আকদ হয়েছে, নাকি হালাল হওয়ার পরে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।[৫০৫] ফুকাহায়ে কেরাম যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

চার. নবিজির সাথে মিলিত হলেন হামযা ﷺ-এর কন্যা

ইসলামের আগমনে সমাজে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর আগে আরবের সম্ভ্রান্ত লোকেরা মেয়েদেরকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখত। এটা তাদের কালচার ছিল বলা যায়। এই নীচ দৃষ্টি বহুকাল ধরে চলে আসছিল; কিন্তু ইসলাম আগমনের পর কন্যারা হয়ে যায় মুসলিমদের পরম ভালোবাসা। উত্তম পরিচর্যায় তাদের গড়ে তোলার এক নতুন আন্দোলন নাড়া দেয় আরব ভূমিতে। মুসলিম সমাজে সবাই সমান। একে অপরের প্রতি হবে অনুগ্রহশীল, আপন দায়িত্ব পালনে সবাই থাকবে সমান তৎপর। আল্লাহর রাসূল মাক্কা থেকে ফেরার পথে এর সবিস্তার প্রতিফলন ঘটেছে।

নবিজি ফেরার প্রস্তুতি নিয়েছেন। কাফেলার সাথে রওনা করবেন। এমন সময় পেছনে হামযা ﷺ-এর মেয়ে 'চাচাজান' বলে ডেকে উঠলেন। 'আলি ﷺ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরেন। ফাতিমাকে বললেন, তোমার ভাতিজিকে কাছে

[৫০৪] দেখুন, জামামিরি রচিত, হাজাল হাবীব মুহাম্মাদ ইয়া মুহিব্বু' পৃ. ৩৭৫
[৫০৫] দেখুন, বুতি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাখো। একটু পরেই 'আলি, যাইদ ও জা'ফার ﷺ তাকে নিতে আগ্রহী হন।

'আলি ﷺ বলছিলেন, তাকে আমার কাছে রাখব, কেননা সে আমার চাচাত বোন।' জা'ফার ﷺ বলছিলেন, 'সে একদিক থেকে আমার চাচাত বোন, আর তার খালাও আমার স্ত্রী। তাই সে আমার দায়িত্বে থাকবে'। যাইদ ﷺ বলছিলেন, 'সে আমার ভাতিজি, তাই সে আমার বাসায় থাকবে।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ সবার মাঝে ফায়সালা করতে গিয়ে বলেন, 'সে তার খালার কাছে থাকবে, কেননা খালা মায়ের মতো।' 'আলিকে বললেন, তুমি আমার থেকে আমি তোমার থেকে।' জা'ফারকে বললেন, 'তুমি আমার আখলাক ও চেহারার সাদৃশ্য নিয়েছ। শেষে যাইদকে বললেন, 'তুমি আমাদের ভাই ও মাওলা।' এখানেই 'আলি ﷺ যাইদকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তো হামযার কন্যাকে বিয়ে করতে পার।' যাইদ ﷺ বললেন, 'সেআমারদুধ-সম্পর্কীয়ভাতিজি।'[৫০৬]

বিবৃত ঘটনায় পাওয়া শিক্ষণীয় দিক ও বিধিবিধান:

১. খালা মায়ের মতো।

২. বাবা-মা না থাকলে দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে খালাই অন্যদের থেকে অগ্রাধিকার পাবেন।

৩. জা'ফার ইবনু আবি তালিবের গঠনশৈলী ও চারিত্রিক স্বচ্ছতার ঘোষণা দিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। তাকে বললেন, 'তুমি আমার চরিত্র ও চেহারায় সাদৃশ্য নিয়েছ।'

৪. 'আলি ﷺ-এর মর্যাদা নিয়ে একটু ভাবি। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তুমি আমার থেকে, আমি তোমার থেকে।' এর অর্থ হলো, তুমি আমার থেকে, আর আমি তোমার থেকে বংশ, বৈবাহিক বন্ধন, অগ্রগামিতা ও ভালোবাসার দিক থেকে বন্ধনযুক্ত।

৫. যাইদ ইবনু হারিসা ﷺ-এর মর্যাদা। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার সম্পর্কে বলছেন, 'তুমি আমাদের ভাই ও মাওলা।' কেননা, তিনি ছিলেন হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের ভাই, আল্লাহর রাসূল তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের

[৫০৬] বুখারি, ২৭০০; তিরমিযি, ১৯০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বন্ধন গড়ে দিয়েছিলেন। এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি চাচ্ছিলেন, একজন ভাইয়ের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করতে। এখানে ওয়াজিব ছিল হামযার মেয়ের দায়িত্বশীল হওয়া।

৬. প্রতিপালনের ক্ষেত্রে চাচার ওপর খালা অগ্রাধিকার পাবে। আমরা দেখি, নবিজি ফায়সালা করে হামযার মেয়েকে জা'ফারের স্ত্রীর দায়িত্বে দিয়েছেন, যদিও মেয়েটার ফুফু (হামযার বোন) সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব তখনো জীবিত ছিলেন।

৭. নারীর বিয়ে হয়ে গেলেও প্রতিপালনের দায়িত্ব তার থেকে রহিত হয় না। কেননা, আল্লাহর রাসূল হামযার মেয়েকে খালার দায়িত্বে দিয়েছেন; আর তখনো তিনি ছিলেন জা'ফার ﷺ-এর বিবাহ বন্ধনে।

৮. ভাতিজির দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে স্বামীর ঐকমত্যের প্রয়োজন আছে। কেননা, স্ত্রী স্বামীর কল্যাণ ও উপকারের জন্য বাধিত। আরেকজনের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই আংশিকভাবে হলেও এই কল্যাণকামিতা ব্যাহত হবে। কাজেই তার অনুমতির দরকার আছে। আমরা দেখেছি, জা'ফার ﷺ নিজেই প্রতিপালনের আশা ব্যক্ত করেছেন খালার জন্য। ফলে বোঝা যাচ্ছে, এ কাজে তিনি সম্মত ছিলেন।

৯. কোনো শিশু তার চাচার সাথে দুধ পান করলে তারা দুধভাই-বোন হয়ে যান। এতে তার সকল মেয়ে হয়ে যাবে দুধ-সম্পর্কিত ভাতিজি। ফলে তাদের মাঝে বিবাহ হারাম।[৫০৭]

পাঁচ. আরব উপদ্বীপে উমরাতুল কাযার প্রভাব। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আ'স ও উসমান ইবনু তালহার ইসলামগ্রহণ

আল্লাহর রাসূলের সাথে মুসলিমদের এই উমরাতুল কাযা শুধু কুরাইশেই নয়, গোটা আরবে ভীষণরকম প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষকরে দা'ওয়ার ক্ষেত্রে রেখেছে বিরাট ভূমিকা।

আল লিওয়া মাহমুদ শীত খাত্তাব বলতেন, 'এই সময়টাতে উমরাতুল কাযা কুরাইশের অন্তরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কুরাইশের বহুসংখ্যক মানুষ

[৫০৭] যাদুল মাআদ, ৩/৩৭৪-৩৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দারুন-নাদওয়াতে অবস্থান নিয়েছিল, আরেকটি অংশ মাক্কার ঊর্ধ্বাংশে উঠেছিল আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিদের মাক্কায় প্রবেশের দৃশ্য দেখার জন্য। এদিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদর পরিধান করে কাঁধ উন্মুক্ত রাখেন। তারপর সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আল্লাহ আজ সেই ব্যক্তিকে দয়া করবেন, যে মুশরিকদেরকে নিজের শৌর্য-বীর্য দেখাবে।'

তাওয়াফের শুরুতে তিনি রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ করে; রমল করে হাঁটা শুরু করেন। পেছনে তাঁর অনুসরণ করছেন সাহাবায়ে কেরাম। আল্লাহর রাসূল তো মাক্কা প্রায় ছাড়তেই চাচ্ছিলেন না। ফলে অন্তরজ্বালা শুরু হয়েছিল কুরাইশের মাঝে। এ থেকেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ কুরাইশের একটি মজলিসে এসে বলল, 'এখন বুদ্ধিমান সবার কাছেই তো এ কথা স্পষ্ট হওয়ার কথা যে, মুহাম্মাদ জাদুকর কিংবা কবি নন, তাঁর কালাম মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনেরও কালাম। তাই প্রত্যেক বোদ্ধা ব্যক্তির জন্য আবশ্যক তাঁর অনুসরণ করা।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কথাগুলো আবু সুফিয়ানের কানে পৌঁছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনে, শোনা কথার সত্যতা জানতে চায় আবু সুফিয়ান। খালিদ সত্যতার কথা দৃঢ়তার সাথেই স্বীকার করে। আবু সুফিয়ান খালিদের প্রতি ভীষণ রাগ প্রকাশ করে। ইকরিমা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি আবু সুফিয়ানকে আটকিয়ে বললেন, 'আবু সুফিয়ান, অনেক হয়েছে, এবার থামো। আল্লাহর কসম, আমি এখনো খালিদের ধর্মের ওপরেই আছি। খালিদের কথা আমিও বলতাম; কিন্তু ভয়ের কারণে বলতে পারিনি। তোমরা খালিদকে তার একটি মতের কারণে হত্যা করতে চাচ্ছ? অথচ কুরাইশের এরা সবাই মুহাম্মাদের অনুসরণ করেছে। আল্লাহর কসম, আমার তো ভয় হচ্ছে, একদিন কুরাইশের সামনে আর কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না, তখন মাক্কার সবাই তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করবে।

খালিদ তার ইসলাম গ্রহণের ইঙ্গিত এখানেই দিয়েছিলেন। সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তারপর ইসলামে আসেন আমর ইবনুল আ'স। উসমান বিন তালহা কা'বা প্রহরায় থেকে যান। বলতে গেলে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কুরাইশের প্রত্যেক ঘরেই ইসলামের আলো বিকীর্ণ হয়েছিল। এই আশানুরূপ ফলাফলের পর আমরা বলতেই পারি, মুসলিমরা মাক্কা বিজয়ের আগেই এই উমরাতুল কাযা মাক্কার অধিবাসিদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলে দিয়েছিল।' [৫০৮]

---

[৫০৮] দেখুন, আর রাসূলুল কায়িদ, পৃ. ২০৯, ২১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উসতাদ মাহমূদ উক্কাদ বলতেন, উমরাতুল কাযার একটি অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো, উমরার আনুষ্ঠানিকতায় আল্লাহর রাসূলের দা'ওয়াহ খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আ'সের মাঝে ভীষণরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল। বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতায় তাদের অনন্যতা অবশ্যই অন্যদেরকেও ইসলামের প্রতি আকর্ষিত করেছে।'[৫০৯]

আমর ইবনুল আ'সের ইসলাম গ্রহণ:

আমর ইবনুল আ'স ﷺ বলেন, খন্দক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আমার একান্ত ভক্তদের সমবেত করলাম। ওরা আমার কোনো সিদ্ধান্তে দ্বিমত করে না। শোনে ও মানে।

সবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, তোমরা জানো, আমি দেখছি, ধীরে ধীরে মুহাম্মাদের দীন অন্য সব ধর্মের ওপর বিজয়ী হচ্ছে। একটা কথা আমি বুঝতে পারছি, সেটার ব্যাপারে তোমরা কী বলো?'

লোকেরা বলল, 'সে কথাটা কী?' আমি বললাম, 'আমরা নাজ্জাশির কাছে চলে যাব। কেননা, নাজ্জাশির আশ্রয়ে থাকা, আমাদের কাছে মুহাম্মাদের আশ্রয়ে থাকার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। আমাদের গোত্র বিজয়ী হলে ওরা অবশ্যই আমাদের সাথে ভালো আচরণ করবে।'

সবাই বলল, 'হুম, এটা তো খুব ভালো কথা।' আমি বললাম, 'তা হলে নাজ্জাশিকে দেওয়ার জন্য কিছু হাদিয়া সংগ্রহ করো।' নাজ্জাশি আমাদের এখানকার চামড়ার হাদিয়া খুব পছন্দ করে, তাই আমরা এখানকার তৈরি বেশ সংখ্যক চামড়া সংগ্রহ করলাম।

একদিন ঠিকই আমরা মাক্কা থেকে বের হয়ে নাজ্জাশির কাছে পৌঁছলাম। আল্লাহর কসম, আমরা সেখানে থাকতেই আমর বিন উমাইয়া নাজ্জাশির কাছে দেখা করতে আসে। কাজ শেষে আমর বেরিয়ে আসার পরের কথা—

আমি আমার সাথিদের বললাম, 'দেখো, এই লোকটা হলো আমর বিন উমাইয়া। আমি নাজ্জাশির কাছে গিয়ে আমরকে আমার হাতে অর্পণ করতে বলব, বাদশাহ

[৫০৯] দেখুন, আবকারিয়্যাতু মুহাম্মাদ, পৃ. ৬৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওকে আমার হাতে সোপর্দ করলে আমি তাকে হত্যা করব। তাহলে কুরাইশ মনে করবে, আমি মুহাম্মাদের দূতকে হত্যা করে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি।'

প্রবৃত্তির তাড়নায় আমি বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে এসে তাকে সিজদা করলাম। যেমনটা আগে করতাম। নাজ্জাশি বললেন, 'অভিনন্দন আমার বন্ধু। নিজ এলাকা থেকে নিশ্চয় আমার জন্য কিছু হাদিয়া এনেছ?' বললাম, 'বাদশা নামদার, আপনার জন্য হাদিয়া হিসেবে অনেকগুলো চামড়া এনেছি।' আমি চামড়াগুলো নাজ্জাশির সামনে পেশ করলাম। বাদশা চামড়াগুলো খুব পছন্দ করলেন।

এবার বললাম, 'বাদশাহ নামদার, এক ব্যক্তিকে আপনার এখান থেকে আমি বের হতে দেখলাম। সে আমাদের দুশমনের দূত। আপনি তাকে আমার হাতে সোপর্দ করুন। আমি লোকটাকে হত্যা করতে চাই। কেননা, সে আমাদের সর্দার ও সম্মানিত লোকদের হত্যা করেছে।'

আমার কথা শুনতেই নাজ্জাশি ভীষণ রেগে গেল। রাগের আতিশয্যে হাত দিয়ে এত জোরে নিজের নাকে আঘাত করল, মনে হচ্ছিল ভেঙে গেছে বুঝি। ভয়ে আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। মনে হচ্ছিল মাটি বিদীর্ণ হলে আমি তাতে ঢুকে যেতাম।

রাগ একটু কমে এলে বললাম, 'বাদশাহ নামদার, আল্লাহর কসম, আমার প্রস্তাবে আপনি এতটা রাগ করবেন জানলে এই দুঃসাহস আমি করতাম না।'

বাদশাহ বললেন, 'তুমি আমার কাছে এমন ব্যক্তির দূতকে হত্যা করবার প্রস্তাব দিয়েছ, যাঁর কাছে সেই মহান ফেরেশতা আসেন, যিনি আগে আসতেন মূসা ﷺ-এর কাছে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'আসলেই কি তিনি এমন?'

বাদশাহ বললেন, 'তোমার কপাল পুড়ুক। শোনো আমর, আমার কথা মেনে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করো। তিনি সত্যের ওপর আছেন। তিনি তাঁর দুশমনের বিরুদ্ধে এমনভাবে বিজয়ী হবেন, যেমন মূসা বিন ইমরান বিজয়ী হয়েছিলেন ফিরআউনের ওপর।'

আমি বললাম, 'আপনি কি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর বাইআত করাবেন?' বাদশাহ বললেন, 'হ্যাঁ, হতে পারে।' এ কথা বলে তিনি হাত বাড়িয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিলেন। ইসলামের সত্যতা অনুভূত হলো আমার হৃদয়জুড়ে। এক আলোকিত পৃথিবীর হাতছানি টের পাচ্ছি মনের ভেতর। আমি বাদশার হাতে ইসলামের জন্য বাইআত হলাম।'

আমি বাইরে এলাম। বদলে যাওয়ার কথা সাথিদের কাছে গোপন রাখলাম। আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা করব ভেবে মাদীনার পথ ধরলাম।

পথে খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে দেখা। সেও মাক্কা থেকে আসছিল। আমাদের এই ঘটনা মাক্কা বিজয়ের কিছুদিন আগের কথা। খালিদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আবু সুলাইমান, কোথায় যাচ্ছ?'

খালিদ বলল, 'কথা স্পষ্ট। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যিই আল্লাহর নবি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর কাছে মুসলিম হওয়ার জন্য যাচ্ছি। এভাবে কতদিন আমরা আর সত্য থেকে পালিয়ে থাকব?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, আমিও তো ইসলাম গ্রহণ করতে আসছিলাম।' সৌভাগ্যের পথ ধরে আমরা মাদীনায় আল্লাহর রাসূলের কাছে এলাম। খালিদ আগে বেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাইআত হন আল্লাহর রাসূলের হাতে হাত রেখে।

আমি কাছে এসে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আমি এই শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে চাই যে, আমার পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে এবং আগামীতে আমার অন্তরে গুনাহের খায়েশ জাগবে না।'

নবিজি বললেন, 'আমর, মুসলিম হয়ে যাও, কেননা ইসলাম পূর্বের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়, হিজরাত আগের সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়।' এরপর আমি নবিজির হাতে বাইআত হয়ে ফিরে আসি।'[৫১০]

আরেকটি বর্ণনায় আছে, 'আমর ইবনুল আ'স ﷺ বলেন, 'ইসলামের সত্যতার ঝংকার আমার হৃদয়ে আলোড়িত হওয়ার পর আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, বাইআত গ্রহণ করব।' নবিজি হাত বাড়িয়ে দিলেন; কিন্তু আমি তাঁর হাতে হাত না রেখে গুটিয়ে নিলাম। নবিজি প্রশ্নের চাহনিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমর, কী হলো তোমার?' বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি শর্ত দিতে চাই।' নবিজি বললেন,

[৫১০] আহমাদ, ৪/ ১৯৮-১৯৯; ইবনু হিশাম, ৩/ ২৮৯-২৯১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'বলো, কী শর্ত তোমার?'

বললাম, 'আমার সমস্ত গুনাহ যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়।' আল্লাহর রাসুল বললেন, 'আমর, তুমি কি জানো না, ইসলাম পূর্বের সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়, হিজরাত পূর্বের সমস্ত অবরাধ ধ্বংস করে দেয়, আর হাজ্জও পূর্বের সমস্ত পাপ মুছে দেয়।'[৫১১]

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ:

ইসলামি ইতিহাসের এক প্রখ্যাত বীর, বীরত্বের প্রবাদপুরুষ খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ﷺ। শিরকের অন্ধকার একদিন তার কাছেও অস্বস্তিকর লাগে। ইসলামকে তার কাছে মনে হয় চির সুন্দর, অপার্থিব ভারসাম্যে পরিপূর্ণ। এখানে খুঁজে পান মহাসত্যের সন্ধান। হৃদয়ের অলিন্দে অনুভব করেন ইসলামের হাতছানি—এক অদৃশ্য আহ্বান। তাই পৌত্তলিকতার সমস্ত আকর্ষণ ভুলে তিনি সাড়া দেন এ আহ্বানে। তার ইসলাম গ্রহণের অনবদ্য কাহিনি এবার তার ভাষাতেই শুনব।

তিনি বলেন, 'একদিন আমার ব্যাপারেও আল্লাহ কল্যাণের ইচ্ছা করলেন। ইসলামের প্রতি আলোড়ন সৃষ্টি হলো আমার মনে। আমার সামনে উন্মুক্ত হলো ইসলামের রাজপথ। মনে মনে বারবার বলছিলাম, আমি মুহাম্মাদের বিপরীতে সমস্ত যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, কিন্তু প্রত্যেক যুদ্ধের পর আমার অন্তরে ঝংকার তুলছিল একটি কথা। আমার এই সব পরিশ্রম দৌড়ঝাঁপ একদম মূল্যহীন। দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদই বিজয়ী হবেন সবার ওপর।

ঘটনা পরিক্রমায় শুনতে পারলাম মুহাম্মাদ তাঁর সাথিদের নিয়ে হুদাইবিয়ার উদ্দেশে রওনা করেছেন। মাঝপথে তাদের গতিরোধ করার জন্য মুশরিকদের একটি গেরিলা বাহিনী নিয়ে আমিও বের হলাম। আসফান নামক স্থানে আমরা মুখোমুখি হই। তাঁর মোকাবিলা করার জন্য আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি তাঁর বাহিনীকে লন্ডভন্ড করতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত। আমাদের সামনে সাথিদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। ভাবছিলাম, সালাতের ভেতরেই হামলা করে বসব; কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি বিধায় হামলা করাও হয়ে ওঠেনি। আসলে এতেই যে কল্যাণ নিহিত ছিল!

---

[৫১১] মুসলিম, ১২১, আহমাদ, ৪/২০৫; সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৪৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি আমাদের ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন; আমার বিশ্বাস আল্লাহই তাঁকে আমাদের মনের খবর জানিয়েছেন। তাই তিনি সাহাবিদের নিয়ে আসরের সালাত সালাতুল খওফের নিয়মে আদায় করেন। আমার প্রবল ধারণা হচ্ছিল, মুহাম্মাদকে রক্ষার জন্য অদৃশ্যের ব্যবস্থাপনা কাজ করে।

তিনি হঠাৎ রাস্তা পরিবর্তন করে আমাদের ঘোড়ার রাস্তা ছেড়ে ডান দিকের একটি মরুপথে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। শেষে যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়, কুরাইশরা মুখের জোরে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেদের জীবন রক্ষা করে, তখন আমি নিজেকে বলছিলাম, এখন আর কী বাকি থাকল? এখন আমি কোথায় যাব? নাজ্জাশির কাছে? কিন্তু নাজ্জাশিও তো মুহাম্মাদের অনুসারীদের কাতারে নাম লিখিয়েছে। তাঁর সাথিরা নাজ্জাশির কাছে বেশ সুখেই আছে।

আমি কি তাহলে হিরাকলের কাছে চলে যাব? তবে তো আমাকে নিজের ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্ট কিংবা ইয়াহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে হবে এবং অনারবদের সঙ্গে বসবাস করতে হবে! নাকি এখানেই জন্মভূমিতে অন্যান্য লোকদের সাথে থেকে যাব? এসব চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়েই আমার দিন কাটছিল।

হঠাৎ শুনলাম, মুহাম্মাদ উমরাতুল কাযা পালনের জন্য মাক্কায় আসছেন। কী মনে করে আমি মাক্কা থেকে দূরে কোথাও চলে গেলাম—সবার আড়ালে। তাঁর উপস্থিতিতে আমি মাক্কায় আসিনি। শুনেছি, আমার ভাই ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদও তার সাথে উমরা করতে মাক্কায় এসেছে। সে আমাকে অনেক খুঁজেও না পেয়ে আমার কাছে একটা চিঠি লিখে গেছে। বিষয়বস্তু এমন—

> ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এখনো কি ইসলাম গ্রহণের সময় হয়নি? এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আমি দেখিনি, তোমার মতো বিবেকবান মানুষের কাছেও এখন পর্যন্ত ইসলামের মতো ধর্ম অজানা থেকে যায়! নবিজি আমাকে তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বলেছেন খালিদ কোথায়? আমি বলেছি, আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই নিয়ে আসবেন। তিনি বললেন, ‘খালিদের মতো মানুষ এখনো পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে? সে তার সমস্ত শক্তি ও পরিশ্রম মুসলিমদের সাথে ব্যয় করলে তার জন্য অধিক উত্তম হতো। আমরা তাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখতাম।’

প্রিয় ভাই আমার, কল্যাণের অনেক সুযোগ এখনো রয়ে গেছে, এখন তো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেগুলো তালাশ করবে?'

খালিদ ﷺ বলেন, ভাইয়ের এমন আবেগঘন চিঠি পাওয়ার পর আমার মনে মাদীনার প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, ইসলামের প্রতি পরম আগ্রহ অনুভব করি। নবিজি স্বয়ং আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন জানার পর আমি ভীষণ পুলকিত হচ্ছিলাম।

এমনি আবেগময় দিনে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। 'আমি একটি সংকীর্ণ এলাকায় আছি; কিন্তু অল্প সময়ে এখান থেকে একটি বিস্তীর্ণ সবুজ ভূমিতে পৌঁছে যাই।' স্বপ্নের ঘোর কাটার পর নিজেকে বলছিলাম, এটা সত্য স্বপ্ন। মাদীনা আসার পর পণ করলাম, এই স্বপ্নের কথা অবশ্যই আমি আবু বাকরকে জানাব।

আলোচনার পর আবু বাকর বললেন, 'স্থানের সংকীর্ণতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শির্কের বৃত্ত। যেখানে তুমি এখনো বন্দি আছ। আর এই সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে বের হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামের দিশা পাওয়া।'

চূড়ান্ত সংকল্প করলাম, এবার নবিজির সাথে দেখা করব। নিজেকে নিবেদন করব তাঁর সমীপে। এর আগে ভাবলাম আমার সাথে কাকে নেওয়া যায়? এই ভাবনার হাত ধরে চলে এলাম সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছে। প্রাথমিক আলাপের পর তাকে বললাম, 'আবু ওয়াহাব, তুমি কি দেখছ না, আমাদের সংখ্যা কীভাবে কমে আসছে, আর মুহাম্মাদ কিভাবে আরব অনারব সবার ওপর বিজয়ী হচ্ছে? আমি তো মনে হচ্ছে মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে তাঁর অনুসরণ করা উচিত। কেননা, তাঁর সম্মান মানে তো আমাদেরই সম্মান।'

সাফওয়ান খুব কঠিনভাবে আমার কথা প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'কুরাইশ গোত্রে আমি ছাড়া আর একটি মানুষও যদি বেঁচে না থাকে, তবুও আমি তাঁর আনুগত্য মেনে নেব না।'

আমি তার কাছে থেকে চলে এলাম। ভাবলাম, বদর যুদ্ধে সাফওয়ানের ভাই ও বাবাকে হত্যা করা হয়েছে, এই ক্ষোভে হয়তোসে মানবে না। ইকরিমা বিন আবু জাহেলের সাথে আমার দেখা হলো, সাফওয়ানের কথাগুলো তাকেও বললাম, সেও সাফওয়ানের মতোই জবাব দিল। ফেরার পথে তাকে বললাম, আমার ব্যাপারটা গোপন রাখবে। ইকরিমা বলল, 'ঠিক আছে, কাউকে বলব না।'

আমি বাসায় এসে আমার বাহন প্রস্তুত করলাম। রাস্তায় নেমে একটু এগোতেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উসমান বিন তালহার সাথে দেখা হলো। ভাবলাম, 'সে আমার বন্ধু—আমার কথাগুলো তাকেও বলি; কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হলো, তার বাপদাদারাও বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে, কাজেই তার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা কি ঠিক হবে?' যাই হোক, আলোচনা করলে তো আর সমস্যা নেই, আমি তো যাচ্ছিই।

সব দ্বিধা ভুলে উসমান বিন তালহাকেও বললাম, 'দেখো, ইসলামের বিপরীতে আমাদের কেমন পরিণতি দেখা দিয়েছে। আমাদের উদাহরণ এখন সেই গর্তের শেয়ালের মতো, যেখানে মাত্র এক বালতি পানি ঢাললেও সেটা বেরিয়ে আসবে। এরপর আগের দুজনের মতো উসমানকে আমার কথাগুলো বললাম।' আলহামদুলিল্লাহ, সে মেনে নিল। শেষে বললাম, 'আমি আজই যেতে চাচ্ছি, আমার বাহন ফুজ নামক স্থানে তৈরি আছে।'

আমরা একটা পরিকল্পনা করলাম। স্থির করলাম, ইয়াজুজ নামক স্থানে আমরা মিলিত হব। সে আগে পৌঁছলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, আমি আগে পৌঁছলে তার জন্য অপেক্ষা করব।

আমরা ভোর ফোটার আগে আমাদের বাহন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং সুবহে সাদিকের আগেই নির্ধারিত স্থানে মিলিত হলাম। দেরি না করে রওনা করলাম মাদীনার উদ্দেশে। হাদ্দাহ নামক স্থানে পৌঁছে আমর ইবনুল আ'সের সাথে আমাদের দেখা হয়। কুশলাদির পর সে বলল, 'কী ব্যাপার, কোথায় যাচ্ছ?'

আমরা উলটো জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী জন্য ঘর ছেড়েছ, সেটা বলো।' সেও বলল, 'আগে তোমরা বলো, কেন বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছ।'

এবার সত্য প্রকাশ করে বললাম, 'দেখো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করব, আনুগত্য করব মুহাম্মাদ ﷺ-এর।' আমর বলল, 'আমিও তো সেজন্যেই এসেছি।'

এখন আমরা তিনজন একসাথে মাদীনায় পৌঁছলাম। হাররা নামক স্থানে এসে আমরা থামলাম। বিশ্রামের সুযোগ দিলাম আমাদের বাহনগুলোকে। আমরা পাকসাফ পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে চললাম। ওদিকে আমাদের আসার খবর শুনে নবিজি ﷺ ভীষণ খুশি হয়েছেন।

রাস্তায় আমার ভাইয়ের সাথে দেখা। সে চেহারায় খুশির ঝিলিক ফুটিয়ে বলল, 'জলদি যাও, আল্লাহর রাসূল তোমাদের খবর পেয়েছেন, তিনি ভীষণ খুশি। তিনি তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা দ্রুত চললাম। আমি দূর থেকে নবিজিকে দেখলাম। লক্ষ করলাম, আমাকে দেখে তাঁর ঠোঁটেমৃদু হাসি ফুটছে। আমি কাছে এসে সালাম দিয়ে বললাম, আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি হাসিমাখা মুখে আমার সালামের উত্তর দিলেন।

আমি আনুগত্য প্রকাশ করে বললাম, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।' নবিজি বললেন, সামনে এসো। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমাকে হিদায়াত দিয়েছেন। তোমার বোধশক্তি, চেতনা দেখে আমি আশান্বিত ছিলাম, কল্যাণের সৌভাগ্য তোমার হবে।'

আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার বিপক্ষে থেকে সত্যের বিপরীতে যুদ্ধের কারণে এখন অনুতাপ জাগছে। আপনি আমার জন্য দুআ করুন, আল্লাহ যেন পূর্বের এসব গুনাহ মাফ করে দেন।' নবিজি বললেন, 'ইসলাম পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়।' আমি বললাম, তবুও আপনি আমার জন্য দুআ করুন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ দুআ করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, তোমার পথ থেকে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ যত চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছে, তা মাফ করে দাও।' আমার পর উসমান বিন তালহা ও আমর ইবনুল আ'স নবিজির সামনে এসে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। আমরা ৮ম হিজরির ৮-ই সফর মাদীনায় এসেছিলাম। আল্লা-হর কসম, আমাদের আসার পর যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ও মুশকিল কাজে সাহাবিদের মধ্য থেকে নবিজি আমার সমান কাউকে ভাবেননি।'[৫১২]

যা কিছু শিক্ষণীয়:

১. আমর ইবনুল আ'সের প্রতি নাজ্জাশির রোষানল তার ঈমানের সত্যতা, আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের প্রতি প্রবল ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে। নাজ্জাশির সত্যবাদিতা আমর ইবনুল আ'সের ইসলাম গ্রহণে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। কুরাইশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে আকর্ষিত করে মহাপ্রতিদানের অধিকারীও হয়েছেন তিনি।[৫১৩]

২. আমর ইবনুল আ'সের ইসলাম গ্রহণ মুসলিম জাতি ও ইসলামের জন্য এক

[৫১২] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২৩৯, ২৪০
[৫১৩] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/ ৯০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিরাট সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তিনি তার জ্ঞান, মহান লক্ষ্য ইসলামি দা'ওয়ার কাজে ব্যয় করেছেন। তার ইসলাম গ্রহণে কাফিররা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ, আমরকে তারা নিজেদের একজন ঊর্ধ্বতন নেতা হিসেবে গণ্য করত, বিভিন্ন বিষয়ে তার পরামর্শের শরণাপন্ন হতো। ফলে তার অবর্তমানে কুফফার মনে হাহাকার পড়ে যায়। [৫১৪]

৩. খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ﷺ স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছেন—শেষ হাসিটা—বিজয়ের মাল্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর গলেই শোভা পাবে। তার কথাটি নিয়ে একটু ভাবি, তিনি বলেছেন, 'আমি মুহাম্মাদের বিপরীতে যেকোনো যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রতিবার প্রস্থানের পর আমার অন্তরে ঝংকার তুলছিল একটি কথা, আমি একদম মূল্যহীন একটি স্থানে আবর্তিত হচ্ছি। দৃঢ় বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদই বিজয়ী হবে সবার ওপর।' এখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরকালীন শিক্ষা, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়ে। [৫১৫]

৪. মানুষকে মুমিনদের দিকে টানতে, তার মনে প্রভাব বিস্তার করতে বিশেষ পন্থা অবলম্বনের দিকে গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যেই ওয়ালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞেস করে বলেছেন, 'খালিদের মতো মানুষ এখনো পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে? সে তার সমস্ত শক্তি ও পরিশ্রম মুসলিমদের সাথে ব্যয় করলে তার জন্য অধিক উত্তম হতো। আমরা তাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখতাম।'[৫১৬] নবিজির এই প্রেরণাদায়ক কথা খালিদের মন পরিবর্তন ও ইসলামের দিকে অভিমুখী করেছে। আল্লাহর রাসূল তো জানতেন, একজন মানুষকে কীভাবে সম্বোধন করতে হয়, মনকে কাছে টানতে হয় কীভাবে। তিনি উপলব্ধি করেছেন, খালিদের বহুমুখী প্রতিভা ও নেতৃত্বগুণের যোগ্যতা আছে। ফলে তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে রাখবার কথা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি নবিজি চিন্তার সারল্য ও বুদ্ধিদীপ্ততারও প্রশংসা করে তার ভাবনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এভাবে নবিজি কয়েকটি সঞ্জীবনী কথায় শির্কের প্রত্যেক দিক থেকে খালিদকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। যে অন্ধকারে সামান্য নেতৃত্ব ছাড়া জীবনকে সামগ্রিকভাবে অধিকার করবার মতো আর কিছুই ছিল না। নবিজির কথাগুলো মাথায় রেখে তিনি যখন

---

[৫১৪] প্রাগুক্ত

[৫১৫] দেখুন, আবু ফারিস রচিত হুদাইবিয়া সন্ধি, পৃ. ২৬৩

[৫১৬] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/ ৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামের কথা চিন্তা করেছেন, তখন এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়েছেন যে, এখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তার অবস্থান শেষের সারিতে লটকে থাকবে না, মুসলিম শিবিরে তিনি অবহেলিত হবেন না, এই প্রশস্তিই তাকে শয়তানের সকল প্ররোচনার বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে সাহস যুগিয়েছে, ফলে তার মন প্রবলভাবে ইসলামের প্রতি ধাবিত হয়েছে, এই ধাবমানতা এক সময় তার মনে সৃষ্টি করেছে সংকল্প।

নিঃসন্দেহে আমর ইবনুল আ'স ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ﵄-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের নির্মীয়মান প্রাসাদকে শক্তিশালী করেছে, দুর্বল করেছে শির্কের অন্ধকার দেওয়াল। মুসলিমদের জিহাদি ইতিহাসে এ দুজনের হাতে আল্লাহ রচনা করেছেন উজ্জ্বল অধ্যায়। উম্মাহর গৌরবান্বিত ইতিহাসে চির ভাস্বর এ দুটি নাম। কালের আবর্তনে, সময়ের ঘূর্ণাবর্তে মুছে যাবে না তাদের দীপ্তিময় জীবনের অমর কীর্তি।[৫১৭]

মূতায় অভিযান (৮ম হিজরি সন)

এক. কারণ ও ইতিহাস

মাদীনা কেন্দ্রিক ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরব-অনারব মুশরিক ও খ্রিষ্টানের বিভিন্নমুখী অপতৎপরতা মূতায় অভিযান পরিচালনা অনিবার্য করে তুলেছিল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুদের চক্রান্তমূলক কার্যবিবরণী ছিল এমন—

শুরুর কথা:

সিরিয়ার আরব্য খ্রিষ্টানরা মুসলিম ও বাইজেনটাইনদের মধ্যে সংঘাত মজবুত করণে প্রলুব্ধ হয়। এদিকে মুসলিমদেরকে সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করতে দাওমাতুল জান্দালে বসতি স্থাপন করে কুদাআর বনু কালব গোত্র। দাওমাতুল জান্দাল হয়ে সিরিয়া থেকে মাদীনায় একান্ত প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানী হতো। এ পথের যাত্রী মুসলিম ব্যবসায়ী কাফেলাকে কষ্ট দিয়ে মাদীনায় কৃত্রিম অর্থনৈতিক সংকট তৈরির চেষ্টা করছিল এই বনু কালব। কাজেই সময়ের দাবি অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু কালবের বিরুদ্ধে দাওমাতুল জান্দালে অভিযান পরিচালনা করেন ৫ম হিজরি

[৫১৭] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সনে; কিন্তু মুসলিম বাহিনী আসার আগেই ওরা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।

হুদাইবিয়া সন্ধির পরের কথা:

ষষ্ঠ হিজরি। ইসলামের বাণী নিয়ে দিহইয়া কালবি ﷺ ওয়াদিয়ে কুরার দিকে যাচ্ছিলেন। যাত্রাপথে হাসমা নামক স্থান দিয়ে অতিক্রম করার সময় বনু জুযাম ও লাখাম গোত্রের কিছু লোক ডাকাতি করে তার সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। এ কারণে হাসমায় যাইদ বিন হারিসার অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। এদিকে মাযহাজ ও কুদাআহ্ গোত্রদয় যাইদ বিন হারিসার বিরুদ্ধে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। এরপর কিছু দিনের মধ্যে রোমান শাসনাধীন বাসরার গভর্নর আল্লাহর রাসূলের দূত হারিস বিন উমাইর আযদীকে হত্যার পর উল্লিখিত গোত্র দুটিও মুসলিমদের সাথে শত্রুতার পথ বেছে নেয়।

সে যুগেও রাষ্ট্রীয় দূত ও বার্তাবাহককে হত্যা করা ছিল জঘন্য অপরাধ। তা সত্ত্বেও শুরাহবীল বিন আমর আল্লাহর রাসূলের দূতকে গলা কেটে হত্যা করে। এমনইভাবে দামেস্কের শাসক হারিস বিন আবি শামর গাসসানিও আল্লাহর রাসূলের দূতের সাথে দুর্ব্যবহার করে মাদীনার সাথে এক প্রকার যুদ্ধের ঘোষণা করে।

এরপর আরেকটি ঘটনা মুসলিমদের হৃদয়কে ভীষণভাবে আঘাত করে। আমর ইবনু কাআব গিফারির নেতৃত্বে আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি অভিযান প্রেরণ করেন জা-তু ইতলা নামক স্থানে। উদ্দেশ্য এখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দিকে ডাকা; কিন্তু এখানে ঘটে যায় অপ্রীতিকর মর্মান্তিক ঘটনা। জনপদের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ তো করেইনি, উলটো দাওয়াতি এই সাহাবিদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। শুরু হয় যুদ্ধ। এখানে সবাই শহিদ হন। বেঁচে ফিরতে পারেন কেবল বাহিনীর আমীর আমর ইবনু কাআব গিফারি। তিনি ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃতের মতো পড়ে ছিলেন। পরে অতি কষ্টে নিজেকে টেনে মাদীনায় এসে আল্লাহর রাসূলকে বিবরণ শোনান।[৫১৮]

সিরিয়ার খ্রিস্টানরাও বসে থাকেনি:

মুসলিমদের বিরুদ্ধে রোমানদের প্রস্তুত হতে এরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এ লক্ষ্যেই মাআনের দায়িত্বশীল আমীর ইসলাম গ্রহণের পর ওরা তাকে হত্যা

[৫১৮] তারিখে তবারি, ৩/১০৩; সীরাতে ইবনে হিশাম, ইবনু হাজারের আল ইসাবাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে। এরই সূত্র ধরে সিরিয়ার ইসলাম গ্রহণকারী অন্যান্য গভর্নরকেও ওরা হত্যা করে।[৫১৯]

এই বেদনাদায়ক ঘটনা প্রবাহ—বিশেষ করে আল্লাহর রাসূলের দূত হারিস বিন উমাইর আযদিকে হত্যা করার কারণে মুসলিমদের অন্তরে প্রতিশোধের দাবানল জ্বলে ওঠে। সবাই এ বিষয়ে মুষ্টিবদ্ধ হয় যে, খ্রিষ্টানদের এই শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডগুলোকে একটি সীমায় পরিসীমিত করা এখন সময়ের দাবি। বদলা নিতে হবে কালিমার জন্য শহীদ হওয়া ভাইদের, যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে শুধু এ কথা বলবার কারণে যে, 'আমাদের রব আল্লাহ এবং আমাদের নবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'[৫২০]

রোমান সাম্রাজ্যের অধীন সিরিয়ার সেই আরবদেরকেও শায়েস্তা করা প্রয়োজন, যারা মুসলিমদের কোণঠাসা করতে বিভিন্ন অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে, মুসলিম দাঈদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছে, নিজেদের জড়িয়েছে সমূহ অপরাধে।

এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন এবং বিবৃত অঞ্চলগুলোতে ইসলামি দাওলাতের ক্ষমতা ও দাপট সম্প্রসারণ ছিল অপরিহার্য বিষয়, যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, মুসলিম দাঈরা নিরাপত্তা লাভ করে, কাজ করতে পারে নির্ভীক চিত্তে; সিরিয়া ও মাদীনায় যাতায়াতকারী ব্যবসায়ীরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজারজাত করতে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি লাভ করে।[৫২১]

বাজে যুদ্ধের দামামা:

৮ম হিজরি। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবিরা এই নববি ডাকে এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রবল আগ্রহে সাড়া দিয়ে একত্রিত হলেন যে, ইতঃপূর্বে আর এমনটি ঘটতে দেখা যায়নি। এই অভিযানের সেনা সংখ্যা পৌঁছে যায় তিন হাজারে। নেতৃত্বের জন্য আল্লাহর রাসূল তিনজনকে নির্বাচন করলেন। যাইদ ইবনু হারিসা, জা'ফার ইবনু আবি তালিব ও

[৫১৯] দেখুন, খাতামুন নাবিয়্যীন, ২/ ১১৩৯; 'আস সিরা' মাআ সালিবিয়্যীন এর সূত্রে, পৃ. ২০
[৫২০] দেখুন, 'আস সিরা' মাআ সালিবিয়্যীন এর সূত্রে, পৃ. ২০
[৫২১] দেখুন, 'আল মুসলিমূনা ওয়ার রূম ফি আহদিন নুবুওয়াহ' পৃ. ৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে।[৫২২]

ইমাম বুখারি ﵀ তার সাহীহ কিতাবে উল্লেখ করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﵄ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মূতা অভিযানের জন্য যাইদ ইবনু হারিসাকে আমীর নির্ধারণ করে বলেন, যাইদ শহিদ হলে সেনাপতি নির্বাচিত হবে জা'ফার, সেও শহিদ হলে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা।'[৫২৩]

মুসলিম বাহিনীকে বিদায় জানানোর আগে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে নির্দেশ দেন, 'বাহিনী যেন সেই স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয়, যেখানে হারিস বিন উমাইর আযদীকে হত্যা করা হয়েছিল। সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামের দিকে ডাকবে, এ ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো কথা, আর অস্বীকার করলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ শুরু করবে।'[৫২৪]

অন্যান্য অভিযানের অভিযাত্রীদের মতো এই বাহিনীকেও তিনি ইসলামি যুদ্ধের নীতিমালা বয়ান করে নৈতিক পাথেয়র যোগান দেন।[৫২৫] আল্লাহর রাসূল ﷺ উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তোমাদের সঙ্গী মুসলিমদের কল্যাণকামী হবে, যারা আল্লাহর সাথে কুফুরি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে—আল্লাহর নামে। গাদ্দারি কিংবা প্রতারণা করবে না, নারী ও শিশুকে হত্যা করবে না, অতিশয় বৃদ্ধকেও না। উপাসনালয় ধ্বংস করবে না, খেজুর বাগানের নিকটবর্তীও হবে না, বৃক্ষ কাটবে না, জনপদ বিনাশ করবে না। তোমরা মুশরিক শত্রুদের মুখোমুখি হলে তাদেরকে প্রথমে তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটির দিকে আহ্বান করবে। ইসলাম মানতে বলবে, ইসলাম না মানলে জিযিয়া দিতে বলবে, জিযিয়া না দিলে যুদ্ধ করবে।'[৫২৬]

মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর মুসলিমরা ও আল্লাহর রাসূল তাদের বিদায় দিতে আসেন। সবাই হাত উঠিয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে দুআ করছিলেন, আল্লাহ যেন মুসলিম ভাইদের সাহায্য করেন। তারা এই দুআ পড়ে বিদায় জানাচ্ছিলেন,

---

[৫২২] দেখুন, 'আস সিরা' মাআ সালিহিয়্যীন, পৃ. ২০
[৫২৩] বুখারি, ৪২৬১
[৫২৪] দেখুন, আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ, ২/ ৭৮৭
[৫২৫] দেখুন, 'আস সিরা' মাআ সালিহিয়্যীন পৃ. ২১
[৫২৬] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৭৫৭-৭৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করুন, ফিরিয়ে আনুন নিরাপদে সমৃদ্ধ করে।' [৫২৭]

লোকজন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে যখন বিদায়ী সালাম জানায়, তখন তিনি অঝোরে কাঁদছিলেন, বৃষ্টি-ফোঁটার মতো অশ্রু পড়ছিল টুপটুপ করে। অন্যান্য সাহাবিরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার ইবনু রাওয়াহা, তুমি এভাবে কাঁদছ কেন?' তিনি বললেন, 'পার্থিব জীবনের ভালোবাসা ও মোহের কারণে কাঁদছি না। আমি আল্লাহর রাসূলের মুখে শুনেছি, তাঁর পঠিত একটি কুরআনের আয়াতে জাহান্নামের আলোচনা এভাবে এসেছে, 'তোমাদের প্রত্যেককেই সেখানে উপনীত হতে হবে।' আমি জানি না, অতিক্রমের সময় আমার অন্তরের অবস্থা কেমন হবে?' সাহাবিরা আবার দুআ করে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হোন, রক্ষা করুন, আমাদের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে আনুন।'

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﵁ কবিতা আবৃত্তি করেন—

'কিন্তু আমি প্রভু রাহমানের কাছে মাগফিরাত চাই
এবং শত্রুর একটি আঘাতে মুছে ফেলতে ফেনিল পাপ
মৃত্যু অবধারিত হয় এমন একটি আঘাত
যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিদীর্ণ হবে কলিজা ও বুকের কপাট।
পথচারী যাবে, মোরে বলবে লক্ষ করে
আল্লাহ তাকে উঠিয়েছেন সরল ঘাটের পারে।

আল্লাহর রাসূলও নিজে এগিয়ে এসে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে বিদায় জানান। ইবনু রাওয়াহা আবেগাপ্লুত হয়ে নবিজির ব্যাপারে বলেন—

'আপনার সুমহান দায়িত্বে আল্লাহ আপনাকে সুদৃঢ় রাখুন
মূসার মতো, আপনি তেমন সাহায্যে আবৃত হন
যেমন সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি।
আপনার মাঝে অপরিমেয় কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি
এ কল্যাণ লাভ করবে আপনার পরবর্তীরাও।

---

[৫২৭] সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪/২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনি আল্লাহর রাসূল, যে বঞ্চিত হবে আপনার কল্যাণ থেকে
তার চেহারা হবে ধূলিমলিন, অপমানিত। [৫২৮]

দুই. মুসলিম বাহিনীর মাআনে অবতরণ, তিন সেনাপতির বীরত্বগাথা ও শাহাদাতবরণ

মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার মাআন নামক স্থানে পৌঁছে যায়। বর্তমানে এটি উর্দুনের সংরক্ষিত এলাকা। তারা এখানে এসে খবর পান, আরব-অনারব ক্রুশীয় খ্রিষ্টানরা যুদ্ধের জন্য ব্যাপক সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। লাখাম, জুযাম, বাহরা ও বালি গোত্রের এক লাখ সৈন্য সমবেত হয়েছে, সেনাপতি নির্ধারণ করা হয়েছে মালিক বিন রাফিলাকে। এদের সাহায্যার্থে রোমের বাদশা আরও এক লাখ খ্রিষ্টান সৈন্য পাঠিয়েছে, ফলে শত্রুদের মোট সেনা সংখ্যা দাঁড়ায় দু লাখ। এরা ছিল পূর্ণ সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত, লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিহিত।

মাআনে মুসলিম মুজাহিদরা দুদিন পর্যন্ত মাশওয়ারা করেন কীভাবে বিশাল সংখ্যার বাহিনীকে প্রতিহত করা যাবে। অনেকে বললেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে দূত পাঠিয়ে শত্রুদের সেনা সমাবেশ সম্পর্কে অবগত করব। তিনি চাইলে আমাদের জন্য সাহায্য পাঠাবেন, চাইলে আমাদেরকে এভাবেই যুদ্ধের নির্দেশ দিতে পারেন। বাহিনীর সেনাপতি যাইদ বিন হারিসাকে অনেকে বললেন, 'আপনি অনেক শহর পদানত করে সেখানকার অধিবাসীদের মাঝে ভীতি সঞ্চারিত করেছেন, এবার আপনি ফিরে চলুন, কেননা আমাদের জীবন নিরাপদ নয়।

কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ বললেন, 'মুজাহিদ সাথিরা, তোমরা যে শাহাদাতের জন্য বেরিয়েছ, এখন তা অপছন্দ করছ। আল্লাহর কসম, আমরা শত্রুদের সাথে সংখ্যা কিংবা শক্তির আধিক্য দিয়ে যুদ্ধ করি না। আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আমরা কেবল সেই সম্মানের প্রত্যাশায় জিহাদ করি। তোমরা সামনে অগ্রসর হও, যেকোনো একটি কল্যাণ আমাদের লাভ হবেই। বিজয়; নয়তো শাহাদাত।'

মুজাহিদদের অন্তরে ইবনু রাওয়াহার কথাগুলো বজ্রের মতো আঘাত হানে। যাইদ ইবনু হারিসা ﷺ মুজাহিদদের নিয়ে মূতা প্রান্তরের দিকে ধাবিত হন। এখানেই

[৫২৮] দেখুন, উরওয়া ইবনু যুবাইর সংকলিত 'আল্লাহর রাসূলের মাগাযি, পৃ. ২০৪-২০৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রোমানদের সাথে সংঘর্ষ হয়। তুমুল যুদ্ধের মাঝে মুসলিমদের তিন সেনাপতিই প্রবল বীরত্বে লড়াই চালিয়ে শাহাদাতের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

যাইদ ইবনু হারিসা ﷺ বহন করছিলেন আল্লাহর রাসূলের দেওয়া পতাকা। তিনি প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুব্যূহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার তীব্রতা মুজাহিদদের বর্শায় সাহসের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

তার শাহাদাতের পর পতাকা হাতে তুলে নেন জা'ফার ইবনু আবি তালিব ﷺ। নির্ভীকচিত্তে মুশরিকদের প্রতিরোধ ভেদ করে অগ্রসর হন। তার হাতে পতাকা দেখে এবার খ্রিষ্টানরা তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। দেয়ালের মতো চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে তাকে; কিন্তু তার সংকল্প ও অবিচলতায় বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আসেনি। তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। অগ্রসরতার একপর্যায়ে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তার গলা কেটে দেন। আবৃত্তি করে বলেন—

'এই তো জান্নাতের মোহন ছায়া, মনোহর লাগে

অমীয় শীতল তার পানীয়।

রোমানদের জীবনে ভয়াবহতা নামবে অচিরেই

সৌভাগ্যের স্পর্শ থেকে তারা যে বহুদূরে

আমার মুখোমুখি হলে ওদের আর রক্ষা নেই।

তিনি ডান হাতে পতাকা নিয়েছিলেন, সেটা কাটা পড়ায় বাম হাতে পতাকা ধারণ করেন। শত্রুরা তার বাম হাতটাও কেটে ফেললে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরেন। শেষে শাহাদাত বরণ করেন তিনি। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বছর। প্রচুর আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলেন। তির বর্শা আর তরবারির ৯০টিরও বেশি আঘাত ছিল শরীরে। আশ্চর্য বিষয়! একটি আঘাতও পেছনে ছিল না, সবগুলো পড়েছিল বুকে—মাটির দেয়ালে।

ইমাম বুখারি ﷺ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, 'মূতার যুদ্ধে আমিও অংশী হয়েছিলাম। এক যুদ্ধ-বিরতিতে খুঁজছিলাম জা'ফারকে। শহিদদের মধ্যে তাকে খুঁজে পেলাম। দেখলাম তার দেহের সম্মুখভাগে ৯০টির অধিক বর্শা ও তরবারির ক্ষতচিহ্ন।'

আল্লাহ তাআলা জা'ফার ইবনু আবি তালিবকে যথার্থ বিনিময় দিয়েছেন, তার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মহিমাকে স্মরণীয় করে চির অম্লান সম্মানে ভূষিত করেছেন, জান্নাতে তাকে দিয়েছেন দুটি ডানা, তিনি যেখানে ইচ্ছা উড়তে পারছেন।

বুখারি ﵀ উল্লেখ করেছেন, আমির ﵀ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার প্রতিবার জা'ফারের ছেলেকে সম্বোধন করে বলতেন, 'ওহে দুই ডানা বিশিষ্টের ছেলে, আপনাকে সালাম।'

জা'ফারের শাহাদাতের পর পতাকা তুলে নেন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আনসারি ﵁। এরপর অশ্বারোহণের সময় তিনি একটি উদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার এক ভাতিজা উল্লেখ করেছেন, 'দিনের শেষের দিকে ইবনু রাওয়াহার সামনে এক টুকরো গোশত পেশ করা হলো। তিনি টুকরোটা নিয়ে কেবল একটি কামড় বসিয়েছেন, এমন সময় যুদ্ধের শোর তার কানে এলো। তিনি টুকরোর কথা যেন একদম ভুলে গেলেন। নিজেকে সম্বোধন করে বলছিলেন—

'তুই এখনো দুনিয়া নিয়ে আছিস?'

এটাই তার শেষ কথা। গোশতের টুকরোটা ফেলে দিয়ে শত্রু সারিতে ঢুকে পড়েন। বিরতিহীন লড়াই করে তিনি যখন শহিদ হয়ে পৃথিবীকে বিদায় জানান, তখন দিনটাও আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছিল।'

তিন. খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে সেনাপতি নির্বাচন

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﵁ শহিদ হওয়ার পর পতাকা ভূপাতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তা উঠিয়ে নেন সাবিত ইবনু আকরাম আনসারি ﵁। তিনি হাঁক ছেড়ে বলছিলেন, 'মুসলিম ভাইয়েরা, একজনকে আমীর নির্বাচন করো। পাশের সাহাবিরা বললেন, 'আপনি এ দায়িত্ব নিচ্ছেন না কেন?' তিনি বললেন, 'আমি এমনটা করব না।'

মুসলিমরা খালিদ ইবনু ওয়ালিদের দিকে ইঙ্গিত করলেন। যুদ্ধের সংক্ষুব্ধতা ও তরবারির ঝনঝনানির মাঝেও সাবিত ইবনু আকরাম ﵁ খালিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে আবু সুলাইমান, মুসলিমদের পতাকা গ্রহণ করুন।'

খালিদ ﵁ একটু অবকাশ নিয়ে বললেন, 'এটা আপনিই গ্রহণ করুন, আপনিই এর উপযুক্ত। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ; সবচেয়ে বড় কথা হলো, আপনি একজন বদরি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবি।' সাবিত ﷺ বললেন, 'ভাই আপনিই গ্রহণ করুন, আল্লাহর কসম, এটা আমি আপনার জন্যেই উঠিয়েছি।' অগত্যা খালিদ ﷺ-কেই নিতে হলো সেনাপতিত্বের দায়িত্ব।

ফলাফল প্রকাশ পেতে অপেক্ষা করতে হলো না। যুদ্ধের এই বিক্ষুব্ধ সময়ে মুসলিম বাহিনীকে সমগ্রভাবে ধ্বংসের আবর্ত থেকে রক্ষা করতে খালিদের নিপুণ পরিকল্পনার বিকাশ ঘটে। নেতৃত্ব গ্রহণের পর তিনি বিভিন্ন সম্ভাব্য দিক গভীরভাবে চিন্তা করেন। যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি পূর্ণরূপে নিরীখ করে দেখেন। পরিণতি তার কাছে স্পষ্ট হয়। তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেন, বাহিনীর যারা আছে তাদের আপাতত পিছু হটা কৌশলগত দিক থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতির এবং এটাই সর্বোত্তম সমাধান; নাহয় শত্রুদের কাছে মুসলিমদের শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। এখন তাই মুসলিম বাহিনীর সামনে কৌশলগত পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কোনো পন্থা বাকি নেই। এ লক্ষ্যেই খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ﷺ নিম্নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ক. নিরাপদে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসতে রোমান ও মুসলিম বাহিনীর মাঝে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।

খ. এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আবশ্যক হলো শত্রুকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে হবে। ওদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, মুসলিমদের সাহায্যে রিজার্ভে থাকা সৈন্যরা এসে যুক্ত হয়েছে। এতে ওদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হবে। এই সুযোগে ময়দান থেকে সরে আসা যাবে।

রাত নামে। যুদ্ধ বিরতি চলে আসে। রাতের এই অন্ধকারে তিনি বাহিনীতে পরিবর্তন আনেন। ডানপাশের যোদ্ধাদের বামদিকে নিয়ে আসেন, আর বাম পাশের যোদ্ধাদের ডানপাশে। সামনের যোদ্ধাদেরকে পেছনে, পেছনের যোদ্ধাদেরকে সামনে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি যেন নতুন শক্তির বিস্ফোরণ ঘটান। এরপর ভোরের আলো ফুটতেই তিনি শত্রুদের ওপর তীব্র বেগে প্রবল শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে আক্রমণ করে বসেন। যেন ওরা এ কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, মুসলিম বাহিনীতে বিপুল সেনাশক্তি যুক্ত হয়েছে।

পরিকল্পনা শতভাগ কাজে লাগে। ভোরের কোমল আলোয় শত্রুদের সামনে সম্পূর্ণ নতুন যোদ্ধাদের মুখ ও নতুন পতাকাধারী দৃশ্যত হয়। আগের দিনগুলোতে এদের কখনো দেখা যায়নি। মুসলিমরা দাঁড়িয়েছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে। ফলে ওরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে মুসলিমরা সাহায্য পেয়েছে, নতুন এক বাহিনী অবতীর্ণ হয়েছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে। মুসলিমদের গৃহীত এই নিপুণ পরিকল্পনা রোমান ও তাদের মিত্রদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করে। ওরা উপলব্ধি করে, মুসলিমদের সাহায্যে আসা এই অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধাদের প্রতিরোধ করা অসম্ভব। ফলে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, অব্যাহতভাবে আক্রমণ চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। উদ্যম ও প্রতিরোধ-ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। চাপ কমে আসে মুসলিম বাহিনীর ওপর।

খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ﷺ এই সুযোগটাই কাজে লাগান। বাহিনী ফিরিয়ে আনার দিকে মনোযোগী হন। মূতা যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে খালিদ কর্তৃক প্রত্যাবর্তনের জন্য গৃহীত যুদ্ধকৌশল ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছে। বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার এই সংকল্প সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়। খালিদ ﷺ প্রথমে সম্মুখের মূল বাহিনীর সাহায্যে দুই প্রান্তের সেনাদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেন। এরপর উভয় প্রান্তের সেনা বেষ্টনির সাহায্যে মূল বাহিনীকে বের করে আনেন। এভাবে গোটা বাহিনীকে তিনি সরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

ঐতিহাসিকগণ মুসলিম বাহিনীর ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এই যুদ্ধে মুসলিম শহিদদের সংখ্যা ১২-এর বেশি ছিল না। খালিদ ﷺ বলেছেন, 'মূতা যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙে গেছে। শেষ পর্যন্ত হাতে ছিল শুধু একটি ইয়েমেনি লোহার পাত।'

এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, খালিদের দূরদর্শী পরিকল্পনার ফলে আল্লাহ মুসলিম বাহিনীকে লাঞ্ছনাকর এক পরাজয় ও নিশ্চিত মৃত্যুকূপ থেকে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া ছিল যুদ্ধের সৃষ্ট জটিলতায় সময়োপযোগী একটি সিদ্ধান্ত। তার এই বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল পৃথিবী ধ্বংসের আগ পর্যন্ত উপমা হয়ে থাকবে।

চার. আল্লাহর রাসূলের মু'জিযা

এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও আল্লাহর রাসূলের মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। মাদীনার মুসলিমদেরকে তিনি যাইদ, জা'ফার ও আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ দিয়েছেন, তাদের খবর আসার আগেই। যুদ্ধ শুরুর পর তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন, চোখদুটি হয়েছে অশ্রুসজল। শেষে তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্ব গ্রহণের বিষয়ে অবহিত করেছেন। তার হাতে বিজয়ের সুবার্তা দিয়ে তার নাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রেখেছেন সাইফুল্লাহ—আল্লাহর তরবারি। পরে যখন যুদ্ধের সংবাদ আসে, তখন তা আল্লাহর রাসূলের সংবাদের সাথে হুবহু মিলে গেছে, বিন্দুমাত্রও কমবেশ হয়নি।

খালিদ-বাহিনী মাদীনার উপকণ্ঠে এলে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও মুসলিমরা সাক্ষাতের জন্য চলে আসেন। শিশুরা তাদের দিকে দৌড়ে এগিয়ে আসছিল। আল্লাহর রাসূল লোকদের সাথে আসছিলেন একটি বাহনে করে। তিনি বললেন, 'শিশুদেরকে নিয়ে বাহনে ওঠাও, আর আমাকে দাও জা'ফারের ছেলেকে।' আবদুল্লাহকে আনা হলে তিনি নিজ হাতে তাকে উঠিয়ে নেন। অন্যান্য লোকেরা বাহিনীর দিকে ধুলো ছিটিয়ে বলছিল, 'আরে, তোমরা কি আল্লাহর রাস্তা (জিহাদ) থেকে পালিয়ে এসেছ?' কিন্তু আল্লাহর রাসূল বলছিলেন, 'ওরা পালিয়ে আসেনি; বরং আল্লাহ চাহেন তো ওরা আবার ফিরে যাবে।'

ছোট শিশুদের সাথে আল্লাহর রাসূলের এই স্নেহের আচরণ মানুষকে মুগ্ধ করেছে। আবার দৃশ্যত হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে শহিদ না হয়ে ফিরে আসাকে তারা আল্লাহর রাস্তা থেকে পলায়ন হিসেবে দেখছেন। তাদের কাছে এর প্রতিদান হলো যোদ্ধাদের মুখে ধুলো ছিটানো।

আমাদের আজকের রাস্তার উদ্ভ্রান্ত যুবকেরা এই উচ্চ মনোবলসম্পন্ন প্রজন্মের কথা কি জানে? বর্তমান উম্মাহ আল্লাহর রাসূলের হাতে গড়া এই প্রজন্মের অনুসরণ ব্যতীত এমন উন্নত অভীষ্ট অর্জন করতে পারবে না।

যা কিছু শিক্ষণীয়:

ক. এ যুদ্ধের তাৎপর্য

আরব-অনারব খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত রোমানবাহিনী ও মুসলিমদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের মাঝে মূতার যুদ্ধ অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই দুই বাহিনীর মধ্যে এটাই প্রথম সংঘর্ষ। রোমান সাম্রাজ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে এই যুদ্ধ। বলতে পারি সিরিয়া বিজয় ও রোমানদের মাঝে কম্পন সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা ছিল এই যুদ্ধের। এই যুদ্ধ সেই কার্যকরি পরিকল্পনার ফল, যার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল ﷺ সিরিয়ান শহরগুলোর সাহায্যে পরাক্রমশালী রোম সাম্রাজ্যে নাড়া দিয়েছিলেন।

আরবদের অন্তরে আল্লাহর রাসূলের ক্ষমতা ও প্রতাপ গ্রথিত হয়, মুসলিমদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানসিক ভাবনায় শক্তিশালী পরিবর্তন আসে। অন্য দিকে ক্রুশীয় খ্রিষ্টানরা যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি এই যুদ্ধ মুসলিমদেরকে সুযোগ দিয়েছে রোমানদের সামরিক শক্তি ও যুদ্ধনীতি পরখ করে দেখার।

খ. শাহাদাতের অদম্য আগ্রহ আত্মনিবেদনে অনুপ্রাণিত করে

অসীম ধৈর্য, অবিচলতা ও আত্মত্যাগের মহিমা সেনাপতি ও সেনাদের মাঝে দীপ্তিময় হয়েছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শাহাদাতের অত্যুচ্চ মর্যাদা ও মুজাহিদদের মহাপ্রতিদান লাভ করা। আল্লাহ যেন তাদেরকে নবি, সিদ্দীক, শুহাদা ও সালিহীনদের মিছিলে শামিল করে নিয়ে সম্মানিত করেন। প্রবেশ করান এমন এক জান্নাতে, যার উৎকৃষ্টতা দেখেনি কোনো চোখ, শোনেনি কোনো কান, ভাবতে পারেনি কোনো মানুষের হৃদয়।

গ. এই যুদ্ধটি কেন আলাদা মহিমায় উজ্জ্বল

এই একটি যুদ্ধ, যার সার্বক্ষণিক খবর আল্লাহর রাসূলের কাছে আসমান থেকে এসেছে। রণক্ষেত্র থেকে সংবাদ আসার আগেই আল্লাহর তিন শ্রেষ্ঠ বীরের শাহাদাতের সুবার্তা-সহ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তিনি সাহাবিদের শোনাচ্ছিলেন। যুদ্ধটি এদিক থেকেও আলাদা যে, শুধু এই অভিযানের জন্য নবিজি পর্যায়ক্রমে তিনজন সেনাপতি নির্ধারণ করেছিলেন, যাইদ বিন হারিসা, জা'ফার বিন আবি তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷽।

জা'ফার পরিবারের প্রতি নবিজির সম্মান প্রদর্শন:

জা'ফারের শাহাদাতের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ আসমা বিনতে উমাইসের ঘরে প্রবেশ করেন। ছেলেরা অন্য কোথাও ছিল। তাদের ডাকতে বললেন, 'জা'ফারের ছেলেদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' ছেলেরা আসার পর নবিজি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন, চুমু খান। এ সময় স্নেহের আবেশে তাঁর আবেগের অশ্রু ঝরছিল।

আসমা ﷺ বললেন, 'জা'ফার ও তার সাথিদের ব্যাপারে আপনি কিছু জানতে পেরেছেন?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ। তারা আজ শহিদ হয়েছে।' স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনতেই আসমা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কাঁদতে থাকেন শব্দ করে। আল্লাহর রাসূল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই ভারাক্রান্ত পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখবার জন্য বললেন, 'জা'ফারের পরিবারের জন্য খাবার রান্না করতে তোমরা ভুলে যেয়ো না। কারণ, তারা আজ ব্যথায় কাতর।'

আল্লাহর রাসূলের এই সহমর্মিতার আচরণ থেকে আমরা যা শিখি

ক. স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী কান্না করতে পারে

আল্লাহর রাসূল ﷺ জা'ফার ও তার সাথিদের শাহাদাতের সংবাদ আসমাকে বলার পর তিনি যে শব্দ করে কেঁদেছেন, তার কান্না দেখে নবিজি বারণ করেননি, কাজটাকে অপছন্দও করেননি, এতে প্রমাণ হয় এটা নিষিদ্ধ হলে নবিজি অবশ্যই বারণ করতেন। তবে ইসলামে যে কান্নাকে নিষেধ করা হয়েছে তা হলো জাহিলি যুগের চিল্লাচিল্লি, মাতম করা, আল্লাহকে অভিযুক্ত করা, লাথি মারা, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি। আর আল্লাহর ফায়সালা ও তাঁর পূর্ব নির্ধারণের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা নিশ্চয় বড় অবাধ্যতা।

খ. মৃতের পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করা মুস্তাহাব

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদেরকে জা'ফারের পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে বলেছেন। এটা এক দিক থেকে মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়া, যেন শোকসন্তপ্ত পরিবারে খাবারের চিন্তা কিছুটা হলেও লাঘব হয় কিংবা শোকে উপোস থাকতে না হয়। আজ কিছু ইসলামি ভূখণ্ডে এই সুন্নাহর পরিপন্থি কাজ দেখা যায়। মৃতের পরিবারকে রান্না করে খাওয়ানোর পরিবর্তে উলটো আগতদের জন্য শোকাহত পরিবারকে রান্না করতে হয়। এরপর আবার দিন ধার্য করে পুরো পাড়া ঢোল পিটিয়ে খাওয়াতে হয়। এগুলো খুব নিন্দনীয় কাজ। মুসলিমদের উচিত এসব অন্যায্য কাজ পরিহার করে চলা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তিন দিন পর কাঁদতে নিষেধ করেছেন। তিন দিন পরেও আসমাকে কাঁদতে দেখে নবিজি তাকে বলেছেন, 'আজকের পরে আমার ভাইয়ের জন্য আর কাঁদবে না। আর আমার ভাতিজাদেরকে ডাকো।' ওদেরকে নবিজির সামনে আনা হলো। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিল ওদের। আল্লাহর রাসূল নরসুন্দর ডেকে ওদের মাথা মুণ্ডিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'মুহাম্মাদ হয়েছে আমার চাচা আবু তালিবের মতো, আর আবদুল্লাহ চরিত্রে আকৃতিতে হয়েছে আমার মতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর আবদুল্লাহর ডানহাত ধরে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ, জা'ফারের প্রতিনিধি তার পরিবারে দিয়ে দাও, আর আবদুল্লাহর সৎ বাণিজ্যে তুমি বারাকাহ দান করো।'

এদের মা নবিজির কাছে দুর্বলতা ও আশ্রয়হীনতার কথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, 'তুমি তাদের ক্ষেত্রে দারিদ্রতার ভয় পাচ্ছ; অথচ দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তাদের অভিভাবক।'

শহিদদের পরিবার ও সন্তানদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে এমনই ছিল আল্লাহর রাসূলের জীবনের সুরভিত কর্মপন্থা। তিনি চেয়েছেন উম্মাহ যেন আজীবন তাঁর প্রদর্শিত পথ আঁকড়ে থাকে।

গ. আবু বাকরের সাথে আসমা বিনতে উমাইসের বিয়ে

আসমা বিনতে উমাইসের ইদ্দত শেষ হলে আবু বাকর ﷺ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সহজেই তাদের বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। তাদের সংসারে জন্ম নিয়েছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাকর। আবু বাকরের মৃত্যুর পর আসমাকে বিয়ে করেছিলেন 'আলি ﷺ। 'আলির ঔরশে তিনি কয়েকটি সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

পাঁচ. নেতৃত্বের গভীরতা

মুতা যুদ্ধের কথা:

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ শহিদ হওয়ার পর সাবিত ইবনু আকরাম ﷺ পতাকা তুলে নেন। সে মুহূর্তে এটাই ছিল তার আবশ্যকীয় কাজ। কেননা, পতাকার পতন মানে গোটা বাহিনীর পরাজয়। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মুসলিমদের একজন আমীর নির্বাচন করতে বলেছেন। উপস্থিত সবাই তার পরামর্শ দিলে তিনি না করেন। এরপর মুজাহিদরা খালিদকে নির্বাচন করেন। সাবিত ইবনু আকরাম ﷺ আমাদেরকে এখানে এক মহান শিক্ষায় ঋদ্ধ করেছেন।

আরেক বর্ণনায় আছে, সাবিত ﷺ খালিদের কাছে পতাকা নিয়ে আসেন; কিন্তু তিনি বারণ করে বলেন, 'এটা আপনার কাছ থেকে আমি নিতে পারব না। কেননা, আপনিই এর সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।' সাবিত বললেন, 'না, আল্লাহর কসম, এটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি আপনার জন্যই তুলে নিয়েছি।'

উভয় বর্ণনার বিষয় একটাই, তা হলো, সাবিত ﷺ প্রথমে মুসলিমদেরকে একত্রিত করেছেন। মুসলিমরা বলেছিলেন, 'আপনিই আমাদের আমীর।' কিন্তু তিনি এটা গ্রহণ না করে খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে নির্বাচন করেছেন। কেননা, তিনি আগে দেখেছেন, উপস্থিত মুজাহিদদের মধ্যে এই কাজে কে সবচেয়ে উপযুক্ত। এটাও হয়ে থাকে যে, উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে কাজ অর্পিত না হলে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর কাজ যখন হয় আল্লাহর জন্য, তখন সেখানে প্রবৃত্তির কোনো দখল থাকে না।

আসলে সাবিত ইবনু আকরাম ﷺ নেতৃত্বে অক্ষম ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও একজন মহান বদরি সাহাবি; কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেননি; বরং দেখেছেন কে বেশি উপযুক্ত, আবার নির্বাচনও করেছেন এমন ব্যক্তিকে, যার ইসলাম গ্রহণের বয়স এখনো তিন মাসের বেশি হয়নি। তবুও ইসলামে নবাগত এই খালিদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, তার মূল লক্ষ্য যেমন ছিল আল্লাহর নির্দেশকে সম্ভাব্য সুন্দরতম পন্থায় কার্যকর করা। তেমনি খালিদ ﷺ নতুন হলেও সেই জাহিলি যুগ থেকেই তিনি সামরিক অভিজ্ঞতায় প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।

ছয়. সেনাপতির সম্মানে আল্লাহর রাসূল ﷺ

আউফ ইবনু মালিক আশজাঈ ﷺ বলেন, 'আমি যাইদ ইবনু হারিসার সাথে মূতা অভিযানে বের হলাম। ইয়েমেনি এক ব্যক্তি আমাকে তার সাথে নিয়ে চলছিল। এক সময় রোমান সৈন্য ও মুসলিম বাহিনীর মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়। সুন্দর কেশবিশিষ্ট এক অশ্বারোহী রোমান সেনাকে দেখলাম, তার অশ্বপৃষ্ঠের জিন ও অস্ত্রে স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া। মুসলিমদের সাথে বেশ বীরত্বের সাথে লড়াই করছিল।

ইয়েমেনি লোকটা তাকে ধরাশায়ী করতে একটি পাথরের আড়ালে ওত পেতে বসে থাকে। সেই সৈন্য পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় ঘোড়ার রগ কেটে দেয় ইয়েমেনি। সৈন্য পলায়নে উদ্যত হয়; কিন্তু সে সুযোগ পায় না। ইয়েমেনি কাছে এসে তাকে হত্যা করে, নিয়ে নেয় তার ঘোড়া ও অস্ত্র।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় দানের পরের কথা:

খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ইয়েমেনির কাছে লোক পাঠিয়ে কিছু গানীমাত নিয়ে নেয়। আউফ ﷺ বলেন, 'আমি খালিদকে বললাম, 'তুমি কি জানো না, নিহত ব্যক্তির সম্পদগুলো আল্লাহর রাসূল হত্যাকারীর জন্য নির্ধারণ করেছেন?' খালিদ বলল, 'হ্যাঁ জানি, তবে আমার কাছে ওগুলো বেশি মনে হয়েছে। আমি বললাম, 'ওর জিনিস ওকে ফিরিয়ে দাও, নয়তো আল্লাহর রাসূলের কাছে এ নিয়ে নালিশ করব।' কিন্তু খালিদ তার কথায় অটল।

আউফ ﷺ বলেন, 'মাদীনায় প্রত্যর্পণের পর আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে সমবেত হলাম। সুযোগ মতো নবিজির কাছে খুলে বললাম ইয়েমেনি লোকটার ঘটনা ও খালিদের কাজ।' আল্লাহর রাসূল ﷺ খালিদের দিকে ফিরে বললেন, 'কী ব্যাপার খালিদ, তুমি এ কাজ করলে কেন?' খালিদ বলল, 'আমার কাছে ওরগুলো বেশি মনে হয়েছে'। নবিজি বললেন, 'ওর জিনিস ওকে ফিরিয়ে দাও।'

আউফ ﷺ বলেন, 'আমি বললাম, 'খালিদ, দেখলে—আমার কথা আমি রেখেছি।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'সেটা আবার কী?' আমি নবিজিকে খুলে বললাম।' আল্লাহর রাসূল রাগতস্বরে বললেন, 'খালিদ, ওর জিনিসটা আর ফিরিয়ে দেবে না। তোমরা কি আমার সেনাপতিদেরকে আমার খাতিরে ক্ষমা করতে পারো না? তাদের নির্দেশপালন তোমাদের জন্য আবশ্যক। তবে তারা ভুল করলে এর দায় তাদের ওপরই বর্তাবে।'

মনে রাখতে হবে, আমীরও একজন মানুষ। ভুল তারও হতে পারে; কিন্তু সেই ভুলের কারণে তাকে তাচ্ছিল্য করা থেকে রক্ষায় আল্লাহর রাসূলের সচেতনতার অবস্থান সবিশেষ লক্ষণীয়। তারা ভুল করলেও তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে কিন্তু তাচ্ছিল্য কিংবা সম্মানহানিকর কিছু করা সংগত নয়।

খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ﷺ ইয়েমেনি লোকটার ব্যক্তিগত গানীমাতের কিছু অংশ নিয়ে তাকে কষ্ট দিতে চাননি। তার ভাবনায় সাধারণের জন্য কল্যাণকর দিকটা প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়েছে। আর এদিকে দেখছেন, এক ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিগত অতিরিক্ত গানীমাত, এখন এগুলো সাধারণ গানীমাতের মধ্যে শামিল করে নিলে তা মুজাহিদদের জন্য লাভজনক হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওদিকে আউফ বিন মালিক ﷺ জ্ঞান অনুযায়ী খালিদকে নিষেধ করেছেন। যখন দেখলেন খালিদ তার কথা মানছে না, তখন মামলা দায়ের করলেন আল্লাহর রাসূলের কাছে। এখানেই তার দায়িত্ব শেষ; কিন্তু সংশোধনী এই দায়িত্ব পালনে ব্যক্তি বিশেষের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। ফলে খালিদের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে এক ধরনের হেয়তা। আল্লাহর রাসূল ﷺ এটাকেই কঠোরভাবে অস্বীকার করে স্পষ্ট করেন সেনাদের ওপর সেনাপতির দায়িত্ব কী?

পরে নবিজি খালিদকে ইয়েমেনি ব্যক্তির সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া থেকে বারণ করেন। এখানে তিনি এ কথা বোঝাননি যে, মুজাহিদের অধিকার নষ্ট করা হয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব যে, তিনি একজন মুসলিমের অধিকার নষ্ট করবেন! অবশ্যই এমন হয়ে থাকবে যে, আল্লাহর রাসূল সেই মুজাহিদ সাহাবির সম্মতিতে নিয়েছেন; কিংবা তার সম্পদের বিনিময়ে কিছু দিয়েছেন। অথবা সমাধান করেছেন অন্য কোনোভাবে যা হাদীসে আসেনি।

যে উম্মাহ পুরুষের মর্যাদা দিতে জানে না, করে না সম্মান, সে জাতির মাঝে কোনো শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয় না; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের আদর্শ শিক্ষা—তিনি এই উম্মাহকে একটি উন্নত ও টনটনে বিবেচনাবোধ সম্পন্ন জাতিরূপে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাই প্রত্যেকের উচিত, ব্যক্তির অবস্থান বিবেচনা করে তাকে সম্মান করা। ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অগ্রগণ্য। সর্বোপরি ব্যক্তি নিজের সীমানা সম্পর্কে অবহিত থাকাও অবশ্যক বটে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলছেন—

> হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ—তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরা মায়েদা: ৫৪)

নবিজি বলেছেন, 'তোমরা কি আমার আমীরদেরকে আমার খাতিরে ক্ষমা করতে পারো না?' এখানে খালিদ ﷺ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর তাকে গণ্য করা হয়েছে আল্লাহর রাসূলের একজন আমীর হিসেবে। মানুষের সম্মানে এটাই ছিল আল্লাহর রাসূলের চিরায়ত পন্থা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাত. ঈমানের প্রতিযোগিতা, জিহাদে এর প্রভাব

মুসলিম বাহিনী মাআনে অবস্থানের সময় শত্রুদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অনেকে আলোচনা করছিলেন। এই আলোচনা তাদেরকে যুদ্ধে নিবিষ্ট হতে দিচ্ছিল না; কিন্তু পরক্ষণেই তারা নিজেদের স্বভাবজাত নীতি—ঈমানের প্রতিযোগিতায় জেগে উঠলেন। তারা বলছিলেন, 'আমরা এসেছি শাহাদাতের সন্ধ্যানে, এখন সে অভীষ্ট অর্জন না করে কীভাবে পলায়ন করতে পারি!'

যাইদ ইবনু আরকাম ﷺ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার কোলে আমি প্রতিপালিত হয়েছি—ইয়াতীম অবস্থায়। অবশেষে; এই মৃতার সফরে তিনি আমাকে তার বাহনের পেছনে নিয়ে রওনা করেন। তিনি রাতের আঁধারে বিরামহীন চলছিলেন। আল্লাহর কসম, আমি পেছনে থেকে তার কবিতা আবৃত্তি শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, 'মুসলিমরা সিরিয়ায় এসেছে, ফিরে যাবে আমাকে এখানে রেখেই'। আমি তার কথা শুনে কেঁদে ফেললাম। তিনি চাবুক দিয়ে আমাকে মৃদু আঘাত করে বললেন, 'আরে নির্বোধ, কী হলো তোমার? আমাকে তো আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন, আর তুমি ফিরে যাবে আমার বাহন নিয়ে।'

এই বিপুল ব্যবধানের যুদ্ধ নিয়ে গভীরভাবে ভাবলে আমাদের বর্তমান মানসিক ও সার্বিক পরাজয়ের কারণ উদ্ঘাটিত হবে। তাদের অমূলক প্রশ্নের উত্তরও আমরা পেয়ে যাব, যারা বলে আমাদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হলো, বর্তমান বিশ্বে আমাদের শত্রুদের সামনে আছে সর্বাধুনিক টেকনোলজি আর অত্যাধুনিক সামরিক অস্ত্রসমূহ।

ইবনু কাসীর ﷺ এই যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন, 'বিপরীত ধর্মের দুটি বাহিনী যুদ্ধ করছে, একটি দল যুদ্ধ করছে আল্লাহর রাস্তায়, তাদের সংখ্যা মাত্র তিন হাজার। আরেকটি দল কাফির, তাদের সংখ্যা দু লাখ। রোমান সেনাদের সংখ্যা এক লাখ, আর আরব খ্রিষ্টানদের সংখ্যা এক লাখ। যথেষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত সবাই। এই বিশাল বাহিনীর বিপরীতে যুদ্ধ করে মুসলিমরা শহিদ হয়েছে মাত্র ১২জন, আর মুশরিকদের নিহতের সংখ্যা অগণন। এই তো, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ﷺ-এর একার হাতেই তরবারি ভেঙেছে ৯টি। তার হাতে অবশিষ্ট ছিল শুধু একটি ইয়েমেনি লোহার পাত। কী মনে হয়, এর প্রত্যেকটি তরবারি দিয়ে শত্রু নিধন হয়নি? অন্যান্য কুরআনের বাহক বীরদের বৃত্তান্তও তো সুবিস্তৃত। তারা সর্বশক্তি ব্যয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেই ক্রুশপূজারিদের ওপর, যাদের ওপর এখনো অবিরত আল্লাহর লা'নাত ঝরে।

মাত্র তিন হাজার সৈন্য সামান্য অস্ত্র নিয়ে তদানীন্তন সময়ের সুপার পাওয়ারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যারা ছিল সমকালীন আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। বুঝতে পারছি, মুসলিম বাহিনী সংখ্যা, শক্তি ও আধুনিক অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেননি; বরং শুধু ঈমানি শক্তিই তাদের বুকে পাহাড়ের অবিচলতা গ্রথিত করেছে। দান করেছে অসীম সাহসিকতা। ফলে মাত্র তিন হাজার সৈন্য দু লাখ সেনার বিপুল বাহিনীর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছেন। এই ঈমানি শক্তি নিয়ে এখনো বর্তমান পরাশক্তিগুলোকে পরাজিত করা সম্ভব।

যা-তুস সালাসিল অভিযান:

মুসলিম বাহিনী মূতা থেকে ফিরে আসার মাত্র কয়েকদিন পরের কথা। যা-তুস সালাসিলে অভিযানের জন্য নবিজি আমর ইবনুল আ'সের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। উদ্দেশ্য কুদাআর লোকদের শায়েস্তা করা, যারা মূতা যুদ্ধে রোমান সৈন্যদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এরা সমবেত হয়ে মূলত মাদীনার নিকটবর্তী হতে চাচ্ছিল।

আমর ইবনুল আ'স ﷺ তিনশো মুহাজির ও আনসার সাহাবির একটি বাহিনী নিয়ে কুদাআহ জনপদের কাছাকাছি চলে আসেন। শত্রুদের সেনা সমাবেশের কাছে এসে জানতে পারেন, এরা প্রচুর সৈন্য সমবেত করেছে। ফলে তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন। দ্রুততম সময়ে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে তার সাহায্যে নতুন বাহিনী চলে আসে।

কাফিররা মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু করে। আমর ইবনুল আ'স ﷺ কুদাআর জনপদের একদম গভীরে প্রবেশ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পরাজিত মুখে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। সিরিয়া প্রান্তে আবার ইসলামের দাপট ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন আমর ﷺ। মুসলিমদের মিত্র গোত্রগুলোর মাঝেও ফিরে আসে আগের মনোবল। অন্যান্য অনেক গোত্র মুসলিমদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে প্রবেশ করে, ইসলাম গ্রহণ করে বনু আব্বাস, বনু মুররা ও বনু যিবইয়ানের বহু সংখ্যক মানুষ। এমনইভাবে বনু ফাযারাহ ও তাদের গোত্রপতি উয়াইনাহ ইবনু হিস্‌ন মুসলিমদের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন করে। তার অনুসরণে আরো যুক্ত হয় বনু সালীম ও বনু আশজা। বনু সালীমের প্রধান ছিলেন আব্বাস ইবনু মিরদাস। এভাবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উত্তর আরবের শহরগুলোতে মুসলিম জাতি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যদিও সবগুলো শহরে তখনো ইসলামি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

যা কিছু শিক্ষণীয়:

১. আমর ইবনুল আ'সের ইখলাস বা একনিষ্ঠতা

আমর ইবনুল আ'স ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন, 'অস্ত্র ও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আমার কাছে এসো।' আমি এসে দেখি তিনি ওযু করছেন। আমার আগমন টের পেয়ে তিনি চোখ তুলে তাকালেন। মৃদু হেসে বললেন, 'আমি তোমাকে একটি অভিযানে প্রেরণ করতে চাচ্ছি। তুমি নিরাপদ থাকবে, লাভ করবে গানীমাত। আর আল্লাহ্ তো তোমাকে সম্পদের বেশ আগ্রহও দিয়েছেন!'

আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সম্পদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করিনি, ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়েই আমি ইসলাম মেনে নিয়েছি। আমি চেয়েছি, যেন আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে থাকতে পারি।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আমর, উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ভেজাল সম্পদ পেলে এতে অসুবিধা নেই।'

এখানে আমরা আমর ইবনুল আ'স ﵁-এর সত্যনিষ্ঠ মজবুত ঈমান ও ইখলাসের পরিচয় পাই। তার স্পষ্টকথা—তার আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল ইসলাম ও আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্য লাভ। ওদিকে আল্লাহর রাসূলও তাকে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'হালাল সম্পদ নিয়ামাত, যখন তা উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে চলে আসে। কেননা, উপযুক্ত ব্যক্তি এই সম্পদ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করে, ব্যয় করে কল্যাণের পথে এবং প্রয়োজন পূরণ করে নিজের ও পরিবারের।'[৫২৯]

২. একতাই বল

বিবৃত হয়েছে, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ-এর নেতৃত্বে আমর ইবনুল আ'সের সাহায্যে নবিজি একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সালাতের সময় হলে আবু উবাইদা ﵁ আগ বাড়িয়ে আমরের ইমামতি করতে চান। আমর ﵁ তাকে বাধা দিয়ে বলেন, 'তুমি এসেছ আমার সাহায্যে, কাজেই তুমি এখানে ইমামতি করতে পারো

[৫২৯] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/১৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না। আমিই এই বাহিনীর আমীর, আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমাকে আমার সাহায্যে পাঠিয়েছেন।'

মুহাজির সাহাবিরা বললেন, 'না, এমনটা নয়। আপনি আপনার সাথিদের আমীর, আর তিনি তার সাথিদের আমীর।' আমর ﷺ বললেন, উঁহু, তোমরা বরং আমার সাহায্যে এসেছ।'

আবু উবাইদা ﷺ ছিলেন বিচক্ষণ—নরম স্বভাবের মানুষ। তিনি দেখলেন এখানে মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই তিনি আমরকে বললেন, 'আমর নিশ্চিন্ত থাকো, মনে রেখো, আল্লাহর রাসূল আমার কাছ থেকে সর্বশেষ যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন তা হলো, তিনি বলেছেন, 'তোমার সাথির সাথে গিয়ে মিলিত হলে একে-অপরের কথা মেনে নেবে, অনৈক্য সৃষ্টি করবে না।' আল্লাহর কসম, তুমি আমার কথা না মানলেও আমি তোমার আনুগত্য করব।' এরপর আমর ইবনুল আ'স ﷺ সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। [৫৩০]

আবু উবাইদা ﷺ খেয়াল করেছেন, এই যা-তুস সালাসিল অভিযানে মুসলিমদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হলে তা ব্যর্থতা টেনে আনবে, শত্রুরা বিজয়ী হয়ে যেতে পারে। তাই দ্রুততম সময়ে তিনি অনৈক্যের মূল উপড়ে ফেলে, নমনীয় হয়ে নিজেকে আমর ইবনুল আ'সের নেতৃত্বে সঁপে দিয়েছেন, আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ পালনার্থেদ্বিমতকরেননি।[৫৩১]

৩. শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে আমর ইবনুল আ'সের পরিকল্পনা

এই অভিযানে মুসলিম বাহিনীর মাঝে ঐক্য বজায় রাখা ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে আমর ﷺ-এর সামরিক প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছে। কয়েকভাবে প্রোজ্জ্বল হয়েছে তার পরিকল্পনা।

ক. তিনি রাতের আঁধারে চলতেন, দিনের আলোতে আত্মগোপন করে থাকতেন। তিনিতার বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরে ছিলেন, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবার আগেই হয়তো শত্রুরা মুসলিমদের খবর জেনে ফেলতে পারে, যদ্দরুণ তারা দ্রুত প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। তাই তার কাছে সংগত মনে হয়েছে রাতের বেলা ভ্রমণ করে দিনের বেলা লুকিয়া থাকা। এভাবে শক্তি

[৫৩০] দেখুন, উরওয়া ইবনু যুবাইর সংকলিত 'আল্লাহর রাসূলের মাগাযি, পৃ. ২০৭

[৫৩১] দেখুন, আবু ফারিস রচিত গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া পৃ. ২০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর এই পরিকল্পনার মাধ্যমে দুটি জিনিস বাস্তবায়িত হয়েছে।

শত্রুদের কাছে তাদের আগমন গোপন থেকেছে, ফলে শক্তিতে কাটিল সৃষ্টি হয়নি।

গরমের তীব্রতা থেকে বাহিনীকে রক্ষার ফলে তাদের উদ্যম অমলীন ছিল, ফলে শত্রুর মুখোমুখি হয়েও তারা ছিলেন পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান।

খ. তিনি আগুন জ্বালাতে দেননি বিশেষ প্রয়োজনে মুসলিম বাহিনীর অনেকেই আমর ﷺ-এর কাছে আগুন জ্বালানোর অনুমতি চাইলে তিনি বারণ করেন। তার গভীর সামরিক চিন্তা এ কাজে বাধা দিয়েছে। তিনি আশঙ্কা করেছেন—এতে কল্যাণের চেয়ে অনিষ্টই বেশি হতে পারে। আলো ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমদের স্বল্পতা শত্রুদের সামনে প্রকাশমান হবে, ফলে পরিকল্পনার আগেই তারা আক্রমণ করে বসতে পারে।

এই গভীর চিন্তা তার মনে প্রোথিত হয়েছিল। এমনকি আবু বাকরও যখন এ প্রসঙ্গে কথা বলেন, তখন তিনি বলেছেন, 'বাহিনীর যে কেউ আগুন জ্বালালে আমি তা নিভিয়ে ফেলব।'

মাদীনায় ফিরে আসার পর আল্লাহর রাসূলের কাছে এ আলোচনা উত্থাপন করা হয়। আল্লাহর রাসূল এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমি তাদেরকে আগুন জ্বালাতে নিষেধ করেছি; কারণ, আমাদের আগুন দেখলে আমাদের সৈন্য-স্বল্পতা শত্রুরা টের পেত।'[৫৩২] আল্লাহর রাসূল ﷺ তার এ কাজ সমর্থন করেন।

গ. পিছু ধাওয়াতে বাধা দেওয়া মুসলিমরা শত্রুদেরকে পরাজিত করার পর অবশিষ্টদেরও পিছু ধাওয়া করতে চান; কিন্তু বাহিনীর প্রধান তাদেরকে এ কাজে বাধা দেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ অনিষ্ট থেকে সবাইকে রক্ষা করা। কেননা, মুসলিম বাহিনী বিপদের আবর্তেও পড়তে পারত। আমর ইবনুল আ'সের এই দূরদর্শী চিন্তা আল্লাহর রাসূলের মনঃপূত হয়েছে। নবিজির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমি তাদের পিছু ধাওয়া করা অপছন্দ করেছি, হতে পারত, পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে তারা সাহায্য পেত।'[৫৩৩] আর

[৫৩২] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৫০৯
[৫৩৩] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা সম্মুখীন হতাম নতুন বিপদের। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার প্রাজ্ঞচিত সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। কেননা, এতে বাস্তবায়িত হয়েছে বাহিনীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা।[৫৩৪]

৪. আমর ইবনুল আ'সের ফিকহি উদ্ভাবন

আমর ইবনুল আ'স ﷺ বলেন, 'যা-তুস সালাসিল যুদ্ধের এক শীতার্ত রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হলো, এই কনকনে শীতে গোসল করলে মারাই যাব। তাই তায়াম্মুম করে সাহাবিদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করি। মদীনায় ফিরে আমার নামে নবিজির কাছে নালিশ করা হয়। নবিজি আমাকে বললেন, 'কী ব্যাপার আমর? তুমি সাথিদের নিয়ে জুনুবি (নাপাক) অবস্থায় নামাজ পড়েছ!'

আমি গোসল না করার কারণ উল্লেখ করে বললাম, 'আর আমি আল্লাহর একথাও শুনেছি, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল।' আমার কথা শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ শুধু হাসলেন, কিছু বললেননা।'[৫৩৫]

এই গল্প থেকে কিছু বিধান উদ্ভাবিত হয়

ক. পানি থাকলেও জুনুবি ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম গোসলের কাজ দেবে, যদি সে পানি ব্যবহার তার জন্য ক্ষতির কারণ মনে করে। আমর ইবনুল আ'স ﷺ পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করেছেন, সাথিদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। আর নবিজিও তার কাজ সমর্থন করেছেন।

খ. আল্লাহর রাসূলের যুগেও ইজতিহাদ জায়েয ছিল। আমর ইবনুল আ'স ﷺ যে রাতে অপবিত্র হয়েছিলেন, সে ভোরে গোসলের পরিবর্তে ইজতিহাদ করে তায়াম্মুম করে সাথিদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। তার ইজতিহাদের ভিত্তি ছিল এই আয়াত, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল'।(সূরা নিসা: ২৯)আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ইজতিহাদ অস্বীকার করেননি; বরং তিনি দুটি বিষয়ের সমর্থন করেছেন। এক,ইজতিহাদের বৈধতা। দুই, ইজতিহাদের শুদ্ধতা।

গ. তায়াম্মুমের একটি বৈধ কারণ হলো পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া—যদিও

---

[৫৩৪] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৫৪০
[৫৩৫] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৫০৯। ইবরাহীম আলি বলেছেন, হাদিসের সনদ সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পানি থাকে, যেমন: পানি যদি প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়।

ঘ. তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি ওযুকারীদের ইমাম হতে পারবে। আমর ইবনুল আ'স ﵁. তায়াম্মুম করে ইমামতি করেছেন—পাঁচশো সাহাবির। তারা সবাই ওযু করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল এটাও সমর্থন করেছেন।

ঙ. আমর ইবনুল আ'সের ইজতিহাদ তার ফিকহি যোগ্যতা ও বুদ্ধির পূর্ণতা এবং দলিল থেকে বিধান উদ্ভাবনে সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় বহন করে।[৫৩৬] অধিকন্তু, আমরা সীরাহ[৫৩৭] থেকে যা লাভ করি তা হলো, আমর ﵁ দ্রুততম সময়ে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন, এমনকি বিধানও নিরূপণ করেছেন, অথচ তার ইসলাম গ্রহণের বয়স তখন মাত্র চার মাস।

তাই অকপটে একথা বলতেই হবে, আল্লাহর দীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে তিনি ভীষণভাবে আগ্রহী ছিলেন। এটাও সম্ভব হতে পারে যে, মাক্কি জীবনে তিনি মুসলিমদের শত্রু থাকলেও কুরআনের ব্যাপারে অবশ্যই তার জানাশোনা ছিল। অল্প হলেও কুরআনের বিশ্বাসে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি যে নাজ্জাশিকে ঈসার প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন, এটাও কুরআনের ব্যাপারে তার জ্ঞানের কথা প্রমাণ করে।[৫৩৮]

৫. উত্তর আরবে অভিযান প্রেরণের ফলাফল

হুদাইবিয়া সন্ধির পরপরই মুসলিম সামরিক বাহিনী উত্তর আরব অভিযানে মনোযোগী হয়। আরব উপদ্বীপের পশ্চিমেও অভিযান পরিচালিত হয়েছে। প্রসারিত হয়েছে মুসলিমদের দাপট। শুধু মাক্কা মুকাররামা সন্ধির ছায়ায় নিরাপদ ছিল।[৫৩৯] আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত অভিযানের ফলে অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে আরব উপদ্বীপের উত্তর প্রদেশে। মুসলিম সেনাবাহিনী পৌঁছে গেছে রোমান সাম্রাজ্যের সীমানায়। এভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা নিরাপদ হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে প্রতাপ, দূর হয়েছে মাদীনায় গুপ্ত হামলার আশঙ্কা। মোটকথা, অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের দুটি রাজনৈতিকমহান লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।

---

[৫৩৬] দেখুন, আবু ফারিস রচিত গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া পৃ. ২১০

[৫৩৭] এই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন সালিহ আহমাদ শামি, 'মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ নামক কিতাবে, পৃ. ৩৮১

[৫৩৮] 'মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩৮১

[৫৩৯] আল মুজতামাউল মুদনা পৃ. ১৭০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক. অভ্যন্তরে দীন ইসলামের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। দুই. বহির্বিশ্বেও এর সুরক্ষা।[৫৪০]

আল্লাহর রাসূলের সীরাহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়, নবিজীবনে ইসলামের সব মহান লক্ষ্য, রাজনৈতিক ও সামরিক অর্জন, সিংহভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে হুদাইবিয়া সন্ধির পর। আরব উপদ্বীপের অন্যান্য দিক থেকে পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন, খাইবার বিজয়, মূতার দুঃসাহসী অভিযান, যা-তুস সালাসিল অভিযানের মাধ্যমে ইসলামি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা সম্প্রসারণ—এসবই ছিল হুদাইবিয়া সন্ধির পরবর্তী সুফল।[৫৪১] সর্বোপরি এই হুদাইবিয়া সন্ধিই সুগম করেছে ঐতিহাসিক মাক্কা বিজয়ের পথ।

[৫৪০] ড. আব্দুল লতীফ হামযা রচিত, 'আল ই'লাম ফি সদরিল ইসলাম, পৃ. ১৭৩
[৫৪১] দেখুন, মানহাজুল ই'লামিল ইসলামি, পৃ. ৩৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৫

ঐতিহাসিক মাক্কা বিজয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঐতিহাসিক মাক্কা বিজয়

এক. মাক্কা অভিযানের কারণ

কুরাইশের মুশরিকরা তাদের মিত্রগোত্র বনু বাকরকে মুসলিমদের মিত্রগোত্র বনু খুযাআর বিরুদ্ধে অস্ত্র, ঘোড়া ও জনবল দিয়ে সাহায্য করে এক মারাত্মক ভুল করে ফেলে। বনু বাকর ও তাদের মিত্র গোত্র ওয়াতি নামক স্থানের জলাশয়ের কাছে বনু খুযাআর ওপর আক্রমণ করে বসে। বিশের অধিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তারা।[৫৪২] বনু খুযাআহ যুদ্ধের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। অগত্যা ওরা হারাম শরিফের সীমানায় এসে আশ্রয় নেয়। অন্তত এখানে এসে যেন বনু বাকর নিজেদের হাতকে সংবরণ করে।

বনু খুযাআহ বলছিল—'ওহে নাওফাল, আমরা তোমাদের ইলাহের নিরাপদ সীমানায় প্রবেশ করেছি।' নাওফাল বলল, 'আজকে আমাদের কোনো ইলাহ নেই। ওহে বনু বাকর, তোমরা আগের বদলা নাও।'[৫৪৩]

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর আমর ইবনু সালিম খুযাঈ বনু খুযাআর চল্লিশ জন ব্যক্তি নিয়ে মাদীনায় আল্লাহর রাসূলের কাছে চলে আসেন। বনু বাকরের নৃশংস্য হত্যাকাণ্ড ও আপতিত বিপদের কথা তুলে ধরেন। বনু বাকরকে কুরাইশের সহায়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

আমর ইবনু সালিম মাসজিদে নববিতে আল্লাহর রাসূলের কাছে বসেন। চারপাশে ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তিনি এ সময় আবেগঘন একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

---

[৫৪২] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৭৮১/ ৭৮৪
[৫৪৩] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/ ৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার কবিতা আল্লাহর রাসূলকে নাড়া দেয়। নবিজি বলেন, 'আমর ইবনু সালিম, ধরে নাও তুমি সাহায্য পেয়ে গেছ। বনু কাআবকে আমি সাহায্য না করলে আল্লাহও যেন আমাকে সাহায্য না করেন। আকাশে মেঘ জমলে নবিজি বলেন, 'এই মেঘ বনু কাআবের সাহায্যের কথা বলে যাচ্ছে।'[৫৪৪]

আরেক বর্ণনায় আছে, 'বনু খুযাআর এই মর্মান্তিক ঘটনা শোনার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরাইশের কাছে চিঠি লিখে বলেন, 'আসল কথা বলি, তোমরা বনু বাকরের মিত্রতা থেকে মুক্তি ঘোষণা করলে খুযাআকে রক্তপণ দাও। অন্যথায় আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করছি।'

চিঠির ভাষ্য পড়ে কুরযা ইবনু কাআব, আমর বিন নাওফাল ও কুরাইশের বিশেষ ব্যক্তিরা বলল, 'মনে রেখো, বনু বাকর হলো একমাত্র মিত্রগোত্র। আমাদের জন্য ওদের হত্যাকাণ্ডের কারণে আমরা লজ্জিত হতে পারব না। ওদের মিত্রতা থেকে বের হওয়ার উপায় আমাদের নেই। কারণ, ওরা ব্যতীত আমাদের ধর্মের অনুসারী আর কেউ নেই। আমরা বরং যুদ্ধেরই ঘোষণা করছি।'[৫৪৫]

এ বর্ণনা থেকে জানতে পারছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ অকস্মাৎ যুদ্ধের কথা বলেননি; বরং তিনি কুরাইশের সামনে তিনটি ইচ্ছাধিকার রেখেছিলেন, কিন্তু কুরাইশ যুদ্ধের পথটাই বেছে নেয়।[৫৪৬]

পরবর্তী সময়ে কুরাইশ ঠিকই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবু সুফিয়ানকে মাদীনায় পাঠায় সন্ধি বহাল ও মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য। আবু সুফিয়ান মাদীনায় এসে আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশ করে তার বক্তব্য পেশ করে; কিন্তু নবিজি সেসব কথায় একদমই ভ্রুক্ষেপ করেননি। বরং পুরোটা সময় নীরব থেকে তাকে উপেক্ষা করেছেন।

আবু সুফিয়ান নিরুপায় হয়ে বড় সাহাবিদের কাছে সাহায্য কামনা করে আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশ করতে। যেমন—আবু বাকর, 'উমার, 'উসমান ও 'আলি ﵁। তারা প্রত্যেকেই আবু সুফিয়ানের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ফলে কোনো প্রতিশ্রুতি কিংবা ঐক্যের বার্তা ছাড়াই আবু সুফিয়ান ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মাক্কায়

[৫৪৪] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/ ৩৬-৩৭
[৫৪৫] দেখুন, আল মাতালিবুল আলিয়াহ, ৪/ ২৪৩
[৫৪৬] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/ ১৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফিরে আসে।[৫৪৭]

আবু সুফিয়ান প্রথমে মাদীনায় এসে যে অপ্রস্তুত মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছিল, সেটাও উল্লেখ করার মতো। সে সর্বপ্রথম তার মেয়ে উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবার ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে আল্লাহর রাসূলের বিছানায় কেবল বসতে যাচ্ছিল, তার আগেই উম্মু হাবীবা ﷺ বিছানা গুটিয়ে নেন।

আবু সুফিয়ান বলল, 'মেয়ে আমার, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে এই বিছানা থেকে বিরত রাখছ, নাকি এই বিছানাকে আমার থেকে সরিয়ে রাখছ?' উম্মু হাবীবা ﷺ বললেন, 'এটা আল্লাহর রাসূলের বিছানা, আর আপনি মুশরিক অপবিত্র। কাজেই আমি একজন মুশরিককে আল্লাহর রাসূলের বিছানায় বসতে দিতে পারি না।' আবু সুফিয়ান বলল, 'তুমি আমার অবর্তমানে অন্যরকম হয়ে গেছ।'[৫৪৮]

উম্মু হাবীবার এই আচরণ আসলে অস্বাভাবিক কিছু নয়। হিজরাত করার পর দীর্ঘ সময় তিনি জাহিলি প্রভাব থেকে দূরে। বাবাকে দেখেন না ১৬ বছর ধরে। আজ অনেকদিন পর বাবাকে দেখলেও তার মাঝে সেই পিতৃত্বের প্রতিচ্ছবি পাননি, যে কারণে তাকে সম্মান করবেন। তিনি বাবাকে দেখেছেন কাফিরদের এমন নেতা হিসেবে, যে ইসলামের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে দীর্ঘ সময় ধরে।[৫৪৯] আর সাহাবায়ে কেরামের কাছে ভালোবাসা ও ঘৃণার নির্ণায়ক ছিল ইসলাম। এ কারণেই আবু সুফিয়ান তার বাবা ও আরবের একজন নেতা হওয়া সত্ত্বেও এমন আচরণ করেছেন। বলতেই হবে, এটা ছিল উম্মু হাবীবা ﷺ-এর ঈমানি দৃঢ়তা ও স্পষ্ট বিশ্বাসের প্রতিফলন।[৫৫০]

কুরাইশের মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ মাক্কা বিজয় ও কাফিরদেরকে শায়েস্তা করতে সংকল্পবদ্ধ হন। এই সংকল্পের পথে আল্লাহর তাওফিকের পাশাপাশি বাহ্যিক কিছু কারণও তাকে সহায়তা করেছে। যেমন—

ক. মাদীনায় মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও স্থিতিশীলতা সুসংহত হয়, ইসলামি

[৫৪৭] দেখুন, আত তারিখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি, পৃ. ৩৬৫
[৫৪৮] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৪৭৯
[৫৪৯] দেখুন, শামি রচিত 'মিন মুয়াইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩৯৫
[৫৫০] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/১৭০, ১৭১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভূখণ্ড মুক্তি লাভ করে ইয়াহুদিদের গাদ্দারি থেকে। আবার বনু কাইনুকা বনু নাযির, বনু কুরাইযা ও খাইবারের ইয়াহুদিদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণ করা হয়েছিল।

খ. অভ্যন্তরীণ শত্রুদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মুনাফিকরা হারিয়ে ফেলেছিল স্তম্ভের শক্তি। এই স্তম্ভের শক্তি ছিল মাদীনার ইয়াহুদিরা। এরাই ছিল মুনাফিকদের শিক্ষক, তারা মুনাফিকদের কাছে এসে বিভিন্ন কাজের ইঙ্গিত করত।

গ. সন্ধির অন্তর্বর্তী সময়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও অভিযান প্রেরণে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন। এভাবেই কুরাইশের মুশরিক বাহিনীর ওপর সংখ্যা, জনবল ও মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়েছে মুসলিমরা।

ঘ. মাক্কায় অভিযান পরিচালিত হয়েছে কুরাইশরা আর্থিকভাবে দুর্বল ও মুসলিমরা অর্থে সমৃদ্ধশালী হওয়ার পর। এই অভিযানের আগেই খাইবার বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিমরা বিপুল পরিমাণ গানীমাত লাভ করেছিলেন।

ঙ. মাদীনার পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোতে ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল। এই দিকটাও নেতৃত্বে নিশ্চিন্ততা অনিবার্য করেছে, যখন মুসলিম বাহিনী তাদের শক্তি কোনো শত্রুর ওপর হামলা করার জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছে।

চ. সবচেয়ে বড় কথা হলো, কুরাইশ তাদের চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে নীতিগত দিক থেকে মাক্কা অভিযানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।[৫৫১] নবিজির পদক্ষেপে প্রতিভাত হয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ সাংবিধানিক সুযোগ নষ্ট করেননি; বরং বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনায় এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন। আমরা জানি, খাইবার বিজিত হয়েছে হুদাইবিয়া সন্ধির পর, আর এখন কুরাইশ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার পর আরেকটি সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে। নীতিগত অনিবার্য কারণে শক্তির পাল্লা পরিবর্তন হয়। এই সুযোগটি গ্রহণ করা তাই সময়ের অপরিহার্য দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহর রাসূলও সুযোগটি লুফে নিতে মুহূর্ত সময়ও ক্ষেপণ করেননি। এমন বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন, যা ইতঃপূর্বে আর হয়নি। এ বাহিনীর সেনা সংখ্যা পৌঁছেছিল দশ হাজারে।[৫৫২]

---

[৫৫১] দেখুন, আবু ফারিস রচিত সীরাতুন নবী, পৃ. ৪০১
[৫৫২] দেখুন, আত তারিখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি, পৃ. ৩৬৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুই. অভিযানের প্রস্তুতি

সুসংহত রাষ্ট্র বিনির্মাণ, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অভিযান প্রেরণ এবং সর্বোপরি তিনি নিজে যুদ্ধে গমন আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কাজের প্রক্রিয়া ও বাহ্যিক উপকরণ গ্রহণ সুন্নাহ হওয়ার কথা। চাই সে উপকরণ স্থূল হোক, কিংবা মানসিক। এই মাক্কা অভিযানের বেলাতেও আমরা এই নীতির ব্যাপারটি লক্ষ করেছি। ইতিহাস বলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ মাক্কা অভিযানের সিদ্ধান্ত স্থির করবার পর তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে গোপন রেখেছেন, যেন কুরাইশের কাছে এ খবর পৌঁছে না যায় এবং অভীষ্ট অর্জনের আগে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আর আকস্মিক আক্রমণ বাস্তবায়নে তিনি নিম্নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন—

১. চূড়ান্ত গোপনীয়তা রক্ষা

অভিযানের আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ বিষয়টি কঠিনভাবে গোপন রেখেছেন। এমনকি একান্ত কাছের মানুষের কাছেও প্রকাশ করেননি। যেমন, সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটতম ছিলেন আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ। স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসার আয়িশা সিদ্দীকা ﷺ। তাদের একজনও আল্লাহর রাসূলের লক্ষ্য ও অভিযানের দিক সম্পর্কে জানতে পারেননি। কোন শত্রুর দিকে পরিচালিত হবে অভিযান, তাও অজানা ছিল তাদের কাছে।

এর প্রমাণ বহন করে আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ-এর কথা। তিনি তার মেয়ে আয়িশাকে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আয়িশা ﷺ বলেন, 'তিনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি।' আবার অনেক সময় তিনি এ বিষয়ে চুপ থাকতেন। আয়িশার উভয় কর্মপন্থা বলছে, আল্লাহর রাসূলের অভীষ্ট সম্পর্কে তিনিও কিছু জানতে পারেননি।[৫৫৩]

নবিজির এই সচেতন পদক্ষেপ আমাদের শেখায়, মহান পরিকল্পনা স্ত্রীদের থেকেও গোপন রাখতে হবে। অনেক গোপন বিষয় ভালো মনে করে তাদের কাছে প্রকাশ করলে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়। কারণ নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথা হজম করতে পারে না। ফলে হিতে বিপরীত ঘটে।[৫৫৪]

---

[৫৫৩] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২৮২

[৫৫৪] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৩৯৫, ৩৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. বাতনে ইদাম নামক স্থানে আবু কাতাদার বাহিনি প্রেরণ

মাক্কা অভিযানের কিছুটা আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ আট সদস্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী গঠন করে বাতনে ইদামের দিকে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য হলো, আসল উদ্দেশ্য তখন পর্যন্ত গোপন রাখা। এই আলোচনায় ইবনু সাআদ رحمه الله বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মাক্কা অভিযানের একদম আগ মুহূর্তে আবু কাতাদার নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন বাতনে ইদামের দিকে। উদ্দেশ্য, সবার দৃষ্টি এদিকে ফেরানো। শত্রুদের কাছে যেন এই খবরটাই ছড়িয়ে পড়ে। এই বাহিনী রওনা করে; কিন্তু সেখানে কারও সাথে মোকাবিলা হয়নি। তারা ফেরার পথ ধরে জুখাশাব নামক স্থান পর্যন্ত আসেন। এখানে আসার পর তাদের কাছে খবর পৌঁছে আল্লাহর রাসূল মাক্কার পথে রওনা করেছেন। এরপর তারা ডান দিকের রাস্তা ধরে ওয়াদিয়ে কুরার নিকটবর্তী সুকইয়া[৫৫৫] নামক স্থানে এসে নবিজির সাথে মিলিত হন।[৫৫৬]

শত্রুকে বিভ্রান্ত করা, মুসলিম বাহিনীর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর জন্য এমনই ছিল আল্লাহর রাসূলের কর্মপন্থা। পরিকল্পিত এই যুদ্ধনীতি বাস্তবায়নের ফলে দুশমনের চক্রান্ত থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকতে সক্ষম হয়েছেন।'[৫৫৭]

৩. শত্রুদের কাছে তথ্য ফাঁস রোধে গোয়েন্দা প্রেরণ

আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনার গোয়েন্দা বাহিনীকে মাদীনার অভ্যন্তরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে দেন। বিশেষ করে গিরিপথগুলোতে নবিজি নিশ্চিদ্র প্রহরা রাখার প্রতি গুরুত্ব দেন। এ কাজে নিয়োজিত 'উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه গিরিপথের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা জনপদের লোকদের বলতেন, 'সন্দেহভাজন যে কেউ এই পথ দিয়ে অতিক্রম করলে তাদেরকে তোমরা ফিরিয়ে দেবে, আর কেউ মাক্কার কিংবা সেদিকের কোনো পথের কথা বললে তাকে আটকিয়ে রেখে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।'

তথ্য সংগ্রহ, এটা অনেকটা দুধারি অস্ত্রের মতো। মুসলিমদের কল্যাণে আল্লাহর

---

[৫৫৫] ওয়াদিয়ে কুরার একটি জায়গা।
[৫৫৬] দেখুন, ইবনু সাআদের তাবাকাতুল কুবরা, ২/১৩২
[৫৫৭] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ﷺ এর উপকারী দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছেন, আর অভিযান প্রেরণ ও অন্যান্য কৌশলি পদক্ষেপ নিয়ে অন্য পাশটাকে তিনি অকেজো করে দিয়েছেন। এতে করে শত্রুরা তথ্য সংগ্রহের উপকার থেকে আপনা-আপনিই বঞ্চিত হয়েছে।[৫৫৮]

৪. কুরাইশের চোখে ও কানে পর্দা ফেলে দিতে নবিজির দুআ

সাধ্য মতো মানবীয় উপকরণগুলো গ্রহণ করার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বিনম্রচিত্তে দুআ করে বলছিলেন, 'হে আল্লাহ, ওদের চোখ ও কানে পর্দা ঢেলে দিন। ওরা যেন আমাদেরকে অকস্মাৎ তাদের সামনে দেখে, আচমকা আমাদের খবর পায়।'[৫৫৯]

আল্লাহর রাসূলের এটাই ছিল মহিমান্বিত শান। মানবীয় সমস্ত উপকরণ গ্রহণ করতেন, কিন্তু মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বিনম্র হয়ে আল্লাহর কাছে তাওফিক ও সাহায্য চাইতে ভুলতেন না।

৫. মাক্কা অভিযান

অভিযানের লক্ষ্যে আল্লাহর রাসূলের সমস্ত আয়োজন ও প্রস্তুতি শেষ হয়েছে কেবল, এমন সময় হাতিব ইবনু আবি বালতাআ ﷺ মাক্কার লোকদের কাছে চিঠি লেখেন। সেখানে নবিজির গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওয়াহির মাধ্যমে তাঁর নবিকে এই চিঠির বিষয়ে অবগত করেন। নবিজি চিঠির বাহককে ধরতে 'আলি ও মিকদাদ ﷺ-কে দ্রুত প্রেরণ করেন। তারা মাদীনা থেকে ১২ মাইল দূরে রওজায়ে খাখ নামক স্থানে চিঠির বাহক মহিলাকে ধরে ফেলেন। মহিলাকে হুঁশিয়ার করে বলেন, চিঠি না দিলে তার শরীর তল্লাশি হবে। নিরুপায় হয়ে মহিলাটি চিঠি দিতে বাধ্য হয়।

বিষয়টা যাচাই করার জন্য হাতিবকে ডাকা হয়। তিনি নবিজির কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। জাহিলি যুগে কুরাইশের সাথে আমার মিত্রতা ছিল। আমি তাদের নিজেদের কেউ নই। আপনার সাথে যে মুহাজির সাহাবিরা আছেন, মাক্কায় তাদের এমন আত্মীস্বজন আছেন, যারা তাদের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে পারবে। আমার যেহেতু স্বজন কেউ

---

[৫৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫
[৫৫৯] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেই, তাই চাইলাম সামান্য উপকার করতে, যেন ওরা আমার পরিবারকে সুরক্ষা দেয়। আমি দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে কিংবা ইসলামের পর কুফুরির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এ কাজ করিনি।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'হাতিব তোমাদেরকে সত্য বলেছে।' 'উমার ؓ তার স্বভাবজাত চরিত্র প্রকাশ করে বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দেবো।' নবিজি বললেন, 'সে বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তুমি তো জানো না, আল্লাহ তাআলা বদরে অংশ নেওয়া সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' হাতিব ؓ-এর এমন কাজের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে বলেন—

মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাকো, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (সূরা মুমতাহিনা: ০১)

সাইয়িদ কুতুব ؒ বলেন, 'কুরাইশের মুশরিকদের নির্দয় হাতে মুসলিমরা যদিও নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তবুও কিছু মুহাজির সাহাবির মন ব্যাকুলভাবে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, যদি তাদের ও মাক্কার লোকদের মাঝে ভালোবাসা ও হৃদ্যতার এক সম্পর্ক গড়ে উঠত, যদি বন্ধ হতো এই সংঘাত, যেখানে যুদ্ধ করতে হয় ভাই ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধে? ছিন্ন হতো যদি সকল বৈরি সম্পর্ক?

আল্লাহ তাআলাও হয়তো চাচ্ছিলেন মুহাজিরদেরকে হৃদয়ের এই উত্তাপ আর গ্লানি থেকে পরিত্রাণ দিতে। মুক্তি দিতে দীন-আকীদাহ আর বিশ্বাসের আঙিনায় সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে। আর তাই বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে ওদেরকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এনেছেন শুদ্ধির পথে। মাক্কা বিজয়ের ক্ষণ ছিল এই প্রয়াস-ধারার চূড়ান্ত রূপ।[৫৬০]

তিন. মাক্কা অভিযাত্রার ঘটনাপ্রবাহ

১. ৮ম হিজরির মাঝামাঝির দিকে রমযান মাসের দশ তারিখে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাক্কা অভিমুখে রওনা করেন।[৫৬১] তাঁর সাথে দশ হাজার সাহাবির এক বিশাল বাহিনী। মাদীনায় স্থলাভিষিক্ত রেখে যান আবু রোহাম কুলসুম বিন হুসাইন গিফারি ؓ-কে।[৫৬২] আল্লাহর রাসূল নিজে এবং সঙ্গী সাহাবায়ে কেরামও রোজা রাখছিলেন। একেবারে উসফান ও কাদীদের মধ্যবর্তী স্থানে পানির জলাশয়ের কাছে এসে রোজা ভাঙেন।[৫৬৩]

পথিমধ্যে জুহফা নামক স্থানে আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ؓ নবিজির সাথে এসে মিলিত হন। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি পরিবারসহ হিজরাত করে মাদীনার দিকেই যাচ্ছিলেন। প্রিয় চাচার ইসলাম গ্রহণে আল্লাহর রাসূল ভীষণ খুশি হন।[৫৬৪] এই সময়টাতে এসে আব্বাস ؓ পরিবার নিয়ে মাক্কা থেকে বের হওয়া প্রমাণ করে, আল্লাহর রাসূলের নির্দেশেই তিনি সেখানে ছিলেন।[৫৬৫] কুরাইশের সামরিক অবস্থা ও গোপন তৎপরতা পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এখন তার সেই দায়িত্ব শেষ, বিধায় সেখানে থাকা অনর্থক হয়ে যায়। ফলে সংগত কারণেই তিনি পরিবার নিয়ে হিজরাত করছিলেন।

২. আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়া ও আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিসের ইসলাম গ্রহণ কী এক কারণে আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ও আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়া মাক্কা থেকে বের হয়ে আসে। পথে সানিয়্যাতুল ইকাব নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। এরা দুজনই নবিজির সাথে দেখা করতে চাচ্ছিল। এ ব্যাপারে উম্মু সালামা ؓ সুপারিশ করে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, একজন আপনার চাচাতো ভাই, আরেকজন আপনার ফুফাতো ভাই ও শ্যালক, আপনার কাছে আসতে চাচ্ছে। একটু অনুমতি দিলেই তো পারেন, নাকি?'

---

[৫৬০] দেখুন, তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন ৬/ ৩৫৮
[৫৬১] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫৬০, ৫৬১
[৫৬২] প্রাগুক্ত
[৫৬৩] বুখারি, ৪২৭৫; মুসলিম, ১১৩
[৫৬৪] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২৮৬
[৫৬৫] দেখুন, তাআম্মুলাত ফিস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, পৃ; ২৫৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আমি ওদের চেহারাও দেখতে চাই না। আমার চাচাতো ভাইয়ের কথা বলছ, ও তো মাক্কায় আমাকে অপমান করেছিল, আর আবদুল্লাহ—ফুফাতো ভাই হয়েও আমার সাথে যে রুক্ষ ভাষায় কথা বলেছিল, তা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

মাক্কায় এই আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস আল্লাহর রাসূলকে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করত। আর এই আবদুল্লাহ নবিজিকে বলেছিল, 'আল্লাহর কসম, আমি তোমার প্রতি তখনই ঈমান আনব, যখন দেখব তুমি আসমান পর্যন্ত একটা সিঁড়ি দাঁড় করিয়ে সেটা দিয়ে আসমানে উঠে যাচ্ছ। তুমি আসমানে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত আমি দেখব। এরপর আসমান থেকে একটি উন্মুক্ত কিতাব নিয়ে অবতরণ করবে এবং তোমার সাথে আসবে চারজন ফেরেশতা। তারা তোমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। তুমি এগুলো করতে পারলেও মনে হয় না আমি তোমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব।'[৫৬৬]

সংগত কারণেই আল্লাহর রাসূল এদের প্রতি ভীষণরকম রেগে ছিলেন। এরা বাইরে দাঁড়িয়ে নবিজির ক্ষোভ ও অসন্তোষের কথা জানতে পারে। আবু সুফিয়ানের সাথে তার এক ছেলেও ছিল। সে কসম করে বলল, 'আল্লাহর রাসূল আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি না দিলে আমার এই ছেলের হাত ধরে চোখ যেদিকে যায় চলে যাব। চলতে চলতে ক্ষুধা কিংবা তৃষ্ণায় মারা যাব।'

আল্লাহর রাসূল এই অনুতাপের কথা শোনার পর সাক্ষাতের অনুমতি দেন। আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের পর জাহিলি জীবনের অপ্রীতিকর কাজের অনুশোচনায় একটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতার একটা পঙ্‌ক্তিতে আল্লাহর রাসূলকে বলেছিলেন, 'একজন দিশারিই আমাকে দিশা দিয়েছেন; দেখিয়েছেন আল্লাহর পথ, যাকে আমি প্রত্যেক জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

এই চরণ শেষে আল্লাহর রাসূল তার বুকে মৃদু আঘাত করে বলেন, 'তুমিই তো আমাকে সবখান থেকে তাড়িয়ে দিতে।'

এ দুজনের এমন অমার্জনীয় অপরাধও নবিজি ক্ষমা করে দিয়েছেন। করুণা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের এ এক উৎকৃষ্ট উপমা। আর আবু সুফিয়ান নবিজির প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করে জাহিলি সময়ের মন্দ কবিতার কাফফারা দিয়েছেন। একনিষ্ঠ অন্তরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হুনাইন যুদ্ধে আল্লাহর রাসূলের পক্ষ হয়ে

---

[৫৬৬] দেখুন, ইবনু হিশাম, পৃ. ২/ ২৯৫-৩০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বীরত্বের ভূমিকাও রেখেছিলেন তিনি।[৫৬৭]

৩. মাররুয যাহরানে অবতরণ, কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনু হারবের ইসলাম গ্রহণ সামনে অগ্রসরতার ধারাবাহিকতায় আল্লাহর রাসূল ﷺ মাররুয যাহরানে[৫৬৮] এসে পৌঁছেন। এখানে রাতের প্রথম প্রহরে যাত্রা বিরতি করে সাহাবিদেরকে মশাল জ্বালানোর নির্দেশ দেন। এক বিস্তীর্ণ ভূমিতে একসাথে জ্বলে ওঠে দশ হাজার মশাল। প্রহরায় নিয়োজিত করেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব-ﷺ-কে।[৫৬৯]

আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আহা! কুরাইশ তো ধ্বংস হয়ে যাবে। নবিজি বিজয়ী বেশে মাক্কায় প্রবেশের আগে কুরাইশ নিরাপত্তা কামনা না করলে তো চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে!

আমি আল্লাহর রাসূলের সাদা খচ্চর নিয়ে বাইরে এলাম। সামনে এগোতে এগোতে পৌঁছলাম আরাক পর্যন্ত। আমি চিন্তা করছি, লাকড়ির সন্ধানে কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে বাইরে আসা মাক্কার কারও সাথে যদি আমার সাক্ষাৎ হতো! যেন সে নবিজি সম্পর্কে মাক্কার লোকদেরকে খবর দিতে পারে। নিরাপত্তা প্রার্থনার এখনো একটু সময় বাকি আছে।

আমি আরও সামনে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ এক স্থানে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব ও বুদাইল ইবনু ওয়ারাকার আওয়াজ আমার কানে এলো। ওরা দুজন পরস্পরে কথা বলছিল। আবু সুফিয়ান বলছিল, 'আমি তো আজ পর্যন্ত এত বিশাল সংখ্যক আগুন জ্বলতে দেখিনি, দেখিনি এত বিরাট সেনাবাহিনী!' বুদাইল বলছিল, 'আল্লাহর কসম, এগুলো তো বনু খুযাআর প্রজ্বলিত আগুন বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয় ওরা যুদ্ধের জন্য এসেছে।' আবু সুফিয়ান বলল, 'কিন্তু বনু খুযাআর সংখ্যা এত বিশাল নয়।' আমি আবু সুফিয়ানের গলা বুঝতে পারলাম। এখান থেকে ডাক দিয়ে বললাম, 'আবু হানযালা, শুনছ?' ওরা আমার আওয়াজ চিনতে পেরে বলল, 'আপনি তো আবুল ফজল, তাই না?' 'বললাম, হ্যাঁ।'

আবু সুফিয়ান বলল, 'আমার মা-বাবা তোমার জন্য কুরবান হোক। তুমি এ

---

[৫৬৭] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/ ১৮২

[৫৬৮] মক্কার উত্তরে একটি উপত্যকার নাম এটি

[৫৬৯] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময় এখানে কীভাবে?' আমি বললাম, 'আবু সুফিয়ান, তোমার কপাল পুড়ে যাক। আল্লাহর রাসূল তাঁর সাথিদের নিয়ে এখানে এসেছেন। আল্লাহর কসম, কুরাইশ তো ধ্বংস হয়ে গেল।' ওরা বলল, 'আমার মা-বাবা তোমার জন্য কুরবান হোক। এখন বাঁচার উপায়?' আমি বললাম, 'তুমি তাদের কারও সামনে পড়লে নিশ্চিত তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। তুমি আমার সাথে এই খচ্চরে এসো। আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে নিরাপত্তার অঙ্গীকার নেব।'

আবু সুফিয়ানের অন্য সাথিরা ফিরে গেল। সে এলো আমার সাথে। আমি আবু সুফিয়ানকে দ্রুত নিয়ে চললাম। আমি মুসলিমদের যেকোনো আলোকিত স্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় প্রত্যেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'ইনি কে?' পরে নবিজির খচ্চর দেখে বলছিল, ইনি তো আল্লাহর রাসূলের চাচা, তাঁর খচ্চরে যাচ্ছেন।

আমি 'উমারের আগুনের পাশ অতিক্রম করছিলাম। 'উমার বলল, ইনি কে? প্রশ্ন শেষে ওঠে আমার কাছে এলো। পেছনে আবু সুফিয়ানকে দেখে বলল, এ লোকটা তো আল্লাহর দুশমন আবু সুফিয়ান। আল্লাহর লাখো শোকর যে, তিনি আজ আমাকে তোমার ওপর প্রবল করেছেন, আর আমাদের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত কোনো অঙ্গীকারও নেই।

'উমার নবিজির কাছে দৌড়ে গেল। আমিও খচ্চর ছুটিয়ে 'উমারের আগে আল্লাহর রাসূলের কাছে পৌঁছলাম। আমি কোনো মতে খচ্চর থেকে লাফ দিয়ে নেমে আল্লাহর রাসূলের সামনে এলাম। সামান্য ব্যবধানে 'উমারও নবিজির সামনে এসেই মুখ খুলে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই লোকটা আবু সুফিয়ান, আল্লাহ আজ ওর ওপর আমাদেরকে প্রবল করেছেন। আর তার সাথে আমাদের কোনো অঙ্গীকারও নেই। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দিই।'

আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে এখানে এনেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, শুধু আজকের রাতটা আমি তার সাথে একাকী আলোচনা করব।' এদিকে 'উমার খুব বেশি পীড়াপীড়ি করছিল। শেষে আমি বললাম, 'উমার, এবার একটু থামো। সে বনু আদি বিন কাআব গোত্রের হলে এমন আচরণ করত না; কিন্তু সে আব্দে মানাফের বলে তুমি এমন জোর দিচ্ছ।'

'উমার ﷺ কম যান না। তিনি বললেন, 'প্রিয় আব্বাস, একটু থামুন। আপনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আমি যতটা খুশি হয়েছি, আমার বাবার ইসলাম গ্রহণেও আমি এতটা খুশি হতাম না। আর তা শুধু এই কারণে যে, আপনার ইসলামগ্রহণ আমার বাবা খাত্তাবের ইসলামগ্রহণ অপেক্ষা আল্লাহর রাসূলের কাছে বেশি খুশির কারণ।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'প্রিয় চাচাজান, এখন আপনি তাকে আপনার সাথে নিয়ে যান। সকালে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।'

আমি তাকে আমার বিশ্রামের স্থানে নিয়ে এলাম। রাতটা তার আমার কাছেই অতিবাহিত হয়। সকাল হতেই আমি তাকে নবিজির কাছে নিয়ে গেলাম। তাকে দেখে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'কী আবু সুফিয়ান, তোমার ভালো হোক। তোমার কি এখনো এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় হয়নি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

আবু সুফিয়ান বলল, আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি তো পরম ধৈর্যশীল, মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী। স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার একটি মহৎ গুণ। এখন তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, আল্লাহর সাথে আসলেই কোনো শরিক থাকলে সে আজ আমার উপকারে আসত।'

নবিজি বললেন, 'আবু সুফিয়ান, তোমার ভালো হোক। আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করবার এখনো কি সময় হয়নি?' আবু সুফিয়ান আবার বলল, 'আমার বাবা-মা আপনার ওপর কুরবান হোক, আপনি তো অনেক সহনশীল, সম্মানিত মানুষ। আপনি বন্ধন অটুট রাখতে পছন্দ করেন; কিন্তু এই ব্যাপারে মনে এখনো খটকা আছে।'

আমি বললাম, 'আরে আবু সুফিয়ান, তোমার দেহ থেকে গর্দান আলাদা করার আগেই কালিমা শাহাদাত পড়ে মুসলিম হয়ে যাও। অন্যথায় তোমার ধ্বংস অনিবার্য।'

এবারে এসে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু সুফিয়ান নিজের ক্ষেত্রে সম্মান ও গর্ব পছন্দ করে, তাই তাকে একটু বিশেষ সুযোগ দেওয়া যায় না?'

নবিজি বললেন, 'যে আবু সুফিয়ানের ঘরে অবস্থান নেবে, সে নিরাপদ। যে নিজের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ। যে মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিরাপদ।' আবু সুফিয়ান ফিরে যাবে এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'প্রিয় চাচাজান, আপনি তাকে নিয়ে পাহাড়ের সেই স্থানে দাঁড় করিয়ে দিন, যেখানে নাকের মতো একটু অংশ বেরিয়ে এসেছে। যেন সে আমাদের বাহিনী মাক্কায় প্রবেশের দৃশ্য দেখতে পায়।' নবিজির কথা মতো আমি তাকে উপত্যকার নির্ধারিত সংকীর্ণ ঘাটিতে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ পর বিভিন্ন গোত্র তাদের ঝান্ডা নিয়ে আমাদের অতিক্রম করছিল। প্রথম একটি গোত্র অতিক্রমের সময় আবু সুফিয়ান বলল, আব্বাস, এটি কোন গোত্র? বললাম, এরা বনু সালীম। ও বলল, বনু সালীমের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আরেকটি গোত্র অতিক্রম করার সময় আবু সুফিয়ান বলল, এরা কোন গোত্রের লোক? বললাম, এরা মুযাইনাহ গোত্রের লোক। ও বলল, মুযাইনাহ গোত্রের সাথে আমার কী সম্পর্ক?

এভাবে প্রত্যেক গোত্র অতিক্রমের সময় আবু সুফিয়ান বলছিল, এরা কোন গোত্রের লোক? আর আমি তাদের পরিচয় বলে দিচ্ছিলাম। পরিচয় জানার পর ও বলছিল, এ গোত্রের সাথে আমার কী সম্পর্ক? এক সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের নিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাদের পরনে ছিল লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ। এ কারণে কাউকেই তেমন চেনা যাচ্ছিল না। পাশাপাশি সবাই ছিলেন অস্ত্রে সজ্জিত।

এবার আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! আব্বাস, এরা কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, এই তো আল্লাহর রাসূল এখানে মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের নিয়ে সামনে এগোচ্ছেন। আরও বেশি বিস্মিত হয়ে আবু সুফিয়ান বলল, আবুল ফজল, এদের সাথে মোকাবিলা করবার কারও সাহস ও সামর্থ্য নেই। আজ তো তোমার ভাতিজার রাজত্ব আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হলো। আমি বললাম, রাজত্ব নয়, বলো নবুওয়াত। ও বলল, হ্যাঁ, এটাই ঠিক—নবুওয়াত।'[৫৭০]

মানুষের অন্তরের অবস্থা উপলব্ধি করে উপযুক্ত আচরণের বেশ কিছু উপমা এখানে বিদ্যমান হয়েছে। দেখব, এখানে ...

---

[৫৭০] বুখারি, ৪২৮০; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৫/৩৭৪-৩৭৮; ইবনু সাআদ, ২/১৩৪-১৩৭। সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৫১৮-৫২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যা কিছু শিক্ষণীয়:

১. আবু সুফিয়ান নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিম শিবিরে অবস্থান করছিলেন। আব্বাস ﷺ তার নিরাপত্তা নিয়েছিলেন। 'উমারকে এটাই ভাবিয়েছে। দ্বিতীয় দিন তাকে উপস্থিত করা হয়েছে আল্লাহর রাসূলের সামনে। এখানে তিনি অবাক হয়ে খেয়াল করেন, আল্লাহর রাসূল কোনো প্রকার তাচ্ছিল্য, অপমান ও প্রতিশোধে প্রবৃত্ত না হয়ে তাকে বরং ইসলামের দিকে ডেকেছেন। নবিজির এই মহৎ আচরণ তাকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করেছে, নাড়া দিয়েছে হৃদয়কে। ফলে নিজের অজান্তেই তিনি বলেছেন, 'মুহাম্মাদ, আপনার জন্য আমার মা-বাবা কুরবান হোক, 'আপনি তো অনেক সহনশীল, সম্মানিত মানুষ। আপনি বন্ধন অটুট রাখতে পছন্দ করেন।'[৫৭১]

আর আব্বাস ﷺ যখন নবিজিকে বললেন, 'আবু সুফিয়ান লোকটা গর্বের বিষয় পছন্দ করে, তাই তাকে একটু বাড়তি সুবিধা দিন।' প্রস্তাবের জবাবে নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের আশ্রয় নেবে, সেও নিরাপদ।'

এখানে আবু সুফিয়ানের বাড়িটিকে বিশেষিত করে তার চাহিদার জায়গাটাকে নবিজি তৃপ্ত করেছেন। এই সম্মানদান তাকে যেমন ইসলামের ওপর অবিচল রেখেছে, তেমনই শক্তিশালী করেছে তার ঈমানের ভিত্তিকে।[৫৭২]

আবু সুফিয়ানের অন্তর থেকে অবিশ্বাসের শেকড় উপড়ে ফেলতে নবিজি এমন বিচক্ষণ পন্থায় কাজ করেছেন। তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, কুরাইশ গোত্রে তার যে মর্যাদা ও সম্মান ছিল, ইসলামে এসেও তা অটুট থাকবে, যদি নিখাদ হৃদয়ে ইসলাম মানতে পারেন, জীবনের সকল চেষ্টা ব্যয় করতে পারেন আল্লাহর পথে।[৫৭৩]

এমনই ছিল নববি আদর্শ। বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরাম ও দাঈদের জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহর রাসূলের এই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করা, মানুষের মাঝে এই আদর্শের সুরভি ছড়ানো।

২. আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে চাচা আব্বাসকে বলেছেন, 'উপত্যকার সংকীর্ণ স্থানটাতে তাকে নিয়ে অপেক্ষা করুন। আল্লাহর এই

---

[৫৭১] প্রাগুক্ত
[৫৭২] আল মুসতাফাদ মিন কাসাসিল কুরআন, ২/ ৪০৩
[৫৭৩] 'কিরাআতুন সিয়াসিয়্যাহ লিস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাহিনী অতিক্রমের সময় যেন সে দেখতে পারে।' আব্বাস ﷺ কথা মতো কাজ করেছেন। দুটি উদ্দেশ্যে নবিজি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন।

এক. এটা একটা স্নায়ুযুদ্ধ, এর মাধ্যমে আঘাত হেনে কুরাইশের আত্মবিশ্বাসে প্রভাব বিস্তার করা, যেন মাক্কার নেতার কাছে প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিপরীতে নতজানু অবস্থান নেওয়া সহজ হয়।

দুই. আবু সুফিয়ান যেন শাস্তি, শৃঙ্খলা, পরম আনুগত্য ও অস্ত্রের বিপুল সম্ভারে মুসলিম বাহিনীর শক্তির বিশালতা প্রত্যক্ষ করতে পারেন।[৫৭৪] তার মনে এখন নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে, এই বাহিনী মাক্কায় প্রবেশ করে মূর্তি আর শির্কের সমস্ত উপসর্গ উৎখাত করতে সক্ষম।[৫৭৫] এর মধ্য দিয়ে নবিজি যেমন স্থিরকৃত পরিকল্পনা কার্যকর করেছেন, তেমনই আবু সুফিয়ানও বুঝতে পেরেছেন, এই বাহিনীর মোকাবিলা করার ক্ষমতা কুরাইশের নেই।

বাহিনীর অগ্রসরতার এক পর্যায়ে মুহাজির ও আনসারদের দল যখন অতিক্রম করছিল, তখন আবু সুফিয়ান অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'সুবহানাল্লাহ, আব্বাস, এরা কারা? তিনি বললেন, 'এরা মুহাজির ও আনসার সাহাবি, তাদের মধ্যমণি হয়ে আছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।' আবু সুফিয়ান বললেন, 'এদের মোকাবিলা করার শক্তি ও ক্ষমতা কারও নেই। আবুল ফজল, আল্লাহর কসম, তোমার ভাতিজা তো বিশাল রাজত্বের মালিক হয়ে গেল।' আব্বাস বললেন, 'আবু সুফিয়ান, এটা রাজত্ব নয়, নবুওয়াত।' আবু সুফিয়ানও বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই ঠিক, নবুওয়াত।' [৫৭৬]

'এটা নবুওয়াত'—এমন শব্দ, যেখানে আল্লাহর হিকমাহ মিশে গেছে আব্বাসের ভাষায়। কিয়ামাত পর্যন্ত এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ধারণা বাতিল প্রমাণ করবে, যারা মনে করে আল্লাহর রাসূলের দা'ওয়াহ পরিচালিত হয়েছে রাজত্ব কিংবা নেতৃত্ব অর্জনের অভিপ্রায়ে অথবা গোত্রীয় ও স্বজনপ্রীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্য। প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আল্লাহর রাসূলের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই শব্দটির বাস্তবায়নেই কেটে গেছে। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও বাঁক এটাই সাব্যস্ত করেছে যে, তাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির কাছে আল্লাহর রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছানোর জন্য, পৃথিবীতেব্যক্তি-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

---

[৫৭৪] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/ ৫২
[৫৭৫] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪৪৭
[৫৭৬] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/ ৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করবার জন্য নয়।[৫৭৭]

মাক্কা বিজয়ের অভিযাত্রার মধ্যবর্তী সময়েও আল্লাহর রাসূল ﷺ শত্রুদের বিরুদ্ধে স্নায়ু যুদ্ধের সূচনা করেছেন। মাররুয যাহরানে অবস্থানকালে সাহাবিদের নির্দেশ দিয়েছেন মশাল প্রজ্বলিত করতে। একই রাতের আঁধার গায়ে জ্বলে ওঠে দশ হাজার মশাল। অভূতপূর্ব এক দৃশ্য প্রকাশমান হয় মাররুয যাহরানের বিস্তৃত ভূমিতে। কুরাইশের অন্তরগুলো তো পারলে আতঙ্কে বুকের পাঁজর ছেড়ে বেরিয়ে আসত।[৫৭৮]

নবিজির উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরানো, মনোবল বিপর্যস্ত করা, যেন প্রতিরোধের সাহসটুকুও অন্তরে না জন্মায়। সবিশেষ তেমন রক্তপাত ছাড়াই বাস্তবায়িত হবে নবিজির লক্ষ্য, মুশরিকরা বাধ্য হবে আত্মসমর্পণে; হয়েছেও তাই। আসলে গোপনীয়তা, আলো প্রজ্বলন, শক্তি প্রদর্শন—কৌশলে নবিজি প্রথমে মাক্কার গোত্রগুলোর মনোবল বিধ্বস্ত করণের দিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৫৭৯]

চূড়ান্ত মাক্কা বিজয়ে নবিজির গৃহীত পরিকল্পনা:

এক. বিশিষ্ট সাহাবিদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বণ্টন

জি-তুওয়া নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর রাসূল ﷺ পরিকল্পিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বণ্টনে মনোযোগী হন। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে রাখেন বাহিনীর ডানপাশে, যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে নিযুক্ত করেন বামপাশে। পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে রাখেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ رضي الله عنه-কে। এ পর্যায়ে আবু হুরাইরাকে ডেকে বলেন, 'আমার আনসারি সাহাবিদের ডেকে আনো।' আবু হুরাইরার ডাকে তারা দ্রুত এগিয়ে আসেন। সবার উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার পর নবিজি বললেন,

> 'আমার আনসার সাহাবিরা, কুরাইশের উচ্ছিষ্টগুলোকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ?' সমবেত কণ্ঠে বাজল, 'জি, আমরা দেখতে পাচ্ছি।' নবিজি বললেন, 'আগামী কাল ওদের সাথে মোকাবিলা হলে একদম কচুকাটা করবে।' এরপর ডানহাত বাম হাতের ওপর রেখে বললেন,

[৫৭৭] দেখুন, বুতি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২৭৫
[৫৭৮] দেখুন, তাবাকাতে ইবনু সাআদ, ২/ ১৩২
[৫৭৯] দেখুন, আল আবকারিয়্যাতুল আসকারিয়্যা ফি গাযওয়াতির রাসূল, পৃ. ৫৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আর আমার সাথে মিলিত হবে সাফা পর্বতের পাদদেশে।'[৫৮০]

মুহাজির সাহাবিদের অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে যুবাইরকে প্রেরণের সময় মাক্কার উঁচুতম প্রান্তর কুদা দিয়ে প্রবেশ করতে বলেন। নির্দেশ দেন, মাক্কার (কবরস্থানের পাশে অবস্থিত বহুল পরিচিত জায়গা) হুজুন নামক এলাকায় মুসলিম বাহিনীর পতাকা উত্তোলন করে অবস্থান গ্রহণ করতে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত তাদের সেখান থেকে অগ্রসর হতে নিষেধ করেন। কুদাআহ, সালীম ও অন্যান্য কিছু গোত্রের সাথে খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে প্রেরণ করেন মাক্কার নিম্নভূমি দিয়ে প্রবেশ করতে। তাকেও নির্দেশ দেন জনপদের নিকটবর্তী হয়ে পতাকা উত্তোলন করতে।

আনসার সাহাবিদের একটি বাহিনীর সাথে সাআদ ইবনু উবাদাকে নবিজি তার অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে প্রেরণ করেন। নিজেদেরকে পরিপূর্ণ সংযত রাখার নির্দেশ দেন, তবে কেউ মোকাবিলা করতে এলে তার সাথে যুদ্ধ হবে।[৫৮১]

দেখা যাচ্ছে, এখানে দায়িত্বশীলতার ব্যাপারটি একেবারে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর প্রত্যেকেই বুঝে নিয়েছেন, তার ওপর কী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এবং কোন পথ ধরে তাকে যেতে হবে।[৫৮২]

মুসলিমদের সমগ্র শক্তি চারদিক থেকে মাক্কায় প্রবেশ করে। এই বিশাল শক্তিকে প্রতিরোধ করবার মতো আসলে সাহস কারও ছিল না। চারদিক থেকে মুসলিমরা মাক্কায় প্রবেশের মাঝে কৌশলগত যে দিকটা দৃশ্যমান হয়েছে, তা হলো, মুশরিকরা সংঘবদ্ধ হওয়ার সব পথে হারিয়ে ফেলেছে। কুরাইশের শক্তির কেন্দ্রে প্রবেশে এই কৌশল ও বিজ্ঞচিত পন্থার সহায়তা নিয়েছেন নবিজি ﷺ। তিনি এখানে শতভাগ সফল। উম্মুল কুরার এই জনপদের মুশরিকরা প্রতিরোধের সাহস পায়নি। ফলে সমস্ত মুসলিম মুজাহিদ নিরাপদে মাক্কায় প্রবেশ করেন।

তবে খালিদ ﷺ-এর প্রবেশ পথে হালকা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।[৫৮৩] কুরাইশের কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী একত্রিত হয়েছিল এখানে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলো, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, ইকরিমা ইবনু আবি জাহিল,

---

[৫৮০] মুসলিম, ১৭৮০
[৫৮১] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৩৯০
[৫৮২] প্রাগুক্ত।
[৫৮৩] দেখুন, সুয়াবুন ও ইবার মিলান জিহাদিন নাবাবিয়্যি, পৃ. ৩৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুহাইল ইবনু আমর ও অন্যান্য অনেকে। এরা তাদের মিত্রদের সাথে খান্দামাহ নামক স্থানে প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরি করে। এ পথ দিয়ে অগ্রসরমান বাহিনীকে তারা তির ছুড়ে বাধা সৃষ্টি করে। মুসলিমদেরকে প্ররোচিত করে যুদ্ধের দিকে। খালিদ ﷺ সাথিদের নিয়ে এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। খুব বেশি সময় নিতে হয়নি। মুহূর্তেই দুর্বল এই শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ছিন্নভিন্ন করে দেন। এরই মধ্য দিয়ে মাক্কায় মুসলিম বাহিনীর পূর্ণনিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠিতহয়।[৫৮৪]

সীরাহ গবেষকরা এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বনু বাকরের হাম্মাস ইবনু খালিদ লোকটার নাম। মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের জন্য সে অস্ত্রে শান দিচ্ছিল। স্ত্রী তার তোড়জোড় দেখে বলল, 'কী ব্যাপার, আপনি এভাবে অস্ত্র ঝালাই দিচ্ছেন?' হাম্মাস বলল, 'মুহাম্মাদ ও তার সাথিদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' সেদিন স্ত্রী বলেছিল, আল্লাহর কসম, 'আমার মনে হয় না তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে।' হাম্মাস বলল, 'আমার দৃঢ় সংকল্পের কিছু কথা তোমাকে জানাচ্ছি তাহলে—

> 'আজ ওদের সাথে আমার মোকাবিলা হলে নেই কোনো পরোয়া আমার এই
> যে দেখছো দুধার তলোয়ার, নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনবে প্রতিপক্ষের।'

অবশেষে মাক্কা বিজয়ের দিন হাম্মাস ইকরিমার দলে যুক্ত হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। একটু পরেই সে খেয়াল করল, তার আশপাশের মুশরিকরা খালিদ-বাহিনীর ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। অগত্যা সে-ও পরাজিত মুখে ফিরে আসে বাড়িতে। ঘরে ঢুকেই স্ত্রীকে বলে, 'দরজা বন্ধ করে দাও।'

স্ত্রী এবার ব্যঙ্গ করে বলল, 'কী! কোথায় গেল তোমার ফাঁপা বুলি?' হাম্মাস পাণ্ডুর মুখে দুর্বলতার অকপট স্বীকারোক্তি করে বলল—

> 'তুমি খানদামার সে করুন দৃশ্য দেখোনি
>
> যখন পলায়ন করছিল সাফওয়ান ও ইকরিমা
>
> আবু ইয়াযীদ দাঁড়িয়ে ছিল মৃতের মতো
>
> তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে খাপছাড়া তরবারি।
>
> ওরা সবাইকে কচুকাটা করেছে

[৫৮৪] কিয়াদাতুর রাসূল, আস সিয়াসিয়্যাহ আল আসকারিয়্যাহ, পৃ. ১২২,১২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

টু-শব্দ ছাড়া আর কিছুই শ্রুত হয়নি।[৫৮৫]

মুসলিম বাহিনী মাক্কায় প্রবেশের আগেই আল্লাহর রাসূল ﷺ বিশৃঙ্খলা পরিহারের পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন। মাক্কায় প্রবেশ যেন নিশ্চিন্ত হয়। যতটা সম্ভব সংঘাত ও রক্তপাত এড়িয়ে চলা যায়। এজন্যই বিস্তৃত পরিসরে এলান করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে নিজের ঘর বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ। মাসজিদে প্রবেশকারীও নিরাপদ। আবু সুফিয়ানের বাড়িকে বিশেষিত করার অন্যতম কারণ হলো, তিনি এখানকার লোকদেরকে যেন নিরাপদ ও শান্ত রাখতে সাহায্য করতে পারেন। আবার কোনো রক্তপাত ছাড়াই মাক্কা প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করার জন্য তাকে চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করাও ছিল একটি উদ্দেশ্য। অন্য দিকে গৌরবের একটি উপলক্ষ্য পেয়ে তিনিও তৃপ্ত হয়েছেন। যা আবু সুফিয়ান পছন্দ করতেন। এর ফলে তার অন্তরে ঈমানের ভিতটাও মজবুত হয়েছে।[৫৮৬]

আবু সুফিয়ান দ্রুত মাক্কায় প্রবেশ করছিলেন। চলতি পথে তিনি হাঁক ছেড়ে বলছিলেন, 'ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়, মুহাম্মাদ এক অপ্রতিরোধ্য বাহিনী নিয়ে তোমাদের দিকে আসছেন। তবে আশার কথা হলো, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।'

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এ কথা শুনে ভীষণ চটে যায়। আবু সুফিয়ানের দাড়ি ধরে অন্য লোকদের উদ্দেশ্যে বলছিল, 'ওহে গালিবের পরিবার, এই মোটা বুড়োকে হত্যা করে ফেলো, আমরা এই অপমানের খবর শুনতে চাই না।'

এবার আবু সুফিয়ান বললেন, 'এখনো সময় আছে। সাবধান হয়ে যাও। এর কথায় তোমরা প্রতারিত হয়ো না। আমি দেখেছি, তিনি অপ্রতিরোধ্য এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। আবারও শুনে রাখো, আমার ঘরে আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে।'

উপস্থিত লোকেরা বলল, 'আরে—তোমার মাথাটা তো গেছে! আমরা সবাই তোমার বাড়িতে কীভাবে আশ্রয় নেব? আবু সুফিয়ান বললেন, 'নিজের ঘরে আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তি নিরাপদ, মাসজিদে আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিও নিরাপদ।' এরপর মুহূর্তেই

---

[৫৮৫] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২৯০
[৫৮৬] ইমাদুদ্দীন খলীল রচিত, দিরাসাতুন ফিস সীরাহ, পৃ. ২৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লোকজন আপনাপন বাড়ি ও মাসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে।'[৫৮৭]

আল্লাহর রাসূল ﷺ মাক্কার উচ্চভূমি কুদা অঞ্চল দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করতে বেশ আগ্রহী ছিলেন।[৫৮৮] একজন প্রতিভাবান কবি সাহাবি হাসসান বিন সাবিতের কথা বাস্তবায়নই ছিল উদ্দেশ্য। তিনি কুরাইশকে ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আল্লাহর অশ্বারোহী বাহিনী অচিরেই কুদা অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করবে।'

এ পথে প্রবেশে নবিজি আগ্রহী হওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি কারণের কথা পাওয়া যায়। ইবনু 'উমার رضي الله عنه বলেন, 'মাক্কা বিজয়ের বছর নবিজি এ নগরীতে প্রবেশের পথে দেখেন, নারীরা নিজেদের ওড়না দিয়ে ঘোড়ার মুখ মুছে দিচ্ছে। নবিজি মুচকি হেসে আবু বাকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবু বাকর, হাসসান বিন সাবিতের কথা কি তোমার মনে পড়ে? সে বলেছিল, 'আমাদের অশ্বগুলো পদানত করবে এই শহর/ নারীরা ওড়না দিয়ে আলতো করে মুছে দেবে মুখ।'[৫৮৯]

দুই. বিজয়ী বেশে, বিনম্রচিত্তে মাক্কা প্রবেশ

অবশেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ বিজয়ী বেশে মাক্কায় প্রবেশ করেন। মাথায় শোভা পাচ্ছিল কালো পাগড়ি।[৫৯০] আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ আবেশে নম্রতায় তিনি ছিলেন নতমুখী। আল্লাহ তাঁকে বিজয়ী করে সম্মানিত করেছেন, তাঁর হৃদয়ে এই অনুভূতি ছুঁয়ে যাওয়ার পর বিনয়ের আবহে চেহারা নিম্নমুখী করেন, তিনি এতটাই নতমুখী ছিলেন যে, তাঁর থুতনি প্রায় বাহন স্পর্শ করছিল।[৫৯১] বিজয়ের নিয়ামাত, ক্ষমা ও সাহায্যের অনুভূতি অন্তরে জাগরূক রেখে মুখে তিলাওয়াত করছিলেন সূরা ফাতহ্।[৫৯২]

আরব উপদ্বীপের এই প্রাণকেন্দ্রে বিজয়ী বেশে প্রবেশের সময় ন্যায়পরায়ণতা, সমতা ও উদারতার সুমহান দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেন। জড়িয়ে নিয়েছিলেন বিনয় ও নম্রতার কোমল চাদর। এদিন তিনি নিজের পেছনে বসিয়েছিলেন আজাদকৃত

---

[৫৮৭] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২৯০
[৫৮৮] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৫২৪
[৫৮৯] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৩০৯
[৫৯০] আহমাদ, ১/ ৩৬৩; মুসলিম, ১৩৫৮
[৫৯১] বাইহাকি ফিদ দালায়িল, ৫/ ৬৮; হাকিম, ৩/ ৪৭
[৫৯২] দেখুন, সুয়াবুল ও ইবার মিনান জিহাদিন নাবাবিয়্যি, পৃ. ৩৯৬। বুখারি, ৪২৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোলামের ছেলে উসামা ইবনু যাইদকে। বনু হাশিমের কোনো সন্তান কিংবা কুরাইশের সম্ভ্রান্ত কাউকে পেছনে বসাননি। দিনটি ছিল ৮ম হিজরির বিশ রমযান জুমুআবার।[৫৯৩]

মাক্কায় প্রবেশের সময় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতেও তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। তিনি যখন শুনতে পেলেন, সাআদ ইবনু উবাদা আবু সুফিয়ানকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'আজ রক্ত ঝারানোর দিন, আজ কা'বার বিধিনিষেধকে হালাল করে নেব।' এ প্রেক্ষিতে নবিজি বললেন, 'আজকের দিনে আল্লাহ কা'বাকে মহিমান্বিত করবেন, আজই কা'বায় জড়ানো হবে পোশাক।' এরপর তিনি সাআদ ইবনু উবাদার কাছ থেকে পতাকা নিয়ে তা তুলে দেন ছেলে কাইস ইবনু সাআদের হাতে।

এই কাজের ক্ষেত্রেও আল্লাহর রাসূল ﷺ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। মানুষ সাধারণত পরাজিত হতে চায় না, তবে সন্তানের মর্যাদা নিজের চেয়ে উন্নত হলে সেখানে কারও আপত্তি থাকে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই নবিজি সাআদের কাছ থেকে পতাকা নিয়ে দিয়েছেন তার ছেলে কাইসকে। এতে সংগত কারণে তার কাছ থেকে পতাকা যেমন নেওয়া হয়েছে, তেমনই ছেলেকে দিয়ে তার মনঃক্ষুণ্ণের পথটাও নবিজি বন্ধ করে দিয়েছেন।[৫৯৪]

মাক্কা প্রবেশের পর সাহাবায়ে কেরাম এখন অনেকটা স্থির, প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত। নবিজি আর অপেক্ষা করলেন না। কা'বার চত্বরে এসে তাওয়াফ করেন। তখন বাইতুল্লাহর চারপাশে ও ভেতরে বিদ্যমান ছিল ৩৬০টি মূর্তি। নবিজি হাতের লাঠি দিয়ে প্রতিটি মূর্তিতে আঘাত করার সময় বলছিলেন—

> 'সত্য সমাগত আর বাতিল পরাভূত, বাতিল তো ধ্বংস হওয়ারই ছিল।'(সূরা বানি ইসরাঈল: ৮১)
>
> 'বলুন—সত্য এসে গেছে, আর মিথ্যা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, পারবে না প্রত্যাবর্তন করতে।'(সূরা সাবা: ৪৯)

লাঠির সামান্য স্পর্শেই মূর্তিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ছিল। নবিজির প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তার উজ্জ্বল দৃশ্য এখানে প্রকাশিত হয়। তিনি কা'বার চারপাশের

---

[৫৯৩] দেখুন, নদভী রচিত, সীরাতুন নবী, পৃ. ৩৩৭
[৫৯৪] দেখুন, কিয়াদাতুর রাসূল, আস সিয়াসিয়্যাহ আল আসকারিয়্যাহ, পৃ. ১৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই মিথ্যা ইলাহারূপী মূর্তিগুলোকে লাঠি দিয়ে সামান্য আঘাত করতেই সেগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছিল।[৫৯৫]

নবিজি দেখলেন কা'বার ভেতরে বহুসংখ্যক মূর্তি। এগুলোর বিদ্যমানতায় তিনি ভেতরে ঢুকতে চাচ্ছিলেন না। তাই প্রথমে এগুলোকে ভাঙার নির্দেশ দেন।[৫৯৬] এখানে আরও একটি মূর্তি ছিল, ধারণা করা হয়, সেখানে ছিল ইবরাহীম ও ইসমাঈল ﷺ-এর মূর্তি, তাদের দুজনের হাতে ছিল ভাগ্য নির্ণয়ের তির। এগুলো দেখে নবিজি বললেন, 'ওরা কত নির্বোধ, ওরা ভালো করেই জানত, তারা (ইবরাহীম-ইসমাঈল) এর মাধ্যমে কোনো কিছু নির্ণয় করেননি।' তাদের ব্যাপারে এমন ধারণা করাও জঘন্য অন্যায়।[৫৯৭]

মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বাইতুল্লাহর অভ্যন্তর পবিত্র করার পর নবিজি ভেতরে ঢোকেন। প্রতিটি কোনায় তাকবীর বলে সালাত আদায় করেন। আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ বর্ণনা করেন, 'এদিন আল্লাহর রাসূলের সাথে কা'বার ভেতর প্রবেশ করেন উসামা, বিলাল ও উসমান বিন তালহা। তারপর দরজা বন্ধ করে দেন। ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, 'বের হওয়ার পর বিলালকে বললাম, আল্লাহর রাসূল ভেতরে কী করেছেন? বিলাল বলল, 'নবিজি বামপাশে দুটি খুঁটি রেখেছেন, ডানপাশে একটি। এরপর পেছনে তিনটি খুঁটি রেখে নামাজ পড়েছেন। সে সময় কা'বার ভেতরে ছয়টি খুঁটি ছিল।[৫৯৮]

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কা'বার চাবি ছিল উসমান ইবনু তালহার হাতে। 'আলি ﷺ চাবিটি তার কাছে রাখতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু নবিজি কা'বা থেকে বের হয়ে চাবি আবার উসমানের কাছেই ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, 'আজকের দিনটি ক্ষমা ও কল্যাণের।'[৫৯৯]

নবিজি মাদীনায় হিজরাতের পূর্বের কাহিনি:

তিনি একদিন উসমানের কাছে কা'বার চাবি চেয়েছিলেন। উসমান কঠিন কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নবিজি তার রূঢ় আচরণ সহ্য করে বলেছিলেন, 'উসমান,

[৫৯৫] দেখুন, বুত্তি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২৮২
[৫৯৬] দেখুন, নদভী রচিত, সীরাতুন নবী, পৃ. ৩৩৯
[৫৯৭] আহমাদ, ১/ ৩৬৫; বুখারি, ৪২৮৮
[৫৯৮] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/ ৬১, ৬২
[৫৯৯] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেদিন খুব কাছে, তুমি দেখবে এই চাবি আমার হাতে। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দেবো।' উসমান বলল, 'সেদিন কুরাইশ লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হবে।' নবিজি বললেন, 'না, সেদিন তুমি বরং সম্মানিত হবে।'

উসমানকে বলা কথা মাক্কা বিজয়ের পর বাস্তবে পরিণত হয়। উসমান মনে করল, আজ বুঝি অতীত কথার পরিণতি ঘটতে চলল; কিন্তু আল্লাহর রাসূল সেই উসমানকেই কা'বার চাবিগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'উসমান—এই নাও তোমার চাবি। আজকের দিনটি ক্ষমা ও কল্যাণের।[৬০০] বংশ পরম্পরায় চিরদিন তোমরা এই চাবি সংরক্ষণ করবে, জালিম ব্যতীত কেউ তোমাদের থেকে চাবি নেবে না।'[৬০১]

কথা স্পষ্ট, নবিজি কা'বার চাবি চিরদিনের জন্য রাখতে চাননি, আবার বনু হাশিমের কারও কাছেও তিনি রাখা পছন্দ করেননি। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে তাদের লোকেরাই দায়িত্ব পালন করে আসছে। তাই পুনরায় তার কাছেই ফিরিয়ে দেন। আর এর মাঝে ক্ষমতা প্রকাশের একটি ব্যাপার ছিল, যা নবুওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ কোনো অনুষঙ্গ নয়। বিজয়ের অধ্যায়ে এমনই ছিল নবিজির ক্ষমা ও কল্যাণকামিতার ইতিহাস। তিনি তো বিশ্বাসঘাতক ও চক্রান্তকারীদেরও এদিন ক্ষমা করেছেন।[৬০২]

সালাতের সময় ঘনিয়ে আসে। বিলালকে কা'বার ওপর ওঠে আযানের নির্দেশ দেন নবিজি। বিলাল ওপরে ওঠে ইথার প্রকম্পিত করে সুর তোলেন আযানের। নতুনের জয়গানে মাক্কার লোকদের মাঝে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা। মুগ্ধতা যেন সবাইকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। আল্লাহর বড়ত্বের এই ঘোষণা শয়তানদের অন্তরে অগ্নি আতঙ্ক সঞ্চারিত করে, সহ্য করতে না পেরে তারা পলায়ন করে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

বিলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।'[৬০৩] এই কণ্ঠই একদিন পৈশাচিক শাস্তির নিচে দেহের শেষ শক্তিটুকু ব্যয় করে বলছিল—'আহাদ, আহাদ, আহাদ।' আজ সেই তিনি স্বাধীনতার মুক্ত আবহে আল্লাহর কা'বার ওপরে ওঠে মনের মাধুরী মিশিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর

---

[৬০০] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/ ৬২

[৬০১] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৮৩৮

[৬০২] দেখুন, সুয়ারুন ও ইবার মিনান জিহাদিন নাবাবিয়ি, পৃ. ৪০১

[৬০৩] দেখুন গাযালি রচিত ফিকহুস সীরাহ, পৃ. ৩৮৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলুল্লাহ।' বাকি সবাই নীরব, বিনয়াবত, মুগ্ধতা মেশানো কৃতজ্ঞতার আবেশে নতমুখী।[৬০৪]

তিন. সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা

১. কোনো সন্দেহ নেই এই মাক্কার লোকেরাই আল্লাহর রাসূল ও তাঁর দাওয়াতের পথে বাধার কাঁটা বিছিয়েছিল। এসবের বিপরীতে আজ তারা নবিজির কাছ থেকে সারারণ ক্ষমার ঘোষণা পায়। কা'বার চত্বরে সমবেত বহু মুশরিক,মাক্কার অধিবাসী। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের অপেক্ষায় কাটছে প্রতিটি প্রহর। মনে শঙ্কা যেমন জাগছে, তেমনই শ্রেষ্ঠ মানুষটি থেকে উত্তম কিছুর আশাও দূর থেকে হাতছানি দিচ্ছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'কী মনে হয়, আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব?' সবাই বলল, 'একজন মহানুভব উত্তম চরিত্রের মানুষ থেকে আমরা শুধু কল্যাণেরই আশা করতে পারি।' নবিজি বললেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।'[৬০৫]

এই সাধারণ ক্ষমার মধ্য দিয়ে প্রাণ বন্দিত্ব ও মৃত্যু থেকে সুরক্ষা পেয়েছে, স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ ও ভূমি মালিকের হাতেই থেকেছে, কারও ওপর ভূমিত্যাগ অনিবার্য হয়নি। অন্যান্য শহর বিজয় আর মাক্কা বিজয়ের দৃশ্য এক ছিল না। হবে কীভাবে? এ শহরের বিজেতা তো প্রবেশের আগেই সাধারণ ক্ষমার দিকে ইঙ্গিত করেছেন! তা ছাড়া এই সম্মানিত স্থানের পবিত্রতা রক্ষার এক মহান নির্দেশনা জড়িয়ে আছে ইসলামে। এই কা'বার সীমানা ইবাদাতের স্থান, আল্লাহ নির্ধারিত এমন পবিত্র সীমানা, যেখানে যৌক্তিক হত্যাকাণ্ড-ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই সালাফ ও পরবর্তী জুমহূর উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'মাক্কার ভূমি বিক্রি করা, বাড়ি ভাড়া দেওয়া জায়েয নেই। অধিবাসীরা এখানে প্রয়োজন অনুপাতে বাড়িঘর করে বাস করবে। আর যা অতিরিক্ত থাকবে, তা নির্ধারিত থাকবে হাজি, উমরাকারী ও ইবাদাতের উদ্দেশ্যে আগত মানুষদের জন্য।

অন্যরা বলেছেন, মাক্কার ভূমি বিক্রয় ও বাসা ভাড়া দেওয়া জায়েয। এদের দলিলটাই অধিক শক্তিশালী। কেননা, যারা নাজায়েয বলেন, তাদের দলিল

[৬০৪] দেখুন, বুতি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ২৬৯
[৬০৫] বাইহাকি ফিল কুবরা, ৯/১১৮; ইবনু সাআদ, ২/১৪১-১৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. কিছু অপরাধীকে হত্যার নির্দেশ

সাধারণ ক্ষমার পাশাপাশি দৃঢ় সংকল্পেরও একটি বিষয় এখানে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আসলে সরল ও নিখুঁত নেতৃত্বের জন্য এটা আবশ্যকীয় বিষয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা থেকে দশের অধিক ব্যক্তিকে আলাদা করেছেন, এদের ব্যাপারে দিয়েছেন হত্যার নির্দেশ, যদিও এরা কা'বার গিলাফ ধরে থাকে। কারণ, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের ব্যাপারে এদের অপরাধ এতটাই জঘন্য ছিল যে, আশঙ্কা ছিল বিজয়ের পরেও এরা লোকদের মাঝে ফিতনার বিস্তৃতি ঘটাবে।[৬০৭]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি ﵀ 'ফাতহুল বারি'তে উল্লেখ করেছেন, 'বিভিন্ন হাদীস থেকে আমি এদের নাম একত্রিত করেছি। এরা ছিল—আবদুল উযযা বিন খাতাল, আবদুল্লাহ বিন সাআদ বিন আবি সারহ, ইকরিমা ইবনু আবি জাহিল, হুওয়াইরিস ইবনু নুকাইদ, মাকীস ইবনু হাব্বাবাহ, হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ, ইবনুল খাতালের দুই দাসী, ফুরনাতা ও কুরাইবা, বনু আবদুল মুত্তালিবের আজাদকৃত দাসী সারা।'

আবু মাশার ﵀ হত্যার নির্দেশপ্রাপ্তদের মধ্যে হারিস বিন তিলাল খুযাঈর নামও উল্লেখ করেছেন। হাকিম ﵀ বলেছেন, এদের মধ্যে কাআব বিন যুহাইর, ওয়াহশি বিন হারব ও হিন্দ বিনতে উতবাও ছিল।[৬০৮] কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে, বাকি অনেকে আত্মসমর্পণকরে ফিরে এসেছে। নবিজি সমর্পিতদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, এদের ইসলাম ছিল নিখাদ।[৬০৯]

৩. নবিজির খুতবা, মাক্কার লোকদের ব্যাপক ইসলামগ্রহণ

পরদিন সকালে নবিজি জানতে পারলেন, জাহিলি যুগের শত্রুতার সূত্র ধরে মুসলিমদের মিত্র গোত্র বনু খুযাআহ হুজাইলের এক লোককে হত্যা করেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ ভীষণ রাগ করলেন। লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে পরিতাপ নিয়ে

[৬০৬] দেখুন, আল মুজতামাউল মুদনা, পৃ. ১৮০
[৬০৭] দেখুন, আবু শুহবা রচিত, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/ ৪৫১
[৬০৮] ফাতহুল বারি, হাদিস নং ৪২৮০
[৬০৯] দেখুন, আবু শুহবা রচিত, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/ ৪৫১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললেন, 'ওহে মানবমণ্ডলী, আল্লাহ্ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে এই মাক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর নির্ধারিত এই সম্মানিত স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কারও জন্য এখানে রক্তপাত ঘটানো কিংবা বৃক্ষনিধন বৈধ নয়। আমার পূর্বে যেমন হালাল ছিল না, আমার পরেও কখনো কারও জন্য হালাল হবে না। । আমার জন্য সাময়িক হালাল করা হয়েছিল এর অধিবাসীদের শায়েস্তা করার জন্য। কালকের মতো মাক্কার হুরমাত আবারও ফিরে এসেছে। তোমাদের উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই কথা পৌঁছে দেবে। তোমাদেরকে যে বলবে, 'আল্লাহর রাসূলও তো এখানে হত্যা করেছেন', তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের জন্য বিশেষ কারণে হালাল করেছিলেন, তোমাদের জন্য এর কোনো সুযোগ নেই।

ওহে খুযাআহ সম্প্রদায়, হত্যাকাণ্ড থেকে তোমরা বিরত হও। অনেক রক্ত ঝরেছে। তোমরা যাকে হত্যা করেছ, এবারের রক্তপণ আমি দেবো। পরে কেউ হত্যা করলে নিহতের পরিবারই এর যথার্থ পদক্ষেপ নেবে, তারা চাইলে হত্যা করবে, চাইলে রক্তপণ নিয়ে দাবি ছাড়তে পারে।'[৬১০]

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অপার উদারতা, ব্যাপক ক্ষমার ঘোষণা, সাজাপ্রাপ্তদের অনেককেই ক্ষমা করে দেওয়া মাক্কার লোকদেরকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে। চির সুন্দরের দিকে পরিবর্তনের সুমধুর সুর তুলেছে হৃদয় বীণায়। ভোরের স্নিগ্ধ আলো সবার মাঝে সৃষ্টি করেছে নব প্রাণের সঞ্চার। নারী-পুরুষ, স্বাধীন-মাওলা—জোয়ারের মতো নবিজির কাছে আসছে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে।[৬১১] এদিন নারী পুরুষ, ছোট বড়, সবাইকে তিনি বাইআত প্রদান করেন। শুরু করেন পুরুষদের দিয়ে। সাফা পাহাড়ে বসে ইসলাম ও আল্লাহর জন্য সাধ্য অনুযায়ী শোনা ও মান্য করার শর্তে বাইআত প্রদান করেন।

বিজয়ের দিন মুজাশি ইবনু মাসঊদ তার ভাই মুজালিদকে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলেন। ভাইয়ের ব্যাপারে তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ভাইকে নিয়ে এসেছি হিজরাতের শর্তে বাইআত করাতে।' নবিজি বললেন, 'কিন্তু এখান থেকে হিজরাতের অনিবার্যতা রহিত হয়েছে!'

'তা হলে কীসের ওপর ওকে বাইআত প্রদান করবেন?'

[৬১০] প্রাগুক্ত
[৬১১] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'এখন তাকে বাইআত দিতে পারি ঈমান ও জিহাদের ভিত্তিতে।'[৬১২]

> বুখারি ﷺ বর্ণনা করেছেন, 'মাক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'বিজয়ের পর কোনো হিজরাত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত অব্যাহত থাকবে। জিহাদে যেতে চাইলে বের হও।'[৬১৩]

হিজরাত রহিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মাক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে এখান থেকে হিজরাতের ওয়াজিব বিধান রহিত হয়েছে। কারণ, এখানে ইসলাম ক্ষমতাশীল হয়েছে, ইসলামের মৌলিক বিধান ও দাবি হয়েছে বাস্তবায়িত। মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে ঢেউয়ের মতো। তবে কুফুরির রাষ্ট্র থেকে ইসলামের ভূমির দিকে; কিংবা এমন শহর যেখানে ইসলামের বিধান পালন করা যায় না, এখান থেকে নিরাপদ ইসলামি রাষ্ট্রের দিকে হিজরাতের অনুমতি কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবে। তবে দুটো এক নয়। মাক্কা থেকে ওয়াজিব ছিল; কিন্তু এখন আর ওয়াজিব নেই।

তবে জিহাদ ও আল্লাহর রাস্তায় খরচের বিধান কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবে, আবার সেই জিহাদ এ খরচও মাক্কা বিজয়ের পূর্বেকার মতো হবে না। মর্যাদাগত তফাত থাকবে।[৬১৪] আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কীসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই সকল আসমান ও জমিনের অধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।' (সূরা হাদীদ: ১০)

পুরুষদের বাইআতের পালা শেষে নবিজি নারীদের বাইআত গ্রহণ করেন। নারীদের মধ্যে হিন্দ বিনতে উতবাও ছিলেন। বাইআতের সময় নারীদের ওপর শর্তারোপ করে বলেন, 'তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না

---

[৬১২] আহমাদ, ৩/ ৪৬৯; বুখারি, ৪৩০৫

[৬১৩] বুখারি, ১৮৩৪; মুসলিম, ১৩৫৩

[৬১৪] দেখুন, আবু শুহবা রচিত, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/ ৪৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং ভালো কাজে অবাধ্যতা করবে না।'

নবিজি যখন বললেন, 'তোমরা চুরি করবে না।' হিন্দ বিনতে উতবা বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু সুফিয়ান কৃপণ প্রকৃতির মানুষ। সে আমার ও বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট খোরাক দেয় না। এ অবস্থায় তাকে না জানিয়ে কিছু নিতে পারব না কি?' নবিজি বললেন, 'হুম, তোমার ও বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া পরিমাণ ন্যায়ভাবে নিতে পারবে।'

নবিজি যখন বললেন, 'তোমরা ব্যভিচার করবে না।' হিন্দ অনেকটা অবাক হয়ে বলল, 'স্বাধীন নারীও কি যিনা, ব্যভিচার করতে পারে?' আল্লাহর রাসূল তার পরিচয় আঁচ করতে পেরে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি হিন্দ বিনতে উতবা না? বলল, হ্যাঁ। নবিজি পাশে বসে থাকা আবু সুফিয়ানকে বললেন, 'তুমি পূর্বের ভুলগুলো ক্ষমা করে দাও, আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করবেন।'

নারীরা আল্লাহর রাসূলের কাছে বাইআত গ্রহণ করেছেন, কেউ মুসাফাহা করেননি। আসলে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর জন্য হালাল অথবা তাঁর মাহরাম ছাড়া অন্য কোনো নারীর সাথে মুসাফাহা করতেন না এবং তাকে স্পর্শও করতেন না। বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, আয়িশা সিদ্দীকা ؓ বলেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের হাত কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি।'[৬১৫] আরেক বর্ণনায় আছে, নবিজি শুধু কথায় নারীদের বাইআত নিচ্ছিলেন, তিনি বলছিলেন, 'একজন নারীকে আমি কিছু বলা, একশ নারীকে বলার সমান।'[৬১৬]

চার. বনু জুযাইমায় খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ؓ

হিজরি ৮ম বছরের শাওয়াল মাসে নবিজি বনু জুযাইমাকে ইসলামের দিকে ডাকতে খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে প্রেরণ করেন।[৬১৭] এটি হুনাইন যুদ্ধের কিছুটা আগের কথা। তার বাহিনীতে ছিল বনু সালীম, মুদলিজ, মুহাজির ও আনসার সাহাবিরা মিলে প্রায় ৩৫০জন মুজাহিদ। খালিদের নেতৃত্বে সাহাবিদের বাহিনী দেখে বনু জুযাইমা অস্ত্র ধরে যুদ্ধের জন্য। খালিদ ؓ বললেন, 'অস্ত্র নামাও। দেখো—অন্যান্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে।'

---

[৬১৫] বুখারি,৫২৮৮; মুসলিম, ১৮৬৬
[৬১৬] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৩১৯
[৬১৭] দেখুন, আস সারায়া ওয়াল বুহুসুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওদের জাহদার নামের একলোক বলল, 'বনু জুযাইমা, দেখো, ইনি খালিদ। আল্লাহর কসম, আমরা অস্ত্র রেখে দিলে বন্দিত্ব নেমে আসবে, আর বন্দি হলে অনিবার্যভাবে গর্দান উড়বে। আল্লাহর কসম, আমি অস্ত্র ছাড়ব না।'

কিন্তু শেষে জাহদারও অস্ত্রসমর্পণ করে। খালিদ ﵁ সবাইকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ইসলাম মানতে বলেন। 'আমরা ইসলাম মানলাম,' একথা ওরা স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। বরং ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা ওরা আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ করে বলল, 'আমারা ধর্মান্তরিত হয়েছি!' খালিদ ওদেরকে বন্দি করে হত্যা করতে চাইলেন; কিন্তু কিছু সাহাবি এ কাজে তাকে বাধা দেন। ফলে খালিদ বন্দিদেরকে সাথের সাহাবিদের হাতে অর্পণ করেন।

একদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও ওদের মাঝে কোনো পরিবর্তন না দেখে খালিদ প্রত্যেক সাথিকে নির্দেশ দেন অধীন বন্দিদের হত্যা করতে। কিছু সাথি তার নির্দেশ পালনে হত্যা করলেও আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারের সাথে অনেকেই বন্দিদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন। অভিযান শেষে বাহিনী ফিরে আসে। বিস্তারিত শুনে নবিজি ভীষণ রাগ করেন। আসমানের দিকে দুহাত তুলে বলেন, 'হে আল্লাহ, খালিদের কাজের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'[৬১৮]

এ বিষয়ে খালিদ ও আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﵁-এর মাঝে আলোচনা হয়, এক সময় তা নিন্দনীয় বিতর্কে রূপ নেয়। জাহিলি যুগে বনু জুযাইমা খালিদের এক চাচা ফাকিহ ইবনু মুগীরাকে হত্যা করেছিল, ইবনু আউফ ﵁-এর সন্দেহ হচ্ছিল, হয়তো এ কারণে খালিদ থেকে এ কাজ প্রকাশ পেয়েছে।

তাদের বিতর্কের দিকে ইঙ্গিত করে, এমন একটি হাদীস মুসলিম ﵀ বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ও আবদুর রহমান ইবনু আউফের মাঝে বিতর্ক বাঁধে। একপর্যায়ে খালিদ তাকে গালি দেন। শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'সাবধান! আমার কোনো সাহাবিকে গালি দেবে না, তোমরা উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও তা তাদের একমুষ্ঠি কিংবা এর অর্ধেকের সমপর্যায়েরও হবে না।'[৬১৯]

বনু জুযাইমার ক্ষেত্রে খালিদের কাজের সাথে নবিজির সম্পর্কহীনতার কথা

---

[৬১৮] দেখুন, আবু শুহবা রচিত, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/ ৪৬৪
[৬১৯] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫৭৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্পষ্ট করছে, খালিদের কাজটা সংগত হয়নি। তাই অল্প সময়ের মধ্যে 'আলি ﵁-কে তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন সহমর্মিতা প্রকাশ ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। সবিশেষ একথাও বোঝানোর জন্য যে, হত্যাকাণ্ডের এই ঘটনার সাথে আল্লাহর রাসূলের কোনো সম্পর্ক নেই। [৬২০]

এভাবেই নবিজি ﷺ বনু জুযাইমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, তাদের অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা ও বেদনার কালো মেঘ সরিয়ে দিয়েছেন।[৬২১] আর বনু জুযাইমায় খালিদের হত্যার সিদ্ধান্ত—এটা তার ইজতিহাদি ভুল। হ্যাঁ, তার এই ভুলটা ইজতিহাদিই ছিল, কেননা এই কাজের বিপরীতে আল্লাহর রাসূল তাকে কোনো শাস্তি দেননি। [৬২২]

পাঁচ. প্রতিমালয় ধ্বংসে অভিযান

বাইতুল্লাহ শরিফ মূর্তির পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হওয়ার পর অন্যান্য প্রতিমা ঘরগুলোও ধ্বংস করে দেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো বহুকাল ধরে জাহিলিয়্যাতের নিদর্শন বহন করছিল।[৬২৩] আরব উপদ্বীপকে এসব থেকে পবিত্র করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বেশ কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন।

১. উযযা প্রতিমা ধ্বংসে খালিদ ইবনু ওয়ালিদের অভিযান

কুরাইশ-সহ গোটা আরবের কাছে অবস্থান ও মর্যাদার দিকে থেকে সবচেয়ে বড় দেবীমূর্তি ছিল উযযা। এর অস্তিত্ব একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ﵁ ত্রিশজন অশ্বারোহী নিয়ে রওনা করেন। নাখলা নামক এলাকায় পৌঁছে উযযার মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন খালিদ ﵁। মূর্তি জাতীয় সামনের সবকিছু বিনাশ করে উযযার ঘরটি ধ্বংস করেন।[৬২৪] এ সময় তিনি বলছিলেন, 'তোকে অবিশ্বাস করছি, তোর মাঝে কোনো পবিত্রতা নেই, আর আজ তো দেখলাম, আল্লাহ তোকে কীভাবে লাঞ্ছিত করেছেন।'

লক্ষ্য বাস্তবায়নের পর খালিদ ﵁ সাথিদের নিয়ে ফিরে আসেন। সফলতার কথা উপস্থাপন করেন নবিজির সামনে; কিন্তু আল্লাহর রাসূল অভিযানের সেনাপতিকে

[৬২০] প্রাগুক্ত
[৬২১] দেখুন, আবু শুহবা রচিত, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/ ৪৬৫
[৬২২] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫৭৯
[৬২৩] ৫৭৯ আস সারায়া ওয়াল বুঊসুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২৮২
[৬২৪] প্রগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ডেকে বলেন, 'তুমি কি সেখানে কিছু দেখতে পেয়েছ?' খালিদ বললেন, না।' [৬২৫] নবিজি বললেন, 'যাও, তুমি কিছুই করতে পারনি।'[৬২৬]

খালিদ ﷺ আবার ফিরে চললেন। ভীষণ ক্ষুব্ধ তিনি। কারণ, প্রথমবার তিনি উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেননি। তিনি নাখলায় পৌঁছার পর পুরোহিতরা তাকে দেখে বুঝতে পারল, এবার তিনি রফাদফা না করে ফিরছেন না। খালিদের অগ্নিমূর্তি দেখে ওরা পাহাড়ে পলায়নের সময় চিৎকার করে বলছিল, 'উযযা, এবার তুই নিজেকে রক্ষা কর...!' খালিদ ﷺ ভেতরে ঢুকে দেখলেন এক নগ্ন নারী চুল ছড়িয়ে আছে, তার মাথায় মাটি ছিটিয়ে দেওয়া। খালিদ এই বিবসনা নারীর দিকে এগিয়ে গেলেন চেনা সাহসিকতা ও শৌর্যে। ঝামেলায় না গিয়ে তরবারির একটা কোপ বসিয়ে মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেন। এবার প্রশান্তি আসে তার মনে। আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে সংবাদ বলেন। নবিজি বললেন, 'হুম, এটাই সেই উযযা।'[৬২৭]

২. মানাতের দিকে সাআদ ইবনু যাইদ আশহালির অভিযান

মানাত একটি মূর্তির নাম। মাক্কা-মাদীনার মধ্যবর্তী স্থানে লোহিত সাগরের তীরবর্তী এলাকা মিশলাল নামক স্থানে এটা অবস্থিত ছিল। আউস, খাযরাজ, গাসসান ও তাদের কাছাকাছি মতাদর্শের লোকেরা জাহিলি যুগে এর পূজা করত, চূড়ান্ত সম্মান দেখাত। এটাকে সম্মান করে এখান থেকেই তারা হাজ্জের কাজ শুরু করত; তবে সাফা-মারওয়ায় সাঈ করত না। এটাই ছিল পূর্বপুরুষদের থেকে চলে আসা নীতি। এমনকি ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের মাঝে এই অভ্যস্ততা বিদ্যমান ছিল। শেষে হাজ্জের মৌসুমে সাহাবিরা যখন নবিজির সাথে চলে আসেন, তখন আল্লাহর রাসূলকে এ বিষয়ে অবগত করা হয়। এই প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে বলেন,[৬২৮]

'নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হাজ্জ বা উমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোনো দোষ নেই; বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকির কাজ করে, তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের

[৬২৫] দেখুন, ওয়াকিদির মাগাযি, ২/৮৭৪
[৬২৬] আস সারায়া ওয়াল বুহুসুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২৮২
[৬২৭] আবু ইয়া'লা, ৯০২; আস সারায়া ওয়াল বুহুসুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২৮২
[৬২৮] আস সারায়া ওয়াল বুহুসুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঠিক মূল্য দেবেন।' (সূরা বাকারা: ১৫৮)

আরব উপদ্বীপে সর্বপ্রথম যে কুলাঙ্গার শির্কের বীজ রোপণ করেছে, ইবরাহীম ﷺ-এর সরল দীন পরিবর্তন করে মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু করেছে, আমর বিন লুহাই খুযাঈ তার নাম। মাক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল মানাত ধ্বংসে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এই অভিযানে এমন সাহাবিকে প্রেরণ করেন, যিনি জাহিলি যুগে নিজে এটাকে সম্মান করতেন। তিনি হলেন সাআদ ইবনু যাইদ আশহালি ﷺ। তার সাথে ছিল বিশজন অশ্বারোহী। এই অভিযানের অনিবার্য লক্ষ্য ছিল মানাতের অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে বিলীন করে দেওয়া।

অভিযানের সফলতায় সাআদ ﷺ দ্রুত সাথিদের নিয়ে রওনা করেন। মন্দিরের সীমানায় পৌঁছার পর পুরোহিত তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী জন্য এসেছ?' সাআদ ﷺ বললেন, 'মানাত ধ্বংস করতে এসেছি।'

পুরোহিত অবাক চোখে-কণ্ঠে বিস্ময় নিয়ে বলল, 'তুমিই এই কাজ করতে এসেছ!' সাআদ ﷺ আর কিছু বলেন না। পুরোহিতের পাশ কেটে মানাতের দিকে এগিয়ে যান। একটু এগুতেই তার পথ রোধ করতে এক কালো নগ্ননারী বেরিয়ে আসে, বুক চাপড়িয়ে তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। [৬২৯] পেছন থেকে পুরোহিত কাতর স্বরে মানাতকে ডেকে বলছিল, 'তোর অবাধ্য কিছু পূজারি থেকে আজ তুই নিজেকে রক্ষা করো।'

সাআদ ﷺ এসবের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তরবারির এক আঘাতেই মহিলার গর্দান ফেলে দেন। তারপর সাথিদের নিয়ে এগিয়ে মানাত মূর্তি ধ্বংস করেন। মন্দিরের খাযানায় অনেক তল্লাশি চালিয়েও কিছু পাওয়া যায়নি। অযথা সময় নষ্ট না করে তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে আসেন। [৬৩০]

---

[৬২৯] তাবাকাত, ২/১৪৬
[৬৩০] আস সারায়া ওয়াল বুয়ূসুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২৮৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. সুওয়াআ মূর্তি ধ্বংসে আমর ইবনুল আ'সের অভিযান

নূহ ﷺ-এর কওমের এই মূর্তি-সংক্রান্ত সংবাদ জানিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'তারা বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে।' (সূরা নূহ: ২৩)

নূহ ﷺ-এর গোত্রের মূর্তির নাম ছিল সুওয়াআ। পরবর্তী সময়ে হুজাইল গোত্রের লোকেরা এই মূর্তিটি গ্রহণ করে।[৬৩১] হুজাইলের লোকেরা এটাকে সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি এর পূজাও করত। এমনকি হাজ্জের সময় এটাকে কেন্দ্র করেই হাজ্জ করত।[৬৩২] মাক্কা বিজয়ের পর এটার সমাপ্তির সময় ঘনিয়ে আসে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই মূর্তি ধ্বংসে আমর ইবনুল আ'সের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন।

বাকি গল্পের বর্ণনা দিয়ে আমর ইবনুল আ'স ﷺ বলেন, 'নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর সেখানকার এক পুরোহিতের সাথে দেখা হয়। সে আমার কাছে এসে বলল, 'তুমি এখানে কী চাও?' বললাম, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে এখানে মূর্তি ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়েছেন।' সে বলল, 'তুমি ধ্বংস করতে পারবে না।' বললাম, 'কেন?' 'কারণ, সে নিজেকে রক্ষা করবে।' বিস্ময় নিয়ে বললাম, 'তুমি এখনো সেই বাতিল বিশ্বাসেই বুঁদ হয়ে আছ! তোমার এখনো বুদ্ধি হয়নি। বলো তো, এরা কি দেখে কিংবা শোনে?'

আমি মূর্তির কাছে গিয়ে ভেঙে ফেললাম। সাথিদের বললাম খাযানা ঘর ভেঙে ফেলতে। আশ্চর্য! ভাঙার পর সেখানে কিছুই পাওয়া গেলো না। শেষে পুরোহিতকে বললাম, 'এতক্ষণ কী দেখলে?' সে বলল, 'আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করলাম।'[৬৩৩]

মূর্তি ও প্রতিমা ধ্বংসে আল্লাহর রাসূলের অভিযান প্রেরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, শির্ক ও তাগূতের নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করার শক্তি অর্জিত হওয়ার পর সেগুলো একদিনও বিদ্যমান রাখা জায়েয নেই। কেননা, এগুলো কুফর ও শির্কের নিদর্শন। সবচেয়ে গর্হিত ও নিকৃষ্ট অপরাধ।

---

[৬৩১] প্রাগুক্ত
[৬৩২] দেখুন, শামি রচিত সুবুলুর রাশাদ, ৬/ ৩০৩
[৬৩৩] দেখুন, ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ২/ ৮৭০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্মান দেখানো, চুমু খাওয়া কিংবা বারাকাহ হাসিলের জন্য কবরের ওপর নির্মিত যে কোনো ধরনের মূর্তি ও তাগুতের ক্ষেত্রেও একই বিধান। কোনো পাথরের ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হলে সেটাও ধ্বংস করতে হবে।[৬৩৪]

যা কিছু শিক্ষণীয়:

ক্ষমার মহিমায় উজ্জ্বল তিনি:

১. সুহাইল ইবনু আমরের ইসলাম গ্রহণ

সুহাইল বিন আমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল বিজয়ী বেশে মাক্কায় প্রবেশের পর আমি আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিই। আমার ছেলে আবদুল্লাহকে বললাম, নবিজির কাছে গিয়ে আমার ব্যাপারে নিরাপত্তা নিয়ে এসো। আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে হত্যা করা হয় কিনা।

এদিকে ঘরে বসে আমি পেছনের স্মৃতিগুলো হাতড়ে দেখছিলাম। মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিদের সাথে কাটানো টুকরো সময়ের কথা মনে পড়ছিল। মনে হয় না, আমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় কেউ ছিল। হুদাইবিয়ায় আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে মিলিত হয়েছি, আমি যেমন তার ঘনিষ্ট হয়েছিলাম, এমন আর কেউ হয়নি। আমিই লিখেছি চুক্তিপত্র। আরও পেছনে চলে গেলাম। বদর-উহুদের পাশাপাশি কুরাইশের যেকোনো পদক্ষেপে আমি তাদের সাথে ছিলাম। ইসলামের বিরুদ্ধে এমন অবস্থানের পরও আমি কি ক্ষমার যোগ্য?

আবদুল্লাহ এসে আল্লাহর রাসূলের কাছে আবেদন জানিয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বাবাকে নিরাপত্তা দিন।' নবিজি বললেন, 'যাও, তোমার বাবা নিরাপদ, সে নিশ্চিন্তে বাইরে আসতে পারবে।'পাশের সাহাবিদের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমরা সুহাইলকে দেখলে ভুলেও তার দিকে পেছন ফিরে তাকাবে না। সে নির্বিঘ্নে বাইরে চলাফেরা করুক। আমার জীবনের কসম, (তখন পর্যন্ত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খাওয়ার ব্যাপারে বারণ আসেনি) সুহাইল তো বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত মানুষ। সুহাইলের মতো মানুষ এখনো ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে? এখন তো সে বাস্তবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। তার মনোনীত

[৬৩৪] আস সারায়া ওয়াল বুহুসুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ৩০২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পথে সে কোনো উপকার লাভ করতে পারেনি।’

আবদুল্লাহ এসে তার বাবা সুহাইলকে সবকিছু খুলে বলে। সুহাইল সবটা শুনে বলে, নবিজি আগে যেমন শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন। এরপর সুহাইল নবিজির কাছে আসা-যাওয়া অব্যাহত রাখে, মুশরিক অবস্থাতেই হুনাইন যুদ্ধেও শরিক হয়। শেষে জি'রানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণ করেন।’[৬৩৫]

নবিজির হিতাকাঙ্ক্ষিতার এই কটি কথা বিরাট প্রভাব বিস্তার করে সুহাইল বিন আমরের অন্তরে। সহসাই নবিজির প্রশংসা করে পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম ছিল নিখাদ। ফলে অধিক পরিমাণ সৎকাজ করতেন।[৬৩৬] যুবাইর ইবনু বাক্কার বলেন, ‘সুহাইল ﷺ অধিক পরিমাণে সালাত সাওম ও সাদাকা করতেন। জিহাদের ডাকে একটি জামাতের সাথে একদিন তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন সিরিয়ায়। রোজার আধিক্য ও বিনিদ্র রজনি কাটিয়ে তাহাজ্জুদ আদায়ের কারণে তার স্বাভাবিক রং মলিন হয়ে বিবর্ণ হয়েছিল। কুরআন তিলাওয়াত শুনলে তিনি অত্যধিক কাঁদতেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে কুরদূসের[৬৩৭] আমীর ছিলেন তিনি।[৬৩৮]

২. সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ

আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ﷺ বলেন, মাক্কা বিজয়ের দিন সাফওয়ান বিন উমাইয়ার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলেও সাফওয়ান নিজে আরব সাগরের তীরবর্তী একটা ঘাটিতে আত্মগোপন করে। তার সাথে ছিল একমাত্র গোলাম ইয়াসার। একটু পর সাফওয়ান বিন উমাইয়া গোলামকে বলল, ‘আরে, তুই তো ধ্বংস হয়ে গেলি, দেখ কে আসছে? দেখা গেল, ‘সে বলল, ইনি তো উমাইর বিন ওয়াহাব!’ সাফওয়ান ভীত কণ্ঠে বলল, ‘উমাইর-এর সাথে আমি কী করব? সে আমার বিরুদ্ধে মুহাম্মাদকে সাহায্য করেছে। নিশ্চয় সে আমাকে হত্যা করার জন্য আসছে!’

এতক্ষণে একদম কাছে চলে আসেন উমাইর ﷺ। কাছে আসতেই সাফওয়ান বলে উঠল, ‘তুমি আমার সাথে যা করেছ, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার ঋণ তোমার পরিবার-পরিজনের বোঝা আমি বহন করেছি। সবকিছুই আমি সহ্য করেছি তোমার

[৬৩৫] দেখুন, ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ৮৪৬-৮৪৭
[৬৩৬] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/ ২১৬, ২১৭
[৬৩৭] অশ্বারোহী বিশাল বাহিনী।
[৬৩৮] দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/ ১৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বন্ধুত্বের দিকে তাকিয়ে। আজ কিনা সেই তুমিই আমাকে হত্যা করতে এসেছ!'

উমাইর ﷺ বললেন, 'ওহে আবু ওহাব, তোমার প্রতি আমি কুরবান। আমি তোমার কাছে একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধনপ্রিয় মানুষের কাছ থেকে এলাম। আমি এখানে আসার আগে নবিজির কাছে গিয়েছিলাম। তাকে গিয়ে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের গোত্রপ্রধান পলায়ন করেছে—সমুদ্রে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করার জন্য। সে আশঙ্কা করছিল, আপনি তাকে নিরাপত্তা দেবেন না। আমার বাবা-মা আপনার ওপর কুরবান হোক, দয়া করে আপনি তাকে নিরাপত্তা দিন।' তিনি বলেছেন, আমি তাকে নিরাপত্তা দিলাম। এরপরই আমি তোমার সন্ধানে বের হয়েছি।'

উমাইর বললেন, 'সাফওয়ান, আমি তোমার জন্য নিরাপত্তা নিয়েছি, কাজেই আমার সাথে মাক্কায় ফিরে চলো।' সাফওয়ান বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মাক্কায় যেতে পারব না। আমি চিনতে পারি, এমন কোনো নিশান নিয়ে এলে তবেই তোমার সাথে যাব।' উমাইর ﷺ ফিরে এসে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সাফওয়ানের কাছে গিয়েছিলাম। সে আত্মহত্যা করার জন্য পালিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে আপনার নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলেছি; কিন্তু সে বলেছে, 'আমি চিনতে পারি, এমন কোনো আলামত না পাওয়া পর্যন্ত ফিরব না।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'এই নাও, আমার পাগড়িটাই নিয়ে যাও।'

উমাইর ﷺ পাগড়ি নিয়ে সাফওয়ানের কাছে ফিরে আসেন। এটি সেই নকশাদার চাদর, যা বেঁধে আল্লাহর রাসূল মাক্কায় প্রবেশ করেছেন। সাফওয়ানের কাছে এসে উমাইর আবার বললেন, 'সাফওয়ান, আমি তোমার কাছে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি, যিনি সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং শুভার্থী। দেখো, তাঁর সম্মান মানে তোমার সম্মান। তাঁর বিজয় মানে তোমাদের বিজয়। তাঁর দেশ, তোমাদেরই দেশ। তিনি তোমাদের বংশেরই মানুষ। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।'

সাফওয়ান বলল, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমাকে হত্যা করা হবে।' 'উমাইর ﷺ বললেন, দেখো, নবিজি তোমাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। তুমি গ্রহণ না করলে দুই মাসের সময় দিয়েছেন। আর তিনি যে পাগড়ি বেঁধে মাক্কায় প্রবেশ করেছেন, তা কি চিনতে পারবে? সাফওয়ান বলল, 'হ্যাঁ, চিনতে পারব।' এরপর উমাইর ﷺ পাগড়ি বের করে দেখান। সাফওয়ান বলল, 'হ্যাঁ, এটাই তো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেই পাগড়ি।'

তারা দুজন যখন মাক্কায় চলে আসে, তখন নবিজি ﷺ হারাম শরিফে আসরের সালাত আদায় করছিলেন। সালাতের দৃশ্য দেখে সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল, মুসলিমরা দিন-রাতে কতবার সালাত আদায় করে? উমাইর ﷺ বললেন, পাঁচবার। সাফওয়ান বলল, এখন তাহলে মুহাম্মাদ সবাইকে সালাত পড়াচ্ছেন? উমাইর বললেন, হ্যাঁ।

আল্লাহর রাসূল সালাম ফেরানো মাত্রই সাফওয়ান উঁচু আওয়াজে ডাক দিয়ে বলল, 'এই যে মুহাম্মাদ, উমাইর বিন ওয়াহাব আপনার পাগড়ি এনে আমাকে বলল, আপনি নাকি আমাকে ডেকেছেন। সে বলেছে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলে তো ঠিক আছে, অন্যথায় আপনি আমাকে দু-মাসের অবকাশ দিয়েছেন।'

নবিজি বললেন, 'ওহে আবু ওয়াহাব, বাহন থেকে আগে নিচে তো নেমে এসো!' সাফওয়ান বলল, 'না—আপনি আমাকে পরিষ্কার করে না বলা পর্যন্ত আমি নিচে নামব না। নবিজি বললেন, 'দুই মাসের কথা ছাড়ো, আমি তোমাকে চার মাস সময় দিলাম।'

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের একটি বাহিনী নিয়ে হাওয়াযিনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এই সফরে নবিজির সাথে সাফওয়ানও ছিল। তখনো সে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

সফরে থাকাকালীন একবার নবিজি তাকে বললেন, 'তোমার অমুক জিনিস সামানপত্র-সহ আমাকে ঋণ দাও।' সাফওয়ান বলল, আপনি এগুলো আমার ইচ্ছাতে নিতে চাচ্ছেন, নাকি জোর খাটিয়ে?' নবিজি বললেন, 'আমরা ঋণ নিতে চাচ্ছি, আবার তোমার কাছে এসব ফিরিয়ে দেবো।' সাফওয়ান জিনিসগুলো ধার দেয়। পরে নবিজির কথা মতো এগুলো নিজের বাহনে করে হুনাইন পর্যন্ত নিয়ে যায়। সাফওয়ান হুনাইন যুদ্ধ ও তায়েফেও শরিক ছিল।

নবিজি সেখান থেকে ফিরে আসেন জি'রানাহ নামক স্থানে। একবার তিনি গানীমাতের সম্পদগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, সাথে সাফওয়ান বিন উমাইয়াও ছিল। সে-ও দেখা শুরু করে। অবাক হচ্ছিল, জি'রানার পুরো অঞ্চলটাই গানীমাতের উট, মেষ ইত্যাদি দিয়ে পূর্ণ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে গভীরভাবে দেখে। পাশ থেকে সাফওয়ানের ভাবভঙ্গি দেখছিলেন নবিজি। শেষে কাছে এসে বললেন, 'সাফওয়ান,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে যা কিছু দেখছ, সব তোমার।' এত বিপুল সম্পদের মালিকানার কথা শুনে সাফওয়ান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'এত বিপুল সম্পদ দানের কথা কেবল একজন নবিই ভাবতে পারেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এভাবেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।'[৬৩৯]

সাফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আমরা একটু গভীরভাবে খেয়াল করব। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফওয়ানকে বিভিন্নভাবে ইসলামের দিকে আগ্রহী করবার চেষ্টা করেছেন। নবিজির চেষ্টা বৃথা যায়নি। সাফওয়ান নির্দিষ্ট সময়ে ঠিকই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামের দিকে দা'ওয়ার ভূমিকাস্বরূপ নবিজি আগে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অবকাশ দিয়েছেন চার মাসের। শেষ পর্যায়ে এসে নবিজির দেওয়া বিপুল পরিমাণ সম্পদ থেকে তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছেন, এত মহৎ সাধারণ কোনো মানুষের হৃদয় হতে পারে না। নবিজি প্রথমে তাকে দিয়েছেন একশ উট, দ্বিতীয় পর্যায়ে দিয়েছেন একটি উপত্যকাপূর্ণ গানীমাতের উট ও মেষ।

দানের এই বিশালতা দেখে তিনি বলেছেন, 'কেবল একজন নবিই এই পরিমাণ দান করে প্রশস্ত থাকতে পারেন।' এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৪০] আল্লাহর রাসূলের দানের কথা বয়ান করে সাফওয়ান ﷺ বলেন, 'দানের আগে আল্লাহর রাসূল ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত একজন মানুষ; কিন্তু তাঁর দানের বিশালতার পর আমার মনের রং পরিবর্তন হয়, এখন তিনি আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।'[৬৪১]

৩. ইকরিমা ইবনু আবি জাহলের ইসলাম গ্রহণ

আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ﷺ বলেন, 'মাক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। ইকরিমার স্ত্রী উম্মু হাকীম বিনতে হারিস ইসলাম গ্রহণ করে নবিজিকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইকরিমা আপনার ভয়ে ইয়েমেন চলে গেছে। সে ভয় করছিল, আপনি তাকে হত্যা করবেন। দয়া করে আপনি তাকে নিরাপত্তা দিন। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'যাও,

[৬৩৯] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/ ২২০
[৬৪০] প্রাগুক্ত
[৬৪১] মুসলিম, ২৩১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে নিরাপদ।'

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়ে উম্মু হাকীম তার রোমি গোলামকে নিয়ে ইকরিমার সন্ধানে বের হন। উম্মু হাকীমের সফরের শুরুটা সুখকর ছিল না। সাথের গোলাম তাকে খারাপ কাজে প্রলুব্ধ করতে থাকে। উম্মু হাকীম চালাকি করেন। গোলামকে আশ্বাস দিয়ে সামনে এগিয়ে চলেন। অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে ঈক গোত্রে পৌঁছলে তিনি এখানকার লোকদের কাছে সাহায্য কামনা করেন।

লোকজন গোলামটাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। উম্মু হাকীম এবার মুক্ত মনে সামনে এগিয়ে চলেন। তিহামার সমুদ্র সৈকতের খেয়াঘাটে যখন পৌঁছেন, ঠিক তখনই সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য ইকরিমা আরোহণ করেছিল একটি নৌকায়। নাবিক তাকে বলছিল, 'ইখলাসের কালিমা পড়ে নাও।' ইকরিমা জিজ্ঞেস করে, 'আমি কী বলব?' নাবিক বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো।' ইকরিমা বলল, 'আমি তো এই কালিমা থেকেই পলায়ন করছি!'

এমন সময় উম্মু হাকীম ইকরিমাকে দেখে ফেলেন। যতটা সম্ভব কাছে গিয়ে ইকরিমাকে হাতজোড় করে নৌকা থেকে নামতে বলেন। তিনি বলছিলেন, আমার চাচাত ভাই,[৬৪২]একটু শুনুন, আমি আপনার কাছে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের কাছ থেকে এসেছি। তিনি দয়ালু, মমতাময়। আপনি নিজেকে ধ্বংস করবেন না।'

উম্মু হাকীমের কথা শুনে ইকরিমা নৌকা থেকে নেমে আসে। কাছে এলে উম্মু হাকীম বলেন, 'আমি আপনার জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে নিরাপত্তা নিয়েছি।' ইকরিমা বলল, 'সত্যিই আমার জন্য নিরাপত্তা নিয়েছ?' উম্মু হাকীম বললেন, 'আমি তাঁর সাথে আলাপ করেছি, তিনি আপনার নিরাপত্তা দিয়েছেন।' এরপর তারা ফেরার পথ ধরেন। পথে গোলামের সব কথা ইকরিমাকে জানিয়ে দেন উম্মু হাকীম। ইকরিমার মাথায় চিড়িক করে রাগ ওঠে। গোলামকে এক কোপে হত্যা করে ফেলে। তখন পর্যন্ত সে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

মাক্কার কাছাকাছি চলে আসে ইকরিমা। আল্লাহর রাসূল সাহাবিদেরকে বললেন, 'শোনো, আবু জাহেলের ছেলে মুসলিম ও মুহাজির হিসেবে এখানে আসছে। তাকে ভালোমন্দ কিছুই বলবে না। মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে মন্দ বললে তার জীবিত আত্মীয়রা

---

[৬৪২] স্বামী-স্ত্রী তারা চাচাতো-জেঠাতো ভাই-বোন ছিলেন। ইকরিমার বাবা আবু জাহল; আসল নাম আমর বিন হিশাম ও উম্মু হাকীমের বাবা হারিস বিন হিশাম আপন ভাই ছিলেন। – সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কষ্ট পায়।'

ফেরার পথে ইকরিমা একবার স্ত্রীর সাথে মিলনের ইচ্ছা পোষণ করে; কিন্তু উম্মু হাকীম বাধা দিয়ে বলেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আর আপনি এখনো মুশরিক!' ইকরিমা বলল, 'বুঝতে পারছি, অত্যন্ত মহান একটি বিষয় তোমাকে আমার কথা মানতে বাধা দিচ্ছে।'

ইকরিমা সরাসরি নবিজির কাছে চলে আসে। আল্লাহর রাসূল তাকে দেখে বেজায় খুশি হন। বুকে জড়িয়ে ধরেন। দ্রুততার কারণে তার চাদরটাও গায়ে ছিল না। উষ্ণ অভ্যর্থনার পর আল্লাহর রাসূল বসলেন। দাঁড়িয়ে থাকল ইকরিমা বিন আবি জাহিল। তার পাশে স্ত্রী উম্মু হাকীম ছিলেন নেকাবে আবৃত।

ইকরিমা বলল, 'আমার স্ত্রী বলেছে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে।' আলোর হাতছানি টের পেয়েছে ইকরিমা। হৃদয়ে পরিবর্তনের আভাস। সত্যের অদৃশ্য আকর্ষণে সে এবার বলল, 'মুহাম্মাদ, আপনি কোন জিনিসের দাওয়াত দেন?'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার দাওয়াতে থাকে—'তুমি সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই, আমি আল্লাহর রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, অমুক অমুক কাজগুলো করবে। এভাবে নবিজি আরও কিছু আমলের কথা বলে দেন ইকরিমাকে।'

ইকরিমা বলল, 'আল্লাহর কসম, আপনি চির সত্য ও সর্বোত্তম বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। আপনি এই দাওয়াতের কাজ শুরুর আগে যেমন সর্বোত্তম সবচেয়ে সত্যবাদী মানুষ ছিলেন, এখনো আপনি সবচেয়ে উত্তম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।' ইকরিমার ইসলাম গ্রহণে নবিজি ভীষণরকম খুশি হলেন।

ইকরিমা নিবেদন জানিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে উত্তম কিছু শিক্ষা দিন।' নবিজি বললেন, 'কালিমা শাহাদাত বেশি বেশি পাঠ করো।' ইকরিমা বললেন, 'আমাকে আরও কিছু বলে দিন।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'বলো, আমি আল্লাহ তাআলা এবং উপস্থিত সকলকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, 'আমি মুসলিম, মুজাহিদ ও মুহাজির। ইকরিমা আল্লাহর রাসূলের কথাগুলো নিজ মুখে পুনরায় আওড়ান।

নবিজি ﷺ এখনো আছেন খুশির আমেজে, আনন্দের আবেশে। সেখানে আরও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুক্ত হলো সৌরভে নির্মিত উচ্ছলতার জোয়ার। তিনি ইকরিমাকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে চাও। আমার সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই তা তোমাকে দেওয়ার চেষ্টা করব।'

ইকরিমা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি বরং আমার জন্য দুআ করুন, আজ পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে যত যুদ্ধ করেছি, ইসলামের বিরুদ্ধে করেছি যত সফর, বলেছি যত কথা, আল্লাহ যেন তা ক্ষমা করে দেন।'

আল্লাহর রাসূল দুআ করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, সে আমার সাথে যত দুশমনি করেছে, আপনার নূর নিভিয়ে দেওয়ার জন্য যত সফর করেছে, সে আমার সামনে কিংবা পেছনে আমার ব্যাপারে যত অমার্জিত আচরণ করেছে, সব মাফ করে দাও।'

ইকরিমা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা দিতে যত সম্পদ খরচ করেছি, এখন সামনের দিনগুলোতে তারচেয়ে দিগুণ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করব। ইসলামের বিরুদ্ধে যত যুদ্ধ করেছি, বাকি জীবনে তার চেয়ে বেশি জিহাদে শরিক হব।' এরপর ইসলামের প্রতিটি জিহাদে তিনি অংশ নিয়েছেন বীরের বেশে, স্বমহিমায়। শেষে আজনাদীন জিহাদে তিনি শাহাদাতের স্বর্ণভাগ্য অর্জন করেন।[৬৪৩] আল্লাহর রাসূল উম্মু হাকীমের সাথে তার আগের বিয়েই বহাল রাখেন।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ ইকরিমার সাথে যে মহানুভবতা ও সহমর্মিতার আচরণ করেছেন, এটাই তাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। নবিজি এতটাই আন্তরিকতার আবেশে ছিলেন যে, চাদরটা পর্যন্ত গায়ে জড়াবার সময়টুকু নেননি। সৌরভের হাসি ফুটিয়েছেন, জানিয়েছেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। এক বর্ণনামতে তিনি বলেছেন, 'মুহাজির আরোহী ব্যক্তি এসেছে, মারহাবা তোমায়।'[৬৪৪]

আল্লাহর রাসূলের এই সুমহান চরিত্র, ক্ষমার উজ্জ্বল মহিমা তাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে, নাড়া দিয়েছে অন্তর গহিনে। ফলে যাপিত জীবনের অন্ধকার থেকে বের হয়ে ইসলামের আলোয় অবগাহিত হয়েছেন। যে ইসলামের সর্বত্রজুড়ে শুধুই আলো, যেখনে অন্ধকারের কোনো ঠাঁই নেই।

নবিজির কাছে আসার আগে স্ত্রী উম্মু হাকীমের পরিবর্তিত আচরণও তার মাঝে

---

[৬৪৩] ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।
[৬৪৪] দেখুন, ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ২/ ৮৫১-৮৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রভাব বিস্তার করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে ইসলামের দিকে। স্ত্রী উম্মুহাকীম প্রথমে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে তার মনে আলোড়িত হয়েছে, 'হয়তো স্বামীকেও আল্লাহ ইসলামের দিকে প্রদর্শিত করবেন, যেমন তাকে হিদায়াত দিয়েছেন।

ফেরার পথে ইকরিমা যখন তার সাথে মিলনের ইচ্ছা করেছেন, বাধা দিয়ে কারণ হিসেবে বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আর স্বামী এখনো মুশরিক। ইকরিমার কাছে এটাই মহৎ কিছু মনে হয়েছে। তার কাছে ফুটে উঠেছে ইসলামের মহত্ত্ব। অনুভব করেছেন ইসলাম একটি মহান ধর্ম। এভাবে শুরুতেই উম্মু হাকীম ইকরিমার অন্তরে ইসলামের ভাবনা আলোড়িত করেছেন, তারপর তো আল্লাহর রাসূলের সামনে এসে ইসলাম গ্রহণ করেই ফেললেন।

ইসলাম গ্রহণে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। আল্লাহর রাসূলের কাছে পার্থিব কিছু না চেয়ে বরং আরজি পেশ করেছেন, আল্লাহ যেন তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এরপর আল্লাহর রাসূলের সামনে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, 'জাহিলি যুগে ইসলামের বিপরীতে তিনি যে পরিমাণ সম্পদ খরচ করেছেন, ইসলামের জন্য তারচেয়ে দ্বিগুণ করবেন। জাহিলি যুগে ব্যয় করা শ্রমের তুলনায় দ্বিগুণ পরিশ্রম করবেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে।

সত্যিই, ওয়াদা পূরণে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে তিনি ছিলেন সাহসী বীর মুজাহিদ ও সেনাপতি। সিরিয়া বিজয়েও তার অসামান্য ভূমিকা ছিল। তার তাকদীরে শাহাদাতের মৃত্যু লেখা ছিল। আল্লাহর হুকুমে তিনি শরিক হয়েছেন ইয়ারমুকের যুদ্ধে। এখানেই তিনি অসীম বিক্রমে বিরতিহীন লড়াই করে শাহাদাতের পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, সদা আলোকিত ও বিমল রাখুন তার সমাধি।'[৬৪৫]

৪. আবু বাকরের বাবার ইসলামগ্রহণ

আবু বাকর সিদ্দীকের মেয়ে আসমা ﵂ বলেন, 'মাক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ মাসজিদে বসেছিলেন। এমন সময় আবু বাকর ﵁ তার বাবাকে নবিজির কাছে নিয়ে আসেন। নবিজি তাকে দেখেই বললেন, আরে, এই বয়স্ক মানুষটিকে বাড়িতেই রাখতে পারতে, আমিই তার কাছে আসতাম।' আবু বাকর ﵁ বলেন,

[৬৪৫] হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/ ২২৩, ২২৪, ২২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আপনি বাবার কাছে যাওয়ার চেয়ে বাবা-ই বরং আপনার কাছে আসা অধিক সংগত।' নবিজি তাকে সামনে বসিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে দেন। পরম আগ্রহভরে বলেন, 'ইসলাম গ্রহণ করুন'। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

> আসমা ﷺ বলেন, দাদার মাথা ছিল একদম শুভ্র বর্ণের। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তার চুলের রং পরিবর্তন করে দাও।'[৬৪৬] বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল আবু বাকরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তার বাবার ইসলাম গ্রহণের কারণে।'[৬৪৭]

এখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিনম্র আচরণ থেকে বড়দেরকে সম্মান প্রদর্শনের একটি সুন্নাহ প্রোজ্জ্বল হয়েছে। এই আচরণবিধির দিকেই তাগিদ করে নবিজি বলেছেন, 'সে আমার উম্মাহভুক্ত নয়, যে ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের সম্মান করে না।'

নবিজি আরও বলেছেন, 'আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণার মধ্যে একটি হলো বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা।' নবিজির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, বিপদগ্রস্ত, ইসলামে অগ্রণীও দীনের জন্য নিবেদিত মানুষদের তিনি সম্মান করতেন। অন্য কিছু না, এটা ছিল আল্লাহর দীনের সাহায্যে ইসলাম ও মুসলিমদের সাহায্যে সম্পদ খরচের স্বীকৃতস্বরূপ।[৬৪৮]

৫. ফাযালাহ ইবনু উমাইর-এর ইসলামগ্রহণ

মাক্কা বিজয়ের দিনগুলোর ঘটনা। ফাযালাহ ইবনু উমাইর সংকল্প করল, নবিজিকে সে হত্যা করবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ কা'বা তাওয়াফ করছিলেন। ইতোমধ্যে সে নবিজির অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে। এমন সময় তাকে দেখে নবিজি বললেন, 'তুমি কি ফাযালাহ?' সে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, হ্যাঁ, আমিই ফাযালাহ।' নবিজি বললেন, 'তুমি মনে মনে কী সংকল্পের কথা আওড়াচ্ছিলে?'

সে বলল, 'কই, কিছু না তো! আমি আল্লাহকেই স্মরণ করছিলাম।' আল্লাহর রাসূল মৃদু হেসে বললেন, 'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।' এরপর তিনি ফাযালার বুকে হাত রাখেন। আশ্চর্য! এক কোমল প্রশান্তি তার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে

[৬৪৬] আহমাদ, ৬/ ৩৪৯-৩৫০। ইবনু হিব্বান, ৭২০৮

[৬৪৭] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫৭৭

[৬৪৮] দেখুন, হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/ ১৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফাযালাহ বলতেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি হাত উঠিয়ে নেওয়ার পর আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে আমার কাছে তার চেয়ে প্রিয় আর কেউ ছিল না।'

ফাযালাহ বলেন, 'আমি বাড়ির দিকে ফিরছিলাম। এক নারীকে পাশ কেটে যাচ্ছিলাম। এর আগে আমি তার কাছে আসার কথা বলেছিলাম। সেই কথা স্মরণ করে মহিলা বলল, 'তুমি না আসতে চেয়েছিলে আমার কাছে, এখন এসো।' বললাম, 'এখন সে ইচ্ছা নেই।' ফাযালাহ তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলার পথে বলছিলেন—

'সে বলল, এসো আমার কাছে প্রণয়ের জন্য
আমি সরে এসেছি, আমায় বাধা দিয়েছে আল্লাহ ও ইসলাম।
আমি দেখেছি মুহাম্মাদ ও তাঁর মহানুভবতা
দেখেছি বিজয়ের পর তার মূর্তি ভাঙার দৃশ্য
আমি সেদিন আল্লাহর দীনকে দেখেছি দিনের মতো স্পষ্ট
আর শির্ক তার কৃষ্ণ চেহারা লুকিয়েছে গহিন অন্ধকারে।'[৬৪৯]

দুই. আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে শক্ত অবস্থান

মাক্কা বিজয়ের পর। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখনো মাক্কায় অবস্থান করছিলেন। উরওয়া ইবনু যুবাইর ﷺ বলেন, 'একদিন আল্লাহর রাসূলের কাছে এক নারীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আসে। মহিলার গোত্রের লোকেরা উসামা ইবনু যাইদের কাছে আসে নবিজির কাছে সুপারিশ করার জন্য। এক সুযোগে উসামা ﷺ নবিজির সাথে এ ব্যাপারে আলোচনাও করেন; কিন্তু এই সুপারিশের পরিণতির কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। রাগের আতিশয্যে আল্লাহর রাসূলের চেহারা একদম বিবর্ণ হয়ে যায়। রাত নামে। আল্লাহর রাসূল সমবেত মানুষের সামনে বয়ানের জন্য উঠেন। আল্লাহর শান অনুযায়ী যথার্থ প্রশংসা করার পর বলেন, 'পরকথা, তোমাদের পূর্বের জাতির মানুষ বৈষম্য স্থাপনের কারণে ধ্বংস হয়েছে। তাদের অভিজাত কেউ চুরি করলে ছেড়ে দিত, আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তার ওপর শাস্তি কার্যকর করত। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও চুরি করলে আমি

[৬৪৯] ইবনে হিশাম, ৪/ ৫৯-৬০। আরও দেখুন, যুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী: ৭/ ২১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার হাত কাটতাম।' এরপর আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে তার হাত কাটা হয়।

পরবর্তী সময়ে মহিলাটি খাঁটি অন্তরে তাওবা করেছেন। আদর্শিক পরিবর্তনের পর বিয়েও হয়েছিল তার। আয়িশা ﷺ বলেন, 'এই মহিলা আমার কাছে মাঝে মধ্যে আসত। আমি তার প্রয়োজনের কথা আল্লাহর রাসূলকে বলতাম।'[৬৫০]

এভাবেই অব্যাহত ছিল উম্মাহকে নির্মাণের ধারা। এখানে তিনি ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবে পরিণত করেছেন। আল্লাহর শারিআহ প্রতিষ্ঠায় তিনি দেখিয়েছেন, আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে পরিচিত অপরিচিত আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান। কুরাইশ আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সবাই সমান। আল্লাহর সমূহ নির্দেশ আঁকড়ে ধরার দৃঢ়তম একটি চরিত্র ফুটে উঠেছে এখানে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ক্রোধের অবস্থান উম্মাহকে শিক্ষা দিয়েছে, আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তারা যেন হেঁয়ালিপনার শিকার না হয়। কিংবা ইসলামি শাস্তি রহিতকরণে কারও পক্ষে সুপারিশ না করে।[৬৫১]

তিন. উম্মু হানি যাকে নিরাপত্তা দেবে, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দেবো

উম্মু হানি বিনতে আবি তালিব ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মাক্কার উঁচু ভূমি থেকে অবতরণের সময় বনু মাখযূমের দুজন ব্যক্তি পালিয়ে এসে আমার কাছে সুরক্ষা চায়। আমি ওদেরকে আশ্রয় দিলাম। পরক্ষণেই আমার ভাই 'আলি এসে বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি এদুজনকে হত্যা করব।'

আমি ওদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। 'আলির সাথে বোঝাপড়া যেহেতু সম্ভব নয়, তাই সমাধানের জন্য এলাম আল্লাহর রাসূলের কাছে। তিনি জুফনায় গোসল করছিলেন। আটার খামির এখনো লেগে আছে তাতে। নবিজির মেয়ে ফাতিমা তাকে পর্দার আড়াল করে রেখেছে। গোসল সেরে তিনি কাপড় জড়ালেন। তারপর ধীরে প্রশান্ত চিত্তে নামাজ পড়লেন আট রাকাআত।

সালাম ফিরিয়ে নবিজি আমাকে দেখে বললেন, 'আরে দেখো, উম্মু

---

[৬৫০] বুখারি, ৪৩০৪; মুসলিম, ১৬৮৮

[৬৫১] দেখুন, হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৭/২৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হানি এসেছে, বড়ই খুশির খবর, তা—কী মনে করে এখানে?' বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি দুজন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিয়েছি; কিন্তু 'আলি তাদেরকে হত্যা করতে চাচ্ছে।' নবিজি বললেন, 'উম্মু হানি যাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দেবো।'[৬৫২]

চার. তোমাদের সাথে আমার জীবন, তোমাদের ভূমিতেই আমার মরণ

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সাফা পাহাড়ে এসে সেই স্থানে আরোহণ করলেন, যেখান থেকে বাইতুল্লাহ শরিফ দেখা যায়। সেখানে হাত উঠিয়ে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে দুআ করেন। আনসার সাহাবিরা নিচেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা একজন আরেকজনকে বলছিলেন, 'আরে! নবিজি তো নিজের বসতভিটা ও বংশের প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। এখন হয়তো তিনি মাদীনা ছেড়ে এখানেই থিতু হবেন।'

আল্লাহর রাসূল সাফা পাহাড়েই ছিলেন। এমন সময় তাঁর প্রতি ওয়াহি অবতীর্ণ শুরু হলো। ওয়াহি অবতীর্ণ হলে আমরা টের পেতাম; তবে ওয়াহির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর দিকে দৃষ্টি উঁচিয়ে দেখতে পারতাম না। ওয়াহি অবতীর্ণ শেষ হলে নবিজি মাথা ওঠালেন। আনসারি সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে আনসার সাহাবিরা, তোমরা কি বলেছ, আমার ওপর আমার এলাকা ও বংশের লোকদের ভালোবাসা প্রবল হয়েছে?'

আনসারিগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, জি, আমরা এমন কথা বলেছি।'

নবিজি বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে আমার নাম কী রাখা হবে? অবশ্যই আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি সে কাজই করব, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে কাজের নির্দেশ দেবেন। আমার খুশি মতো আমি কিছুই করতে পারব না। আল্লাহর নির্দেশেই আমি তোমাদের কাছে হিজরাত করেছি। এখন বাকিটা জীবন তোমাদের সাথে কাটাব, আর মনে রেখো, তোমাদের ওখানেই আমি জীবন থেকে বিদায় নেব।'

নবিজির কথা শুনে আনসারি সাহাবিরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। খুশির আতিশয্যে কান্না আসে সবার চোখে। বিগলিত হৃদয়ে সবাই আল্লাহর রাসূলের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এভাবে বলছি ঠিক; কিন্তু আমরা

[৬৫২] বুখারি, ৩১৭১। মুসলিম, ৩৩৬। দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/৫৯, ৬০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চেয়েছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেন আমাদেরই থেকে যান। আমাদেরকে ছেড়ে আর কোথাও চলে না যান। ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই কথাটা আসলে এসেছে আপনার প্রতি আমাদের ভালোবাসার থেকে।'

নবিজি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে সত্য জানেন। তোমাদের অপারগতা তিনি গ্রহণ করেছেন।'[৬৫৩] অর্থাৎ তোমাদের কথাটা ছিল আসলে চূড়ান্ত ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।'

পাঁচ. কোনো নবির জন্য দৃষ্টির খিয়ানাতও সংগত নয়

আবদুল্লাহ ইবনু সাআদ ইবনু আবি সারহ ইসলাম গ্রহণের পর ওয়াহির লিপিকারও ছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেন। মাক্কা বিজয়ের পর তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে উসমান ﷺ ছিলেন তার দুধভাই। তিনি তাকে সঙ্গে করে নবিজির কাছে এসে নিরাপত্তা কামনা করেন। নবিজি দীর্ঘ সময় চুপ থেকে নিরাপত্তা দেন। উসমান ﷺ তাকে নিয়ে চলে যান। নবিজি পাশের সাহাবিদের বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি বিচক্ষণ কোনো লোক ছিলে না, আমার চুপ থাকার সময়টাতে তাকে হত্যা করতে।' সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যদি একটু ইশারা করতেন শুধু!' নবিজি বললেন, 'না, নবির পক্ষে দৃষ্টির খিয়ানাত করাও সংগত নয়।'[৬৫৪]

এরপর অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনু সাআদ ইসলামে ফিরে এসে একজন খাঁটি মুসলিমে পরিণত হয়েছিলেন। 'উমার ﷺ তাকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করতেন। উসমান ﷺ তাকে গভর্নর হিসেবেও নিয়োগ করেছিলেন। ইবনু কাসীরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ফজরের সালাতের সিজদারত অবস্থায় কিংবা সালাতের পর নিজ বাসায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৬৫৫]

ছয়. কুরাইশের বিখ্যাত কবি আবদুল্লাহ যাবআরির ইসলামগ্রহণ

আবদুল্লাহ যাবআরি ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল। মাক্কা বিজয়ের পর সে পালিয়ে নাজরানে গিয়ে আশ্রয় নেয়; কিন্তু সেখানেও তাকে ব্যঙ্গ করে লেখা হাসসান

---

[৬৫৩] আহমাদ, ২/ ৫৩৮-৫৩৯। মুসলিম, ১৭৮০। দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৫২৯, ৫৩০

[৬৫৪] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২৯৬

[৬৫৫] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ২৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিন সাবিতের কবিতা পৌঁছে যায়। এই চরণগুলিতে তার কাপুরুষতা, ভীরুতা ও পলায়নপরতার কথা উল্লেখ করেছিলেন হাসসান। তিনি বলেছিলেন, 'সেই ব্যক্তি পুরুষ হওয়ার যোগ্য নয়, একজনের প্রতি শত্রুতা যাকে নাজরানে লাঞ্ছনার জীবনে আবদ্ধরেখেছে।'[৬৫৬]

অর্থাৎ, আমাদের এই সুমহান ব্যক্তি মুহাম্মাদকে আল্লাহ তাআলা বাকি রাখুন, যাঁর শত্রুতা তোমাকে নাজরানের ভূমিতে নিক্ষেপ করেছে। ওহে ইবনু যাবআরি, তোমার ওপর লাঞ্ছনা ও নিকৃষ্ট জীবন স্থায়ী হোক।

এরপর হাসসান বিন সাবিত ﵁ প্রত্যাশা করেছেন, ইবনু যাবআরির ওপর যেন আল্লাহর গযব নেমে আসে, আল্লাহর কাছে তিনি চেয়েছেন, ওই লোকটার ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব যেন স্থায়ী হয়। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন যাবআরি ও তার ছেলের ওপর, যন্ত্রণাদায়ক আযাব অপেক্ষা করছে অনন্ত জীবনে।'[৬৫৭]

ইবনু যাবআরির কাছে পৌঁছে যায় হাসসানের এই চরণগুলো। ভবিতব্যের অন্ধকার তাকে অস্থির করে তোলে। জীবনের পরিণতি নিয়ে অনেক ভেবে দেখে। আল্লাহ তার ক্ষেত্রে কল্যাণের ইচ্ছা করেন। আবদুল্লাহ যাবআরি ইসলামে প্রবেশের সংকল্প করে। নাজরান থেকে মাক্কা এসে সোজা আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা করে। প্রকাশ্যে ঘোষণা করে ইসলাম গ্রহণের। যাপিত জীবনের অন্যায়ের কথা স্মরণ করে আল্লাহর রাসূলের কাছে আবদার জানান, 'তিনি যেন তার সমস্ত ইসলাম বিরোধিতা থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'নিশ্চয় ইসলাম পূর্বের সকল কিছু মিটিয়ে দেয়।'[৬৫৮] নবিজি তাকে কাছে টেনে সান্ত্বনা দেন, তার ইসলাম গ্রহণে খুশি হয়ে নিজের চাদর খুলে তাকে জড়িয়ে দেন।[৬৫৯]

বর্ণনাকারীগণ সবাই একমত যে, ইবনু যাবআরি ﵁ ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর রাসূলের প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। অন্ধকার জীবনের অপারগতা প্রকাশও ছিল তাতে।[৬৬০]

---

[৬৫৬] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৩০৭

[৬৫৭] দেখুন, মুহাম্মাদ কাতিবী রচিত, 'কবি সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনু যাবআরি পৃ. ৯২

[৬৫৮] দেখুন, ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ২/ ৮৪৮

[৬৫৯] আস ইসাবাহ, ২/ ৩০৮

[৬৬০] দেখুন, মুহাম্মাদ কাতিবী রচিত, 'কবি সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনু যাবআরি পৃ. ৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনু আব্দিল বার ﵀ বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের প্রশংসায় ইবনু যাবআরি প্রচুর কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তাতে পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী জীবনের কথা স্মরণ করে অনুশোচনার কথাও লেখা ছিল।'[৬৬১]

ইবনু হাজার ﵀ ইসাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা-কাব্য আবৃত্তি করেন। নবিজি খুশি হয়ে তাকে একটি চাদর দেওয়ার নির্দেশ দেন।'[৬৬২]

কুরতুবি ﵀ বলেন, 'ইবনু যাবআরি অভিজাত একজন কবি ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের প্রশংসায় তার বহু কবিতা আছে। যাপিত জীবনের কারণে অনুশোচনা বাক্যও স্থান পেয়েছে তাতে।'[৬৬৩]

ইবনু কাসির ﵀ বলেন, 'ইসলামের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে একজন শত্রু ছিলেন তিনি এবং সেই কবিদের একজন, যারা তাদের শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে উসকে দিতে ব্যবহার করত। এক সময় আল্লাহ তাকে তাওবার তাওফিক দেন, তার দিকে অভিমুখিতা ও ইসলামের দিকে ফেরার অনুগ্রহে আবদ্ধ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ইসলামে অবিচল থেকে দীনকে সাহায্য করেছেন।'[৬৬৪]

সাত. কিছু শারঈ বিধান আর আল্লাহর রাসূলের অবস্থানস্থল

মাক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু ইসলামি বিধান স্পষ্ট হয়েছে। যেমন:

ক. রমযান মাসে মুসাফির ব্যক্তির জন্য—কোনো অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয়ে—রোজা রাখা জায়েয। আল্লাহর রাসূল মাদীনা থেকে বাহিনী নিয়ে রওনা করে কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত রোজা রেখেছিলেন।[৬৬৫]

খ. নবিজি নিচু স্বরে আট রাকাআত চাশতের সালাত পড়েছেন। এটাকে অনেকে দলিল হিসেবে নিয়ে বলেন, এই সালাত সুন্নাহ মুয়াক্কাদা।

গ. মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতগুলো কসর করবে, মাক্কা বিজয়ের

---

[৬৬১] আল ইসতীআব, ২/ ৩১০
[৬৬২] আস ইসাবাহ, ২/ ৩০৮
[৬৬৩] তাফসীরে কুরতুবি, ৬/ ৪০৭
[৬৬৪] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৩০৮
[৬৬৫] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫৭৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময় নবিজি ১৯দিন এখানে অবস্থান করে সালাত কসর করেছেন।[৬৬৬]

ঘ. তিনদিন পর্যন্ত সাময়িক বিয়ে বৈধ করে চিরকালের জন্য তা হারাম করা হয়।[৬৬৭] ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'বৈধতা দেওয়া ও হারাম করার ঘটনা ঘটেছে দুবার। খাইবার যুদ্ধের আগে তা হালাল ছিল; কিন্তু এখানে এসে তা হারাম করা হয়। মাক্কা বিজয়ের দিন আবার বৈধতা দেওয়া হয়েছিল, এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়।'[৬৬৮]

ইবনুল কাইয়ুম ﷺ মনে করেন, 'সাময়িক বিয়ে বা মুতআহ খাইবারে হারাম করা হয়নি; বরং এটাকে মাক্কা বিজয়ের সময়েই হারাম করা হয়েছে। এখানে দীর্ঘ পর্যালোচনা আছে। তবে ঐক্যবদ্ধ চূড়ান্ত কথা হলো, মাক্কা বিজয়ের পর চিরকালের জন্য তা হারাম করা হয়।[৬৬৯]

ঙ. আল্লাহর রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত দেন যে, 'সন্তান গণ্য হবে সে যার ঔরশে জন্মেছে, আর ব্যভিচারী পাবে প্রস্তর নিক্ষেপের শাস্তি।'[৬৭০]

চ. সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশির ক্ষেত্রে ওসিয়ত করা জায়েয নেই। সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﷺ মাক্কায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি আল্লাহর রাসূলের সাথে সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করার ক্ষেত্রে মাশওয়ারা করেছিলেন; কিন্তু আল্লাহর রাসূল অনুমতি দেননি।[৬৭১] মহান মাক্কা বিজয়ের ঘটনাপ্রবাহ থেকে মোটামুটি এই মাসআলাগুলো উদ্ভাবিত হয়।'

২. মাক্কায় আল্লাহর রাসূলের অবস্থানস্থল

কুরাইশের লোকেরা বনু হাশিম ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে যেখানে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আল্লাহর রাসূল সেই হুজুনে নেমে আসেন। উসামা ইবনু যাইদ নবিজিকে

---

[৬৬৬] দেখুন, আল মুজতামাউল মুদনা, পৃ. ১৮৫
[৬৬৭] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫৭৫
[৬৬৮] ইমাম নববীর শরহে মুসলিম, ৯/ ১৮১
[৬৬৯] যাদুল মাআদ, ৩/ ৩৪৩-৩৪৫। দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৫৭৫
[৬৭০] প্রাগুক্ত
[৬৭১] দেখুন, আল মুজতামাউল মুদনা, পৃ. ১৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিজ্ঞেস করলেন, 'আগের বাড়িঘর থাকলে সেখানে উঠবেন কিনা?' নবিজি বললেন, 'আকীল কি আমাদের জন্য কোনো ঘরদোর এখনো রেখেছে?'[৬৭২] তিনি এখানে স্পষ্ট করেছেন, 'মুসলিম কাফিরের মিরাস পাবে না। আকীল আবু তালিবের মিরাস পেয়ে সবকিছু বিক্রি করে দিয়েছিল। 'আলি ও জা'ফার আবু তালিবের মিরাস পাননি, কেননা, তারা ছিলেন মুসলিম, আর আবু তালিবের মৃত্যু হয়েছিল কাফির অবস্থায়।[৬৭৩]

আট. মাক্কা বিজয় থেকে অর্জিত সাফল্য

১. মাক্কা মুসলিমদের শাসনে চলে আসে, মুছে যায় কুফুরিতন্ত্র। একই সাথে হুনাইন, তায়েফ ও সমগ্র বিশ্বের শির্কি শক্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কড়া নাড়ে।

২. আরব উপদ্বীপে মুসলিমরা এক মহাশক্তিধর জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়। মাক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ সম্প্রদায় ইসলামে প্রবেশের মধ্য দিয়ে আল্লাহর রাসূলের আকাঙ্ক্ষাও বাস্তবায়িত হয়। আরব উপদ্বীপে প্রকাশ পাওয়া বিরাট শক্তির সামনে কারও একত্রিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল না। ইসলামের এখন লক্ষ্য নিজের শাসনাধীন আরবে তাওহীদের প্রসার ঘটিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেও জুলুম ও অন্যায়ের রাজত্ব মিটিয়ে দেওয়া। আল্লাহর সৃষ্টির সামনে আল্লাহর দীনে প্রবেশ, শুধু তাঁর ইবাদাতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।[৬৭৪]

৩. মাক্কা বিজয়ের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে দীনি, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও। আসলে মাক্কা বিজয়ের এই দৃশ্যপটগুলোতে একটু সূক্ষ্মভাবে যে কেউ দৃষ্টি দিলে বিষয়গুলো উদ্ভাসিত হবে। সামাজিক জীবনের বিষয়টা সামনে এনে বলব, মাক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ সবার প্রতি কোমল হয়েছেন, কিছু পদক্ষেপ তাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। তাদের শহরে শাসক নিযুক্তির ক্ষেত্রে এমন কাউকে নির্বাচন করেছেন, যে তাদের সম্পর্কে জানে, আবার তাদেরকে দীন শিক্ষা দিতে পারবে।

যেমন: মুআজ ইবনু জাবাল ﷺ-কে মাক্কায় বহাল রেখেছেন, লোকদের নিয়ে

---

[৬৭২] বুখারি, ১৫৮৮ মুসলিম, ১৩৫১। দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/ ৪৮২
[৬৭৩] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/ ৪৮২
[৬৭৪] দেখুন, কিয়াদাতুর রাসূল, আস সিয়াসিয়্যাহ আল আসকারিয়্যাহ, পৃ. ১২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাত পড়া, ও ইসলামে দীক্ষিত নতুন লোকজনকে দীনের গভীর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় মাক্কায় আমীর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন ইতাব ইবনু উসাইদ ﷺ-কে। তার প্রধান কাজ হলো, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করা, দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে জালিমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে মাজলুমকে সাহায্য করা। [৬৭৫]

দীন কেন্দ্রিক অর্জিত সাফল্য হলো, গোটা আরব ইসলামের ব্যাপারে এই নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হয় যে, এই দীনকেই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন, ফলে তারা সাগরের ঢেউয়ের মতো ইসলামের সৈকতে এসে আছড়ে পড়ে।[৬৭৬]

৪. সত্যনিষ্ঠ মুমিনদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়। মুমিনদের জীবনে এই মুহূর্তটি এসেছে নিজেদেরকে আল্লাহর পথে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করা, আল্লাহর দেওয়া শর্ত পূরণ, সাফল্যে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ গ্রহণ ও দুর্গমগিরি অতিক্রমের পর। তাদের ওপর কঠিন বিপদ আগ্রাসী হয়েছে, বাধার প্রাচীর এসেছে সামনে; কিন্তু তারা অবিচল থেকেছেন। এরপরে মুমিন জীবনে উচ্ছ্বাসের মুহূর্তটির কথা তো না বললেই নয়। বিলাল ﷺ কা'বার ওপরে ওঠে সালাতের জন্য আযান দিচ্ছেন। যিনি মাক্কা নগরীর বাতহার উত্তপ্ত বালির ওপর পাথরচাপা কষ্টের মাঝেও বলেছিলেন, 'আহাদ, আহাদ, আহাদ।' সেই তিনি আজ সুরেলা কণ্ঠের আযানে চারদিক মাতোয়ারা করছেন।

---

[৬৭৫] তাআম্মুলাত ফি সীরতির রাসূল, পৃ. ২৬৬
[৬৭৬] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৬

হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ

কারণ ও ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ:

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের হাতে মাক্কার বিজয় দান করেন, কুরাইশ তাঁর কাছে নত হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনা হাওয়াযিন ও সাকীফকে ভাবিয়ে তোলে। তারা বলছিল, 'মুহাম্মাদ এখন আমাদের সাথে যুদ্ধের অবকাশ পেয়েছে; কিন্তু সে আমাদের সাথে যুদ্ধের আগে আমরাই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' দ্রুততম সময়ে তারা যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, সেনাপতি নির্ধারণ করে মালিক ইবনু আউফ নাসরিকে।

তাকে ঘিরে হাওয়াযিন, বনু সাকীফ ও বনু হিলালের যোদ্ধারা সমবেত হয়। হাওয়াযিনের কাআব ও কিলাব এখানে উপস্থিত হয়নি। তবে দারীদ ইবনু সাম্মাহ ঠিকই এদের সাথে ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল বীরত্ব ও মতের সরলতার বিষয়ে সে প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে এখন শুধু মতামত ও পরামর্শই দিতে পারে।

মালিক ইবনু আউফের চিন্তা ছিল, যোদ্ধাদের পেছনে তাদের স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদও থাকবে; যেন কেউ পালাবার কথাও না ভাবে। দারীদ এ কথা জানার পর জিজ্ঞেস করল, 'মালিক, এটা কী জন্যে করছ?' মালিক বলল, 'আমি প্রত্যেক যোদ্ধার পেছনে তার পরিবার ও সম্পদ নিতে চাচ্ছি, যেন এদেরকে রক্ষার জন্য হলেও যুদ্ধ করে।'

দারীদ বলল, 'তুমি তো উট চড়াতে নিয়ে যাচ্ছ! পরাজিতরা কি কিছু ফিরিয়ে আনতে পারে? যুদ্ধে তুমি বিজয়ী হলেও ব্যক্তির জন্য তার তরবারি ও বর্শা ছাড়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুই কাজে আসবে না। আর তুমি পরাজিত হলে তোমার পরিবার, সম্পদ সব খোয়া যাবে।' মালিক ইবনু আউফ তার পরামর্শ গায়ে মাখেনি। আসলে সব খোয়াবার আগে কে শুনেছে কার পরামর্শ?[৬৭৭]

এক. হুনাইন যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

শাওয়াল মাসের পাঁচ তারিখে মুসলিম বাহিনী হুনাইনের দিকে যাত্রা শুরু করে।[৬৭৮] হুনাইনে গিয়ে পৌঁছে দশ তারিখ সন্ধ্যায়। মাক্কা থেকে বেরোবার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ মাক্কার শাসক নিযুক্ত করে যান ইতাব ইবনু উসাইদ ﷺ-কে। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনা সংখ্যা ছিল ১২ হাজার। হাওয়াযিন ও সাকীফের সংখ্যা ছিল মুসলিমদের দ্বিগুণ কিংবা আরও বেশি। চলতি পথে নতুন আজাদ হওয়া মুসলিমদের অনেকেই বাহিনীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে মুগ্ধ হয়ে বলছিল, 'আজ অন্তত সংখ্যা স্বল্পতার কারণে আমরা পরাজিত হব না।'[৬৭৯]

হাওয়াযিন ও সাকীফের সেনাপতি মালিক ইবনু আউফের গৃহীত পরিকল্পনা

হাওয়াযিন ও সাকীফের নেতা মালিক ইবনু আউফ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, তা কয়েকটি ধাপে বিন্যস্ত ছিল—

১. সেনাদের মাঝে মানসিক শক্তি সঞ্চার

মালিক ইবনু আউফ সেনাদের সবাইকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে জ্বালাময়ী এক ভাষণ দেয়। বীরত্বের সাথে লড়াই করে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ় থাকতে উদ্দীপ্ত করে। সমাবিষ্ট সেনাদের সামনে সে বলেছিল, 'আসলে মুহাম্মাদ আজকের আগে কখনোই লড়াই করেনি। সে এর আগে খড়কুটোর মতো কিছু জাতির সাথে মুখোমুখি হয়েছিল শুধু। যাদের যুদ্ধ বিষয়ে কোনো জ্ঞানই ছিল না। ফলে মুহাম্মাদ সহজেই বিজয়ী হয়েছে।[৬৮০]

---

[৬৭৭] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/ ৮৮

[৬৭৮] তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ২/ ১৫০

[৬৭৯] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/ ৪৯৭

[৬৮০] দেখুন, ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ৩/ ৮৯৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. যোদ্ধাদের সন্তানসন্ততি ও সম্পদ পেছনে নিয়ে আসা

হাওয়াযিনের সেনাপতি মালিক বিন আউফ যোদ্ধাদের পেছনে নারী শিশু ও তাদের সম্পদ রাখার নির্দেশ দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুদের সামনে যোদ্ধাদের অটল অবিচল রাখা। কেননা, একজন যোদ্ধা যখন অনুভব করবে, তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এই যুদ্ধক্ষেত্রে তার পেছনেই আছে, তখন এদের ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া তার জন্য কষ্টকর হবে।

> আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'মাক্কা বিজয়ের পর আমরা হুনাইনে যুদ্ধ করি। আমি দেখেছি মুশরিকরা সুন্দর বিন্যস্ত সারিতে সামনে এসেছিল। প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনী, তারপর পদাতিক বাহিনী। যোদ্ধাদের পরে নারীদের অবস্থান, তাদের পেছনে মেষপাল ও সবশেষে গবাদি পশুর সারি।[৬৮১]

৩. তরবারি উন্মুক্ত করে কোষ ভেঙে ফেলা

যুদ্ধের সময় আরবের নীতি ছিল লড়াই শুরুর আগেই তারা খাপগুলো ভেঙে ফেলত। এই পদক্ষেপ যেন ঘোষণা করত বিজয় কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত যোদ্ধাদের ময়দানেই অবিচল থাকতে হবে। মালিক তার বাহিনীকে এই নির্দেশ দেয়—চূড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য। আরবরা বলত, 'তোমরা শত্রু বাহিনীকে দেখার পর তোমাদের তরবারির খাপগুলো ভেঙে ফেলো, একজন ব্যক্তির মতো হয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।'[৬৮২]

৪. মুসলিম বাহিনীর ওপর আকস্মিক আক্রমণ

যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ে মালিক ইবনু আউফ পূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিল। তাই বাহিনীর জন্য সে উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করে। অশ্বারোহী বাহিনীর পাশাপাশি দারীদের পরামর্শ অনুযায়ী একটি তিরন্দাজ বাহিনীও গঠন করে; গোপন করে রাখে মুসলিম বাহিনীর জন্য ওত পেতে থাকতে। আল্লাহর দয়া ও সাহায্য নেমে না এলে এই পরিকল্পনাই প্রায় মুসলিম বাহিনীর কোমর ভেঙে দিয়েছিল, যদি না আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ মুসলিমদের জন্য অনিবার্য না হতো।

---

[৬৮১] মুসলিম, ১০৫৯
[৬৮২] হাকিম, ৩/ ৪৮-৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫. মুসলিমদের ওপর আক্রমণের ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতার কর্তৃত্ব ধরে রাখা

হাওযানি সেনাপতির আরেকটি পরিকল্পনা ছিল মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতার লাগাম সে নিজের হাতে রেখেছিল। কেননা, অধিকাংশ সময় আগ্রাসীরাই বিজয়ী হয়ে থাকে, আর যারা প্রতিহত করে, তারা থাকে দুর্বলতার বৃত্তে। ফলে প্রাথমিক অবস্থায় পরিকল্পনার একটি ফল তারা পেয়েও গিয়েছিল, তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও আল্লাহর রাসূলের দৃঢ়তায় শক্তির পাল্লা পরিবর্তন হয়, মুসলিমরা আবার একত্রিত হয়ে শত্রুদের ওপর বিজয়ী হয়।'[৬৮৩]

৬. মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকে শানিত করা

মালিক ইবনু আউফের গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম ছিল মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র ব্যবহার। মানুষের অন্তরে ভীষণরকম প্রভাব বিস্তার করত এই পন্থা। মালিক মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকে প্রথমে শানিত করে। যুদ্ধের শুরুর দিককার কথা। মালিক বিন আউফ দশ হাজার উট সাথে এনেছিল। এগুলো সে পেছনের সারিতে রেখে প্রত্যেকটির ওপর আরোহণ করায় মহিলাদের। প্রতিপক্ষের জন্য এটা আসলেই ছিল অত্যন্ত ভয়ানক এক দৃশ্য। কারণ, এভাবে দৃশ্যত এক লাখ সৈন্যের মতো মনে হচ্ছিল, যদিও বাস্তবতা এমন ছিল না।[৬৮৪]

শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূলের সমূহ পরিকল্পনা:

মাক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরেই আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতে পারেন, হাওয়াযিনের গোত্রগুলো তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি একদম সম্পন্ন করে ফেলেছে। নবিজিও থেমে না থেকে নিম্নের পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করেন—

১. হাওয়াযিনের পূর্ণ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

আবদুল্লাহ হাদরাদ ﵁ আল্লাহর রাসূলের নির্দেশিত নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত এগিয়ে শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত ফিরে আসেন। গুপ্ত সংবাদ অনুসন্ধানে তিনি সেখানে ছিলেন একদিন কি দুদিন।[৬৮৫] তবে তার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি থেকে যায়। মুসলিমদের বিরুদ্ধে হাওয়াযিনের সমস্ত পরিকল্পনা তিনি সমগ্রভাবে জানতে

[৬৮৩] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ২৫২
[৬৮৪] দেখুন, মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমীল রচিত গাযওয়াতু হুনাইন, পৃ. ১২৮-১৩১
[৬৮৫] তারিখে তবারি, ৩/ ৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারেননি। তার দায়িত্ব ছিল মুশরিকদের গোপন অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা; কিন্তু গিরিখাতের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা তিরন্দাজ বাহিনীর কোনো খবর মুসলিমরা জানতে পারেনি। ফলে তারা মুসলিম বাহিনীর ওপর তিরের বৃষ্টি বর্ষাতে সক্ষম হয়, মুসলিমরা প্রাথমিক অবস্থায় এখানেই ছত্রভঙ্গ হয়েছিল। বলতে গেলে আসলে এই অজ্ঞতাই ছিল মুসলিমদের প্রাথমিক পরাজয়ের কারণ। এই ভুলের ফলাফলে যা অনিবার্য হয়েছে, তা অবশ্য আল্লাহর রাসূলের জন্য নির্ধারিত আল্লাহ কর্তৃক নিরাপত্তার বিষয়টিকে ত্রুটিযুক্ত করবে না। কেননা, এটি ওয়াহির অন্তর্গত বিষয় ছিল না। ছিল সামরিক ইজতিহাদের একটি দিক।

আবার আল্লাহর রাসূলও সাধ্যের সবটুকু চেষ্টা ব্যয় করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যেন শত্রুদের সামনে যথার্থ সামরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়। [৬৮৬]

২. বাহিনী প্রস্তুত করণ এবং ঢাল ও বর্শা তৈরি

মাদীনা থেকে মাক্কা বিজয়ের জন্য বের হওয়া দশ হাজার সৈন্য ও মাক্কা বিজয়ের পর দু হাজার নব মুসলিম দিয়ে নবিজি এই বাহিনী গঠন করেন। মোট সেনা সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২ হাজারে।

আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'হুনাইন যুদ্ধের সময় হাওয়াযিন ও গাতফান তাদের পরিবার, সন্তান ও গবাদি পশুও নিয়ে আসে, বিপরীতে আল্লাহর রাসূলের সাথে সব মিলিয়ে ছিল ১২ হাজার মুজাহিদ। আল্লাহর রাসূল ﷺ এদিন তাঁর বাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার ধারাবাহিকতায় তিনি চাচাত ভাই নাওফাল ইবনু হারিসের কাছ থেকে তিন হাজার বর্শা ঋণ গ্রহণ করেন। এভাবে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছ থেকেও জরিমানার নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু ঢাল চেয়ে নেন। নাওফাল ও সাফওয়ান উভয়েই অব্যাহতভাবে অংশ নিয়েছিলেন। যেমন—সাফওয়ান ইবনু ইয়া'লা বিন উমাইয়া তার বাবার বরাতে নবিজি থেকে বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর রাসূল সাফওয়ানকে বললেন, 'তোমার কাছে আমার দূত এলে ত্রিশটি ঢাল ও ত্রিশটি উট তার হাতে অর্পণ করবে।' সাফওয়ান বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এগুলো কি পরিশোধযোগ্য ঋণ হিসেবে দেবো?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ।'' [৬৮৭]

---

[৬৮৬] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৩৬৯

[৬৮৭] আহমাদ, ৬/৪৬৫; আবু দাউদ, ৩৫৬২; হাকিম, ৩/৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরেক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ হুনাইন যুদ্ধের আগে সাফয়ানের কাছে কিছু ঢাল ধার হিসেবে নিতে চান।' সাফওয়ান সংশয়ে থেকে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ, এগুলো কি বলপূর্বক নিচ্ছেন?' নবিজি বললেন, 'না; বরং ধার নিচ্ছি, ক্ষতি হলে জরিমানা দেওয়া হবে।' যুদ্ধে এর কিছু নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল তাকে এর বিনিময়ে কিছু দিতে চাইলেন; কিন্তু সে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ আমি বরং ইসলামেই বেশি আগ্রহী।' আবু দাউদ ﷬ বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ধার-লেনদেন হয়েছে, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৮৮]

৩. আল্লাহর রাসূলের অবিচলতা, যোদ্ধাদের পুনর্গঠনে তাঁর ভূমিকা

মুসলিমদের আগেই হাওয়াযিনের সেনাবাহিনী হুনাইনে এসে নিজেদের সুবিধা মতো গুপ্ত স্থান নির্বাচন করে, তিরন্দাজ বাহিনীকে ছড়িয়ে দেয় ঘাঁটির বিভিন্ন সংকীর্ণ স্থানে ও বৃক্ষের ডালে ডালে। ওদের প্রথম পরিকল্পনা ছিল হুনাইনের গিরিখাতে মুসলিম বাহিনী ঢোকার সাথে সাথে আকস্মিক আক্রমণ করে দিশেহারা করে ফেলা। হয়েছেও তাই, মুশরিকরা উপত্যকার চারপাশ থেকে মুসলিমদের ওপর তিরবৃষ্টি বর্ষাতে শুরু করে। অতর্কিত হামলায় মুসলিম সেনাব্যূহ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, একজন আরেকজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকে। যুদ্ধের এই সূচনাদৃশ্যে মুসলিম বাহিনীর বিরাট একটি অংশ বিপর্যস্ত হয়ে পালাবার পথ খোঁজে। প্রত্যেকেই নিজের মুক্তির চিন্তায় ব্যস্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল অবিচল থাকেন আল্লাহর রাসূল ﷺ ও অল্প সংখ্যক সাহাবি। তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিহত করতে।

এই আতঙ্কময় মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে আব্বাস ﷜ বলেন, 'হুনাইন যুদ্ধে আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে উপস্থিত ছিলাম। আমি ও আবু সুফিয়ান তাকে বজ্র আঁটুনির মতো আঁকড়ে ছিলাম। কঠিনতম সময়েও পৃথক হইনি। নবিজি এদিন তাঁর সাদা গাধিটাতে সওয়ার ছিলেন।

মুসলিম বাহিনী ও মুশরিকরা মুখোমুখি হওয়ার পর মুসলিমরা পিছু হটে। মুসলিমরা আকস্মিক আক্রমণের শিকার হয়ে পলায়নপর হলেও আল্লাহর রাসূল আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাবীরের ভূমিকায়। তিনি একাই গাধি নিয়ে কাফিরদের দিকে দ্রুত ছুটতে শুরু করেন। এদিকে আমি আল্লাহর রাসূলের গাধির লাগাম ধরে

---

[৬৮৮] আহমাদ, ৬/ ৪৬৫; আবু দাউদ, ৩৫৬২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

টেনে রাখছিলাম, যেন সামনে অগ্রসরতায় ক্ষিপ্র না হয়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আব্বাস, বাইআতুর রিদওয়ানে অংশ নেওয়া সাহাবিদের ডাকুন।' আব্বাস ؓ ছিলেন ভরাট কণ্ঠের অধিকারী। বহুদূর ছড়িয়ে পড়ত তার আওয়াজ। আব্বাস ؓ বলেন, 'আমি উচ্চকিত আওয়াজে ডেকে বললাম, 'মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধের অঙ্গীকার করা সাথিরা—তোমরা কোথায়?' আল্লাহর কসম, তারা আমার ডাক শুনে এভাবে ছুটে এলো, যেমন গাভীর কাছে বাছুর ছুটে আসে। আমার ডাক শুনে তারা সাড়া দিয়ে বলল, 'এই তো আমরা এখানেই আছি।' নবিজি বললেন, কাফিরদের সাথে প্রাণপণে লড়াই করো।'

এরপর আমি আনসার সাহাবিদের ডেকে বলছিলাম, 'ওহে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কোথায়?' এসময় আমার ডাক খাযরাজের বনু হারিস পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আল্লাহর রাসূল গাধির ওপর থেকেই সামনে দৃষ্টি দিলেন। শত্রুদের সাথে যুদ্ধের জন্য তিনি দীর্ঘ একটা সারি দেখতে পেলেন। অকপটে বললেন, 'এখন যুদ্ধ অগ্নিরূপ ধারণ করবে।' [৬৮৯]

আল্লাহ তাআলা হুনাইন যুদ্ধে তাঁর নবিকে কয়েকভাবে সাহায্য করেছেন,

আসমান থেকে ফেরেশতাদের পাঠিয়েছিলেন

শত্রুদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন[৬৯০]

দু মুঠো কংকর ও মাটি মিশে গিয়েছিল শত্রুদের চোখে

আল্লাহর রাসূল ﷺ শত্রুদের দিকে দু মুঠো কংকর ও মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, এগুলো ওদের প্রত্যেকের চোখে মিশে গিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। শত্রুদের পরাজয়ের এ-ও ছিল অন্যতম কারণ। আল্লাহ তাঁর নবিকে মৌলিক এ অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।[৬৯১]

এ প্রসঙ্গে আব্বাস ؓ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছু কংকর নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, 'মুহাম্মাদের রবের শপথ, ওরা পরাজিত হয়ে গেছে।' আমি পরিস্থিতি দেখতে সামনে এগোলাম। যুদ্ধের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম, 'আল্লাহর কসম, এটা ছিল নবিজির নিক্ষিপ্ত কংকরের প্রভাব। শত্রুরা ক্রমশ দুর্বল

[৬৮৯] মুসলিম, ১৭৭৫; ইবনে হিশাম, ৪/ ৮৭
[৬৯০] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৫৫৯
[৬৯১] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ২৫৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েপিছু হটছিল। [৬৯২]

দুই. পলায়নপর শত্রুদের পিছু ধাওয়া

ক. আবু মুসা আশআরির একটি বর্ণনা

আবু মুসা আশ'আরি বলেন, হুনাইন যুদ্ধ শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু আমিরের নেতৃত্বে আওতাসের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী দুরাইদের মুখোমুখি হয়ে তাকে হত্যা করে, পরাজিত হয় তার বাহিনী। আবু আমিরের সাথে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন নবিজি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে জুশামি এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তির এসে আবু আমিরের হাঁটুতে বিদ্ধ হয়।

আমি তার কাছে এক প্রকার ছুটে এসে বললাম, 'চাচাজান, আমাকে বলুন, আপনাকে কে তির মেরেছে?' তিনি ইশারায় বললেন, 'ওই যে, ওই লোকটা আমাকে তির মেরেছে।' আমি লোকটার দিকে এগিয়ে প্রায় ধরেই ফেলেছিলাম, এমন সময় সে আমাকে দেখে দ্রুত পালায়। আমি তার পিছু নিয়ে বলছিলাম, 'আরে, এভাবে ভাগতে তোর লজ্জা করে না? সাহস থাকলে থাম।'

লোকটা থেমে আমার অভিমুখী হলো। দু বার ঘাত-প্রতিঘাতের পর আমি তাকে হত্যা করলাম। আবু আমিরের কাছে এসে বললাম, 'চাচাজান, আমি ওকে হত্যা করেছি।' তিনি বললেন, 'তিরটা বের করো।' আমি তির বের করার পর দেখলাম, সেখান থেকে পানিও বেরিয়ে এলো।'

তিনি বললেন, 'ভাতিজা, আল্লাহর রাসূলকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, তিনি যেন আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।' কথা শেষে তিনি আমাকে লোকদের আমীর বানিয়ে একটু পরেই শাহাদাত বরণ করেন। এরপর আমি ফিরে এসে আমি আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি খাটের ওপর বসা ছিলেন। আমি সার্বিক খবর দেওয়ার পর বললাম, 'আবু আমির শাহাদাতের পূর্বে আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, আর কামনা করেছেন, আপনি যেন তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন।'

আল্লাহর রাসূল পানি আনিয়ে ওযু করলেন। ওযু শেষে দুহাত আসমানের দিকে উঠিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, আবু আমির উবাইদকে তুমি ক্ষমা করে দাও।'

[৬৯২] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, ৫৫৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবিজি হাত এতটা উত্তোলন করেছিলেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি আবার বললেন, 'হে আল্লাহ, কিয়ামাতের দিন তোমার অনেক বান্দার ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ো।'

> আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্যও দুআ করুন।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি আবদুল্লাহ ইবনু কাইসের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দাও, তাকে কিয়ামাতের দিন সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও।'[৬৯৩]

খ. তায়েফে পলাতকদের অবরোধ

আল্লাহর রাসূল ﷺ তায়েফ অবরোধকালে যুদ্ধ ও অবরোধের বেশকিছু অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। যুতসই জায়গা বেছে নেন। শত্রুদের মাঝে আতঙ্ক ছড়াতে স্নায়ুযুদ্ধও করেছিলেন তিনি। তার গৃহীত পন্থাগুলো ছিল—

১. যুদ্ধে অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ

তায়েফ অবরোধে নবিজি ﷺ এমন নতুন অস্ত্র ব্যবহার করেন, যা ইতঃপূর্বে আর করেননি। যেমন—

মিনজানিক:

> এটা প্রমাণিত, তায়েফে সাকীফ গোত্রকে অবরোধকালে আল্লাহর রাসূল এই অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। মাকহূল ﷺ বলেন, 'তায়েফে আল্লাহর রাসূল ﷺ মিনজানিক স্থাপন করেছিলেন।[৬৯৪] মিনজানিক এক প্রকার ভারী প্রক্ষেপণ অস্ত্র। এটার মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করে দুর্গের দেয়াল ভাঙা হয়, বর্তমানে এই ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে ঘরবাড়ি ও সামরিক ঘাঁটি পুড়িয়ে ভস্ম করা হয়। যুদ্ধের সময় এই অস্ত্রের ব্যবহার সেনাবাহিনীর জন্য অনেকটা অপরিহার্যের মতো।[৬৯৫]

ট্যাঙ্ক:

অবরোধের সময় আল্লাহর রাসূলের ব্যবহৃত আরেকটি অস্ত্র ছিল দাবাবাহ; ট্যাঙ্ক। এটা ছিলো একটি ছোট্ট ঘরের মতো। নির্মিত হয় কাঠ দিয়ে। শত্রুপক্ষের তির থেকে

[৬৯৩] বুখারি, ২৮৮৪; মুসলিম, ২৪৯৮
[৬৯৪] আবু দাউদ ফিল মারাসীল, ৩৩৫; তিরমিযি, ২৭৬২
[৬৯৫] আল মাদরাসাতুল আসকারিয়্যাহ, পৃ. ৪০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আত্মরক্ষার জন্য এটি বেশ কাজ দেয়। সেনাবাহিনী যখন দুর্গের দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকতে চায়, তখন শত্রুদের তির থেকে এটি যোদ্ধাদের সুরক্ষিত রাখে।[৬৯৬]

কাঁটাযুক্ত ফাঁদ, ল্যান্ডমাইনের মতো:

আল্লাহর রাসূলের ব্যবহৃত আরেকটি নতুন অস্ত্র ছিল কাঁটাযুক্ত ফাঁদ। প্রতিরোধ ব্যবস্থায় এটি ব্যবহৃত হয়। দেখতে অনেকটা স্থল মাইনের মতো। দুটি কাঠ ক্রুশের মতো আড়াআড়ি স্থাপন করে এটি তৈরি করা হয়। নির্মাণের পর এটি চতুষ্কোণ আকৃতি ধারণ করে। মাটিতে নিক্ষেপ করা হলে এর একটি অংশ বেরিয়ে থাকে, ঘোড়া ও পদাতিক বাহিনী এখানে এসে হোঁচট খায়। এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ের তীব্রতা কমে আসে।[৬৯৭] সীরাত গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর রাসূল তায়েফ অবরোধে এই অস্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন তায়েফ দুর্গের সামনে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রাখতে। [৬৯৮]

বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে নবিজি সমগ্র মুসলিম জাতিকে, বিশেষকরে সেনাপতিদের সামনে স্পষ্ট করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনে সামরিক নতুন অস্ত্র উদ্ভাবন ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা থেকে তারা যেন উদাসীন না থাকে। আল্লাহর ওপর ভরসার পাশাপাশি নবিজি যে বাস্তবমুখী পদক্ষপগুলো নিয়েছিলেন, উম্মাহকে এসব চিরকাল পথ দেখাবে।

২. সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান নির্ণয়

দুর্গের কাছেই একটি উপযুক্ত স্থানে মুসলিম বাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করে। বাহিনীর সৈন্যরা কেবল শামিয়ানা টানতে চাচ্ছিলেন, এমন সময় তাদের দিকে ধেয়ে আসে অসংখ্য তিরের বৃষ্টি। এতে অনেকেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এই অপ্রস্তুত মুহূর্তে হুব্বাব বিন মুনজির ﷺ আল্লাহর রাসূলকে পরামর্শ দেন বাহিনীকে নিরাপদ একটি স্থানে সরিয়ে নিতে। যেখানে দুর্গ থেকে আসা তিরের আশঙ্কা থাকবে না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তার মাশওয়ারা সংগত মনে করে তাকেই একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে দেখবার দায়িত্ব দেন। যুদ্ধের এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের উপযুক্ত প্রশস্ত

[৬৯৬] দেখুন আল কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪০৫
[৬৯৭] আল ফান্নুল হারবি ফি সাদরিল ইসলাম, পৃ. ১৯৫
[৬৯৮] তাবাকাতুল কুবরা, ২/ ২১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্থান নির্ণয়ে তিনি বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন।

হাব্বাব ﵁ নবিজির কাছ থেকে বেরিয়ে যান। যুতসই একটি স্থান নির্ধারণ করে অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে এসে আল্লাহর রাসূলকে অবহিত করেন। নবিজিও আর বিলম্ব করেননি। বাহিনীকে নির্দেশ দেন নতুন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করতে। কেমন ছিল সেই মুহূর্ত? এর বর্ণনা আমাদের দিচ্ছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবি।

আমর বিন উমাইয়া যামরি ﵁ বলেন, 'দুর্গ থেকে এক যোগে আমাদের দিকে অসংখ্য তির ছুটে আসে, আমরা ঢাল পাতলেও তাতে খুব বেশি কাজ হয়নি। আমাদের অনেকেই আক্রান্ত হয়। আল্লাহর রাসূল দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন। উপযুক্ত নিরাপদ স্থানের জন্য হাব্বাব বিন মুনজিরকে ডেকে বললেন, 'দুর্গ থেকে দূরে একটি উঁচু নিরাপদ স্থানের খোঁজ করো।'

হাব্বাব ﵁ বের হয়ে তায়েফের মাসজিদের[৬৯৯] কাছে একটি স্থান খুঁজে বের করেন। গ্রামের বাইরে ছিল জায়গাটি। একটু পর তিনি ফিরে এসে নবিজিকে অবহিত করেন। নবিজিও আর দেরি না করে বাহিনী স্থানান্তরের নির্দেশ দেন।[৭০০]

৩. স্নায়ুযুদ্ধের কৌশল অবলম্বন

তায়েফের প্রতিরোধ ব্যবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করে, এমনকি বেশ কজন মুসলিম শহিদ হন। আল্লাহর রাসূলও কঠিন সিদ্ধান্ত নেন। তায়েফ দুর্গের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা আঙুর ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য, বনু সাকীফের ওপর চাপ প্রয়োগ করা। নবিজির এই স্থিরীকৃত অবস্থান বাস্তবিক পক্ষেই ওদের মানসিক অবস্থা দুর্বল করে দেয়, প্রতিরোধ ক্ষমতায় ভাটা পড়ে। বাধ্য হয়ে বনু সাকীফ আল্লাহর করুণার দোহাই দিয়ে নবিজিকে এই কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানায়। নবিজি ওদের অনুরোধ মেনে নেন।

এরপর অবশ্য তায়েফের গোলামদের ডেকে বলেন, 'দুর্গ থেকে নেমে যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে মিলিত হবে, সে আজাদ।' ঘোষণা শুনে ২৩জন গোলাম বের হয়ে আসে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু বাকরাতা সাকাফি। পরে এদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবিজি সবাইকে আজাদ করে দেন। ইসলাম গ্রহণের পর

---

[৬৯৯] এটি বর্তমানে মসজিদে ইবনে আব্বাস নামে প্রসিদ্ধ
[৭০০] দেখুন, ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ১/ ৪১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওদেরকে আর বনু সাকীফে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।[৭০১]

৪. অবরোধ প্রত্যাহার

অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হিকমাহ ছিল স্পষ্ট। তায়েফকে ঘিরে থাকা চারপাশের এলাকা এমনিতেই ওদের শাসনাধীন ছিল না; বরং ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত হয়েছিল। অধিকন্তু বাহ্যত মনে হচ্ছে, ওদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে শুধু দুর্গের সুরক্ষাই দিতে পারবে। কাজেই ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিম বাহিনীর সামনে অবরোধ বহাল রাখা কিংবা উঠিয়ে নেওয়া দুটোই সমান।

তবুও আল্লাহর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে পাশের সাহাবিদের পরামর্শ চান।[৭০২] নাওফাল ইবনু মুআবিয়া বলেন, 'আপনার সামনে গর্তে আশ্রয় নিয়ে আছে শেয়াল, আপনি সামনে এগোলে ধরতে পারবেন, আর ছেড়ে দিলে সে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

নবিজি নাওফালের পরামর্শ যথার্থ মনে করে 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে বললেন, 'বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দাও।' সাহাবিরা এই ঘোষণা শুনে অনেকটা বিচলিত হন। তারা বিস্ময় নিয়ে বলছিলেন, 'কী ব্যাপার, আমরা কি তায়েফ বিজয়ের আগেই ফিরে যাব!'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে, তা হলে কালকে সকালে হামলা করো!' সকালে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে হামলা করে, কিন্তু তাতে লাভ হয় না, বরং আঘাতে জর্জরিত হয়ে ফিরে আসে।' আল্লাহর রাসূল আবার বললেন, 'আমরা আগামী কাল ফিরে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ।'

এবার প্রত্যাবর্তনের ঘোষণায় ঠিকই সবাই খুশি হয়, স্বস্তি ফিরে আসে। সফরের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এদিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের পরিবর্তিত মনোভাব দেখে মুখ টিপে হাসছিলেন।[৭০৩] ফেরার পথে মুসলিমদের সংখ্যা কম মনে হচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'বলো, আমরা তাওবা করে আমাদের রবের প্রতি দাসত্বের অনুভূতি নিয়ে তাঁর প্রশংসা করেফিরে আসছি।' নবিজিকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সাকীফের বিরুদ্ধে দুআ করুন।' নবিজি বললেন, 'হে

[৭০১] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/ ৫১০
[৭০২] দেখুন, সুজা' রচিত দিরাসাত ফি আহদিন নুবুওয়্যাহ, পৃ. ২০৬
[৭০৩] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/ ৪৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ, সাকীফকে হিদায়াত দান করো, তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করাও।'[৭০৪]

মানুষের সাথে আল্লাহর রাসূলের আচরণবিধি:

ক. পৌত্তলিকতায় ফিরবার সুযোগ নেই আর

জাহিলি অন্ধকার থেকে কেবল বিচ্ছিন্ন হওয়া বেশ কিছু মানুষ ছিল হুনাইন যুদ্ধে। এদের কিছু গোত্র একটি বিরাট সবুজ বৃক্ষকে ভক্তি করত। গাছটিকে বলা হতো জা-তু আনওয়া। প্রতি বছর তারা এখানে এসে গাছটিতে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত, এটির কাছে পশু জবাই করে একদিন পর্যন্ত এখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করত।

আজ আল্লাহর রাসূলের সাথে চলবার সময় সেই বৃক্ষটি তাদের চোখে পড়ে। দীর্ঘ দিনের স্মৃতি বিজড়িত স্থানটি তাদের টানে। শেষ পর্যন্ত জাহিলিয়াতের অভ্যস্ততার কথা ওদের মুখ থেকে বের হয়ে আসে। নবিজিকে বলে ফেলে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের জন্যও একটি জা-তু আনওয়া নির্ধারণ করুন, যেমন: ওদের একটি জা-তু আনওয়া আছে।' আল্লাহর রাসূল বিস্ময়াভূত কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহু আকবার, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তোমরা মূসার কওমের মতই কথা বলছ। ওরা বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন প্রভু নির্ধারণ করো, যেমন তাদের একজন প্রভু আছে, মূসা বলল, 'আরে! তোমরা তো দেখছি এক মূর্খ জাতি!' তবে অচিরেই তোমরাও পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে।'[৭০৫]

ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে তাদের নিখুঁত তাওহীদ থেকে বের হওয়ার অভিপ্রায় ছিল না। তবে আল্লাহর রাসূল ﷺ পরিষ্কার করেছেন, তাদের প্রত্যাশায় শির্কের অর্থ আছে। ফলে সতর্ক করেছেন, আর ইসলামে নতুন হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি।[৭০৬] আল্লাহর রাসূল তাদের সামনে জিহাদে শরিক হওয়ার সুযোগ অবারিত রেখেছেন। কেননা, এ শর্তারোপ করা হয়নি যে, জিহাদে শরিক হতে গেলে সমগ্রভাবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হতে হবে, মূর্খতার কোনো গন্ধ থাকতে পারবে না। জিহাদ একটি সৎ কাজ, এতে অংশ নিলে ব্যক্তি প্রতিদান পাবে, যদিও দীনের অন্য বিষয়ে তার ত্রুটি থাকে।

---

[৭০৪] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৫৬৬

[৭০৫] আহমাদ, ৫/২১৮; তিরমিযি, ২১৮০। দেখুন, নদভী রচিত, সীরাতুন নবী, পৃ. ৩৪৯

[৭০৬] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/৪৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলতে পারি জিহাদ একটি মাদরাসা, যেখানে মুজাহিদরা আকীদাহ, বিধিবিধান ও চারিত্রিক শিষ্টাচার শিখতে পারে। জিহাদে দীর্ঘ পথ সফর করতে হয়, মুখোমুখি হতে হয় অনেক নতুন ঘটনার। উন্মুক্ত হয় চিন্তাশীলতার পথ।[৭০৭]

খ. সংখ্যাধিক্যের মুগ্ধতা আল্লাহর সাহায্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়

যুদ্ধের শুরুতে সংখ্যাধিক্যের ঢেকুর মুসলিমদের বিজয়ের পথে বাধা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।' (সূরা তাওবা: ২৫)
>
> আল্লাহর অসীমত্ব ও বান্দার দুর্বলতা উচ্চারণ করে সে সময় আল্লাহর রাসূল দুআ করলেন, 'ইয়া আল্লাহ, তোমার কাছে সামর্থ্য চাই, তোমার সাহায্যে সফর করি, তোমার নামেই লড়াই করি যুদ্ধে।'[৭০৮]

আল্লাহর রাসূল ﷺ এভাবেই মুসলিমদের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেন, চিন্তা ও গৃহীত পথ নির্ণয়ে তাদের বিচ্যুতি ও ভ্রান্তি সংশোধন করতেন।[৭০৯] যুদ্ধের শুরুতে মুসলিমদের প্রাথমিক পরাজয় ও বিরাট একটি অংশ পলায়ন করা সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল কাউকে তিরস্কার করেননি। অনেক মুসলিম দাবি জানিয়েছিল, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের কারণে নতুন আজাদ মুসলিমদের হত্যা করা হোক; কিন্তু আল্লাহর রাসূল এই মত গ্রহণ করেননি।[৭১০]

গ. গানীমাত হয়েছে আকৃষ্টকরণের মাধ্যম

ইসলামে নতুন হওয়ার কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ চাইলেন নতুন আজাদ মুসলিম ও গ্রাম্যদেরকে গানীমাত দানের মাধ্যমে ইসলামের দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করবেন। এই ইচ্ছায় কুরাইশের মিত্র, গাতফান ও বনু তামীমকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান

---

[৭০৭] দেখুন, হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৮/৬২

[৭০৮] আহমাদ, ৩/৩৩২,৩৩৩; ইবনু হিব্বান, ১৯৭৫

[৭০৯] দেখুন, আল মুজতামাউল মুদনী, পৃ. ১৯৯

[৭১০] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। এদের একেকজনকেই দিয়েছিলেন একশ করে উট। গানীমাত প্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, সুহাইল ইবনু আমর, হাকীম ইবনু হিযাম, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, উয়াইনা ইবনু হিসন ফাযারি, আকরা ইবনু হাবিস, মুআবিয়া ও ইয়াযীদ ইবনু আবি সুফিয়ান এবং কাইস ইবনু আদি।[৭১১]

এই বিপুল দানের মধ্যমে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল তাদের অন্তরকে ইসলামের দিকে ভালোবাসার টানে আকৃষ্ট করা। আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'যদিও এখানে একজন ব্যক্তি শুধু পার্থিব ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করত; কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইসলামই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠত।'

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার ব্যাপারটাই একটু দেখি। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে যা দেওয়ার দিয়েছেন, তখনো তিনি ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের, আর দানের পর তিনি আমার কাছে হয়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।'

আল্লাহর রাসূলের এই বণ্টনে আনসার সাহাবিদের মানব প্রকৃতি প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাদের থেকে প্রকাশিত কথাও অস্বাভাবিক ছিল না। তবে নবিজি তাদের এই মানসিক আলোড়ন দূর করেছেন, বয়ান করেছেন এই বণ্টনের ভেতরের রহস্য। শেষে আনসার সাহাবিদের সম্বোধন করেছেন এক ঈমানদীপ্ত সৌহার্দপূর্ণ আবেগঘন অভিব্যক্তিতে। এরপর বহুকাল বয়ে গেছে, কিন্তু এমন কেউ নেই, যে এই মুহূর্তের কথাগুলো পড়েছে কিন্তু কান্নার জলে ভাসেনি। এই তো,সাআদ ইবনু উবাদা ﷺ আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই বণ্টনের কারণে আনসার সাহাবিরা আপনার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কিছু অনুভব করছে!' নবিজি বললেন, 'এমনটা কেন?' তিনি বললেন, 'আপনি গানীমাতের সমস্ত সম্পদ আপনার গোত্র ও আরবদের মাঝে বণ্টন করেছেন, এখান থেকে আনসারিগণ কিছুই পাননি, তাই তাদের মন খারাপ।'

নবিজি বললেন, 'এ ব্যাপারে তোমার কী খেয়াল?' সাআদ বিন উবাদা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমিও তো তাদেরই একজন।' নবিজি বললেন, 'তোমার লোকদের আমার কাছে ডাকো, ওরা এলে আমাকে বলবে।'

সাআদ ইবনু উবাদা ﷺ আনসার সাহাবিদের ডেকে নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত

---

[৭১১] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৪২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করলেন। কিছু মুহাজির সাহাবি এলে তিনি তাদেরকেও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। কিছুক্ষণ পর আবার কয়েকজন ঢুকতে চাইলে সাআদ ﷺ বারণ করেন। আনসারিরা সবাই সমবেত হওয়ার পর তিনি নবিজির কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আনসারি সাহাবিরা আপনার নির্দেশিত স্থানে হাজির হয়েছে।'

নবিজি আনসারিদের মাঝে এসে কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। আল্লাহর মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনার পর বললেন—

'হে আমার আনসার সাহাবিরা, আমি জানতে পারলাম, আমার বণ্টনে তোমরা নাকি কষ্ট পেয়েছ? কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে, আমি যখন তোমাদের কাছে যাই, তখন তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট ছিলে, এরপর আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দিয়েছেন, তোমরা সবাই অভাবী ছিলে, আল্লাহ তোমাদের সচ্ছল করেছেন, তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে সহমর্মিতা জাগিয়েছেন?'

আনসারিগণ বললেন, 'জি, আপনি সত্য বলেছেন।' নবিজি বললেন, কী ব্যাপার, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন?' আনসারিগণ বললেন, 'আমরা কী উত্তর দেবো, সমস্ত অনুগ্রহ তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।'

নবিজি বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমরা অন্যভাবে আমাকে একথাও বলতে পারো এবং এ কথায় তোমরা সত্যবাদী হবে। তোমরা যদি বলো, 'আপনি যখন আমাদের এখানে আসেন, তখন আপনাকে শহর থেকে হিজরাতে বাধ্য করা হয়েছে, পরে আমরাই আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি দীনতার মাঝে ছিলেন, আমরা আপনাকে সহমর্মিতা দেখিয়েছি, আপনি আতঙ্কিত ছিলেন, আমরা আপনাকে সুরক্ষা দিয়েছি, আপনি বন্ধুহীন ছিলেন, কোনো সাহায্যকারী ছিল না, আমরাই আপনাকে সাহায্য করেছি।'

আনসারিগণ বললেন, 'এ সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।'

নবিজি বললেন, 'ঘাস লতাপাতার মতো দ্রুত ধ্বংসশীল এই পার্থিব সম্পদের কারণে কি তোমরা আমার প্রতি নারাজ হয়েছ? যারা মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে, এগুলো আমি তাদের দিয়েছি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। আর তোমাদের ওপর আমি সেই ইসলামের নিয়ামাত অর্পণ করেছি, যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে বিধিবদ্ধ করেছেন। তোমরা কি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট নও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে, সকল মানুষ বকরি ও উট নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে? সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি সকল মানুষ এক ঘাঁটিতে চলে আর আনসারিগণ অন্য ঘাঁটি অবলম্বন করে, তাহলে আমি আনসারিদের ঘাঁটিই অবলম্বন করতাম। হিজরাতের বিষয়টি লিপিবদ্ধ না থাকলে আমিও আনসারদের একজনই হতাম। হে আল্লাহ, আনসারিদের ওপর, তাদের সন্তান ও নাতিদের ওপর তুমি রহম করো।'

নবিজির কথা শেষে আনসারি সাহাবিরা আপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আজ যেন সব আবেগ ও পুলকের জোয়ার হৃদয়ে জমা হয়েছে। অশ্রুজলে ভিজে যায় ঘন শ্মশ্রুগুচ্ছ। কান্না হালকা হয়ে এলে তারা বললেন, 'আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে এবং আল্লাহর রাসূলের বণ্টনে সন্তুষ্ট আছি।' নবিজি ﷺ ফিরে আসেন। আনসারি সাহাবিরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে আসেন ভালোবাসার স্নিগ্ধ আবেশ বুকে নিয়ে।'[৭১২]

অন্য বর্ণনায় আছে, নবিজি বলেছেন, 'অচিরেই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, তবে তোমরা হাউজে কাওসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত সবর করবে।'[৭১৩]

এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। সেটা হলো, অসন্তোষের এই কথা সকল আনসারি সাহাবি থেকে প্রকাশ পায়নি। বলেছিলেন কিছু তরুণ আনসার সাহাবি। বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন—

'হুনাইন যুদ্ধের পর হাওয়াযিনের বিপুল সম্পদ নবিজি গানীমাত হিসেবে লাভ করেন। বণ্টনের সময় তিনি কুরাইশের অনেককে একশ করে উট দিলেও আনসার সাহাবিরা কিছুই পাননি।' এতে কিছু আনসার সাহাবির মানব প্রকৃতি প্রভাবিত হয়। তারা বলে, 'আল্লাহ নবিজিকে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে ছেড়ে সবকিছু কুরাইশকেই দিচ্ছেন। অথচ এখনো আমদের তরবারি থেকে ওদের রক্ত টুপটুপ করে ঝরছে!'

আল্লাহর রাসূল ﷺ আনসারিদের এই অভিব্যক্তি কোনোভাবে জানতে পারেন। তিনি লোক পাঠিয়ে একটি চামড়ার তাঁবুতে তাদের উপস্থিত করেন। অন্যদের

[৭১২] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/ ৪৪৭
[৭১৩] বুখারি, ৪৩৩০; মুসলিম, ১০৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বারণ করেন সেখানে বসতে। সমবেত আনসারি সাহাবিদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'তোমাদের একটা কথা আমার কানে এলো, কী সেটা?'

বিচক্ষণ আনসার সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের বড়রা এ ধরনের কোনো কথা বলেনি, কিছু তরুণ বলে ফেলেছে—'আল্লাহ নবিজিকে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে ছেড়ে সবকিছু কুরাইশকেই দিচ্ছেন। অথচ হাওয়াযিনের রক্ত এখনো আমাদের তরবারি থেকে টুপটুপ করে ঝরছে।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'দেখো, সদ্য যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, তাদের অন্তর আকৃষ্ট করার জন্য আমি এই গানীমাতের সম্পদগুলো তাদের দিয়েছি।[৭১৪] তোমরা কি এ নিয়ে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা সম্পদ নিয়ে তাদের বাড়িতে ফিরে যাবে, আর তোমরা বাড়ি ফিরবে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে?' আল্লাহর কসম, নবির যে পবিত্র সত্তাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছ, তা পৃথিবীসম গানীমাতের সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।'

এই ঘটনাকে দলিল মেনে ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'মুসলিম জাতিকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে অনেক সময় শত্রুর সাথেও সদ্ভাব বজায় রাখা শাসকের জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, তিনি মুসলিম জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে ও শত্রুর অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষায় নিয়োজিত। এ জন্য শত্রু প্রধানকে উপহারের মাধ্যমে হলেও মানিয়ে রাখা অবশ্য কর্তব্যের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের বঞ্চিত করা যদি মন্দ দেখায়; কিন্তু বৃহৎ স্বার্থ রক্ষায় জরুরি মুহূর্তে ক্ষুদ্র উপকারকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হয়। শরিআতেরও বিধান এটাই, 'ক্ষতিকর দুটি বিষয়ের মাঝে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর পন্থাই বেছে নিতে হয়, গ্রহণ করতে হয় অপেক্ষাকৃত বেশি কল্যাণময় কাজটাকে সীমিত কল্যাণের কাজটাকে বর্জন করে।' শুধু শরিআত কেন? বলতে পারি, দীন-দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ এই মূলনীতির মাঝে নিহিত।'

বাস্তবধর্মী একটি উপমা দিয়ে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ গাযালি ﵀। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে, যারা বুদ্ধির বিবেচনায় সত্যের অনুসারী হয় না; হয় পেটের চাহিদায়। যেমন: তৃণভোজী প্রাণীকে ঘাস ইত্যাদি দেখিয়ে কাছে ডাকা হয়, এভাবে এক সময় তার নিরাপদ স্থান গোয়াল

---

[৭১৪] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/ ৪৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘরে প্রবেশ করে। ঠিক এমনই কিছু মানুষ আছে, পার্থিব স্বার্থের হাতছানি দেখে ইসলামে প্রবেশ করলেও পরবর্তী সময়ে প্রকৃত ঈমান তাদের মনে গেঁথে যায়।'[৭১৫]

আল্লাহর রাসূল ﷺ আনসার সাহাবিদের সামনে পার্থক্য রেখার সুন্দর একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, জাতি হিসেবে আনসার সাহাবিরা নিশ্চিত ঈমানের সুবার্তা পাচ্ছেন, আর তাদের বিপরীতে অন্যরা পেয়েছে উট-মেষ ইত্যাদি। তারা আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে অসীমকালের জন্য সুরভিত হচ্ছেন, আর অন্যদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে বকরি ও উট নিয়ে।' এই চিত্র তাদের চেতনাকে জাগ্রত করেছে। অনুভব করেছেন, তাদের মতো এমন জাতি এই ভুলে আপতিত হওয়া উচিত ছিল না। ফলে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, ঘন শ্মশ্রুগুচ্ছ ভিজে গেছে অশ্রুজলে, কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন সন্তুষ্টি। প্রশান্ত হয়েছে সবার অন্তর।[৭১৬]

ঘ. গ্রাম্যদের রুক্ষ আচরণে নবিজির সবর

গ্রাম্য মূর্খদের বৈরি আচরণ, সম্পদের প্রতি গভীর টান ও উপার্জনে মন্দ লালসার কারণে আল্লাহর রাসূলকে অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আসলে আল্লাহর রাসূল তো ছিলেন এমন উপমেয় অভিভাবক, যিনি তাদের অবস্থা অনুভব করতেন, পূরণ করতেন তাদের চাহিদা, আবার অভিজ্ঞ ছিলেন তাদের রুক্ষ ও কঠোর জীবন সম্বন্ধে। কাজেই নবিজি তাদের কাছে ইসলাম স্পষ্ট করতেন, কল্যাণের ব্যাপারে তাদেরকে নিশ্চিন্ত রাখতেন। আচরণও করতেন তাদের বিবেচনাবোধ অনুযায়ী।

নবিজি তাদের প্রতি ছিলেন দয়ার্দ্র, একজন কল্যাণকামী অভিভাবক। ফলে তাদের সাথে সমকালীন রাজাবাদশাদের মতো ব্যবহার করতেন না। যে বাদশাদের সামনে নত হয়ে সিজদা করতে হতো। এমন সব সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করতে হতো, যেমন করে থাকে গোলাম তার মনীবের সাথে; কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের সাথে মিশতেন তাদের মতোই একজন হয়ে, সম্বোধন করতেন আপনজনের মতো। তাদের থেকে নিজেকে আড়ালে রাখতেন না।

এদিকে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের উপস্থিতিতে ভদ্রতা ও ভব্যতার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। মৃদুস্বরে কথা বলতেন তাঁর সাথে। নবীজির প্রতি রাখতেন দু-কূল ছাপানো ভালোবাসা।

[৭১৫] দেখুন ফিকহুস সীরাহ, পৃ. ৪২৭

[৭১৬] দেখুন, আল মুজতামাউল মুদনা, পৃ. ২১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর বিপরীতে তিনি বহুবার গ্রাম্যদের থেকে কঠোর আচরণের মুখোমুখি হয়েছেন; কিন্তু তবুও তিনি সবর ও ধৈর্যের মহিমায় উজ্জ্বল ছিলেন।[৭১৭] এমনই কয়েকটি বর্ণনা এখানে উল্লেখ করছি—

সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করা গ্রাম্য লোক:

আবু মূসা আশআরি ﵁ বলেন, 'মাক্কা ও মাদীনার মধ্যবর্তী স্থান জিরানায় আমি ও বিলাল আল্লাহর রাসূলের সাথে ছিলাম। এ সময় কেমন হুট করে এক গ্রাম্য লোক নবিজির কাছে এসে বলল, 'আপনি আমাকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কি দেবেন না?'

নবিজি বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করবে?' সে বলল, 'এ পর্যন্ত যে সুসংবাদগুলো পেয়েছি, তাই খায় কে?' এরপর সে আমার ও বিলালের দিকে তেড়ে এসে বলল, 'সুসংবাদ আমার লাগবে না, তা তোমরাই নিয়ে নাও।' বললাম, 'ঠিক আছে, আমরাই নেব।'

আল্লাহর রাসূল পানিভর্তি একটি পাত্র নিলেন। দুহাত ও মুখ ধুয়ে কুলির এক চুমুক পানি তাতে ফেললেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'নাও, এখান থেকে পান করো, মুখ ও গলায় একটু করে মাখো, আর সুসংবাদ গ্রহণ করো।' আমরা পাত্রটি নিয়ে একটু করে পান করে মুখে ও গলায় মাখলাম। ওদিকে উম্মু সালামা ﵂ পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের আম্মাজানের জন্যও একটু রেখো।' আমরা তার জন্যও একটু রাখলাম।'[৭১৮]

আল্লাহর রাসূলের প্রতি বে-ইনসাফির অভিযোগ

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ বলেন, 'হুনাইন যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছু মানুষকে প্রাধান্য দিয়ে গানীমাত বণ্টন করেন। এদিন আকরা ইবনু হাবিসকে দেন একশটি উট, উয়াইনা ইবনু হিসনকেও দেন সম পরিমাণ। আসলে আরবের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি এদিন বণ্টন করেন।

নবিজির এই বণ্টন পদ্ধতি দেখে এক ব্যক্তি বলে ফেলল, 'আল্লাহর কসম, এই বণ্টনে ইনসাফ করা হয়নি, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যও ছিল না এখানে।' শুনে

[৭১৭] প্রাগুক্ত
[৭১৮] বুখারি, ৪৩২৮। মুসলিম, ২৪৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বজ্রের মতো একটা আঘাত খেলাম আমি। বললাম, এটা অবশ্যই আমি আল্লাহর রাসূলকে জানাব। আমি তখনই নবিজির কাছে এসে লোকটার কথা জানালাম।

ক্ষোভে আল্লাহর রাসূলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। হলুদের আভা যেন মাখা হয়েছে চেহারায়। ঝাঁঝ মেশানো কণ্ঠে বললেন, 'কে ইনসাফ করবে, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইনসাফ না করেন?' আল্লাহ মূসার ওপর রহম করুন, এর চেয়েও কঠিন কষ্ট তাকে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি সবর করেছেন।'[৭১৯]

ইসলাম গ্রহণের পর হাওয়াযিনের সাথে কোমল আচরণ:

ইসলাম গ্রহণের পর হাওয়াযিন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল জিরানায় আল্লাহর রাসূলের কাছে সাক্ষাতে আসে। কুশল বিনিময়ের পর বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, দেখুন, আমরাই আপনার আসল আত্মীয়। আর আমাদের ওপর আপতিত বিপদের কথা আপনার কাছে গোপন নয়। কাজেই আল্লাহ যেমন আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনিও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।'

এ সময় হাওয়াযিনের পক্ষ থেকে যুহাইর ইবনু সুরদ দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার বন্দিদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার খালা, অনেকে আছে দাইমা, যারা আঁচলের ছায়ায় আপনাকে বড় করেছেন। দেখুন, ইবনু আবি শামর ও নু'মান ইবনু মুনজিরের[৭২০] পক্ষ থেকেও যদি আমাদের ওপর এই বিপদ আসত, তবুও আমরা তাদের দয়া ও অনুগ্রহের আশা করতাম। আর সেখানে আপনি তো আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম অভিভাবক!'

আল্লাহর রাসূল প্রতিনিধি দলের কথা শুনে বললেন, 'তোমাদের কাছে নারী ও শিশুরা বেশি প্রিয় নাকি ধনসম্পদ?' ওরা বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদেরকে নারী, শিশু কিংবা সম্পদ যেকোনো একটি নেওয়ার অধিকার দিচ্ছেন? তা হলে বলব, আমাদের কাছে নারী ও শিশুরাই সবচেয়ে প্রিয়।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'শোনো, আমার কাছে ও বনু আবদুল মুত্তালিবের কাছে যারা আছে, তাদেরকে তোমাদের হাতে দিলাম। আর সাহাবিদের নিয়ে আমার সালাত শেষ হলে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আমরা আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে, আর মুসলিমদের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের কাছে আমাদের নারী

[৭১৯] বুখারি, ৪৩৩৬। মুসলিম, ১০৬২

[৭২০] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৩৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও শিশুদের ব্যাপারে সুপারিশ করছি।' তখন আমিও তোমাদেরকে দেবো এবং তোমাদের জন্য চাইব।'

আল্লাহর রাসূল সাহাবিদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায়ের পর ওরা দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূলের শেখানো কথাগুলো ব্যক্ত করল। ওদের কথা শেষে নবিজি বললেন, 'আমার ও বনু আবদুল মুত্তালিবের কাছে থাকা বন্দিদেরকে দিয়ে দিলাম।' মুহাজির সাহাবিরা বললেন, 'আমাদের কাছে যারা আছে, তাদেরকে আল্লাহর রাসূলের কাছে অর্পণ করলাম। পরক্ষণে আনসার সাহাবিরাও মুহাজিরদের অনুরূপ কথা বললেন। একটু বিপত্তি ঘটল এদের পর। আকরা ইবনু হাবিস বলল, আমার ও বনু তামীমের বন্দিদেরকে অর্পণ করতে পারছি না। তার অনুসরণ করে উয়াইনাহও বলল, আমি ও বনু ফাযারাও দিতে পারব না। আব্বাস ইবনু মিরদাস সালামি বলল, আমি ও বনু সালীমও দিতে পারব না।

কিন্তু বনু সালীমের অন্যান্য মুসলিমরা আব্বাসের সাথে দ্বিমত করে বলল, 'না, আমাদের কাছে যারা আছে, তাদেরকে আল্লাহর রাসূলের কাছে অর্পণ করলাম।' আব্বাস ইবনু মিরদাস বলল, 'তোমরা আমাকে অপমান করছ?' শেষে আল্লাহর রাসূল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা তার অধিকার ছেড়ে দেবে, প্রত্যেক নারী ও শিশুর বিনিময়ে সে পাবে ফাঈ থেকে গানীমাতের ছয়গুণ।' এবার সবাই নারী ও শিশুদেরকে ফিরিয়ে দেয়।'[৭২১]

> আরেক বর্ণনায় আছে, মুসলিমদের সামনে বয়ান করতে ওঠে আল্লাহর রাসূল বলেন—'তোমাদের এই ভাইয়েরা আমাদের কাছে তাওবা করে ফিরে এসেছে। আমি এদের বন্দিদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। ভালো মনে হলে তোমরাও আমার মতো করতে পারো। আর কেউ যদি চায় আমাদের অর্জিত ফাঈ-এর অংশ নিয়ে বন্দি মুক্ত করবে, সে এমনও করতে পারবে।'

সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এ কাজে খুশি আছি।' নবিজি বললেন, 'তবে আমি এখনো জানি না, তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিয়েছে, আর কে দেয়নি। কাজেই ফিরে যাও, তোমাদের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি আমাকে জানাবে তোমাদের প্রধানরা।' সাহাবিরা ফিরে যান। সবার সাথে প্রধানরা আলাপ করে

[৭২১] আহমাদ, ২/ ১৭৪; তাবারানী ফিল কাবীর, ৫৩০৪। দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৩৫২,৩৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবিজিকে জানান, সবাই আন্তরিক মনেই অনুমতি দিয়েছে।'[৭২২]

হাওয়াযিনের ইসলাম গ্রহণে আল্লাহর রাসূল ﷺ অত্যন্ত খুশি হন। এক অবসরে তাদের নেতা মালিক ইবনু আউফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। ওরা জানায়, সে সাকীফ গোত্রের সাথে এখনো তায়েফেই আছে। আল্লাহর রাসূল বলেন, 'আমি ওয়াদা করছি, সে মুসলিম হয়ে আমাদের কাছে এলে তার ধনসম্পদ তো ফিরিয়ে দেবোই, অতিরিক্ত আরও একশটি উট দিয়ে সম্মানিত করব।

মালিক ইবনু আউফ মুসলিম হয়ে নবিজির কাছে আসেন। আল্লাহর রাসূল তাকে যথার্থ সম্মান করেন, তাকে নিজ গোত্র ও পার্শ্ববর্তী কিছু গোত্রের আমীর নির্ধারণ করেন। মালিক আল্লাহর রাসূলের আচরণে অভিভূত হয়ে তার প্রশংসায় একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

দূরবর্তী পরিচিত প্রতিপক্ষের সাথে এমনই ছিল আল্লাহর রাসূলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই প্রাজ্ঞচিত কর্মপন্থার কারণে তিনি হাওয়াযিন ও তাদের মিত্রদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। এই শক্তিশালী গোত্রগুলো থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন যুদ্ধের মূল শক্তি। এর মাধ্যমেই তিনি এই অঞ্চলের পৌত্তলিকতার নিদর্শন গুড়িয়ে দিয়েছেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদেরই নেতা মালিক ইবনু আউফকে।

ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামি নেতৃত্বের মানেও বুঝে নিয়েছিলেন মালিক ইবনু আউফ ؓ। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় করণীয় কাজ সম্পর্কে খুব বেশি বলতে হয়নি। আপন জনপদেই ফিরে এসে কর্মমুখর হয়েছেন। তায়েফে সাকীফের সাথে লড়াই করে তাদের জীবন সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি ইসলামি শক্তি তায়েফে ওদেরকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করার পর জীবনের জন্য ওরা মুক্তির পথ খুঁজেছে। কারণ, সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ। ফলে উরওয়া ইবনু মাসউদের মতো অনেক নেতাই ইসলামের দিকে ধাবিত হয়।

আল্লাহর রাসূল জিরানা এলাকায় অবস্থান কালেই উরওয়া ইবনু মাসউদ এসে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। আল্লাহর রাসূলের সাথে প্রয়োজনীয় কথা শেষে তিনি আবার তায়েফে ফিরে যান। ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সাকীফের একজন নেতা ও তাদের ভালোবাসার মানুষ। তিনি নিজ এলাকার লোকদের মাঝে ইসলামের কথা প্রকাশ করে তাদেরকেও ইসলামের দিকে ডাকেন। এ ডাক

[৭২২] বুখারি, ৪৩১৮;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেকের সহ্য হয় না। তাকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে। তিনি আক্রান্ত হন। মৃত্যুর আগে তিনি ওসিয়ত করেন, তাকে যেন মুসলিম শহিদদের মাঝে সমাহিত করা হয়।[৭২৩]

আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় নবিজির আচরণ নীতি ও বিচক্ষণতা মানুষ এখনো মুগ্ধ হৃদয়ে ভাবে। মাক্কা অভিযানের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকেও পৌত্তলিকতার শেষ স্মৃতিচিহ্ন ও উপাসনালয় ধ্বংস করে দিতে পেরেছেন। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত হওয়া নতুন ভূমিতে শৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এ লক্ষ্যেই মাক্কার আমীর নির্ধারণ করেন ইতাব ইবনু উসাইদকে, মুআজ ইবনু জাবালকে রেখে যান ইসলামি শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর মালিক ইবনু আউফকে হাওয়াযিনের নেতা নির্ধারণ করেন। সবশেষে উমরা পালন করে ফিরে যান মাদীনা মুনাওয়ারায়। [৭২৪]

উম্মাহর জন্য যা-কিছু শিক্ষণীয়:

এক. হুনাইন-প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ আয়াতের তাফসীর

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদের এবং এটি হলো কাফিরদের কর্মফল। এরপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তাওবার তাওফীক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা তাওবা: ২৭)

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে হুনাইন যুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরেছেন, যেন উম্মাহর সামনে সবখানে সর্বযুগে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ

---

[৭২৩] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/১৯২
[৭২৪] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/১৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাআলা তাঁর পন্থায় উম্মাহর জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন এভাবে—

ক. আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলছেন, সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলিমদের মনে মুগ্ধতা কাজ করছিল, 'এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল।' এরপর কুরআন সাফ জানিয়ে দিচ্ছে, এই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। 'কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি।'

খ. কুরআন স্পষ্ট করেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ও অল্প কিছু সাহাবি ব্যতীত মুসলিমরা এদিন প্রাথমিক অবস্থায় পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল, আল্লাহ বলেন, 'এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল, অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।'

গ. কুরআনুল কারীম এ-ও স্পষ্ট করেছে, আল্লাহ তাআলা এই যুদ্ধে তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছেন, সর্বোপরি তিনি-সহ মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি প্রদান করে নবিকে সম্মানিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'তারপর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি প্রদান করেছেন।'

ঘ. আয়াত স্পষ্ট করছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি মুহাম্মাদকে হুনাইন যুদ্ধে ফেরেশতাদের বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি, আর শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদের এবং এটি হলো কাফিরদের কর্মফল।'

শেষে আল্লাহ তাআলা গুরুত্বের সাথেই বলেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেছেন, আর তিনি যাকে ইচ্ছা এ পথে তাওফিক দান করেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'এরপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তাওবার তাওফীক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

দুই. পরাজয়ের কারণ, সাহায্যের উপকরণ

প্রাথমিক পর্যায়ে পরাজয় নেমে আসার কারণসমূহ:

১. সংখ্যাধিক্য দেখে মুসলিমদের মনে মুগ্ধতা ও প্রফুল্লভাব কাজ করছিল। অনেকে তো বলেই ফেলেছে, 'সেনা স্বল্পতার কারণে আজ আমরা পরাজিত হব না। আল্লাহর রাসূল এ কথা শুনে কষ্ট পেয়েছেন, পরে তো পরাজয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আচ্ছন্ন করেছিল বাহিনীকে।

২. যুবকদের একটি অংশ অস্ত্র ছাড়াই কিংবা পর্যাপ্ত অস্ত্র সাথে না নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের মাঝে শুধু ছিল উদ্যম ও আগ্রহ।

৩. মুশরিকদের সংখ্যা বেশি ছিল, মুসলিমদের সংখ্যার দ্বিগুণেরও অধিক।

৪. মালিক ইবনু আউফ তার বাহিনী নিয়ে আগেই হুনাইনে এসে তিরন্দাজ বাহিনীকে যুতসই পজিশনে রেখেছিল, উপত্যকায় সংকীর্ণ স্থানে ও গিরিখাতের আড়ালে। এরপর মুসলিম বাহিনীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ তির বর্ষণ শুরুর পর তীব্রভাবে আক্রমণ করে বসে।

৫. শত্রু বাহিনী ছিল যুদ্ধের জন্য একদম প্রস্তুত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। মুশরিকদের সেনাসারি অপূর্ব বিন্যাসে বিন্যস্ত ছিল। প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনী, তারপর পদাতিক, এদের পেছনে নারী। শেষের দিকে পশুপাল।

৬. মাক্কার নতুন মুসলিমদের মাঝে ছিল ঈমানের দুর্বলতা। এরাই প্রথম ধাক্কায় পলায়ন করে, এদের সন্তানরা অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যত্যয় সৃষ্টি হওয়া ও অন্যদের পরাজয়ের এটাও ছিল একটি কারণ। [৭২৫]

সাহায্যের উপকরণ:

পরবর্তী সময়ে বিজয়ের পেছনেও ছিল কিছু অনুষঙ্গ:

১. যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের অবিচলতা থেকে মুসলিম বাহিনী অবিচলতার সাহস পেয়েছে, সাড়া দিয়েছে নেতার ডাকে।

২. সেনাপতির বীরত্ব ও সাহসিকতা। আল্লাহর রাসূল এদিন একস্থানে স্থির হয়ে থাকেননি; বরং গাধা নিয়ে এগিয়ে গেছেন শত্রুদের দিকে। তিনি গাধিটা নিয়ে শত্রুদের দিকে ছুটছিলেন, আর আব্বাস ﷺ গাধির লাগাম ধরে ছিলেন যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে না ফেলে।

৩. নবিজির সাথে অল্প কিছু মুসলিমও দৃঢ় ছিলেন। এক পর্যায়ে পলায়নকারীরা আবার ফিরে এসেছে, পূর্ণ করেছে সংকল্প। পরে সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের পর এসেছে কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

---

[৭২৫] দেখুন, আল মুস্তাফাদ মিন কিসাসিল কুরআন ২/ ৪০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪. পলায়নকারীরা দ্রুত সাড়া দিয়ে বাহিনীর সাথে যুদ্ধে যুক্ত হয়েছে।

৫. মুশরিক বাহিনী প্রধান একটি সামরিক ভুল করেছে এদিন। তারা পলায়নপর মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেনি। এটাই মুসলিম বাহিনীর সামনে একটু দম নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। ফলে তারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রাসূলের সাহসী নেতৃত্বের অধীনে নতুন করে যুদ্ধ করার দুর্বার সাহস পেয়েছে।

৬. শত্রুদের উদ্দেশে কংকর নিক্ষেপ—এদিন আল্লাহর রাসূল কিছু কংকর হাতে নিয়ে কাফিরদের চেহারা লক্ষ করে নিক্ষেপ করে বলেছেন, 'মুহাম্মাদের রবের শপথ, ওদের পরাজয় নিশ্চিত।'

৭. আল্লাহর কাছে নবিজির সাহায্য প্রার্থনা। আল্লাহর রাসূল এই বিপৎসংকুল মুহূর্তেও আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনায় মনোযোগী হয়েছেন।

৮. ফেরেশতাদের পাঠানো হয়েছিল এই যুদ্ধে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের শরিক থাকার কথা চিরকালের জন্য লিপিবদ্ধ রেখেছেন কুরআনে। ।[৭২৬] ইরশাদ হচ্ছে, 'এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদের এবং এটি হলো কাফিরদের কর্মফল।'

তিন. হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভাবিত শারঈ বিধান

১. ইরশাদ হচ্ছে, 'এবং বিবাহিত নারী সমাজ, তবে তোমরা যাদের মালিকানা অর্জন করেছ।' সূরা নিসার এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আওতাসের প্রেক্ষাপটে বিবাহিত বন্দিনিদের বিধান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে, যারা স্বামীদের থেকে পৃথক হয়েছে। আয়াত সাফ জানিয়ে দিচ্ছে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর এদের সাথে সহবাস করা জায়েয। কেননা, বন্দিত্বের মাধ্যমে তাদের ও স্বামীদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটেছে। অতএব, গর্ভবতী নারীর ইদ্দত শেষ হবে গর্ভপাত হলে, আর সাধারণ নারীর ইদ্দত শেষ হবে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর।[৭২৭]

---

[৭২৬] দেখুন, আবু ফারিস রচিত সীরাতুন নবী, পৃ.
[৭২৭] দেখুন, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস সাহীহাহ ২/৫২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. হিজড়াদের অপরিচিত নারীর মাঝে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞ আগে এটা মুবাহ ছিল। কারণ, সচরাচর নারীদের সাথে হিজড়াদের কোনো কাজ নেই। তবে নিষেধের বিষয়টি স্পষ্ট হয় বুখারির বর্ণনা থেকে। যাইনাব বিনতে আবি সালামা তার মা উম্মু সালামা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার আমার কাছে আসেন। আগে থেকে এখানে একজন হিজড়া ছিল। নবিজি শুনতে পেলেন, এই হিজড়া আবদুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়াকে বলছে, 'আবদুল্লাহ, তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি শোনো, কাল তায়েফ বিজিত হলে তুমি গাইলানের মেয়েকে পেলেও পেতে পারো। সে সামনে থেকে আসার সময় চারটি ভাঁজ দৃশ্যত হয়, আর ফেরার সময় আটটি।' হিজড়ার মুখে নারী আসক্তির গন্ধ পেয়ে নবিজি বললেন, 'এরা যেন তোমাদের কাছে আর আসতে না পারে।'[৭২৮] আল্লাহর রাসূলের এই নির্দেশনার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি সমাজে চারিত্রিক নিরাপত্তা বজায় রাখা।

৩. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা যাবে না। এমনইভাবে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনোভাবে অংশ নেয়নি, তাদেরকেও আঘাত করা যাবে না। ইবনু কাসীর ﷺ উল্লেখ করেছেন, 'হুনাইন যুদ্ধের দিন আল্লাহর রাসূল দেখলেন, কিছু লোক এক মৃত নারীকে ঘিরে জটলা বেঁধে আছে। নারীকে হত্যা করেছেন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ﷺ। নবিজি বললেন, 'কোন অন্যায়ের কারণে এই নারীকে হত্যা করা হলো?' পাশের একজনকে বললেন, 'যাও, খালিদকে গিয়ে বলো, যেন নারী ও শিশুদেরকে হত্যা না করে।'

অন্য বর্ণনামতে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'খালিদকে বলো, আল্লাহর রাসূল তোমাকে শিশু, নারী ও দাসদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।'[৭২৯]

৪. জিরানা থেকে উমরা শরিআতসিদ্ধ হওয়া জিরানা মাক্কার সীমানাভুক্ত হলেও আল্লাহর রাসূল ﷺ এখান থেকে উমরার ইহরাম বেঁধেছেন। তায়েফ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে যে ব্যক্তি মাক্কায় প্রবেশ করবে, তার জন্য এটাই সুন্নাহ। তবে বহু সংখ্যক মানুষ অজ্ঞতা বশত মাক্কা থেকে বের হওয়ার জন্য জিরানায় গিয়ে উমরার জন্য আবার ফিরে আসে। বুঝতে হবে, আল্লাহর রাসূল এটা করেননি। বিশেষজ্ঞ 'আলিম কেউ এটাকে মুস্তাহাবও বলেননি। সাধারণ

[৭২৮] বুখারি, ৪৩২৪
[৭২৯] আহমাদ, ৩/৪৮৮; আবু দাউদ, ২৬৬৯;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষ এ ক্ষেত্রে নবিজির অনুসরণ করতে গিয়ে ভুল করে বসে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রাসূল মাক্কায় প্রবেশের সময় এখান থেকে ইহরাম বেঁধেছেন, ইহরাম বাঁধার জন্য তিনি মাক্কা থেকে জিরানায় যাননি।[৭৩০]

৫. গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলেছেন, 'হাজ্জে যা করা হয়, তা-ই উমরাতেও করবে

ইয়ালা ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, 'জিরানায় এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা করতে এলো। লোকটি জুব্বা পরে সুগন্ধি ব্যবহার করেছিল, কিংবা হলুদ বর্ণের আভা ছিল। সে নবিজিকে বলল, 'আপনি কী বলেন, উমরা কীভাবে পালন করব আমি? এ সময় আল্লাহর রাসূলের প্রতি ওয়াহি নাযিল হচ্ছিল, তিনি নিজেকে একটা কাপড়ে আবৃত করে নেন। ইয়ালা বলেন, 'আমার অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ওয়াহি অবতীর্ণের সময় আমি নবিজিকে দেখব।'

আমার ইচ্ছার কথা শুনে 'উমার কাপড়ের এক প্রান্ত তুলে ধরেন। তার চেহারায় দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম, নাক ডাকার শব্দ হচ্ছে। ওয়াহি অবতীর্ণ শেষ হলে তিনি বললেন, উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? শোনো, তুমি আগে হলুদ রং ধুয়ে ফেলে সুগন্ধির প্রভাব দূর করো। জুব্বা খুলে উমরা পালনে তা-ই করো, যা করতে হাজ্জের সময়।'[৭৩১]

৬. নিহত ব্যক্তির সম্পদ হত্যাকারীর। গণ্য হবে আবু কাতাদাহ ﷺ বলেন, 'তখন হুনাইন যুদ্ধ চলছিল। দেখলাম, আমার সামনেই এক মুসলিম ভাই মুশরিকের সাথে লড়াই করছে। ওদিকে আরেকজন মুশরিক আবার পেছন থেকে তাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আমি পেছন থেকে আসা মুশরিকের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। মুখোমুখি হওয়ার পর সে আমাকে আঘাত করতে উদ্যত হলো, উলটো আমি আঘাত করে তার হাত কেটে দিলাম। পরক্ষণে সে আমাকে তীব্রভাবে জাপটে ধরল। রীতিমতো মৃত্যুভয় করছিলাম আমি। আগেই যেহেতু মুশরিকের হাত কেটেছিলাম। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে সে রক্তশূন্য হয়ে পাশে নেতিয়ে পড়ে। আমি মুক্ত হয়ে দ্রুতই ওকে হত্যা করি।

শুরুতে মুসলিমরা পরাজিত হয়। দেখলাম, সাথিরা এক দিকে ছুটছে। আমি

[৭৩০] দেখুন, যাদুল মাআদ, ৩/৫০৪
[৭৩১] বুখারি, ১৫৩৬; মুসলিম, ১১৮০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্ধের মতো ওদের সাথে ছুটছি। একটু সামনেই 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে দেখে বললাম, 'এখন কী অবস্থা? তিনি বললেন, 'আল্লাহ যা করেন, তবে সাহাবিরা এখন আল্লাহর রাসূলের কাছে মিলিত হচ্ছেন।' এদিকে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে শুনলাম, তিনি বলছিলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে হত্যার স্পষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারবে, নিহত ব্যক্তির বস্তু তার বলে গণ্য হবে।'

আমার হাতে নিহত মুশরিকের ক্ষেত্রে সাক্ষীকে খুঁজতে বের হলাম; কিন্তু আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কাউকে পাচ্ছিলাম না। বসে পড়লাম। একটু পর আল্লাহর রাসূলকে ঘটে যাওয়া সবকিছু খুলে বললাম। তিনি কিছু বলবার আগেই মজলিসের একজন বলল, 'এই নিহত ব্যক্তির অস্ত্র আমার কাছে আছে। আপনি বলুন, যেন সে খুশি মনেই আমাকে দিয়ে দেয়।' কিন্তু আবু বাকর প্রতিবাদী কণ্ঠে বললেন, 'না—আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পথের এক মুজাহিদ সিংহকে রেখে কুরাইশের এক চড়ুইকে কিছুতেই দেওয়া যাবে না।'

> এবার আল্লাহর রাসূল দাঁড়িয়ে অস্ত্রটা আমার হাতে তুলে দেন। এই গানীমাত দিয়ে আমি একটি বাগান ক্রয় করি। ইসলামে এটি দিয়েই সর্ব প্রথম আমার শেকড় মজবুত করি।'[৭৩২]

আমরা দেখছি, আবু কাতাদা আনসারি ﷺ এক মুসলিম ভাইকে রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন। প্রবল সংগ্রামের পর হত্যা করেছেন মুশরিককে। আবার প্রাপ্য ব্যক্তির কাছে তার অধিকার পৌঁছে দিতে আবু বাকর সিদ্দীকের দৃঢ় অবস্থানও সবিশেষ লক্ষণীয়। সাথে প্রমাণ করছে তার ঈমানের গভীরতা, বিশ্বাসের স্পষ্টতা এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা। মানবীয় সমুন্নত এক স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।[৭৩৩]

৭. আত্মসাতের কোনো সুযোগ নেই। হুনাইন যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ গানীমাতের উট থেকে একটি ছোট্ট বস্তু নিলেন। সেটা দু আঙুলের মাঝখানে রেখে বললেন, 'ভালো করে শুনে রাখো, আল্লাহ তোমাদেরকে যে ফাই দান করেছেন, তা থেকে এতটুকু পরিমাণ আত্মসাৎ করার অধিকার আমার নেই, তবে খুমুসে আমার অংশ আছে, আবার সেটাও তোমরা পাবে। কাজেই একটি সুই হলেও জমা দেবে, আর বেঁচে থাকবে আত্মসাৎ থেকে। কেননা,

---

[৭৩২] বুখারি, ৪৩২১; মুসলিম, ১৭৫১
[৭৩৩] দেখুন, হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৮/২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আত্মসাৎ এমন একটি ত্রুটি, যা ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার কারণ হবে।'[৭৩৪]

আল্লাহর রাসূলের এই হুঁশিয়ারিও সতর্কবাণী সাহাবায়ে কেরামকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে। প্রচণ্ডরকম ভয় অনুভব করেন অন্তরে। বিষয়টা যখন আখিরাতের সাথে সম্পর্কিত। এরপর একজন আনসারি সাহাবি একটি পশমের সুচ এনে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার উটের জিন সেলাই করার জন্য এটা নিয়েছিলাম।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'এখানে আমার অধিকার আছে, আর বনু আবদুল মুত্তালিবের অধিকারে যা থাকবে তা তোমার।' সাহাবি বললেন, 'কিন্তু আপনার কথা শোনার পর এটাতে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই।' কথা শেষে আনসারি ﷺ সুচটা গানীমাতের স্তূপে রেখে চলে যান।[৭৩৫]

এ কাহিনিও হুনাইন যুদ্ধ শেষ দিকের। আকীল ইবনু আবি তালিব স্ত্রী ফাতিমা বিনতে শাইবার তাঁবুতে ঢুকলেন। তখনো রক্তমাখা তরবারিটা তার হাতেই ঝুলছিল। স্ত্রীকে বললেন, এই সুঁইটা নাও, তোমার কাপড় সেলাইয়ের কাজে লাগবে।' ঠিক এমন সময় বাইরে একজনের কণ্ঠ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ফিরছে, 'কেউ সুঁই-এর মতো ক্ষুদ্র কিছু নিয়ে থাকলে সেটা যেন ফিরিয়ে দেয়।' আকীল বাইরে এসেছিলেন। নতুন ঘোষণা শুনে আবার তাঁবুতে ফিরে এলেন। স্ত্রীর কাছ থেকে সুঁই নিয়ে রেখে দিলেন গানীমাতের স্তূপে। [৭৩৬]

আত্মসাতের ক্ষেত্রে এই কঠোরতা অবলম্বন, আনুগত্য ও মান্যতার এই দৃশ্য তৃপ্তিকর। যদিও তা এমন ক্ষুদ্র বস্তুর ক্ষেত্রে, যেদিকে মানুষ ভুলেও ভ্রুক্ষেপ করতে চায় না; কিন্তু ব্যক্তির নৈতিকতা গঠনে আল্লাহর রাসূল এই পন্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, মুসলিম জীবনে আমানতের এতটুকু খিয়ানাতও সংগত নয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অনিবার্য পদক্ষেপ নিয়ে তিনি মুসলিম সমাজকে খিয়ানাতের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র রাখতে চেয়েছেন। কেননা, একটি সিদ্ধ বিষয় হলো, ছোট অপরাধের ক্ষেত্রে শিথিলতা বড় অপরাধের দিকে ধাবিত করে। আর খিয়ানাত, আত্মসাৎ মানব চরিত্রের একটা পঙ্কিল দিক, সামাজিক জীবনের জন্য যা সংগতিপূর্ণ নয়।[৭৩৭]

---

[৭৩৪] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৩৫৩
[৭৩৫] আহমাদ, ২/১৮৪; আবু দাউদ, ২৬৯৪
[৭৩৬] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/১৪৫
[৭৩৭] দেখুন, সাদিক উরজুন রচিত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, ৪/৩৮৭, ৩৮৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮. জাহিলি যুগের মান্নত পূরণ। আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, 'হুনাইন থেকে ফিরে আসার পর আব্বাজান নবিজিকে জাহিলি যুগে করা ই'তিকাফের মান্নত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহর রাসূল তাকে মান্নত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন।[৭৩৮]

চার. কয়েকজন সাহাবি ও সাহাবিয়ার অন্যরকম ভূমিকা

ক. মুসলিমদের প্রহরায় আনাস ইবনু আবি মারসাদ গুনবি ﷺ হুনাইন যুদ্ধের আগে এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আজ রাতে কে আছ আমাদের প্রহরায় থাকবে?' আনাস ইবনু আবি মারসাদ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি পাহারা দেবো।'

নবিজি বললেন, 'ঘোড়া নিয়ে এসো।' আবু মারসাদ ﷺ ঘোড়ায় আরোহণ করে নবিজির কাছে এলেন। নবিজি বললেন, 'সামনের এই উপত্যকার দিকে এগিয়ে একদম শীর্ষে উঠবে। আজকের রাতে তোমার পক্ষ থেকে নিরাপদ থাকতে চাই।'

সুহাইল ইবনু হানযালা ﷺ বলেন, 'ভোর বেলা আল্লাহর রাসূল তার জায়নামাজে এসে আমাদের নিয়ে দু রাকাআত সালাত পড়লেন। আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের অশ্বারোহীর কোনো খবর পেয়েছ?' বললাম, 'জি না।' নবিজি আবার সালাতে মনোযোগী হলেন। তিনি নামাজ পড়ছেন, নামাজের ফাঁকেই ঘাঁটির দিকে সামান্য দৃষ্টি দিচ্ছেন। সালাত শেষে তিনি বললেন, 'খুশির খবর শোনো, তোমাদের অশ্বারোহী এসে গেছে।'

আল্লাহর রাসূল গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে ঘাঁটির দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু পর ঠিকই আবু মারদাস আল্লাহর রাসূলের সামনে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার নির্দেশমতো আমি উপত্যকার একদম চূড়ায় উঠেছিলাম। ভোরের আলোয় উভয় উপত্যকা আমার সামনে দৃশ্যমান হওয়া পর্যন্ত কোথাও কাউকে পাইনি।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'রাতে তুমি কি নেমেছিলে?' সে বলল, 'শুধু সালাত আদায় ও প্রয়োজন সারার জন্য নিচে নেমেছিলাম।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তুমি জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছ, এরপরে তুমি আর আমল

[৭৩৮] বুখারি, ৪৩২০; মুসলিম, ১৬৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না করলেও চলবে।'[৭৩৯]

বাহিনীর একজন সেনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর রাসূলের যত্নশীলতার কথা এখান থেকে সহজেই বোধগম্য হয়। তাঁর কাছে বিষয়টা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, সালাত চলাকালীনও সামনের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। এক সময় বললেন, 'খুশির সংবাদ শোনো, তোমাদের অশ্বারোহী এসে গেছে।'

এখানে এমন বাক্য তিনি উচ্চারণ করেছেন, যা সাধারণত মহৎ কোনো সংবাদ শুনিয়ে সাহাবিদেরকে আনন্দিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ইসলামি সমাজে একজন ব্যক্তির গুরুত্ব এমনই। তাদের উপস্থিতি শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা দল ভারী করবার জন্য নয়। অথবা তাদেরকে প্রয়োজনের সময় কাজের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে পরে অবহেলিতের কাতারে নিক্ষেপ করা হয় না। ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবস্থান অনুযায়ী মর্যাদা দান তো আল্লাহর কথারই বাস্তবায়ন।[৭৪০] আল্লাহ তাআলা বলেন—

> নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' (সূরা বনী-ইসরাঈল: ৭০)

শত্রুদের সার্বিক হালচাল ও গতিবিধি সম্পর্কে সব সময় সচেতন দৃষ্টি রাখাকে অনিবার্য করছে আল্লাহর রাসূলের এই পদক্ষেপ। শত্রুদের সংখ্যা, শক্তি ও গোপন দুর্ভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত হওয়াও আবশ্যক। আল্লাহর কালিমা যারা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের এই সচেতনতা অনুসরণীয়।[৭৪১]

আবু মারসাদের কাজে খুশি হয়ে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তুমি জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছ, আজকের পর তুমি আর আমল না করলেও চলবে।' নবিজির এ কথা আসলে সেই সব নফল আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা দ্বারা আল্লাহ ভুলত্রুটি মুছে দেন, মর্যাদা উন্নত করেন। নবিজির উদ্দেশ্য হলো, তিনি এমন মহৎ

[৭৩৯] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৫৫০
[৭৪০] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৪২৯
[৭৪১] দেখুন, সাদিক উরজুন রচিত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, ৪/৩৬৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি কাজ করেছেন, যা তার সামনের জীবনের সম্ভাব্য গুনাহ মুছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই কাজটিই জান্নাতে তার মর্যাদা সমুন্নত করবে। উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এই আমল তার দৈনন্দিন জীবনে ওয়াজিব আমলের জন্যেও যথেষ্ট হবে।'[৭৪২]

২. সাহসিনী উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান

আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'হুনাইন যুদ্ধের সময় উম্মু সুলাইম একটি খঞ্জর সাথে রাখছিলেন। তার হাতে খঞ্জর দেখে আবু তালহা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, দেখুন, উম্মু সুলাইম খঞ্জর নিয়ে ঘুরছে।' আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'কী করবে এই খঞ্জর দিয়ে?'

> উম্মু সুলাইম বললেন, 'কোনো মুশরিক আমার কাছে এলে এই খঞ্জর দিয়ে ওর পেট চিরে ফেলব।' আল্লাহর রাসূল তার কথা শুনে হাসছেন। তিনি আবার বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আরেকটা কথা—যুদ্ধ শেষে নতুন আজাদ লোকদেরকে আগে হত্যা করব, যারা আপনার সামনে পরাজয় ডেকে এনেছিল।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'শোনো উম্মু সুলাইম, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং সুন্দর কাজটাই তিনি করেছেন।'[৭৪৩]

৩. আল্লাহর রাসূলের দুধবোন সাইমা বিনতু হারিস

মুসলিমরা বন্দিদেরকে আল্লাহর রাসূলের কাছে বেঁধে নিয়ে আসছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আল্লাহর রাসূলের দুধবোন সীমা বিনতু হারিস এবং হালিমা সাদিয়ার মেয়ে। মুসলিমরা অজ্ঞতাবশত এদের পায়েও বেড়ি পরান। সাইমা মুসলিমদের বলছিলেন, 'তোমরা কি জানো, আল্লাহর কসম আমি তোমাদের নবির দুধবোন।' কিন্তু মুসলিমরা বিশ্বাস করছিলেন না তাদের কথা।

তাদেরকে আল্লাহর রাসূলের সামনে আনা হলে সাইমা এগিয়ে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার দুধবোন।' নবিজি বললেন, 'কিন্তু সেটা বুঝব কী করে?' সাইমা বললেন, 'ছোট বেলায় আমি আপনাকে নিতম্বের ওপর নিয়ে ছিলাম, আর আপনি আমার পিঠে কামড় দিয়েছিলেন, সেই দন্তদাগ এখনো আছে!' আল্লাহর রাসূল বুঝতে পারেন। শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে নবিজির অন্তর। তিনি দুধ বোনের

---

[৭৪২] দেখুন, হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৮/ ১৪
[৭৪৩] মুসলিম, ১৮০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য চাদর বিছিয়ে বসতে বলেন। বোনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার এই তো নববি দৃষ্টান্ত। নবিজি বললেন, 'আপনি চাইলে আমার এখানে খুব সম্মানের সাথে সবার প্রিয় হয়ে থাকতে পারবেন, আর চাইলে আপনার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করার পর বাড়িতে ফিরে যেতে পারেন।'

সাইমা বললেন, 'আপনি বরং ব্যবস্থা করুন, আমি এলাকায় ফিরে যাব।'[৭৪৪] আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জীবনোপকরণ দেওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বিদায়ের সময় নবিজি আরও তাকে দেন তিনটি গোলাম, একটি বাঁদি ও অন্যান্য জিনিসপত্র।'[৭৪৫]

পাঁচ. কাআব ইবনু যুহাইরের ইসলামগ্রহণ, আরব উপদ্বীপে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

আল্লাহর রাসূল ﷺ তায়েফ থেকে মাদীনা ফিরবার পরের কথা। আরবের বিখ্যাত কবি, কবির ছেলে কবি কাআব ইবনু যুবাইর সংকীর্ণতায় ভুগতে থাকে। তার চারপাশের পৃথিবী এখন আগের মতো নেই, আমূল পালটে গেছে। এর আগে সে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করত। পরিবেশ অনুকূল ছিল। এখন তা নেই।

তার ভাই বুজাইর একদিন কাছে এসে বললেন তাওবা করতে, ইসলামে ফিরে আসতে। সতর্ক করেন বর্তমান অবস্থার শেষ পরিণতি সম্পর্কে। জীবনের পথ বদলে যায়। কাআব ইবনু যুহাইর চলে আসে মাদীনায়।

আল্লাহর রাসূল ফজরের সালাত আদায়ের পর ইবনু যুহাইর মাসজিদে আসে। নবিজির সামনে বসে হাতে হাত রাখে। আল্লাহর রাসূল চিনতে পারছিলেন না। চেহারায় এর ভাব ফুটে ওঠে। ইবনু যুহাইর বলল, 'আচ্ছা, কাআব ইবনু যুহাইর যদি তাওবা করে মুসলিম হয়ে এসে নিরাপত্তা চায়, আপনি তার আবদার মেনে নেবেন?'

আনসারি এক ব্যক্তি আক্রমণাত্মক হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই আল্লাহর শত্রুটার গর্দান উড়িয়ে দেবো।' আল্লাহর রাসূল

---

[৭৪৪] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৩৬৩

[৭৪৫] তারীখে তবারি, ৩/ ১৩১-১৩৩। ইবনু হিশাম, ৪/ ১০০-১০১। নদভী রচিত, সীরাতুন নাবী, ৩৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও, সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এসেছে।' এরপর কাআব ইবনু যুহাইর তার বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করে, যা 'কাসীদা বা-নাত সুআদ নামে পরিচিত।'

বলতে পারি, কাআব ইবনু যুহাইরের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইসলাম বিরোধী কবিযুগের সমাপ্তি ঘটে। কেননা, ইতোমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন দিরার ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনুয যাবআরি, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস, হারিস ইবনু হিশাম এবং আব্বাস ইবনু মিরদাস। ইসলামি মিছিলকে তারা অলংকৃত করেন, এর ছায়ায় অনুভব করেন ঈমান ও তুষ্টি। এদের অনেকেই ইসলামের জন্য শুধু কথায় প্রতিরোধ মুখর হননি, তরবারিও তুলে নিয়েছিলেন। নিশ্চয় এসব ছিল মাক্কা বিজয়ের বারকাহ।'[৭৪৬]

ছয়. হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধের ফলাফল

১. হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের ওপর মুসলিমদের বিজয়

২. হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ ছিল আরবের মুশরিকদের সাথে আল্লাহর রাসূলের শেষ যুদ্ধ।

৩. গ্রাম্য ও বহু সংখ্যক আরব বিপুল পরিমাণ গানীমাত নিয়ে ফিরে আসে। এটা ছিল তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্টকরণের নিমিত্ত মাত্র।

আর আনসার সাহাবিরা লাভ করেন বিরাট এক সৌভাগ্য। আল্লাহর রাসূল তাদের জন্য ঈমানের সাক্ষ্য দেন, তাদের ও বংশধরদের জন্য দুআ করেন, সবিশেষ তারা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ফিরে আসেন মাদীনায়।

৪. মাক্কার অধিবাসী ও হাওয়াযিনের নেতৃত্বে একটি মুবারাক নক্ষত্রতুল্য সাহসী কাফেলা ইসলামের সাথে যুক্ত হয়। সময়ে আরব উপদ্বীপে জাহিলি মূর্তি ও প্রতিমালয় ধ্বংসে তারা হয়ে ওঠেন শক্তিশালী যোদ্ধাজাতি। আবার তায়েফের নগরবাসীদের ওপর সংকীর্ণতা আরোপে তারা বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। এর ফলেই এক সময় তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

৫. ইসলামি সীমানা প্রসার লাভ করে, নিয়ন্ত্রণ আসে বিস্তৃত অঞ্চলের। মাক্কা

[৭৪৬] দেখুন, মিন মুআইয়্যানিস সীরাহ, পৃ. ৪৩১,৪৩২,৪৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও হাওয়াযিনে আল্লাহর রাসূলের শাসক নির্ধারিত হয়। এই অঞ্চলগুলো এখন ইসলামি রাষ্ট্রের অংশ; যার রাজধানী মাদীনা। আল্লাহর রাসূল এখন নির্ভীকচিত্তে দাওয়াতি কাজে দূত প্রেরণ করতে পারছেন। বিভিন্ন গোত্র থেকে মাদীনায় আসছে ইসলামগ্রহণকারী প্রতিনিধি দল। অবশিষ্ট আরও কিছু বিশেষ মূর্তি ও প্রতিমালয় ধ্বংসে প্রেরিত হয় অভিযান। এই প্রেক্ষাপটে এসে আরব উপদ্বীপ থেকে এগুলোর অস্তিত্ববিনাশ সহজ হয়েছে। সর্বোপরি ফরজ যাকাতের ক্ষেত্রে একটি বিন্যস্ত রূপ দান করে বিভিন্ন গোত্রে যাকাত উসূলের জন্য কর্মী নির্ধারণ করেন।[৭৪৭]

হুনাইন ও তাবুক মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি:

এক. সাদকা উসূলে কর্মী নির্ধারণ

মাদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর জিলকদ মাস থেকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ কর আদায় ও প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণে মনোযোগী হন। এ লক্ষ্যেই উমরা পালন শেষে মাক্কার শাসক নির্ধারণ করেন ইতাব ইবনু উসাইদ ﷺ-কে, আর এখানকার নব মুসলিম সমাজকে কুরআন ও দীনি জ্ঞান শিক্ষা দিতে নিযুক্ত করেন মুআজ ইবনু জাবালকে।

আল্লাহর রাসূলের নীতি ছিল, কোনো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি এদের ইসলামি শিক্ষা ও শিষ্টাচারের দিকে আগ্রহী হতেন, এ কাজে নিযুক্ত করতেন বিশিষ্ট সাহাবিদেরকে। কেননা, এই নতুন মানুষগুলোর বিশুদ্ধ আকীদাহ, ইসলামি পরিচর্যার প্রয়োজন হতো।

অন্য দিকে সাদাকাহ গ্রহণের প্রয়োজনে আল্লাহর রাসূল বিভিন্ন গোত্রে কর্মী প্রেরণ করেন। আসলাম ও গিফার গোত্রে প্রেরণ করেন বুরাইদা ইবনু হাসীবকে, সুলাইম ও মুযাইনা গোত্রে উব্বাদ ইবনু বাশার আশহালিকে, জুহাইনা গোত্রে রাফি ইবনু মুকীসকে, ফাযারাহ গোত্রে আমর ইবনুল আ'সকে, বনু কিলাবে দাহহাক ইবনু শাইবানকে, বনু কাআবে বুসর ইবনু সুফিয়ান কা'বীকে, বনু জিবইয়ানে ইবনুল লুতবিয়্যাকে, বনু হুযাইমে বনু সাআদ বিন হুযাইনের এক ব্যক্তিকে, সান'আয় মুহাজির ইবনু আবি উমাইয়াকে, হাযারামাউতে যিয়াদ ইবনু লাবীদকে, বনু সাআদে

[৭৪৭] দেখুন আল আসাস ফিস সুন্নাহ, ২/৯৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাবারকান ইবনু বদর ও কাইস ইবনু আসিমকে, বাহরাইনে আলা ইবনু হাযরামিকে এবং ‘আলি ইবনু আবি তালিবকে প্রেরণ করেন সাদকা ও কর উসূলের জন্য।[৭৪৮]

আল্লাহর রাসূল ﷺ কর্মীদের কাছ থেকে আয়-ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব নিতেন। ইবনুল লুতবিয়্যার ব্যাপারটা দেখি।[৭৪৯] উসূলের সম্পদ জমা দেওয়ার সময় তিনি বলছিলেন, ‘এটা তোমাদের জন্য, আর এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে।’ তার কথা শুনে নবিজি মিম্বারে ওঠে হামদ ও সানার পর বললেন—

> ‘সেই কর্মীর কী হলো, আমি তাকে প্রেরণ করেছি। সে এসে বলছে ‘এটা তোমাদের জন্য, আর এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে।’ আচ্ছা, সে ঘরে বসে থেকে একটু দেখুক না, তার কাছে হাদিয়া কীভাবে আসে? সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এখান থেকে তোমাদের যে কেউ সামান্যতম বস্তু নিলেও কিয়ামাতের দিন এটাকে তার কাঁধে বহন করানো হবে। চাই তা উট, বকরি কিংবা মেষ হোক না কেন!’এরপর তিনি বুক পর্যন্ত হাত তুলে দুবার বললেন, ‘হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?’[৭৫০]

এ সম্পর্কে নবিজি আরও বলেছেন, ‘আমরা কাউকে কাজে নিযুক্ত করার পর যদি মজুরি নির্ধারণ করি, এর বাইরে দায়িত্বশীল ব্যক্তি কিছু নিলে আত্মসাৎ বিবেচিত হবে।’[৭৫১]

দুই. এ সময়ের গুরত্বপূর্ণ সারিয়্যা বা অভিযান

ক. জুল কিফলাইনে তুফাইল ইবনু আমরের অভিযান

আল্লাহর রাসূল ﷺ তখনো হুনাইনে, তায়েফ অভিযানের আগের কথা। এখানেই তিনি তুফাইল ইবনু আমরকে নির্দেশ দেন আমর বিন হুমামা দাওসির মূর্তি ভেঙে ফেলতে। তারপর নিজ গোত্র থেকে একটি বাহিনী গঠন করে তায়েফে এসে নবিজির সাথে মিলিত হতে।

> তুফাইল ইবনু আমর رضي الله عنه জুল কিফলাইনের মূর্তিতে আগুন ধরিয়ে তা ধ্বংস করে দেন। আল্লাহর রাসূলের সাহায্যের জন্য নিজ গোত্র থেকে চারশো সেনা, ট্যাঙ্ক,

[৭৪৮] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/ ৩৮৪
[৭৪৯] দেখুন, মানসুর হাযাবী রচিত, আদ দাওলাতুল আরাবিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৩
[৭৫০] বুখারি, ৬৯৭৯; মুসলিম, ১৮৩৩
[৭৫১] আবু দাউদ, ২৯৪৩; কাতানী রচিত, ‘আত তারাতীবুল ইদারিয়্যাহ, ১/ ২৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিনজানিক নিয়ে চতুর্থ দিন তায়েফে আল্লাহর রাসূলের কাছে পৌঁছেন।[৭৫২]

খ. আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা সাহমির অভিযান

'আলি ইবনু আবি তালিব ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি অভিযান প্রেরণ করেন, আমীর নির্ধারণ করেন একজন আনসারি সাহাবিকে। সবাইকে নির্দেশ দেন আমীরের আনুগত্য করতে।

সফরের এক প্রেক্ষাপটে অভিযানের আমীর সঙ্গীদের ওপর চটে গিয়ে বলেন, 'নবিজি কি আমার আনুগত্যের ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ দেননি?'

'হ্যাঁ, দিয়েছেন!'

'তাহলে কিছু কাঠ জোগাড় করো।' কাঠ জোগাড় হয়ে গেলে আমীর বললেন, 'এখানে আগুন জ্বালাও।' আগুনও ধরানো হলে আমীর বললেন, 'আগুনে সবাই লাফ দাও।' সাথিরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন হলেন। একজন আরেকজনকে ধরে বললেন, 'আমরা আগুন থেকে বাঁচতে আল্লাহর রাসূলের কাছে আশ্রয় নিয়েছি, এখন কিনা, সেই আগুনেই লাফ দিতে হবে!' কেউ লাফ দেয়নি। আগুন নিভে যাওয়ার সাথে সাথে তার ক্ষোভও প্রশমিত হয়। আল্লাহর রাসূল এই সংবাদ শুনে বললেন, 'ওরা আগুনে লাফ দিলে কিয়ামাত পর্যন্ত বের হতে পারত না। আনুগত্য শুধুই ভালো কাজে।'[৭৫৩]

গ. তাঈ নগরীর ফুল্‌স মূর্তি ধ্বংসে 'আলি ইবনু আবি তালিবের অভিযান

তাঈ নগরীর মূর্তি ধ্বংসে রবীউস সানি মাসে 'আলি ﷺ অভিযানে বের হন। তার সাথে যোদ্ধা সংখ্যা ১৫০ আনসারি সাহাবি। একশ উষ্ট্রারোহী, আর পঞ্চাশজন অশ্বারোহী। 'আলি ﷺ হাতে তুলেছিলেন একটি কালো পতাকা ও একটি সাদা ঝান্ডা। প্রখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈ-এর জনপদ তাঈ নগরীতে তারা অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভোরের প্রথম আলো ফোটার মুহূর্তে তারা ফুল্‌স মূর্তি ধ্বংস করেন, সাথে লাভ করেন অঢেল গানীমাত—বন্দি, পশু ও বকরি। এই বন্দিদের মধ্যে আদি ইবনু হাতিমের বোনও ছিলেন, আর আদি পালিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন সিরিয়ায়।'[৭৫৪]

[৭৫২] দেখুন, নাদরাতুন নাঈম, ১/ ৩৭৫

[৭৫৩] বুখারি, ৪৩৪০; মুসলিম, ১৮৪০

[৭৫৪] যাহাবি রচিত, তারীখুল ইসলাম, মাগাযি অধ্যায়; পৃ. ৬২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘ. জুল-খালাসায় জারীর ইবনু আব্দিল্লাহর অভিযান

জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ বলেন, 'একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, 'জুল খুলসায় তুমি কি সন্ধ্যায় অভিযানে যাবে না?' বললাম, 'জি, অবশ্যই যাব।' আমার সঙ্গী দেওয়া হয় আহমাস গোত্রের ১৫০জন অশ্বারোহীকে। ওরা সবাই প্রকৃত অর্থেই দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন; কিন্তু আমি ঘোড়ার ওপর স্থির থাকতে পারতাম না। নবিজিকে আমার এই দুর্বলতার কথা জানানোর পর তিনি আমার বুকে মৃদু আঘাত করেন। আমি বুকের গভীরে এই স্পর্শের শীতলতা অনুভব করলাম। নবিজি বললেন, 'হে আল্লাহ, ওকে দৃঢ় রাখো, তাকে বানিয়ে দাও হিদায়াতের দিশারিও হিদায়াতপ্রাপ্ত।' নবিজির এই দুআর পর কোনো দিন আমি ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি।

আমি সঙ্গী যোদ্ধাদের নিয়ে চললাম। ইয়েমেনের জুল খুলসায় একটি বাড়ির ভেতর কা'বার আদলে একটা ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। আমরা এখানে এসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তা ধ্বংস করে ফেলি। ইয়েমেনের এক ব্যক্তি তির দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করত। আমি এখানে আসার পর তাকে বলা হলো, 'আল্লাহর রাসূলের একজন দূত ইয়েমেনে এসেছেন, সে তোমার কথা জানতে পারলে মুণ্ডু ফেলে দেবে।' একদিন সে তির দিয়ে কাজ করছিল। ঠিক এমন সময় আমি তার সামনে এসে বললাম, 'তুমি এসব ভেঙে সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, অন্যথায় তোমার মুণ্ডু ফেলে দেবো।' লোকটা বাধ্য ছেলের মতো ওগুলো ভেঙে ফেলে কালিমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দিলো। নবিজির নির্দেশিত আমার সব দায়িত্ব পালন শেষ। সুসংবাদটা আল্লাহর রাসূলকে দিলে তিনি ভীষণ খুশি হবেন। তাই আহমাসের আবু আরতাতকে সুসংবাদ দিয়ে মাদীনায় পাঠালাম। বিস্তারিত শুনে নবিজি আমাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক সবার জন্য বারকাতের দুআ করেন পরপর পাঁচবার।'[৭৫৫]

তিন. আদি ইবনু হাতিমের ইসলামগ্রহণ

বন্দিদের মাঝে আদি ইবনু হাতিমের বোনকে দেখে আল্লাহর রাসূল তার সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করেন, যে কয়টা দিন ছিলেন, সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ছিলেন। বিদায়ের সময় তার সঙ্গে দেন পরিধেয় ও পর্যাপ্ত পাথেয়। তিনি সিরিয়ায়

---

[৭৫৫] বুখারি, ৪৩৫৭; মুসলিম, ২৪৭৬; আহমাদ, ৪/ ৩৬২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাইয়ের কাছে পৌঁছে তাকে নবিজির কাছে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। বোনের কথায় ভাইয়ের মনে সাড়া জাগে। চলে আসে মাদীনায় আল্লাহর রাসূলের কাছে।[৭৫৬] এ পর্যায়ে আমাদেরকে আদি ইবনু হাতিমের ইসলাম গ্রহণের গল্প শোনাবেন আবু উবাইদা ইবনু হুজাইফা ﵁।

তিনি বলেন, 'আমি একবার আদি ইবনু হাতিমের কাছে এসে বললাম, আমি আপনার সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকি, এখন আমি চাচ্ছি সেটা সরাসরি আপনার কাছে শুনব।' আমার আবদার শেষে তিনি বলে চললেন—

> 'নবিজির হিজরাতের পর আমি মুসলিম রাজ্যের সীমান্তবর্তী একটি এলাকায় রোমান সাম্রাজ্যের কাছে চলে আসি; কিন্তু সুবিধা হলো না। নবিজির হিজরাত আমার জন্য যতটা কষ্টকর ছিল, তার চেয়ে বেশি কষ্টকর মনে হচ্ছে আমি মাদীনায় না গিয়ে এখানে দিন কাটানোতে। নিজেকে বললাম, এখন সময় এসেছে এই ব্যক্তির কাছে যাওয়ার। তিনি মিথ্যাবাদী হলেও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। আর সত্যবাদী হলে তো আমি জানতেই পারব।

আমি মাদীনায় পৌঁছলাম। লোকজন আমাকে দেখে খুশির আতিশয্যে বলে উঠল, 'দেখো—আদি এসেছে, আদি এসেছে...। আমি নবিজির কাছে এলাম। তিনি আমাকে দেখে তিনবার বললেন, 'আদি, ইসলাম মেনে নাও, নিরাপত্তা পাবে।'

আমি বললাম, 'আমি তো একটা ধর্মের ওপর চলছি, পালন করছি।' তিনি বললেন, তোমার ধর্ম সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশি আমি জানি। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার চেয়ে আপনিই বেশি জানেন! এটা কীভাবে সম্ভব?'

তিনি বললেন, 'তুমি কি রুকুসিয়্যাহ ধর্মের অনুসারী নও? (খ্রিষ্টান ও নক্ষত্র পূজারিদের সমন্বিত একটি ফিরকা এটা) তোমরা তোমাদের গোত্রের এক চতুর্থাংশ গানীমাতের সম্পদ গ্রহণ করে থাকো।' বললাম, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।'

তিনি আবার বললেন, 'অথচ তোমাদের ধর্ম অনুযায়ী এটা তোমাদের জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, 'জি, হালাল নয়।'

নবিজি বললেন, 'শোনো, ইসলাম গ্রহণের পথে যা তোমাকে বাধা দিয়ে

[৭৫৬] দেখুন, হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৮/ ৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাখছে, সেটাও আমি খুব ভালো করে জানি। তোমরা বলে থাকো, এই দীনের অনুসারীরা নিতান্তই দুর্বল প্রকৃতির। যাদের শক্তি বলতে কিছু নেই। সমগ্র আরব তাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে। সবাই তাদেরকে নিশানা বানিয়েছে। আচ্ছা, তুমি কি হীরা শহরের নাম শুনেছ?'

বললাম, 'শহরটা দেখিনি, তবে নাম অবশ্যই শুনেছি।' তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যার অধীনে আমার জীবন। আল্লাহ এই দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দেবেন, ইসলামি সাম্রাজ্য এতটাই নিরাপত্তা বেষ্টিত হবে যে, সেই হীরা নগরী থেকে একাকী এক পর্দানশীন নারী এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে নিশ্চিন্তে, তার মনে কোনো ভয় থাকবে না। অচিরেই কিসরা বিন হুরমুযের খাযানা বিজিত হবে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কী বলেন, কিসরা বিন হুরমুযের খাযানা!' 'হ্যাঁ, কিসরা বিন হুরমুযের খাযানা। মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করার পরও তার সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, নেওয়ার মতো কোনো মানুষ থাকবে না।'

এই ঘটনা বর্ণনার পর আদি ﷺ বললেন, 'দেখো, এখন তো হীরা শহর থেকে পর্দানশীন নারী একাকী এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছে নিশ্চিন্তে। তার সাথে কেউ নেই। আর এই আমি সেই লোকদের সাথেও ছিলাম, যারা মাদায়েন আক্রমণ করে কিসরার ধনভান্ডার বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই সত্তার কসম, যার অধীনে আমার প্রাণ, তৃতীয় কথাটাও বাস্তবায়িত হবেই, কেননা তা নবিজি ﷺ বলেছেন।'[৭৫৭]

আরেক বর্ণনামতে তিনি বলেছেন, 'আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে মাদীনায় আল্লাহর রাসূলের কাছে এলাম। তিনি মাসজিদে ছিলেন। আমি তার সামনে এসে সালাম বললাম। তিনি বললেন, 'কে আপনি?' বললাম, 'আদি ইবনু হাতিম।' আল্লাহর রাসূল ওঠে আমাকে নিয়ে বাসায় ঢুকলেন। আমি তাঁর কাছেই ছিলাম, এমন সময় এক বৃদ্ধা দুর্বল নারী তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। নবিজি মহিলার প্রয়োজন সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় কথা বললেন। আমি মনে মনে বললাম, 'আল্লাহর কসম, ইনি অন্যান্য বাদশাদের মতো নন।'

বৃদ্ধাকে বিদায় দিয়ে নবিজি আমাকে নিয়ে আরেক ঘরে চললেন। খেজুরের আঁশভর্তি একটি চামড়ার বালিশ আমাকে দিয়ে বললেন, 'এটাতে বসো।' বললাম, 'আপনিই বরং বসুন।' তিনি বললেন, 'না, তুমিই বসো।' আমি এটার ওপর

[৭৫৭] দেখুন, সহীহ সীরাতুন নাবী, পৃ. ৫৮০। বুখারি, ৩৫৯৫; আহমাদ, ৪/ ২৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বসলাম। নবিজি বসলেন মাটির বিছানায়। এবারও মনে মনে বললাম, 'এটাও একজন সাধারণ বাদশার কাজ নয়।'

আদি ﷺ এখানেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তার ইসালাম গ্রহণে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।[৭৫৮]

ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষণীয় দিকসমূহ:

১. আদি ইবনু হাতিম ﷺ আল্লাহর রাসূলের দিকে আসছিলেন দুটি চরিত্র কল্পনা করে। তিনি বুঝতে চাচ্ছিলেন, যার কাছে আসছেন, তিনি আসলেই একজন নবি, নাকি অন্যদের মতো একজন বাদশা। নবিজির কাছে আসার পর একজন বৃদ্ধার সাথে বিনম্র চিত্তে দীর্ঘ সময় কথা বলতে দেখে তার চেতনায় নবুওয়াতের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে, মুছে গেছে বাদশাহির ধারণা।

২. আদির ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের অবস্থানও আদির মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করেছে যে, আল্লাহর রাসূল সত্যিই একজন নবি, যিনি অন্য ধর্ম সম্পর্কেও সে ধর্মের অনুসারীর চেয়ে বেশি জানেন।

৩. আল্লাহর রাসূলের কাছে যখন স্পষ্ট হলো, আদি তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছে, তখন তিনি মুসলিমদের বর্তমান কিছু পরিবর্তনশীল দিক নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন—মুসলিমদের দুর্বলতা, ইসলামি রাষ্ট্রের অপ্রশস্ততা এবং অভাব। নবিজি স্পষ্ট করেন, ইসলামি সীমানায় এমন নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে যে, ইরাক থেকে মাক্কা পর্যন্ত একজন নারী সফর করবে, তাকে কারও সুরক্ষার মুখাপেক্ষী হতে হবে না। পারস্যের রাজত্ব অচিরেই মুসলিম শাসনের অধীনে চলে আসবে, আর সম্পদের প্রাচুর্য এমন হবে যে, গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না। আদির মন থেকে এই আশঙ্কাগুলো দূর হওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪. দা'ওয়ার অঙ্গনে আল্লাহর রাসূল ﷺ অন্তরের রোগ ও প্রতিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। চিহ্নিত করতে পারতেন দুর্বল জায়গা ও করণীয় দায়িত্ব। কাজেই তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার ইলম ও চেতনা উপযোগী মর্যাদা দিতেন। এর ফলে গোত্রপতিরাও তাঁর আচরণে প্রভাবিত হয়েছে। মানুষ ইসলামের সৈকতে

[৭৫৮] দেখুন, সীরাতে ইবনু হিশাম, ৪/ ২৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আছড়ে পড়েছে সাগরের ঢেউয়ের মতো।[৭৫৯]

৫. আদি আল্লাহর রাসূলের জীবনাচারে নবুওয়াতের স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পেয়েছেন। এটা তিনি অনুভব করেছেন নবিজির কথাবার্তার ধরন-প্রকৃতিতে। পরবর্তীতে তো সব কাছে থেকে সচোক্ষে দেখেছেনই। তার ইসলাম গ্রহণে ও সত্য-মিথ্যার তফাত বুঝতে এসবও একেকটা কারণ ছিল।[৭৬০]

চার. নবম হিজরির বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলি

ওয়াকিদির সূত্রে ইবনু কাসীর ﷺ বলেন, 'এ বছর আল্লাহর ﷺ আমর ইবনুল আ'সকে জীফারের দিকে, আমর ইবনু জালান্দিকে আযদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া উসূল করার জন্য।

ফাতিমা বিনতে দাহহাক বিন সুফিয়ান কালবিকে বিয়ে করেছিলেন তিনি এ বছরের জিলকদ মাসে। সে নবিজি থেকে পানাহ চায়, ফলে সংগত কারণে এই বন্ধনের বিচ্ছেদ ঘটে। জিলহাজ্জ মাসে মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আল্লাহর রাসূলের ছেলে ইবরাহীম। তিনি পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে অন্য উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অহমে বেশ লেগেছিল বিষয়টা।[৭৬১]

এ বছরেই আল্লাহর রাসূলের মেয়ে, আবুল আ'স ইবনু রাবী-এর স্ত্রী যাইনাব ﷺ-এর ওফাত হয়। নবুওয়াতের দশ বছর পূর্বে তিনি জন্মেছিলেন। ছিলেন আল্লাহর রাসূলের বড় মেয়ে। তার ছোটরা হলেন, রুকাইয়া, উম্মু কুলসূম ও ফাতিমা ﷺ। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে ভালোবাসতেন। স্বামীর ইসলাম গ্রহণের ছয় বছর আগে তিনি হিজরাত করেছিলেন। হিজরাতের সময় শিকার হয়েছিলেন নিষ্ঠুর নির্মমতার। নষ্ট হয়েছিল পেটের সন্তান। এই অসুস্থতার হাত ধরেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তার মৃত্যুর পর নবিজি বললেন, তাকে তিনবার কিংবা পাঁচবার গোসল করাও, গোসল শেষে কর্পূর লাগিয়ে দেবে।'[৭৬২]

---

[৭৫৯] দেখুন, হুমাইদি রচিত আত তারীখুল ইসলামী, ৮/ ৫৮, ৮৬
[৭৬০] দেখুন, বৃত্তি রচিত ফিকহুস সীরাহ পৃ. ৩২১
[৭৬১] দেখুন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৩৭৪
[৭৬২] দেখুন, আবু শুহবা রচিত, আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/ ৪৯০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৭

তাবুক অভিযান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংকটময় যুদ্ধ : তাবুক অভিযান

অভিযানের সময়, নামকরণ ও কারণ:

এক. যুদ্ধের সময় ও নামকরণ

৯ম হিজরির রজব মাসে তায়েফ থেকে ফিরে আসার ছয়মাস পর আল্লাহর রাসূল ﷺ এই অভিযানে বের হন।[৭৬৩] এটি গাযওয়ায়ে তাবুক নামে প্রসিদ্ধ। তাবুকের একটি ঝরনার কাছে মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল; স্থানটির নামের দিকে সম্পৃক্ত করেই রাখা হয়েছিল যুদ্ধের নাম। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মুআজ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা আগামীকাল তাবুকের ঝরনায় পৌঁছবে। তোমরা সেখানে উপনীত হবে দিনটা চড়তে শুরু করার পর। তোমরা পৌঁছার পর আমি আসার আগে কেউ যেন পানি স্পর্শ না করে।'[৭৬৪]

এ যুদ্ধের আরেকটি নাম হলো সংকটের যুদ্ধ। কুরআনে সূরা তাওবায় এ যুদ্ধের আলোচনায় নামটি বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'আল্লাহ দয়াশীল নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবির সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।' (সূরা তাওবা:১১৭)

---

[৭৬৩] তাফসীরুত তাবারি, ১৪/৫৪০-৫৪২; আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাউইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৬১৪; ফাতহুল বারি, ১৬/২৩৭

[৭৬৪] সহীহ মুসলিম, ৪/১৭৮৪, হাদীস নং ৭০৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম বুখারি আবু মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমার কিছু সঙ্গী আমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে পাঠালেন তাদের জন্য বাহন চাইতে। আসলে তারা এই সংকটের যুদ্ধ; অর্থাৎ তাবুক অভিযানে নবিজির সাথে অংশ নেওয়ার সংকল্প করেছিলেন।' ইমাম বুখারিও এই যুদ্ধের শিরোনাম দিয়েছিলেন এভাবে, 'সংকটের বাহিনী তথা গযওয়ায়ে তাবুক।'[৭৬৫]

এই নামকরণের কারণ হলো, এই সময়টাতে মুসলিমরা ভীষণ খাদ্যসংকটে ছিলেন। সূর্যের উত্তাপ যেন ছিল গনগনে ফুলকি। অন্য দিকে সুদীর্ঘ পথের দূরত্ব ছিল। পাথেয় স্বল্পতার কারণে সফর ছিল সীমাহীন কষ্টের। তাপদাহ গরমের বিপরীতে পানি একেবারেই কম ছিল। বাহিনী গঠন ও সেনাখাতে ব্যয় করার মতো সম্পদ ছিল অপ্রতুল।[৭৬৬] নাজুক এই অবস্থার কারণে অভিযানের নামই দেওয়া হয়েছিল সংকটের যুদ্ধ।

তা ছাড়া তাফসীরে আবদুর রাযযাকে আছে, মা'মার ইবনু আকীল বলেন, 'দোর্দণ্ড রৌদ্রদিনে মুসলিম বাহিনী তাবুকের সফরে রওনা করে। উষ্ণতার তীব্রতা ও পানি শূন্যতার কারণে সাহাবিরা উট জবাই করে ভুঁড়ি নিংড়ে সে পানি পান করতেন।'[৭৬৭]

সে সময়ের ভয়ংকর তৃষ্ণা কাতরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, 'অগ্নিঝরা রোদেলা দিনে আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে তাবুকের সফরে রওনা করি। দীর্ঘ চলমানতায় একস্থানে যাত্রা বিরতির পর আমরা চরম তৃষ্ণাকাতর হয়ে পড়ি। আশঙ্কা হচ্ছিল, আমাদের বুকের ছাতি বুঝি ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের অনেকে পানির সন্ধানে বের হলো, কিন্তু ফিরে এল নিরাশ হয়ে। কণ্ঠনালি ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তীব্র হচ্ছিল। পরে অনন্যোপায় হয়ে অনেকে তার উট জবাই করে পেটের ভুসি নিংড়ে সে পানি পান করত। আর ভুসি রাখত পেটের ওপর।'[৭৬৮]

যারকানির মতে এই যুদ্ধের আরেকটি নাম ছিল ফাদিহাহ।[৭৬৯] কারণ, এই

[৭৬৫] বুখারি, ৫/১৫০, হাদীস নং ৪৪১৫
[৭৬৬] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, আবু ফারিস, পৃ. ৮৩
[৭৬৭] ফাতহুল বারি, ৯/১৭৪
[৭৬৮] মুজমাউয যাওয়াইদ, ৬/১৯৪
[৭৬৯] শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যাহ, ৩/৬২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুদ্ধ মুনাফিকদের চেহারা থেকে মুখোশ খুলে দিয়েছিল; তাদের গোপন দুর্ভিসন্ধি, চক্রান্তমূলক কূটচাল, সাজানো মিথ্যা, অন্তরের পঙ্কিল অবস্থা, সর্বোপরি আল্লাহর রাসূল ও মুসলিমদের ব্যাপারে কুটিল মনোভাব সব প্রকাশ করে দিয়েছিল।[৭৭০]

হিজাজ ভূমির উত্তর দিকে মাদীনা থেকে প্রায় ৭৭৮ মাইল দূরে একটি ঝরনার কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা এলাকার নাম ছিল তাবুক। তদানীন্তন সময়ে এটি ছিল বিশাল এক দূরত্ব। পথের কুদাআহ গোত্র ছিল রোমান রাজত্বের শাসনাধীন।[৭৭১]

দুই. অভিযানের কারণ

এই অভিযানের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'সিরিয়া থেকে মাদীনায় আসাতেন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল জানতে পারেন, 'লাখাম, জুযাম ও অন্যান্য আরব গোত্রদের নিয়ে রোম সম্রাট বিশাল সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। ওদের অগ্রবর্তী বাহিনী ইতোমধ্যে বালকা পর্যন্ত চলে এসেছে।' ফলে আল্লাহর রাসূল সংকল্প করলেন, 'তাদের আগে তিনিই অভিযান পরিচালনা করবেন।'[৭৭২]

ইবনু কাসীর ﷺ মনে করেন, 'এই যুদ্ধের কারণ মূলত জিহাদের অনিবার্যতার বিধানে সাড়া দেওয়া। এজন্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করেন। কেননা, রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল ইসলামি ভূমির অধিক নিকটবর্তী, এ কারণে তারা ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার অধিক অধিকার রাখত। এদিকে পার্শ্ববর্তী কাফিরদের সাথে মুসলিমদের করণীয় কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছেন—

> 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন।' (সূরা তাওবা: ১২৩)

আল্লামা ইবনু কাসীরের মন্তব্য যথার্থতার অধিক নিকটবর্তী। কেননা, জিহাদের বিধানের ব্যাপকতার অর্থ হলো সমগ্র শির্কি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা। সর্বপ্রথম আহলে কিতাবরা লড়াইয়ের ক্ষেত্র হওয়ার কারণ হলো, মুসলিমদের দা'ওয়ার পথে

---

[৭৭০] আস-সিরাজ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ৮৪

[৭৭১] আল-মুজতামাউল ইসলামি, 'উমারি, পৃ. ২২৯

[৭৭২] আত-তাবাকাতুল কুবরা, ইবনু সাদ, ২/১৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারাই ছিল প্রধান বাধা। এটাই জীবনীকারগণ বলে থাকেন।[৭৭৩]

অন্যান্য ঐতিহাসিকরা যে বলেছেন, 'এই অভিযান পরিচালনার কারণ হলো, রোম সম্রাট মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করেছিল। এটাও অবশ্য অমূলক নয়। কেননা, এই অভিযান সংঘটন অনিবার্য ছিল।

সিরিয়া থেকে গাসসানিদের আগমনের ব্যাপারটায় মুসলিমরা বেশ ভীতিকর অবস্থানে ছিলেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাবের ঘটনায় এই উদ্বিগ্নতার বিষয় আরও স্পষ্ট হয়েছে। একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ স্ত্রীদের প্রতি রুষ্ট হয়ে সবাইকে এক মাসের জন্য ত্যাগ করেন। বুখারির বর্ণনায় আছে—

'উমার رضي الله عنه বলেন, 'আমরা সবাই গাসসানি সম্রাটকে ভয় করতাম। কারণ, আমরা জানতাম সত্বর তারা আমাদের ওপর হামলা করবে। ফলে আমরা সর্বদা তাদের ভয়ে তটস্থ থাকতাম।

একদিন হঠাৎ আমার এক আনসার বন্ধু দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বললেন, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন! আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কী হয়েছে?

> 'আরে মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে।' বললাম, 'সেটা কী! গাসসানিরা এসেছে নাকি?' তিনি বললেন, 'না, এর চেয়েও কঠিন কিছু! আল্লাহর রাসূল তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন!'[৭৭৪] এই ঘটনা বলছে, গাসসানিদের চিন্তা সাহাবিদের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, প্রচ্ছন্ন কোনো বিপদের সংবাদ এলেই সর্বপ্রথম মনে হতো, ওরা হামলার পরিকল্পনা করছে নাকি?

তিন. অভিযানে সাহাবিদের প্রাণখোলা সাদাকাহ, জিহাদের প্রতি ব্যাকুলতা

দীর্ঘ পথের দূরত্ব, মুশরিকদের সংখ্যাধিক্যের বিবেচনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদেরকে দানের প্রতি অনুপ্রাণিত করেন। প্রতিশ্রুতি দেন, সাদাকাহকারীদের জন্য মহাপ্রতিদান থাকবে। ফলে সবাই সাধ্যানুযায়ী দান করেন। এই যুদ্ধে দানের অঙ্গনে উসমান رضي الله عنه ছিলেন সবার শীর্ষে।[৭৭৫] আবদুর রাহমান ইবনু খাব্বাব উসমান رضي الله عنه-এর সাদাকাহর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'সেদিনকার কথা আমার মনে আছে। তাবুক বাহিনীর জন্য সাদাকাহর প্রতি আল্লাহর রাসূল অনুপ্রাণিত করছিলেন।

---

[৭৭৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/৩

[৭৭৪] বুখারি, বিয়ে-শাদি অধ্যায় ৬/১৮০, হাদীস নং ৫১৯১

[৭৭৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাউইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৬১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উসমান ইবনু আফফান দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, গদি ও পালান-সহ একশ উট আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।’ নবিজি সাহাবিদের দিকে চেয়ে আবার সাদাকাহর কথা বললেন। এবারও উসমান দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, গদি ও পালান-সহ দুইশো উট আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। নবিজি আগের মতোই বলছিলেন সাদাকাহর কথা। সেই উসমান-ই দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, গদি ও পালান-সহ তিনশো উট আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।’

আমি দেখছিলাম, আল্লাহর রাসূল মিম্বার থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন আর বলছিলেন, ‘আজকের পরে উসমান আর আমল না করলেও চলবে, আজকের পরে উসমান আর আমল না করলেও কোনো অসুবিধা নেই।’[৭৭৬]

আবদুর রাহমান ইবনু সামুরা ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল বাহিনী গঠন করছিলেন, এমন সময় উসমান ইবনু আফফান ﷺ কাপড়ভর্তি এক হাজার দীনার এনে নবিজির হাতে দেন। নবিজি দীনারের থলেটা নেড়েচেড়ে বারবার বলছিলেন, ‘আজকের পরে ইবনু আফফানের কোনো আমল তার ক্ষতি করতে পারবে না।’[৭৭৭]

‘উমার ﷺ সমুদয় সম্পদের অর্ধেক দান করে ভাবছিলেন, আজ আবু বাকরকে তিনি ছাড়িয়ে যাবেন। এ সম্পর্কে ‘উমার ফারুক ﷺ নিজেই বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন আমাদেরকে সাদাকাহ করতে বললেন। সে সময় আমার কাছে পর্যাপ্ত সম্পদও ছিল। মনে মনে বললাম, আবু বাকরকে যদি হারানোর সুযোগ থাকে, তাহলে সেদিনটি আজই। আমি আমার অর্ধেক সম্পদ এনে আল্লাহর রাসূলের সামনে রাখলাম। তিনি বললেন, ‘পরিবারের জন্য কতটুকু রেখেছ? বললাম, এই পরিমাণই রেখেছি।

কিছুক্ষণ পর আবু বাকর সাদাকাহর মাল নিয়ে এলেন। নবিজি বললেন, পরিবারের জন্য কতটুকু রেখেছ? তিনি বললেন, ‘আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।’ আবু বাকরের মুখে একথা শুনে এবার বললাম, ‘আবু বাকর, আমি আপনাকে কোনো দিন হারাতে পারব না।’[৭৭৮]

---

[৭৭৬] সুনানুত তিরমিযি, মানাকিব, ৫/৬২৫, ৬২৬, হাদীস নং ৩৭০০
[৭৭৭] মুসনাদু আহমাদ ৫/৬৩
[৭৭৮] সুনানু আবি দাউদ, আয-যাকাত, ২/৩১২, ৩১৩, হাদীস নং ১৬৭৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্ণিত আছে, 'আবদুর রাহমান ইবনু আউফ ﷺ সেনাবাহিনীর জন্য সমুদয় সম্পদের অর্ধেক দুই হাজার দিরহাম দান করেন।'[৭৭৯] অন্যান্য অনেক সাহাবায়ে কেরামও বিপুল পরিমাণে দান করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব, তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ও আসিম ইবনু আদি ﷺ। [৭৮০]

সাহাবায়ে কেরাম আসলে সম্পদকে একটি মাধ্যম হিসেবেই জানতেন। সম্পদশালী সাহাবিরা এটাই স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন যে, তাদের সম্পদ দীনের সেবার নিমিত্তে নিবেদিত।[৭৮১] এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা সাদাকাহ করেছেন বিপুল আগ্রহে, অনুগত চিত্তে। বিত্তবান মুসলিমদের জীবনকথা দানের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রাচুর্যের মোহ তাদের গ্রাস করতে পারেনি। আরেকটি স্পষ্ট বিষয় হলো, সামর্থ্য অনুপাতে জিহাদ জানমাল উভয়টি দিয়ে করতে হয়। সাহাবিরা শুধু জীবন দিয়ে নয়, সম্পদ দিয়েও করেছেন। [৭৮২]

দরিদ্র সাহাবিরা পিছিয়ে থাকেননি। সাধ্যমতো তারাও দান করেছেন; কিন্তু মুনাফিকদের কটূক্তির কারণে হীনম্মন্যতার শিকার হয়েছিলেন তারা। দরিদ্র সাহাবিদের মধ্যে আবু উকাইল ﷺ প্রায় দেড় কেজি খেজুর দান করেন, আরেকজন তার চেয়ে একটু বেশি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মুনাফিকরা ঠাট্টা করে বলছিল, 'আল্লাহ মোটেও এদের দানের মুখাপেক্ষী নন, এরা তো লোক দেখানোর জন্য এসব করছে।' মুনাফিকদের কথার জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'সে সমস্ত লোক যারা ভৎর্সনা-বিদ্রুপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি, যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধু নিজের পরিশ্রমলব্দ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।' (সূরা তাওবা : ৭৯)[৭৮৩]

ইবনু আউফের দান দেখে তারা বলল, 'আরে দেখো, আবদুর রাহমান তো

---

[৭৭৯] আস-সীরাতু ফি যাউইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৬১৬
[৭৮০] মাগাযি, ওয়াকিদি ৩/৩৯১
[৭৮১] মুইনুস সীরাহ, পৃ. ৪৪৯
[৭৮২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ দুরূসুন ওয়া ইবারুন, আস-সাবাঈ, পৃ. ১৬১
[৭৮৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাউইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৬১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এগুলো দান করল আমাদের দেখানোর জন্য।' তারা বিত্তবানদের ক্ষেত্রে রিয়ার অপবাদ দিচ্ছিল আর দরিদ্র সাদাকাহকারীদের তুচ্ছজ্ঞান করছিল। [৭৮৪]

কিছু দরিদ্র মুমিন ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। কেননা, জিহাদের পথে খরচের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ তাদের ছিল না। এদের একজন উলবা ইবনু যাইদ ﷺ। রাতের নীরবতায় তিনি সালাতে নিমগ্ন হন। অশ্রুসজল চোখে বলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি জিহাদের নির্দেশ দিয়েছ, আমিও জিহাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি; কিন্তু তোমার রাসূলের সঙ্গী হওয়ার সামর্থ্য আমাকে দাওনি। তবে আমি জীবনে সকল কষ্টের বিনিময়ে পাওয়া সাওয়াব মুসলিমদের মাঝে সাদাকাহ করলাম।' আল্লাহ তার এই আমলে খুশি হয়েছেন। সকালে নবিজি তাকে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'[৭৮৫]

এই ঘটনা থেকে বিশেষ শিক্ষণীয় হলো ইখলাস এবং আল্লাহর দীনের সাহায্যে ও দাওয়াহর প্রয়োজনে জিহাদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা এবং এতে আছে দরিদ্র মুমিনের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা, যা তারা তাদের জীবদ্দশায় আমলের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে।[৭৮৬]

ওয়াসিলা ইবনু আসকা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার পর আমি বাড়িতে চলে আসি। ইতোমধ্যে নবিজির অগ্রবর্তী বাহিনী রওনা হয়ে যায়। আমি মাদীনার রাস্তায় ঘোষণা দিয়ে বলছিলাম, 'এমন কেউ আছ কি, গানীমাতের বিনিময়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমাকে তার বাহন দিয়ে সাহায্য করতে পারবে?' একজন আনসারি বৃদ্ধ নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে আমাকে তার বাহনে নিতে চাইলেন। আমি শর্তে রাজি হওয়ার পর তিনি খাদ্য ও পাথেয়-সহ আমাকে নিয়ে তাবুকের উদ্দেশে রওনা করেন। একজন উত্তম সঙ্গীর সাথেই কেটে যায় আমার সফরের পথ।

যুদ্ধশেষে আমি কয়েকটি উট গানীমাত হিসেবে লাভ করি। মাদীনায় ফেরার পর শর্তের অংশটা সেই বৃদ্ধের কাছে নিয়ে যাই; কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'ভাতিজা, আমি তোমার কাছে এই বিনিময় নিতে চাইনি। আমার প্রত্যাশা অন্য

[৭৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৭

[৭৮৫] এটির রেওয়ায়েত দুর্বল হলেও সাক্ষী ও ঐতিহাসিকতার ভিত্তিতে ঘটনাটি সুবিদিত। দেখুন : আল-মুজতামাউল মাদানি, 'উমারি, পৃ. ২৩৫

[৭৮৬] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, সাদিক উরজুন, ৪/৪৪৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু।'[৭৮৭]

এভাবেই শুরুতে ওয়াসিলা ﷺ নিজের গানীমাত ত্যাগ করতে চেয়েছেন আখিরাতের প্রতিদানের আশায়, যে প্রতিদান তিনি পাবেন আল্লাহর কাছে। আর আনসারি বৃদ্ধও নিজে কষ্ট করে বাহনে আরেকজনকে নিয়েছেন, খাবারে ভাগ দিয়েছেন শেষ দিবসের পুরস্কারের প্রত্যাশায়।

জীবনের এই মানে সেই সমাজ থেকে প্রতিফলিত হয়, যারা জীবন নির্মাণ করেছেন কুরআন আর সুন্নাহর অনুকরণে। সে সমাজের সার্বক্ষণিক আবহে এমন দ্যুতিময় সম্মোহনী শক্তি বিদ্যমান ছিল, যার আবেশে তারা একে অপরের সম্পূরক হতেন।[৭৮৮]

জিহাদে অংশ নিতে আবু মূসা আশআরি ﷺ আশআরি সাহাবিদের নিয়ে নবিজির কাছে এলেন বাহন চাইতে। আল্লাহর রাসূল তাদের বাহনের জন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। কিছুটা সময় কেটে যায়। তারপর মাত্র তিনটি উটের ব্যবস্থা হয়।[৭৮৯]

দুর্বলতা, অসুস্থতা কিংবা অসহায়ত্বের কারণে যারা জিহাদে অংশ নিতে পারছিলেন না,তারা অনুতপ্ত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জিহাদের প্রতি তাদের অন্তরে ও আগ্রহে কোনো খাদ ছিল না। তাদের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা ও অক্ষমতার সান্ত্বনায় আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে বলেন—

> 'দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে। নেককারদের ওপর অভিযোগের কোনো পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। আর না আছে তাদের ওপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোনো বস্তু নেই যে, তার ওপর তোমাদের সাওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোনো বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।' (সূরা তাওবা: ৯১-৯২)

[৭৮৭] জামিউল উসূল, হাদীস নং ৬১৮৮; মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ৪৫৩
[৭৮৮] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ৪৫৩
[৭৮৯] আল-মুজতামাউল মাদানি, পৃ. ২৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূলের যুগে জিহাদের প্রতি পরম আগ্রহ ও ব্যাকুলতার এটা ছিল বিমুগ্ধ দৃশ্য। সত্যনিষ্ঠ ঈমানের অনুভূতি ছিল অকৃত্রিম। শারীরিক অসুবিধা যখন ওয়াজিব বিধান পালনের ক্ষেত্রে তাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তারা বিমর্ষ হয়েছেন। এই বিমর্ষ মনোভাব ও পরিতাপের কারণে অসুস্থতা, বার্ধক্য কিংবা অন্য কারণে বাহ্যত জিহাদে অনুপস্থিত থাকলেও প্রতিদানের ক্ষেত্রে তারাও মুজাহিদদের সাথেই ছিলেন।[৭৯০] আল্লাহর রাসূল ﷺ বলছেন, 'মাদীনায় কিছু মানুষ আছে, তোমরা যেকোনো পথে অগ্রসর হও, যেকোনো উপত্যকা অতিক্রম করো, তারাও তোমাদের সঙ্গী হয়ে থাকে।' সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কীভাবে সম্ভব! ওরা তো মাদীনায়?' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তারা মাদীনায় থাকার কারণ হলো, অপারগতা তাদেরকে বেঁধে রেখেছে।'[৭৯১]

চার. তাবুক অভিযানে মুনাফিকদের অবস্থান

অভিযাত্রার আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেনাবাহিনী গঠনের জন্য যখন সাদাকাহ ও জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করছিলেন, তখন মুনাফিকরা মুমিনদের চিন্তা বিক্ষিপ্তকরণের পন্থা বেছে নিয়েছিল। ওরা সাহাবিদের বলছিল, 'আরে—এই গরমে বের হয়ো না।' এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে—এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত। অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশি কাঁদবে।' (সূরা তাওবা:৮১-৮২)

তাবুক অভিযানের প্রস্তুতির সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ সাজাদ্দ বিন কাইসকে বললেন, 'হে জাদ্দ, এ বছর বনু আসফারের জিহাদের ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?' সে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। আমাকে মাদীনায় থাকার অনুমতি দিন। আল্লাহর কসম, আমার গোত্রের লোকেরা নারীর প্রতি আমার তীব্র আসক্তির কথা জানে। আমার তো ভয় হচ্ছে, বনু আসফারের

[৭৯০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাউইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৬১৮
[৭৯১] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৪২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নারীদেরকে দেখার পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব না।' নবিজি তার পথ ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, অনুমতি দিলাম।' এই ব্যক্তির কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখো, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।'(সূরা তাওবা:৪৯)

আর কিছু মুনাফিক মিথ্যা অজুহাত নিয়ে আসে আল্লাহর রাসূলের কাছে। অনুমতি চায় ঘরের চাটাইয়ে পড়ে থাকার। নবিজি এদেরকেও অনুমতি দেন। এখানটায় মৃদু তিরস্কার করে আল্লাহ বলেন—

'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের।'(সূরা তাওবা: ৪৩)

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতে পারেন, ইয়াহুদি সুওয়াইলিমের বাড়িতে মুনাফিকরা সমবেত হয়ে লোকদের অভিযান থেকে বিমুখ করছে। আল্লাহর রাসূল দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে সুওয়াইলিমের বাড়ি পুড়িয়ে দিতে লোক পাঠান।[৭৯২]

এই ঘটনা প্রমাণ করছে, মুনাফিক ও ইয়াহুদিদের সমস্ত কার্যকলাপ মুসলিমরা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। মুনাফিকদের সমস্ত হালচাল, গোপন পরামর্শ ও গতিবিধির ব্যাপারে মুসলিম গোয়েন্দারা সর্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। লোকদেরকে যুদ্ধ ও অভিযান থেকে ফিরিয়ে রাখতে ওদের সকল দুর্ভিসন্ধির খবর রাখতেন মুসলিমরা। ফিতনার ঘাঁটি ধ্বংসে আল্লাহর রাসূল ছিলেন দৃঢ় সংকল্পী ও বদ্ধপরিকর। তাই সাহাবিদের নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন মুনাফিকদের এই বাড়ি পুড়িয়ে ফেলতে।

আল্লাহর রাসূলের এই কর্মপন্থা চিরায়ত—সব সময়ের জন্য শিক্ষা। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তও ফিতনা সৃষ্টিকারীদের কেন্দ্র ধ্বংসে রাষ্ট্র নায়কের ভূমিকা কী হবে, এ যেন হাতে কলমে শিক্ষা। অবস্থা বুঝে কঠোর না হলে এসব নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, দেশকে ঠেলে দেয় অপূরণীয় ক্ষতির দিকে।[৭৯৩]

---

[৭৯২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাউইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৬১৮
[৭৯৩] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুদ্ধের পূর্বাপর ও মধ্যবর্তী সময়ে মুনাফিকদের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে কুরআন। তাবুক অভিযানের আগে অপারগতা প্রকাশ, যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা, অভিযানের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ, সর্বোপরি নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে প্রকাশ করা কথা বিবৃত হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। মুনাফিক নেতা উবাই ইবনু সালূল অভিযানে না যাওয়ার যে কারণ দর্শিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তা উল্লেখ করে বলেন—

> 'যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো; কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।' (সূরা তাওবা: ৪২)

মুনাফিকদের অবস্থান এখানে পরিষ্কার। ওরা পিছিয়ে থাকার মূল কারণ হলো পথের দূরত্ব ও আবহাওয়ার উষ্ণতা। ওদের দাবি ছিল, 'হে মুহাম্মাদ, যদি তুমি পার্থিব নিয়ামাতের আশ্বাস দিতে, সফর সহজ হতো, তাহলে আমরা তোমার অনুসরণ করতাম।' ফলে ওরা যুদ্ধে না গিয়ে বাড়িতেই অবস্থান করে। কুরআন এই মুনাফিকদের সার্বিক অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে মুমিনরা প্রত্যাবর্তনের পর তাদের অভিব্যক্তি কী হবে, উক্ত আয়াতে তাও প্রকাশ করেছে—

'আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।'

অর্থাৎ, এই মুনাফিকরা আল্লাহর নামে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক কসম খেয়ে বলবে, মুমিন ভাইয়েরা, যদি আমাদের শক্ত সমস্যা না থকত এবং আমরা যুদ্ধে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে তাবুকের উদ্দেশে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়তাম।[৭৯৪]

এই আয়াত নাযিল হয়েছে নবিজি তাবুক থেকে ফিরে আসার আগেই।

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা বলছেন—'এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।'

---

[৭৯৪] হাদীসুল কুরআনিল কারীম, ২/৬৪৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনু আশূর বলেন, 'এখানে ধ্বংস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত্যু। ওরা নিজেদের অনিষ্ট ডেকে এনেছে মিথ্যা ঈমানের মাধ্যমে। নিজেদের অনিষ্ট হলো পার্থিব জীবনের ক্ষতি, আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি। এই আয়াত আরেকটি কথা স্পষ্ট করছে—মানুষের মিথ্যা শপথ তাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়।'[৭৯৫]

এরপর আল্লাহ তাঁর নবিকে মৃদু তিরস্কারের সুরে বলেছেন,

> 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের।' (সূরা তাওবা: ৪৩)

মুজাহিদ ﷺ বলেন,[৭৯৬] 'আল্লাহর রাসূলের কাছে অনুমতি প্রার্থনাকারী কিছু মুনাফিকের ক্ষেত্রে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। ওরা পরামর্শ করে বলছিল, 'আল্লাহর রাসূলের কাছে অনুমতি চাও, তিনি তোমাদের অনুমতি দিলেও এখানে থাকবে, না দিলেও থাকবে।' এরা ছিল মুনাফিকদের একটি অংশ। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল, জাদ্দ বিন কাইস, রিফাআহ বিন তাবুত। মোট ৩৯ জন। যারা নবিজির সামনে মিথ্যা অজুহাত পেশ করেছিল।[৭৯৭]

তাদের প্রকৃত অবস্থা না জেনে অনুমতি দেওয়ার কারণে আয়াতটিতে আল্লাহ তাঁর হাবীবকে মৃদু ভাষায় তিরস্কার করেছেন।[৭৯৮] এরপর আসল রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন—

> 'আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ সাবধানীদের ভালো জানেন। নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।' (সূরা তাওবা: ৪৪-৪৫)

যুদ্ধক্ষেত্রে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ে অবতীর্ণ হয়েছে

---

[৭৯৫] তাফসীরুত তাহরীর ওয়াত তানউইর, ১০/২০৯
[৭৯৬] তাফসীর ইবন কাসীর, ২/৩৬০
[৭৯৭] আত-তাহরীর ওয়াত তানউইর, ১০/২১০
[৭৯৮] যাদীসুল কুরআনিল কারীম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়াতটি।[৭৯৯] আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করছেন, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী মুমিনদের কাজ নয় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছেড়ে দিয়ে পিছুটানের অনুমতি চাইবে। এটা বরং মুনাফিকদের মন্দ স্বভাব, যারা বাস্তব কোনো অপারগতা ছাড়াই অজুহাত পেশ করে, তারা আপনার আনীত বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকে, আর নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে সন্দেহের বলয়ে।[৮০০]

মোদ্দাকথা, মুমিন-মুনাফিক দ্বিবলয় তত্ত্ব ও দ্বন্দ্ব প্রথম প্রকাশ্যে আসে এই তাবুক অভিযানের প্রেক্ষাপটে। মুনাফিকদের কাজকারবার এতই দ্বিচারিতাপূর্ণ ছিল, তাদের অন্তরের কদর্য দিকটি প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। আল্লাহ ও রাসূল তাদের অভিশম্পাতিত করেন। [৮০১]

পাঁচ. অভিযাত্রার ঘোষণা, সেনাবাহিনী গঠন

ব্যাপকভাবে তাবুক অভিযানে অংশ নেওয়ার ঘোষণা করা হয়। আল্লাহর রাসূলের সাথে অংশ নেওয়া মুজাহিদদের সংখ্যা হয় ত্রিশ হাজার। কিছু মানুষ গড়িমসি করছিল। তাদের বিষয়টা তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধরো, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।' (সূরা তাওবা: ৩৮)

কুরআন এ আহ্বানও জানিয়েছে, 'যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-গরিব-নির্বিশেষে সবাই যেন যুদ্ধে শরিক হয়। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশ নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতেপারো।' (সূরা তাওবা: ৪১)

মুহাজির, আনসার, মাক্কার অধিবাসী ও অন্যান্য আরব যোদ্ধাদের নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম

[৭৯৯] তাফসীরুল মারাগি, ৪/১২৭
[৮০০] তাফসীর ইবন কাসীর, ২/৩৬১
[৮০১] নাযরাতুন নাঈম, ১/৩৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হন।[৮০২] নবিজি এ যুদ্ধে তাঁর নীতির বিপরীতে প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছেন। পরিষ্কার করে বলেছেন, 'তিনি রোমের বনু আসফারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। এখানে শত্রুর গাদ্দারি কিংবা গোপন ফাঁদের কোনো আশঙ্কা তিনি করেননি।[৮০৩]

কিছু উলামায়ে কেরাম নবিজির এই কাজের কারণে প্রমাণ করেন যে, যুদ্ধের দিক স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া জায়েয, যদি গোপনীয়তার মাঝে কোনো কল্যাণ না থাকে। যদিও নবিজি এই যুদ্ধে স্বাভাবিক নীতি থেকে সরে এসে প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিষ্কার করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষেও কয়েকটি কারণে মুসলিমদের সামনে প্রকৃত বিষয়টা স্পষ্ট করা প্রয়োজন ছিল—

১. দীর্ঘ দূরত্ব। আল্লাহর রাসূল সহজেই উপলব্ধি করেছেন, রোমের সফর ধারণাতীত কষ্টদায়ক হবে। কারণ হলো, রোমান সীমানায় পৌঁছতে হলে পাড়ি দিতে হবে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। থাকবে পানি ও খাদ্যের স্বল্পতা। এজন্য সফরের শুরুতে মুজাহিদদের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক। এই অপূর্ণতা যেন লক্ষ্য সাধনে ব্যত্যয় সৃষ্টি না করে।

২. রোমানদের বিপুল সেনা সংখ্যা ও তাদের মুখোমুখি হওয়া একটি আলাদা গুরুত্ব রাখে। আল্লাহর রাসূল যে সকল শত্রুদের মুখোমুখি হয়েছেন, এদের চরিত্র তাদের থেকে ভিন্ন। ওদের সংগ্রহে আছে বিপুল অস্ত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষ, লড়াইয়ের অঙ্গনে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী।[৮০৪]

৩. আবহাওয়ার উষ্ণতা। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার অবস্থানে দৃঢ় হতে পারে।[৮০৫]

৪. এই যুদ্ধে পরিকল্পনা গোপন করার আসলে বিশেষ কোনো ফায়দা ছিল না। কেননা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মোকাবিলা করার মতো অন্য কেউ ছিল না। শক্ত প্রতিপক্ষ ছিল কেবল রোমান বাহিনী, আরব্য খ্রিষ্টান, দাওমাতুল জান্দাল-এ উকবার লোকেরা।[৮০৬]

---

[৮০২] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ৯৭
[৮০৩] প্রাগুক্ত
[৮০৪] আর-রাসূলুল কাইদ, পৃ. ৩৯৮
[৮০৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/৪
[৮০৬] গাযওয়ায়ে তাবুক, মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমীল, পৃ. ৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনার সময় মুসলিমদের সামনে আল্লাহর রাসূল দুটি দিকই খোলা রেখেছেন। সময়ের দাবি অনুযায়ী যেমন গোপন রাখতে হবে, তেমনি প্রয়োজনে প্রকাশও করা যাবে।[৮০৭] সেনা খাতে ব্যয় করার জন্য নবিজি সাহাবিদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই তাবুক বাহিনীর পাথেয় ব্যবস্থা করবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর জান্নাত।'[৮০৮] মুসলিমরা অভিযানের দিক সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর অসীম আগ্রহে জিহাদে সাড়া দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা -কে স্থলাভিষিক্ত করেন, আর পরিবারের দায়িত্ব অর্পণ করেন 'আলি ইবনু আবি তালিবকে। এটা আলির জন্য সুবিধার মনে হচ্ছিল না। মুনাফিকরা তাকে ক্ষেপিয়ে বলছিল, 'আরে দেখো, 'আলির মতো বীরকে বাড়িতে রাখা হলো, এটা কি তার জন্য লাঞ্ছনাকর নয়?'

'আলির অহমে লাগে কথাটা। অস্ত্র নিয়ে জুরফে এসে মিলিত হন আল্লাহর রাসূলের সাথে।[৮০৯] অনুযোগের সুরে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুনাফিকরা মনে করছে আপনি আমাকে তুচ্ছ করে পরিবারের মাঝে রেখে যাচ্ছেন!' আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'ওরা মিথ্যা বলছে, আমার পরিবারের দেখভালের জন্য তোমাকে রেখে যাচ্ছি। এখন আমার ও তোমার পরিবারে ফিরে যাও। আরেকটা কথা, মূসার কাছে হারুনের যে অবস্থান ছিল, আমার কাছে তোমার অবস্থানও ঠিক তেমন হলে, এতে কি তুমি খুশি হবে না? তবে এটা তো সত্য, আমার পরে কোনো নবি নেই।'[৮১০] নবিজির বক্তব্য শুনে আলি মাদীনায় ফিরে যান।[৮১১]

আসলে আত্মীয়তার নিকটতম সম্পর্কের কারণেই পরিবারের দায়িত্বে 'আলিকে রাখা হয়। পারিবারিক বিষয়টা যেমন বিশেষ গুরুত্ব রাখে, সেজন্য পরিবারেরই একজনকে রেখে যাওয়াই ছিল সংগত কাজ। আর সাধারণভাবে মাদীনার ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত করা হয় মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাকে। কিছু লোক এখান থেকে অনুমান করে নিয়েছে, পরিবারে 'আলিকে নিযুক্ত করা ও নবিজির বাণী তাঁর খিলাফাতের

---

[৮০৭] আল-কিয়াদাতু ফি আহদির রাসূলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পৃ. ৫১০
[৮০৮] বুখারি, কিতাবুল মানাকিব, ৪/২৪৩
[৮০৯] যাদুল মাআদ, ৩/৫২৯
[৮১০] সাহীহ আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৫৮৯; বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৪১৬
[৮১১] যাদুল মাআদ, ৩/৫৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিকে ইঙ্গিত করে। কথাটা যথার্থ নয়, কেননা শুধু পরিবারের বিশেষ দায়িত্বে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৮১২]

আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে সানিয়্যাতুল ওয়াদা নামক স্থানে মুসলিমরা সমবেত হওয়ার পর প্রত্যেক আমীর নিজেদের ও বাহিনীর পতাকা ধারণ করেন। সবচেয়ে বড় পতাকাটা দেওয়া হয় আবু বাকর সিদ্দীককে। বড় ঝান্ডা দেওয়া হয় যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে। আউসের পতাকা নবিজি দেন উসাইদ ইবনু হুদাইরকে, খাযরাজের পতাকা আবু দুজানার হাতে। আনসারদের প্রত্যেক শাখাগোত্রকে নির্দেশ দেন একটি করে পতাকা তুলে ধরতে।[৮১৩] তাবুকে পৌঁছার পর সেখান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পাহারার দায়িত্ব দেন উব্বাদ ইবনু বাশারকে। তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে পুরো বাহিনী প্রদক্ষিণ করতেন।[৮১৪] পুরো যাত্রাপথে আল্লাহর রাসূলের গাইড হিসেবে ছিলেন আলকামা ইবনু ফাগওয়া খুযাঈ। তাবুকের পথ সম্পর্কে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন।[৮১৫]

ওয়াকিদি ﷺ এককভাবে তাবুক অভিযানে গৃহীত পথের সার্বিক তথ্য ও পতাকা বণ্টনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন; কিন্তু এগুলো পরিত্যজ্য। তবে সীরাত বিষয়ে এটি বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ একটি দিক; এবং এ ধরনের তথ্য সংগ্রহে ক্ষতির কিছু নেই।[৮১৬]

ইসলামি দা'ওয়াহ, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও এর বিস্তৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞ গবেষকদের কাছে প্রতিভাত হবে, মুসলিম বাহিনীতে সেনাসংখ্যা কীভাবে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামের সূচনাকাল থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইতিহাসের এই দর্পণে চোখ রাখলে পর্যবেক্ষকদের কাছে সহজেই স্পষ্ট হবে ইসলামি সামরিক বাহিনী উন্নত হয়েছে বিশেষ গতিময়তায়।

এই তো, যেখানে বদর যুদ্ধে সেনা সংখ্যা ছিল ৩১৩ বা তার সামান্য এদিক-সেদিক। উহুদ যুদ্ধে সেনাসংখ্যা হলো সাতশো। আহযাব যুদ্ধে তিন হাজার, মাক্কা বিজয়ের সময় দশ হাজার, হুনাইন যুদ্ধে বারো হাজার, আর সর্বশেষ তাবুক যুদ্ধে

[৮১২] সুয়ারুন ওয়া ইবারুন মিনাল জিহাদিন নাবাউই ফিল মাদীনাহ, পৃ. ৪৬৬, ৪৬৭
[৮১৩] আল-মাগাযি, ৩/৯৯৬; আত-তাবাকুত কুবরা, ইবনু সাদ, ২/১৬৬
[৮১৪] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫/৬৫২; আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ৯৯
[৮১৫] ইমতাউল আসমা ১/৪৫১; শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যাহ ৩/৭২
[৮১৬] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ত্রিশ হাজার।

অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সংখ্যাবৃদ্ধিও সবিশেষ লক্ষণীয়। বদর যুদ্ধে অশ্বারোহী ছিল সাকুল্যে দুইজন, উহুদ যুদ্ধে যদিও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি, এরপর মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে অশ্বারোহীর সংখ্যা হয়েছে দশ হাজার। আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিস্তৃতি ও গ্রামাঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ায় এই অশ্বারোহী সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, গ্রামের মানুষ ঘোড়া প্রতিপালনে বেশ যত্নশীল হয়।[৮১৭]

পথের ঘটনাপ্রবাহ, তাবুকে অবতরণ:

বাহিনী গঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ পতাকা ও ঝান্ডা বিশেষ ব্যক্তিদের মাঝে বণ্টনের পর আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে ইসলামি বাহিনী তাবুক অভিমুখে অভিযাত্রা করে। পিছিয়ে থাকা কারও জন্য অপেক্ষা করেননি তিনি। কিছু মুসলিম নবিজির সঙ্গে যুক্ত হননি, নবিজি এদের ব্যাপারেও ভালো ধারণাই রাখতেন। সফরের পথে আল্লাহর রাসূলের কাছে যখনই উল্লেখ করা হতো যে, অমুক ব্যক্তি যুদ্ধে আসেনি, আল্লাহর রাসূল বলতেন, 'তার কথা ছাড়ো, এতে কল্যাণ থাকলে আল্লাহ তাকে তোমাদের সাথে যুক্ত করতেন; কিন্তু আসল ব্যাপার অন্য কিছু হলে আল্লাহ তোমাদেরকে তার থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।'[৮১৮]

এক. আবু যর গিফারি ﵁-এর ঘটনা

ইবনু ইসহাক ﵀ বলেন, 'অবশেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ সমগ্রভাবে তাবুক অভিমুখে যাত্রা করেন। কেউ একজন অনুপস্থিত থাকলে পাশের সাহাবিরা বলতেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক ব্যক্তি আসেনি।' নবিজিও বলতেন, 'তার কথা ছাড়ো, এতে কোনো কল্যাণ থাকলে আল্লাহ অচিরেই তাকে তোমাদের সাথে মিলিত করাবেন। আর অন্য কিছু থাকলে আল্লাহ যেন তোমাদেরকে তার থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।'

নবিজিকে এক সময় বলা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু যর আসেনি, তার উট তাকে পিছিয়ে দিয়েছে।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তার কথা ছাড়ো, এতে কোনো কল্যাণ থাকলে আল্লাহ অচিরেই তাকে তোমাদের সাথে মিলিত করাবেন। আর

---

[৮১৭] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১০০

[৮১৮] আল-ইকতিফাউ বিমা তাযাম্মানাহু মিন মাগাযি রাসূলিল্লাহি ওয়াস সালাসাতিল খুলাফা, আল-কালাই ২/২৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যকিছু থাকলে আল্লাহ যেন তোমাদেরকে তার থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।'

আবু যর ﷺ-এর উটটি তাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। তিনি যখন বুঝলেন, এভাবে বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে, তখন পাথেয়গুলো নিজের পিঠে নিয়ে বাহিনীর পদচিহ্ন ধরে সামনে চলা শুরু করেন।

এদিকে আল্লাহর রাসূল এক স্থানে যাত্রা বিরতি করেছেন। হঠাৎ একজন সাহাবি আল্লাহর রাসূলকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দেখুন, এক ব্যক্তি কীভাবে একাই আসছে!' নবিজি বললেন, লোকটা যেন আবু যর হয়।' সাহাবিদের কাছে তার চেহারা স্পষ্ট হওয়ার পর তারা বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, ইনি তো আবু যর!' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আবু যরের প্রতি আল্লাহ রহম করুন, সে একাই চলবে, তার মৃত্যু হবে একাকীত্বে, উঠবেও একাকী অবস্থায়!'[৮১৯]

এরপর বহুদিন বয়ে গেছে। চলে এসেছে উসমান ইবনু আফফানের শাসনামল। বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার পর আবু যর ﷺ-কে রাবজায় নির্বাসিত করা হয়। মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি স্ত্রী ও গোলামকে অসিয়ত করে বলেন, 'আমার মৃত্যুর পর শুধু তোমরা দুজনেই আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাবে, তারপর আমাকে নিয়ে রাখবে একদম পথের মধ্যখানে। আমাকে রাখার পর সর্বপ্রথম কাফেলাকে দেখে বলবে, 'ইনি আবু যর।'

আবু যর ﷺ-এর মৃত্যু হলে তার অসিয়ত অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হয়। কিছুক্ষণ পর ঠিকই একটি কাফেলা চলে আসে। ওরা বুঝতে না পেরে তার খাটলি এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। দেখা গেল, কাফেলার সামনে আছেন ইবনু মাসউদ ﷺ। কুফার একটি কাফেলার সাথে আসছিলেন তিনি। তিনি বললেন, 'এখানে কী?' বলা হলো, এটি আবু যরের জানাযা। ইবনু মাসউদ ﷺ কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সত্য বলেছেন। 'আবু যরের প্রতি আল্লাহ রহম করুন, সে একাই চলবে, তার মৃত্যু হবে একাকীত্বে, উঠবেও একাকী অবস্থায়!' ইবনু মাসউদ ﷺ নেমে আসেন। নিজ দায়িত্বে সব কাজ সম্পন্ন করে প্রিয় সাহাবিকে সমাধিত করেন।[৮২০]

---

[৮১৯] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ৪/১৭৮
[৮২০] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ

১. আবু যর ﷺ কঠিন এক বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন, দান করেছেন সবরের শক্তি, সফরের যাবতীয় পাথেয় পিঠে নিয়ে পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিয়েছেন অনেকটা পথ। মিলিত হয়েছেন আল্লাহর রাসূলের সাথে। দৃঢ় সংকল্প ছিল তার, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মর্যাদা তিনি অবশ্যই অর্জন করবেন।[৮২১]

২. আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আবু যরের প্রতি আল্লাহ রহম করুন, সে একাই চলবে, তার মৃত্যু হবে একাকীত্বে, উঠবেও একাকী অবস্থায়।' আল্লাহর রাসূলের নবুওয়াতের সত্যতার এ এক উজ্জ্বল প্রমাণ। এগুলো আল্লাহর রাসূলের স্পষ্ট মু'জিযা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সম্মানিত করুন।[৮২২]

৩. এই গল্প আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের ইলম, স্মৃতির প্রখরতা এবং রপ্ত করা কথা সম্যক প্রকাশ করার ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। একটি সুদীর্ঘকাল পর তিনি নবিজির মুখে শোনা কথা হুবহু প্রকাশ করেছেন।[৮২৩]

দুই. আবু খায়সামার কাহিনি

ইবনু ইসহাক ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার কিছুদিন পর আবু খায়সামা বাড়িতে ফিরে আসেন। তাপদাহ ঝরছিল তখন মাদীনার মাটিতে। আবু খায়সামা বাগানে প্রবেশ করে দেখেন, স্ত্রী দুজন যার যার তাঁবুতে অবস্থান করছে। উভয়ে তার জন্য তাঁবুর অভ্যন্তর গুছিয়ে রেখেছে, ব্যবস্থা করে রেখেছে সুপেয় ঠান্ডা পানি। আবু খায়সামা ভেতরে প্রবেশের আগে দরজায় দাঁড়িয়ে স্ত্রীদের তৈরিকৃত নিয়ামাতগুলো কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে দেখেন। স্মরণ হলো আল্লাহর রাসূলের কষ্টময় সফরের কথা।

তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই নিজেকে ধিক্কারের সুরে বললেন, 'এটা কি ইনসাফ হলো? আল্লাহর রাসূল ﷺ আছেন উত্তপ্ত গরমে, তপ্ত বাতাসে, আর আমি এখানে থাকব শীতল ছায়ায় নিয়ামাতরাজির বেষ্টনে ও সুন্দর স্ত্রীদের নিয়ে ফুর্তিতে!

[৮২১] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১২৯ ; আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৮/১১৪
[৮২২] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১২৯
[৮২৩] আত-তারীখুল ইসলামি, ৮/১১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করার আগে আমি তোমাদের কারো তাঁবুতে প্রবেশ করব না। আমি এখন সরাসরি আল্লাহর রাসূলের কাছে চলে যাব। তোমরা আমার পাথেয় প্রস্তুত করো।'

স্ত্রীরা কথা না বাড়িয়ে পাথেয় প্রস্তুত করে দেয়। আবু খায়সামা ঘোড়া ছুটিয়ে দেন আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশে। আল্লাহর রাসূল সাহাবিদের বাহিনী নিয়ে কেবলই পৌঁছেছেন তাবুক প্রান্তরে—এরই মাঝে আবু খায়সামা নবিজির সামনে গিয়ে উপস্থিত হন। পেছনে ঘটে গেছে একটা টুকরো কাহিনি।

আবু খায়সামা তাবুকের উদ্দেশে চলছিলেন, পথিমধ্যে দেখা হয়ে যায় উমাইর বিন ওয়াহাব ﷺ-এর সঙ্গে। তিনিও চলতে চলতে নবিজিকেই খুঁজছিলেন। দেখা হওয়ার পর বাকিটা পথ তারা এক সাথেই চলেন। তাবুকের অনেকটা কাছে এসে আবু খায়সামা ﷺ বললেন, 'উমাইর, আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। তাই চাচ্ছি, একটু আগে আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখা করতে। তুমি যেহেতু কোনো ভুল করোনি, তাই আমার পরে এলেও সমস্যা নেই। কাজেই কিছু মনে করো না, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে একটু আগে যাই।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে বসে ছিলেন। পাশ থেকে কয়েকজন বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার দিকেই একজন আরোহী আসছে।' নবিজি বললেন, 'আল্লাহ করুন, নিশ্চয় আবু খায়সামা আসছে।' কিছুক্ষণ পর সাহাবিরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম—সত্যিই সে আবু খায়সামা!'

আবু খায়সামা শান্ত ভঙ্গিতে সালাম জানিয়ে নবিজির পাশে বসলেন। আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, 'আবু খায়সামা, একটুর জন্য তুমি তো কপাল পুড়েছিলে।' আবু খায়সামা ঘটে যাওয়া সবকিছু বিস্তারিত শোনালেন। নবিজি তার জন্য কল্যাণের কথা উচ্চারণ করে আল্লাহর কাছে দুআ করেন।'[৮২৪]

---

[৮২৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ গল্পে নিহিত শিক্ষণীয় উপকরণ

ক. মুসলিম-হৃদয় থাকবে সদা জাগরূক

আবু খায়সামা ﷺ দেখলেন, স্ত্রীরা তার জন্য শীতল পরিবেশ, সুপেয় ঠান্ডাপানি ও মুখরোচক খাবারপ্রস্তুত করে রেখেছে। এমন সময় তার হৃদয়ে জেগে ওঠে উত্তপ্ত রোদে উষ্ণতায় মোড়ানো আল্লাহর রাসূলের কষ্টময় সফরের কথা। এই আলোড়ন তার অন্তরকে আন্দোলিত করে, নাড়া দেয় বুকের দেয়ালে। শেষে নিজের সাথে বোঝাপড়া করে সফরের সংকল্প করেন। উষ্ণতার রুক্ষ অনুভূতি নিয়ে জনমানবহীন প্রান্তরে একাই পথ চলছিলেন তিনি। এক সময় দেখা হয় উমাইর ইবনু ওয়াহাব জুমাহীর সাথে, হয়তো তিনি মাক্কা থেকে আসছিলেন। প্রকৃত মুত্তাকিদের সামনে এই চিত্রটাই দৃষ্টান্তময়। সামান্য দুর্বলতা আচ্ছন্ন করেছিল, এরপর যখন সজাগ হয়েছেন, তখন অধিকতর ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়েছেন। এই অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> ‘যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদেরও পর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।’ (সূরা আরা: ২০১)

চৈতন্যে ফিরেছেন দ্রুত, হারানো সম্মান ফিরে পেতে বের হয়েছেন। ভুলের অনুভূতি নিয়ে পৌঁছেছেন আল্লাহর রাসূলের কাছে—তাবুকে। অবশেষে অর্জন করেছেন নবিজির সন্তুষ্টি।[৮২৫]

খ. সাহাবিদের সত্তাগত স্বভাব সম্পর্কে অবগতি

পাশের কিছু সাহাবি যখন বললেন, ‘একজন আরোহী আপনার দিকেই আসছে!’ তখন নবিজি বললেন, ‘সে যেন আবু খায়সামা হয়।’ কাছে আসার পর সবাই চিনতে পেরে বলে উঠলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, সে আবু খায়সামা।’ আল্লাহর রাসূল তাঁর সাহাবিদের কেমন চিনতেন, এটা তার উজ্জ্বল উপমা। সাহাবিদের স্বভাব সম্পর্কে আসলে তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন, কে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, কে তাওবা করে ফিরে আসবে তার রবের দিকে; যখন পদস্খলন ঘটে, আবার ফিরে আসে দ্রুত সময়ে। আল্লাহর রাসূলের জ্ঞানসীমার

[৮২৫] আত-তারীখুল ইসলামি, ৮/১১১, ১১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিস্তৃতির পরিচায়ক এই ঘটনাগুলো। সবাই মিশেছিলেন তাঁর জীবনপ্রবাহে, তিনি সঙ্গীদের কথা শুনতেন, সঙ্গীরাও তাঁর কথা বুক পেতে লুফে নিতেন।তাঁর সাথে চলতেন, তাঁর নেতৃত্বে জিহাদ করতেন।[৮২৬]

গ. আবু খায়সামার দৃঢ়তা

এই দৃঢ় পথচলায় একটা ব্যাপার ছিল, আবু খায়সামা ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে একাকী ছুটেছেন। সফর ছিল তার অত্যন্ত কঠিন। মরুভূমিতে পানির সংকটে গরমে অতিষ্ঠ। এই অবস্থায়ও তিনি সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এখানে বোঝা যায়, অপরাধ মার্জনার সংকল্পে তিনি কতটা শক্ত ছিলেন এবং দৃঢ়তা ও ধৈর্যে অবিচল ছিলেন।[৮২৭]

ঘ. সৈনিককে সেনাপতির ভর্ৎসনার প্রভাব

আবু খায়সামা অপরাধবোধ নিয়ে এসেছেন। রাসূল ﷺ-কে সালাম দিয়ে অপরাধবোধ আর সংশোধনের আগ্রহ নিয়ে সংকুচিত হয়ে বসেছেন। তাকে বলা রাসূল ﷺ-এর ভর্ৎসনা 'আবু খায়সামা, একটুর জন্য তুমি তো কপাল পুড়েছিলে' বাক্যটাই তার বিবেকে টান দিয়েছে।

নিজের অপরাধবোধ সম্বন্ধে সচেতন সৈন্যের জন্য এতটুকু কথাই যে বিশেষ প্রভাবক হতে পারে, এটাই নববি শিক্ষা। একজন সৈনিক ভুল করে স্থির থাকেননি, অন্যদের মাঝে এর ক্ষতিকর দিকটা ছড়াতে দেননি; বরং দ্রুত সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি নিজেকে তার সক্ষমতার সঙ্গে নিকাশ করেছেন। এটাই একজন শিক্ষকের শিক্ষা, পথপ্রদর্শকের নির্দেশনা, মুরব্বির ভব্যতা শিক্ষা।[৮২৮]

তিন. তাবুকে অবতরণ

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবুকে পৌঁছার পর রোমান কিংবা আরবদের কোনো সেনা সমাবেশ তাঁর চোখে পড়েনি। যুদ্ধের অভিপ্রায়েই মুসলিম বাহিনী সেখানে বিশ রাত অপেক্ষা করে; কিন্তু রোমান বাহিনী মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের ইচ্ছাটুকুও করেনি। আরব্য খ্রিষ্টান গোত্রগুলো ছিল নীরব। সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহরের শাসকরা সন্ধির

[৮২৬] আস-সিরাহ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১৩৩
[৮২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩, ১৩৪
[৮২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পথ বেছে নিয়ে জিযিয়া প্রদান করে। আইলার বাদশাও আল্লাহর রাসূলের কাছে একটি সাদা গাধা ও চাদর হাদিয়া পাঠায়। জিযিয়া দেওয়ার প্রস্তাবের সাথে আপস করে।

চারশো অশ্বারোহী বাহিনীর আমীর নির্ধারণ করে নবিজি খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে প্রেরণ করেন দাওমাতুল জান্দাল এলাকায়। এখানকার বাদশা উকাইদার ইবনু আব্দিল মালিক কানদি এক চাঁদনি রাতে বের হয়েছিল শিকারে। ঠিক এ রাতেই খালিদ ﷺ তাকে বন্দি করতে সক্ষম হন।[৮২৯] সে আল্লাহর রাসূলের সাথে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।[৮৩০] তার পরনে একটি অন্যরকম জুব্বা ছিল, এটার দিকে মুসলিমরা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলেন।

নবিজি এই মুগ্ধতা কাটিয়ে দিতে বললেন, 'তোমরা এটা দেখেই এমন অভিভূত হয়েছ; অথচ জান্নাতে সাআদ ইবনু মুআজের রুমালটাই হবে এর চেয়েও সুন্দর।'[৮৩১]

বর্ণিত আছে, 'দাওমাতুল জান্দাল থেকে অর্জন করা গানীমাতের মধ্যে ছিল আটশো বন্দি, এক হাজার উট, চারশো বর্ম ও চারশো বর্শা।[৮৩২] এ সময়টাতে আল্লাহর রাসূলের কাছে আইলার শাসকের পক্ষ থেকে গাধা ও চাদর হাদিয়া আসে, পরে তার সাথে জিযিয়ার ভিত্তিতে আপস হয়।[৮৩৩]

নবিজি এখান থেকে পার্শ্ববর্তী প্রত্যেক গোত্র যেমন জুরবা, আযরাহ[৮৩৪] ও মাকনা[৮৩৫] অধিবাসীদের কাছে প্রতিশ্রুতিনামা পাঠিয়ে দেন। চিঠির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—'এ এলাকার আরব খ্রিষ্টানরা প্রতি বছর ইসলামি রাষ্ট্রকে জিযিয়া দিতে হবে। নত হয়ে থাকতে হবে মুসলিমদের সুলতানের কাছে।' এভাবেই আরব উপদ্বীপের উত্তরে আল্লাহর রাসূল ইসলামি নেতৃত্ব

---

[৮২৯] আল-ইসাবাহ, ১/৪১২-৪১৫, ইবনু ইসহাক হাদীসটির সনদ হাসান পর্যায়ের সাব্যস্ত করেছেন।

[৮৩০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ৪/১৮০

[৮৩১] প্রাগুক্ত। এর সনদ হাসান।

[৮৩২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/১৭, ইবনু লাহিআহ এই হাদীসটি আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু ইবনু লাহিআহ যঈফ। যার কারণে বর্ণনাটিও দুর্বল।

[৮৩৩] আল-মুজতামাউল মাদানি, 'উমারি, পৃ. ২৪১

[৮৩৪] আল-মাগাযি, ৩/১০৩২

[৮৩৫] আল-ওসাইকুস সিয়াসিয়্যাহ ফি আহদিন নাবুওয়্যাহ ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ, পৃ. ১১৭-১২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিষ্ঠা করেন, এদের সাথে আবদ্ধ হন নতুন প্রতিশ্রুতিতে। এরই মধ্য দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের উত্তর প্রদেশ নিরাপত্তা লাভ করে,[৮৩৬] সংকুচিত হয় রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা।

এই গোত্রগুলো ইতঃপূর্বে রোমানদের শাসনাধীন ছিল, গ্রহণ করেছিল খ্রিষ্টধর্ম; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের আগমনের পর তাঁর সাথে জিযিয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে আসলেই সংকীর্ণ হয়ে আসে রোমান সাম্রাজ্য। ছিন্ন হয় রোমান অনুসারীদের বন্ধন রশি। মুসলিমদের সাথে চুক্তির আরেকটি বড় কারণ হলো, 'রোমানদের অধীনে তাদের জীবন লাঞ্ছনাকর হয়ে উঠেছিল। তরুণীরা ছিল সম্পূর্ণ অনিরাপদ; কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার সাহস তারা পেত না। রোমানদের অত্যাচারের ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকত। যার কারণে পরিস্থিতি পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিল তারা, যেন কন্যা-পরিজন নিয়ে নিরাপদ জীবন কাটাতে পারে। এমন সময় ওদের সামনে নিরাপদ ও প্রশান্ত জীবনের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয় ইসলাম। যেখানে অন্যায়-অনাচারের কোনো অন্ধকার নেই। যে পৃথিবীটা আকীর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের শুভ্র আলোয়। ফলে সংগত কারণেই তারা সন্ধিতে আবদ্ধ হয়, আল্লাহর রাসূলের সাথে জিযিয়া প্রদানের ওয়াদা করে।[৮৩৭]

সুসংহত রাষ্ট্র নির্মাণ ও মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করতে এটাও ছিল আল্লাহর রাসূলের গৃহীত পন্থা। আনুগত্যে মোড়ানো একটি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নবিজি পার্থক্য নির্ণয় করেছেন মুসলিম শাসন ও রোমান সাম্রাজ্যের মাঝে। মুসলিমদের অধীন একটি ন্যায়নিষ্ঠ উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন, ফলে খুলাফা রাশিদূনের যুগে দিকে দিকে ইসলামি বিজয়াভিযান সহজ হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে ইসলামি সীমানা। সর্বোপরি এই অভিযানের মাধ্যমে মুসলিমদের শক্তি বিস্তৃত হয় উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত, পরিষ্কার হয় মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের দুর্গম পথ।[৮৩৮]

চার. সামুদ গোত্রের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রমের সময় রাসূলুল্লাহর নাসীহাহ

আবু কাবশা আল-আনসারি ﷺ বলেন, 'তাবুক অভিমুখে চলার সময় পথিমধ্যে সামুদ গোত্রের ধ্বংসাবশেষ চলে আসে। মুসলিমরা অনেকটা দৌড়ে সে এলাকায়

[৮৩৬] আস-সিরাহ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ২১৭
[৮৩৭] মুহাম্মাদ আস-সাদিক উরজুন, ৪/৪৭৯
[৮৩৮] আস-সিরাহ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ২২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছুটে যাচ্ছিল। নবিজির কাছে এ খবর পৌঁছার পর তিনি লোকদের ডেকে বলেন, 'এখন নামাজ হবে।'

আমি আল্লাহর নবির কাছে এলাম। তিনি তাঁর উটের কাছে বসে ছিলেন। মুসলিমদের বলছিলেন, 'তোমরা এমন কওমের মাঝে কেন প্রবেশ করেছ, যাদের ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট ছিলেন?'

একজন বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আসলে এদের পরিণতির ব্যাপারে অবাক হয়ে দেখতে গিয়েছিলাম! আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আমি তো তোমাদের সতর্ক করছি, তা কি এরচেয়ে আশ্চর্যের নয়! একজন তোমাদের মাঝেই অবস্থান করছেন, তিনি পূর্ববর্তীদের সংবাদ জানাচ্ছেন, আর তোমাদের পরে ভবিতব্যের ঘটনা সম্পর্কেও ইঙ্গিত করছেন, এটা কি বিস্ময়কর নয়? শোনো—তোমরা ইসলামের ওপর অবিচল থাকো, সরল পথে চলো। কেননা, অচিরেই এমন একটি জাতি আসবে,যারা নিজেদের থেকে কিছুই প্রতিহত করতে পারবে না।'[৮৩৯]

আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, 'সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলের সাথে সামুদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসভূমিতে এসে কূপ থেকে পানি তুলে মশকে ভরে রাখে, তৈরি করে আটার খামির; কিন্তু অভিশপ্ত জাতির এই কূপ থেকে পানি নেওয়া সংগত ছিল না। তাই আল্লাহর রাসূল বললেন,

> 'যারা এই কূপের পানি খেয়েছ, তারা বমি করে ফেলে দাও, আটার খামিরগুলো খাওয়াও উটগুলোকে। তবে সালিহ ﷺ—এর উট যেখান থেকে পান করত, সেখান থেকে পানি নিতে পারো।[৮৪০] আর শোনো—যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে, তোমরা তাদের আবাসভূমিতে কেবল ক্রন্দনরত অবস্থাতেই প্রবেশ করবে, যেন তাদেরকে যা আক্রান্ত করেছিল, তোমাদেরকেও তা আক্রান্ত না করে।' এরপর নবিজি দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন।'[৮৪১]

সামুদ গোত্রের আবাসভূমির ক্ষেত্রে সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, সে ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রাসূলের নবুওয়াতি পদক্ষেপ। তিনি বুঝিয়েছেন, প্রেরিত রাসূলকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের ওপর আসা আল্লাহর গযবের কথাযেন মানুষ স্মরণ করে। এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার মানসিকতা থেকে যেন

[৮৩৯] আল-ফাতহুর রাব্বানি, ২১/১৯৫
[৮৪০] বুখারি, আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম অধ্যায়, হাদীস নং ৩৩৭৯
[৮৪১] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদাসীন না হয়।

নবিজি বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন, 'এখানকার যেকোনো ধরনের বস্তু এমনকি পানি থেকেও উপকৃত না হতে। এই শিক্ষা যেন বিস্মৃত না হয়, মূল্যহীন না হয় উপদেশ। বরং আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করে তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য সবাইকে কান্নার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তীরা আল্লাহর নবির নবুওয়াতের প্রমাণ ও মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু তাদের অন্তর পাথরের মতো কঠিন হয়েছিল। ফলে এগুলোকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করেছে এবং সংগত কারণেই তাদের ওপর আযাব অবধারিত হয়েছে। তারা যেসব বিষয় নিয়ে তাচ্ছিল্য করছিল, সেগুলোই তাদেরকে বেষ্টন করেছে—আল্লাহর আযাব নেমে আসার কারণে।

আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী নবিদের কাহিনি বর্ণনা করেছেন, তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য। কাজেই যখন আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাদের সেই বসতভিটা দেখব, যেখানে নেমে এসেছিল আল্লাহর আযাব, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, তখন এখান থেকে উপদেশ নেব, শিক্ষাগ্রহণ করব, আল্লাহর ভয়ে তটস্থ হব এবং পাপ থেকে তাওবাকরব।[৮৪২]

> আল্লাহর রাসূল ﷺ সামুদের এই অভিশপ্ত ভূমি অতিক্রম করার সময় দীর্ঘ আওয়াজে ডাক দিয়ে সাহাবিদের বলেছেন, 'তোমরা কোনো জালিম সম্প্রদায়ের আবাসভূমিতে প্রবেশ করলে আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করে কাঁদবে।'[৮৪৩]

পাঁচ. সাহাবি আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইনের মৃত্যু

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেন, 'আমি তখন আল্লাহর রাসূলের সাথে তাবুকে অবস্থান করছি। এক মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙে। ওঠে দেখি বাহিনীর এক প্রান্তে আগুন জ্বলছে। দেখার জন্য সেদিকে পা বাড়ালাম। এসে দেখি আল্লাহর রাসূল, তাঁর সাথে আবু বাকর ও 'উমার। তাদের সামনে আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইন মুযানির লাশ। আল্লাহর রাসূলের উপস্থিতিতে তার জন্য কবর খনন করা হয়। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তোমাদের ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' আবু বাকর ও 'উমার তার লাশ এগিয়ে আনেন। তাকে কবরে শোয়ানোর পর নবিজি দুআ করে

[৮৪২] সুয়াবুল ওয়া ইবারুল মিনাল জিহাদিন নাবাউই ফিল মাদীনাহ, পৃ. ৪৮০
[৮৪৩] বুখারি, আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম অধ্যায়, হাদীস নং ৩৩৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললেন, 'হে আল্লাহ, এই সন্ধ্যায় আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম, তুমিও সন্তুষ্ট হয়ে যাও।' এদিকে আমি মনে মনে বলছিলাম, 'হায়, এই কবরের লাশটি যদি আমি হতাম!'[৮৪৪]

ইবনু হিশাম বলেন, 'জুল বিজাদাইন নামে তাকে ডাকা হতো, কারণ, ইসলাম সম্পর্কে জানার পর তিনি ইসলাম গ্রহণের মনোভাব প্রকাশ করেন; কিন্তু গোত্রের লোকেরা তাকে বাধা দিয়ে রাখে। এক সময় তার পরনে ছিল একটি মাত্র বিজাদ মানে খসখসে নকশি কাপড়। তিনি এই একটি চাদর নিয়েই কওম থেকে ভেগে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। নবিজির অনেকটা নিকটে আসার পর তার কাপড়টি ছিঁড়ে যায়। তিনি এখানে বিব্রত না হয়ে কাপড় পুরোটা ছিঁড়ে এক টুকরো লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করেন, আরেক টুকরো চাদর বানিয়ে গায়ে জড়ান। এভাবেই তিনি চলে আসেন নবিজির কাছে। এদিন থেকে তার নামই হয়ে যায় জুল বিজাদাইন।'[৮৪৫]

এ ঘটনায় যা কিছু শিক্ষণীয়:

ক. সেনাদের প্রতি মৃত্যুর পরেও সম্মান দেখানো

সাহাবি জুল বিজাদাইনের সাথে নবিজির এই আচরণ প্রমাণ করে, মৃত্যুর পরও ইসলামে সাহাবিদের অবদানের কথা স্মরণ করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কেননা, অধিকারের সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে তারা নিজেদের নিবেদন করেছেন। এজন্য পৃথিবীতে হয়েছেন সমুন্নত মর্যাদা প্রাপ্তির উপযুক্ত। আর সংগত কারণেই তাকে হিংস্র প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে ফেলে রাখেননি। নবিজির পক্ষে থেকে এই সম্মান সাহাবিদেরকে জিহাদে জীবন উৎসর্গের প্রতি আরো বেশি অনুপ্রাণিত করে।

উল্লেখ্য, সেনা সদস্যকে সম্মান প্রদর্শনের এই নীতি বর্তমানে প্রচলিত থাকলেও সে যুগে এমন ছিল না। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক যুগ পরে ইসলামের ইতিহাসেই এইরকম বৃত্তান্ত পাওয়া গেল।[৮৪৬] মৃত সৈন্যকে সম্মানিত করার এই

---

[৮৪৪] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৫৯৮
[৮৪৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ৪/১৮২
[৮৪৬] আল-মাদখালু ইলাল আকীদাহ ওয়াল ইসতিরাতিজিয়্যাতিল আসকারিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৯৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিরল দৃশ্য পূর্ববর্তী রাজাবাদশা ও শাসকদের জীবনেও নেই। পৃথিবীর ইতিহাস বলে না, কোনো বাদশা সাধারণ একজন সেনার অন্তিম মুহূর্তে পাশে থেকে তার প্রতি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, আবার মহান রবের কাছে তার জন্য দুআও করেছেন যেন তিনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।'[৮৪৭]

খ. রাতে দাফন করা জায়েয, কল্যাণের ক্ষেত্রে গিবতা শরিআতসিদ্ধ

জুল বিজাদাইন ﷺ-কে রাতের বেলা দাফন করা হয়, আর মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত দাফন করাই সুন্নাহ। এমনইভাবে গিবতা হলো অন্য একভাই যেমন কল্যাণ লাভ করেছেন, নিজের ক্ষেত্রেও তেমনটা কামনা করা, এটা জায়েয। এটা হিংসা নয়। হিংসা তো হলো অন্যের নিয়ামাতের ধ্বংস কামনা করে নিজে আশা করা। হিংসার পুরোটাই মন্দ ও ঘৃণিত। আর গিবতা শুধু হয় কল্যাণের ক্ষেত্রে।[৮৪৮] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর কথাটা একটু ভেবে দেখুন, তিনি যখন জুল বিজাদাইনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনলেন, 'হে আল্লাহ, আজ সন্ধ্যায় আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও।' এরপর তিনি বলেছেন, 'এই কবরবাসী যদি আমি হতাম।'[৮৪৯] আসলে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিনের আশা এমনই হওয়া উচিত।[৮৫০]

ছয়. তাবুকে প্রকাশিত আল্লাহর রাসূলের কয়েকটি মু'জিযা

১. নবিজির প্রার্থনার পর আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেন বৃষ্টিবাহী মেঘ

সামুদ গোত্রের জনপদ অতিক্রম করার পর সাহাবিদেরকে ভীষণ তৃষ্ণাকাতরতা পেয়ে বসে। তারা নবিজিকে পানি শূন্যতার কথা জানান। আল্লাহর রাসূল ﷺ পানি চেয়ে দুআ করেন। আল্লাহ সাড়া দেন তাঁর ডাকে। মেঘ পাঠিয়ে বর্ষান বৃষ্টি। সাহাবিরা তৃপ্ত হন, পর্যাপ্ত পানি সংগ্রহও করে রাখেন।

ইবনু ইসহাক এখানে প্রাসঙ্গিক একটি আলোচনা করেছেন। মাহমূদ বিন লাবীদকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, 'লোকজন কি তাদের মধ্যে মুনাফিকদের চিনতে

---

[৮৪৭] সুয়ারুন ওয়া ইবারুন মিনাল জিহাদিন নাবাউই ফিল মাদীনাহ, পৃ. ৪৭২
[৮৪৮] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১৬৩, ১৬৪
[৮৪৯] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৫৯৮
[৮৫০] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ৪৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারত?' তিনি বলেন, 'মানুষ তার ভাই, বাবা, চাচাদের মতো মুনাফিকদেরও চিনত। আপন লোকদের মতো তারা একে অপরের সাথে মিশে থাকত। আমার গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক মুনাফিক সম্পর্কে বলেছে, 'সেও আল্লাহর রাসূলের সাথে সবখানে সফর করত। তাবুকের সফরেও সে অংশ নিয়েছিল। সাহাবিদের সাথে ছিল সামুদের ভূমিতে। তৃষ্ণার তীব্রতায় আল্লাহর রাসূল পানির জন্য দুআ করেন। সুপেয় পানির বৃষ্টি বর্ষান আল্লাহ তাআলা। সাহাবিরা তৃপ্ত হন। তারা বলেন, আমরা সেই লোকটার কাছে এসে বললাম, আরে কপালপোড়া, এখনো কি তোমার মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে?' সে বলল, 'আরে মেঘ এলে তো বৃষ্টি হবেই। এখানে মু'জিযার কী আছে!'[৮৫১]

২. উটনীর খবর দিলেন আল্লাহর রাসূল

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবুকের পথে চলার সময় তাঁর উটটি হারিয়ে যায়। কিছু সাহাবি সেটা খুঁজতে বের হন। আল্লাহর রাসূলের একজন সাহাবি ছিলেন, নাম তার 'উমারাহ ইবনু হাযাম। আকবর বাইআত ও বদরি সাহাবি তিনি। বনু আমর ইবনু হাযামের চাচা। তাবুকের অভিযানে তার বাহনে অংশী হয়েছিল মুনাফিক যাইদ ইবনুস সালত।

এই মুনাফিক যাইদ ইবনুস সালত উট হারিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে বলল, 'মুহাম্মাদ কি এটাই বলেন না যে, তিনি নবি, তোমাদেরকে আসমানের খবর শোনান; অথচ আজ তিনি উটটির খবর জানেন না?'

'উমারাহ এ সময় আল্লাহর রাসূলের কাছে ছিলেন। নবিজি তাকে বললেন, 'এক ব্যক্তি আমার ব্যাপারে বলছে, 'ইনি মুহাম্মাদ, নিজেকে নবি দাবি করেন, তোমাদেরকে আসমানের সংবাদ দেন। অথচ তিনি জানেন না, তাঁর উট কোথায়?' এবার শোনো, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে যা জানিয়ে দেন, এর বাইরে আমি কিছুই জানি না। আর হ্যাঁ, আল্লাহ এখন আমাকে জানিয়েছেন, আমার উটটি আছে এই উপত্যকায়। তার লাগাম একটি গাছের সাথে আটকে গেছে। যাও, সেখান থেকে আমার উট নিয়ে এসো।' সাহাবিরা সেখান থেকে উটটি নিয়ে আসেন।

'উমারাহ ইবনু হাযাম رضي الله عنه নিজ বাহনের কাছে ফিরে এসে বললেন, 'আল্লাহর

[৮৫১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম ৪/১৭৬; সুয়ারুন ওয়া ইবারুন মিনাল জিহাদিন নাবাউই ফিল মাদীনাহ, পৃ. ৪৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ﷺ একটু আগে আশ্চর্যের একটি সংবাদ দিলেন। একজনের কথার কারণে আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন ব্যাপারটা। 'উমারার বাহনের কাছে এক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহর রাসূল তো উপস্থিত ছিলেন না। আল্লাহর কসম, তুমি আসার আগে যাইদ এ কথা বলেছে।'

'উমারাহ ﷜ ভীষণ ক্ষিপ্ত হলেন। যাইদ ইবনু সালতের কাছে এসে ওর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আরে! আল্লাহর বান্দারা দেখো, আমার বাহনেই একটা বিষধর সাপ ছিল; অথচ আমি বুঝতে পারিনি। ওরে আল্লাহর দুশমন, আমার এখান থেকে এক্ষুনি বিদেয় হ,[৮৫২] আমার সঙ্গে আর থাকবি না।' ইবনু ইসহাক বলেন, 'অনেক মানুষ মনে করে, পরবর্তীতে যাইদ তাওবা করেছিল। আবার অনেকে বলেন, 'সে এই অকল্যাণের পথে থেকেই মারা গেছে।'[৮৫৩]

৩. তীব্র বায়ু প্রবাহের ব্যাপারে সতর্কতা জারি

মুসলিম বাহিনী তখনো তাবুকে অবস্থান করছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন সাহাবিদের জানালেন, 'খুব কাছাকাছি সময়ে তীব্র বেগে বায়ু প্রবাহিত হবে। নবিজি নির্দেশ দেন, সবাই যেন নিজেদেরকে নিরাপদ স্থানে রাখে, পশুদের বাইরে না রাখে। পশুগুলো শক্ত করে বেঁধে রাখতে বলেন, যেন কষ্ট না দেয়।' অতি অল্প সময়ের ভেতর প্রবল বেগে ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। এ সময় দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে বাতাস বহু দূরে নিয়ে ফেলে দেয়।[৮৫৪]

> মুসলিম শরিফে আছে, আবু হুমাইদের সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে তাবুক প্রান্তরে চলে আসি। এখানে একবার নবিজি বললেন, 'আজ রাতে তোমাদের ওপর দিয়ে প্রবল ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাবে, এ সময় তোমাদের কেউ যেন না ওঠে। তোমাদের উটগুলোকে শক্ত করে বেঁধে রাখো।' রাতের বেলা ঠিকই ঝড়ো হাওয়া শুরু হয়। এক ব্যক্তি উঠেছিল, বায়ুপ্রবাহ তাকে তাঈ অঞ্চলে নিয়ে ফেলে দেয়।'[৮৫৫]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এই হাদীসে দুটি বিষয় স্পষ্ট। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর

---

[৮৫২] ইলামুন নবুওয়্যাহ, লিল-মাওয়ারিদি, পৃ. ১০০; আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম ৪/১৭৭

[৮৫৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম ৪/১৭৭

[৮৫৪] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১৪১

[৮৫৫] সহীহ মুসলিম বিশারহিল নাবাউই ১৫/৪২; মুখতাসার মুসলিম, হাদীস নং ১৫৪৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মু'জিযা এবং ঝড়ের সময় দাঁড়িয়ে থাকার অপকারিতা।[৮৫৬]

৪. তাবুকে খাবারে আধিক্য, উর্বরতার আগাম সংবাদ

মুআজ ইবনু জাবাল ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের বললেন, 'তোমরা আগামীকাল তাবুক প্রান্তরে উপনীত হবে, সেখানে পৌঁছবে দিনটা চড়তে শুরুর পর। তোমরা সেখানে পৌঁছানোর পর আমি আসার আগে কেউ যেন পানি স্পর্শ না করে।'

আমরা রওনা করলাম। সবার আগে দুজন লোক সেখানে পৌঁছল। ঝরনার কাছে এসে দেখি সেটা জুতার ফিতার মতো চিকন, পানি নামছে ফোঁটা ফোঁটা একেবারেই কম। আল্লাহর রাসূল দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি এখানকার পানি স্পর্শ করেছ?' ওরা বলল, হ্যাঁ। নবিজি ওদের প্রতি রাগ করলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় যা বলার বললেন।

এরপর সাহাবিরা হাতের অঞ্জলি ভরে একটি পাত্রে কিছু পানি জমা করেন। আল্লাহর রাসূল এই পানি দিয়ে হাত ও মুখ ধুয়ে অতিরিক্ত পানিটুকু ঝরনায় ঢালতে বলেন। এই পানির স্পর্শের পর ঝরনা থেকে পানির যেন জোয়ার আসে। সাহাবিরা সবাই পান করে তৃপ্ত হন।'[৮৫৭]

আল্লাহর রাসূল ﷺ মুআজ ইবনু জাবাল ﷺ-কে বলেন, 'তুমি জীবিত থাকলে অচিরেই দেখতে পাবে এই জায়গাটা সবুজ উদ্যানে পরিণত হয়েছে।'[৮৫৮]

পানি স্বল্পতার কারণে তাবুক উপত্যকাটি ছিল একটি অনুর্বর প্রান্তর। এই তাবুকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ছোঁয়ায় বারাকাহ যুক্ত পানি ঢেলে দেন রগের মতো চিকন ঝরনায়। রবের ইশারায় এই মুহূর্ত থেকেই প্রবাহিত হতে থাকে প্রচুর পানি। আল্লাহর রাসূলের মু'জিযা শুধু সাহাবিদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ছিল না। বরং তিনি জানালেন, 'এই ঝরনার প্রবাহ অব্যাহত থাকবে, অচিরেই এখানে উৎপন্ন হবে ফলবান বৃক্ষ—সমৃদ্ধ সবুজ উদ্যান।

অল্প কিছুকাল পরেই আল্লাহর রাসূলের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে

---

[৮৫৬] শারহুন নাবাউই আলা সাহীহ মুসলিম, ১৫/৪২

[৮৫৭] সহীহ মুসলিম বিশারহিন নাবাউই ১৫/৪১; মুখতাসার মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩০

[৮৫৮] সহীহ মুসলিম বিশারহিন নাবাউই ১৫/৪১; আল-ফাতহুর রাব্বানি ২১/১৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবুজের ছায়াময় এক মনোরম পরিবেশ। এখন পর্যন্ত তাবুকের উদ্যানরাজি, খেজুরবৃক্ষ ও খেজুর আলাদা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এখানে প্রতিফলিত হয়েছে আল্লাহর রাসূলের কথার সত্যতা। কালের বহতা সাক্ষী হয়ে আছে, আল্লাহর রাসূল সত্য ছাড়া অন্য কথা বলেন না, অনিবার্য খবরই শুধু দিয়ে থাকেন, আর তাঁর প্রতিটি সংবাদ অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।[৮৫৯]

৫. খাবারে প্রাচুর্য

আবু সাঈদ খুদরি ﷺ বলেন, 'তাবুক প্রান্তরে সাহাবিরা প্রচণ্ড ক্ষুধায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তারা নবিজিকে জানালেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি অনুমতি দিলে আমাদের পশুগুলো জবাই করে খেতাম।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'ঠিক আছে জবাই করো।' একটু পর 'উমার ﷺ এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওরা জবাই করলে বাহন স্বল্পতা দেখা দেবে। আপনি বরং তাদের অতিরিক্ত পাথেয় নিয়ে আসতে বলুন। তারপর দুআ করুন বরকতের। হয়তো আল্লাহ তাআলা এগুলোই তাদের জন্য যথেষ্ট করে দেবেন।' পরামর্শ মনঃপূত হলো নবিজির। তিনি একটি চামড়ার দস্তরখান আনতে বললেন। নিয়ে আসার পর তা বিছানো হলো। নবিজি সবাইকে তাদের অবশিষ্ট পাথেয়টুকু এখানে ঢালতে বললেন। নির্দেশ শুনে কেউ একমুঠ পরিমাণ খাদ্য নিয়ে এলেন, আবার কেউ সম পরিমাণ খেজুর। এভাবেই কমবেশি করে দেওয়া শেষে জমাকৃত খাবারের পরিমাণ খুব সামান্যই হলো।

নবিজি বারাকাহর জন্য দুআ করলেন। দুআ শেষে সাহাবিদের বললেন, 'এবার এখান থেকে নিয়ে পাত্র পূর্ণ করো।' শুরু হলো পাত্র পূরণের পালা। সাহাবিরা প্রত্যেকেই নিজেদের সমস্ত পাত্র পুরো করে খেজুর নিলেন। খেয়ে তৃপ্ত হলেন। একজন সাহাবিও বাকি থাকলেন না। সবার নেওয়া শেষেও দৃশ্যত হলো, খাবার সেই আগের মতোই আছে।

এ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যেকোনো বান্দা সন্দেহাতীতভাবে এই দুটি বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, সে জান্নাতে যাবে।'[৮৬০]

তাবুক অভিযানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর রাসূল ﷺ-এর হাত দিয়ে এই

---

[৮৫৯] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১৪২
[৮৬০] আল-ফাতহুর রাব্বানি ২১/১৯৬-১৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মু'জিযাসমূহ প্রকাশ করেন নবুয়্যাত ও রিসালাতের সত্যতা হিসেবে। এবং এটাও আল্লাহ প্রমাণ করে দেন, তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহর মর্যাদা ও সম্মান কত বেশি![৮৬১]

সাত. যুদ্ধের সময়ে মুনাফিকদের অবস্থান নিয়ে কুরআনের বর্ণনা

ক. আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ বলেন—

'এক মজলিসে কিছু লোক বসা ছিল। সেখানকার একজন তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বলল, আমাদের মাঝে কিতাব পাঠকারী এই মুসলিমদের চেয়ে অধিক পেটুক, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ আমরা দেখিনি।' মজলিসের আরেক ব্যক্তি বলল, 'তুই মিথ্যা বলেছিস, আমি নিশ্চিত তুই মুনাফিক। আমি এ কথা আল্লাহর রাসূলকে বলব। দ্রুতই নবিজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যায়। এ সম্পর্কে নাযিল হয় কুরআন।

আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি দেখলাম, ওই লোকটা আল্লাহর রাসূলের উটনীর রশি ধরে দ্রুত চলছে, তার পা দুটি রাস্তার পাথরের সাথে লেগে আঘাত পাচ্ছিল। নবিজি সেদিকে খেয়াল করছিলেন না। সে বলছিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আসলে হাসি-তামাশার ছলে এমন কথা বলেছিলাম।' আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করছ!'

কাতাদার বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবুকের পথে চলছিলেন, কিছু মুনাফিকও ছিল তখন বাহিনীতে। তারা নবিজির সামনে ছিল। চলতি পথে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, 'আরে, আমাদের এই ব্যক্তি আশা করছে, সিরিয়ার প্রাসাদ ও দুর্গগুলো সে জয় করবে; কিন্তু এই আশা করাটাই শেষ!' আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কথা তাঁর নবিকে জানিয়ে দেন। নবিজি পাশের সাহাবিদের বললেন, 'মুনাফিকদের এই কাফেলাকে আটকাও।'

আল্লাহর রাসূল তাদের কাছে এসে বললেন, 'তোমরাই কি এমন এমন কথা বলেছ?' ওরা বলল, 'হে আল্লাহর নবি, আমরা আসলে হাসি-তামাশা করছিলাম।'[৮৬২] ওদের এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'মুনাফিকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের ওপর না এমন কোনো সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং,

---

[৮৬১] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১৪১

[৮৬২] আদ-দুররুল মানসুর, সুয়ূতি, ৪/২৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনি বলে দিন, ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকো, আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যে ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?' [সূরা তাওবা: ৬৪-৬৫]

আল্লাহ তাআলা বলছেন—আপনি বলুন তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?' এখানে কথাটি প্রশ্নের ভঙ্গিতে এনে মূলত এ কাজের নিষিদ্ধতার কথাই বলা হয়েছে।

শেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করছেন, 'তাদের এই ঠাট্টা ও বিদ্রূপ তাদেরকে কুফুরির দিকেই টেনে নিয়ে গেছে। ইরশাদ হচ্ছে—

'ছলনা করো না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করেও দিই, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেবো। কারণ, তারা ছিল গুনাহগার।'(সূরা তাওবা:৬৬)

অর্থাৎ, তোমাদের কিছু লোককে তাওবা ও রবের দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণে আমি ক্ষমা করে দিতে পারি, যেমন মাখশান ইবনু হুমাইর, আর অন্যদেরকে তাদের অব্যাহত অপরাধের কারণে আমি শাস্তি দেবো।[৮৬৩]

খ. আল্লাহর রাসূলকে গুপ্তহত্যার অপপ্রয়াস

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে বলেন—

তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফুরি-বাক্য এবং মুসলমান হওয়ার পর আবার কুফুরি করেছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর,যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের সম্পদশালী করে দিয়ে ছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুত এরা যদি তাওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবেন আল্লাহ তাআলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখিরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী-সমর্থক নেই। (সূরা তাওবা:৭৪)

---

[৮৬৩] তাফসীরুল মারাগি ৪/১৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনু কাসীর ﵀ বর্ণনা করেন, দাহহাক বলেন, 'তাবুক অভিমুখে চলার দিনগুলোতে এক রাতে মুনাফিকরা আল্লাহর রাসূলকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল। এরা ছিল দশের কিছু বেশি। পরে এদের সম্পর্কেই উপর্যুক্ত আয়াত নাযিল হয়।[৮৬৪]

অবশ্য দাহহাক থেকে ওয়াহিদির বর্ণনায় আছে,

'আল্লাহর রাসূলের সাথে কিছু মুনাফিক তাবুক অভিযানে রওনা করে। এরা নিজেরা একান্তে মিলিত হলে আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিদেরকে গালি দিত, ইসলামের ব্যাপারে মন্দ কথা বলত। এদের অবাচ্য কথা শুনতে পেয়ে হুজাইফা ﵁ নবিজিকে জানিয়ে দেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুনাফিকদের কাছে ডেকে বলেন, 'তোমাদের ব্যাপারে এসব কী শুনছি?' মুনাফিকরা মিথ্যা কসম করে অস্বীকার করে। এ সময় মুনাফিকদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আল্লাহ তাআলা বিবৃত আয়াত নাযিল করেন।[৮৬৫]

আয়াতের সাধারণ অর্থ হলো, ওরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, ওদের সম্পর্কে বলা কথাগুলো ওরা বলেনি। মূলত ওরা মিথ্যা বলেছে, আল্লাহ ওদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করছেন এবং এটাই সাব্যস্ত করছেন যে, ওরা কুফুরির কথা বলেছে। কুরআন অবশ্য ওদের উচ্চারিত অবাচ্য কথা উল্লেখ করেনি, কারণ তা উল্লেখ করা সংগত ছিল না।[৮৬৬]

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন, মাসজিদে যিরার ও মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা:

তাবুকে বিশ দিন অবস্থানের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় ফিরে আসেন।[৮৬৭] পথিমধ্যেই তিনি মুনাফিকদের নির্মিত মাসজিদে যিরার ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। তিনি মাদীনার উপকণ্ঠে আসার পর শিশুরা তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে আসে। মাদীনায় এসে মাসজিদে তিনি দু রাকাত নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে সেখানেই অবস্থান করেন লোকদের জন্য। এ সময় যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা তাঁর কাছে এসে অনুপস্থিতির ওজর পেশ করে। এই লোকেরা ছিল চার

[৮৬৪] তাফসীর ইবনু কাসীর, ২/৩৭২
[৮৬৫] আসবাবুন নুযূল, ওয়াহিদি, পৃ. ২৫১
[৮৬৬] হাদীসুল কুরআনিল কারীম, ২/৬৬৫
[৮৬৭] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬০৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শ্রেণির।

এক. শরিআত সম্মত ওজর ছিল, আল্লাহ তাআলাও তাদের অপারগতা গ্রহণ করেছেন।

দুই. শারঈ কোনো কারণ ছিল না, তবে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করে নিয়েছেন।

তিন. মাদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাম্য মুনাফিকের দল। এরা শাস্তির মুখোমুখি হবে।

চার. মাদীনা নিবাসী মুনাফিকের দল। এদের সম্পর্কেও কুরআনে কঠিন হুঁশিয়ারি এসেছে।

এক. যাদের শরিআত সম্মত অপারগতা ছিল

আল্লাহ তাআলা এদের অপারগতা গ্রহণ করে বলেছেন—

> দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে। নেককারদের ওপর অভিযোগের কোনো পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। আর না আছেতাদের ওপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান করো এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোনো বস্তু নেই যে, তার ওপর তোমাদের সাওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোনো বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। (সূরা তাওবা: ৯১-৯২)

কুরআনের আয়াত এখানে স্পষ্ট করছে, শরিআতগ্রাহ্য সংগত কারণে যারা তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল, তাদের কোনো অসুবিধা নেই, এ কারণে তাদের কোনো পাপও হবে না। এদের মধ্যে দুর্বল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অশীতিপর বৃদ্ধরা। ছোট ও পাগলদের কথাও বলা হয়ে থাকে। চৈতন্য দুর্বলতার কারণে এদেরকেও দুর্বল বলা হয়েছে। এ দুটি মাওয়ারদির মত। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, দৃষ্টিহীনতা, বার্ধক্য, শারীরিক দুর্বলতা—অসুস্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যাধি যুদ্ধের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৮৬৮]

---

[৮৬৮] যাদুল মাসীর, ৪/৪৮৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাথেয় হিসেবে পর্যাপ্ত খরচ যাদের ছিল না, পিছিয়ে থাকাতে তাদেরও কোনো অসুবিধা নেই। যদি তারা আল্লাহর দীন ও রাসূলের জন্য কল্যাণকামী হয়ে থাকে, অর্থাৎ সত্য অনুধাবন ও আওলিয়াদের প্রতি ভালোবাসা রাখার পাশাপাশি দীনের শত্রুদের সাথে শত্রুতা রাখে।[৮৬৯]

আল্লাহর বাণী, 'নেককারদের ওপর অভিযোগের কোনো পথ নেই'—তাবারি ﷺ বলেন, 'এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন—সেই ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা উত্তমভাবে আল্লাহর জন্য কল্যাণকামী হয়, জিহাদে অনুপস্থিত থেকেও আল্লাহর রাসূলের কল্যাণকামিতা থেকে সরে আসে না। এরা যৌক্তিক কারণে অনুপস্থিত থাকায় অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। শাস্তি পাবে অন্যরা। 'এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দায়লু'—এখানে আল্লাহ তাআলা বোঝাচ্ছেন, 'সৎকর্মশীলদের সমস্ত পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন, আর তিনি এদের প্রতি দয়াশীল, কাজেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।[৮৭০] কুরতুবি ﷺ বলেন, 'অক্ষমদের থেকে কষ্টকর কাজ রহিত করা হয়েছে শক্তির দুর্বলতা এবং সম্পদের স্বল্পতার কারণে।[৮৭১]

আল্লাহ তাআলা বলছেন—'তাদেরও কোনো সমস্যা নেই, যারা আপনার কাছে এসেছে, যেন তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু আপনি বললেন, তোমাদেরকে আরোহণ করাবার মতো কিছু নেই আমার কাছে।'

খরচ করার মতো পর্যাপ্ত পাথেয় যাদের নেই, এরাও আসলে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের শানের প্রতি খেয়াল রেখে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের কোনো পাপ নেই, তাদেরও নেই, খরচের জন্য যাদের পর্যাপ্ত পাথেয় থাকে না। সেই দরিদ্র মুমিনগণ অপরাধী হবে না, যারা জিহাদের সফরে অংশ নিতে আল্লাহর রাসূলের কাছে বাহনের জন্য এসেছিল, কিন্তু বাহনের ব্যবস্থা করা যায়নি। আর মুহাম্মাদ তাদেরকে এ প্রসঙ্গে বললেন,[৮৭২] 'তোমাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা আমি করতে পারিনি।' 'এরপর তারা ফিরে গেছে সজল চোখে'; অর্থাৎ জিহাদের সফরে পর্যাপ্ত পাথেয় ও

---

[৮৬৯] তাফসীরে কুরতুবি, ৮/২২৬
[৮৭০] প্রাগুক্ত, ১০/২১১
[৮৭১] প্রাগুক্ত, ৮/২২৬
[৮৭২] হাদীসুল কুরআনিল কারীম, ২/৬৭২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাহন না পাওয়ার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণে তাদের চোখে অশ্রু ঝরেছিল।[৮৭৩]

দুই. যাদের শরিআত সম্মত যৌক্তিক কারণ ছিল না, তবে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন

এই অনুপস্থিত সাহাবিদের ব্যাপারে তিনটি আয়াতে আলোকপাত করা হয়েছে। তা হলো :

১. আল্লাহ তাআলা বলেন—

> আর কোনো কোনো লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।(সূরা তাওবা:১০২)

উল্লিখিত আয়াতের মর্ম হলো,এই সাহাবিরা যদিও প্রকৃত কোনো কারণ ছাড়াই জিহাদে অংশ না নিয়ে ভুল করেছে, কিন্তু তারা অনুতপ্ত হয়েছে। মুনাফিকদের মতো মিথ্যা অজুহাত পেশ করেনি; বরং ভুলের কথা স্বীকার করে তাওবা করেছে, আশা করেছে আল্লাহর ক্ষমার। সৎ কাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের অন্যান্য শারঈ আমল, অন্য সমস্ত জিহাদে অংশ নেওয়া ইত্যাদি। আর মন্দ কাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শুধু এই যুদ্ধে পিছিয়ে থাকা।

জেনে রাখা ভালো, শুধু ভুলের কথা স্বীকার করলে তাওবা হয় না, বরং এর সাথে যুক্ত হতে হয় অতীত ভুলের কারণে অনুতপ্ততা, অনুশোচনা, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তা ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প। আর এই সাহাবিরা এমনটাই করেছিলেন। মিশ্রণের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এগুলোর প্রত্যেকটি অপরটির সাথে মিশে যাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলছেন—'হয়তো আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন'—এটা প্রমাণ করছে, প্রকৃত অর্থেই তারা তাওবা করেছে, অনুতপ্ত হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে এটা আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তা নিশ্চিত বাস্তবায়িত হওয়ার অর্থ দেয়। কেননা, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আশার বাণী তা অবশ্য ঘটমানতা বোঝায়। 'নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' অর্থাৎ তিনি গুনাহ ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন

---

[৮৭৩] প্রাগুক্ত, ২/৬৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বান্দাদের প্রতি।[৮৭৪]

২.আল্লাহ তাআলা বলছেন—

আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহর নির্দেশের ওপর স্থগিত রয়েছে, তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন,নাহয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত,আল্লাহ সবকিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন। (সূরা তাওবা:১০৬)

বুখারি ও মুসলিমদের বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিলাল ইবনু উমাইয়া, কাআব ইবনু মালিক, মারারাহ ইবনুর রাবী। তারা তাবুক অভিযানে অনুপস্থিত ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু তাদের জন্য সহজ ছিল না। অন্তরে নিফাক রেখে তারা এমনটি করেননি; বরং দীনের জন্য তারা একনিষ্ঠ ছিলেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় ফিরে আসার পর তারা জানালেন, 'আসলে আমাদের কোনো অপারগতা ছিল না। এটা শুধুই আমাদের ভুল।' আল্লাহর রাসূল এর ভার তাদের ওপর ছেড়ে দেন। তাদের বিষয়টি স্থগিত ছিল পঞ্চাশ রাত পর্যন্ত। এ দীর্ঘ সময়জুড়ে তারা বুঝতে পারছিলেন না, আল্লাহ তাদের ক্ষেত্রে কী করতে চাচ্ছেন?[৮৭৫]

৩. আল্লাহ তাআলা বলছেন—

এবং অপর তিনজনকে, যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল এবংতারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই—অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহেআল্লাহকরুণাময় দয়াশীল।(সূরা তাওবা:১১৮)

এই তিনজন হলেন, হিলাল ইবনু উমাইয়া, কাআব ইবনু মালিক ও মারারাহ ইবনুর রাবী। তাদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত নাযিল হয়।[৮৭৬] ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমরা এই ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করব। তুলে আনব তা থেকে পাওয়া শিক্ষণীয় বিষয়গুলো।

---

[৮৭৪] তাফসীরুশ শাওকানি, ২/৩৩৯
[৮৭৫] তাফসীরুল আলূসি, ১১/১৭
[৮৭৬] হাদীসুল কুরআনিল কারীম, ২/৬৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিন. মাদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাম্য মুনাফিক

এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এল, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদের ইয়ারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের ওপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফির। (সূরা তাওবা: ৯০)

চার. মাদীনার মুনাফিক

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে, আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা-শক্তি থাকত। অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশি কাঁদবে। বস্তুত, আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোনো শ্রেণি বিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাকো। (সূরা তাওবা:৮১-৮৩)

মুনাফিকরা অজুহাত পেশ করার পর এদের ও সত্যবাদী মুসলিমদের সাথে আল্লাহর রাসূলের আচরণবিধিতে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নতা দেখা গেছে। যেমন—মুনাফিকদের সাথে তিনি নম্রতা ও উদারতা প্রকাশ করেছেন, অপরদিকে মুসলিমদের সাথে করেছেন বাহ্যত কঠোর আচরণ।

দৃশ্যত নবিজির আচরণ মুসলিমদের ক্ষেত্রে বৈরী মনে হলেও তাতে ছিল সম্মান ও মর্যাদার হাতছানি। মুনাফিকরা যার উপযুক্ত ছিল না। মুনাফিকদের ক্ষেত্রে কীভাবে তাওবার আয়াত নাযিল হবে, অথচ তারা আকণ্ঠ কুফুরিতে লিপ্ত, কিয়ামাতে তাদের জন্য আছে নরকের অতল গহ্বরের শাস্তি। আল্লাহ তাআলাও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটাই চেয়েছেন যে, তারা যা প্রকাশ করছে, আমি তাদেরকে এ অবস্থার ওপরই ছেড়ে দেবো। পার্থিব বিধান কার্যকর করব তাদের প্রকাশিত অভিব্যক্তি অনুযায়ী। তাই ওদের কথার বাস্তবতা ও প্রকাশ করা ওযুহাতের রহস্য উদঘাটনের যেমন দরকার নেই, তেমনি মিথ্যার কারণে দরকার নেই দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়ার। তাদের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ীই আমি প্রকাশ্য কাজ অনুযায়ী হুকুম আরোপ করব।

ইবনুল কাইয়ুম ﵀ বলেন, 'অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সাথে এমনই করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাকে শিক্ষা দেন, সংশোধন করেন। সামান্য কষ্ট দিয়ে থাকেন। এতে সেই বান্দা সতর্ক থাকেন সব সময়। আর আল্লাহর করুণা থেকে যে আড়ালে চলে যায়, আল্লাহ তাঁর অবাধ্যতার দুয়ার অবারিত করে দেন। সে পাপ করলেও বরং নিয়ামাতেই জীবন কাটায়।'[৮৭৭]

পাঁচ. মাসজিদে যিরার

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবুক থেকে ফেরার পথে সূরা তাওবার এই আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

আর যারা নির্মাণ করেছে মাসজিদ জিদের বশে এবং কুফুরির তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ওই লোকের জন্য ঘাঁটি স্বরূপ পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।

> তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মাসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্যস্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতা ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন। (সূরা তাওবা:১০৮)

এই আয়াত দুটি নাযিলের কারণ হলো,আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় আসার কিছুটা আগের কথা। এখানে খাযরাজ গোত্রে আবু আমির নামের এক ব্যক্তি বাস করত। জাহিলি যুগে খ্রিষ্টান হয়ে আহলে কিতাবদের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করত। কিছুদিনের মধ্যেই এই কিতাবগুলোর বিষদ জ্ঞান সে লাভ করেছিল। ইবাদাত-বন্দেগিতে অভিনিবিষ্টতার কারণে গোত্রের লোকদের মাঝে বিপুল সম্মানের

[৮৭৭] যাদুল মাআদ, ৩/৫৭৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধিকারী হয়েছিল সে।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় আসার পর দৃশ্যপট পালটে যায়। এখানকার লোকেরা ব্যাপকভাবে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কিছুদিনের মধ্যে সংঘটিত হয় বদরের যুদ্ধ। মুসলিমরা এ যুদ্ধে বিজয়ের পর মাদীনায় বৃদ্ধি পায় ইসলামের শক্তি ও দাপট। এখানটায় এসে আবু আমিরের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়। আগের মান-সম্মান এভাবে চোখের সামনে মাটির সাথে মিশে যাওয়া সে সহ্য করতে পারল না। ইসলাম ও মুসলিমদের চরম শত্রুতে পরিণত হলো সে। একদিন সবার অলক্ষে সে মাক্কায় পালিয়ে এলো। উদ্দেশ্য, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তোলা।

মাক্কায় এসে আবু আমির মুশরিক ও মিত্র গোত্রগুলোকে যুদ্ধের দিকে প্ররোচিত করে। অবশেষে ওরা তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী এনে উহুদে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। এ যুদ্ধে মুসলিমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হন। অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আখিরাতের বিজয়, মহাপ্রতিদান তো মুমিনদের জন্যই। এই উহুদ যুদ্ধে অভিশপ্ত আবু আমির উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝে কিছু গর্ত খুঁড়েছিল। এগুলোর একটিতে পড়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাথা ও মুখে প্রচণ্ড আঘাত পান। এতে তাঁর নিচের পাটির সামনের দিককার একটি দাঁত শহীদ হয়। উম্মাহর জন্য তিনি যে দুঃখ, যন্ত্রণা ও নির্মমতার স্বীকার হয়েছেন, সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন।

এই আবু আমির উহুদ যুদ্ধের শুরুতে খাযরাজ গোত্রের মুসলিমদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের সামনে ভাষণ রাখল। সাহাবিরা আবু আমিরের কুটিলতা ও কূটনীতি ধরতে পেরে বললেন, 'ওহে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহ তোমাকে শান্তি থেকে বঞ্চিত করুন।' মুসলিমরা তাকে কঠিন ভাষায় শাসিয়ে লাঞ্ছিত করেন। আবু আমির নিরাশ হলো। প্রস্থানের সময় আক্ষেপ করতে করতে বলল, 'দেখছি—আমার অনুপস্থিতিতে আমার গোত্রের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।'

আবু আমির মাক্কায় পালাবার আগে আল্লাহর রাসূল তাকে কাছে ডেকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান; কিন্তু সে ঘাড় বাঁকিয়ে সত্য প্রত্যাখ্যান করে। তার আচরণে নবিজি রুষ্ট হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ, এ যেন বিদেশে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুর স্বাদ পায়।' নবিজির এই দুআ আল্লাহ তাআলা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবুল করেছেন। আবু আমির ঠিকই নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করেছিল।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয় ছিল সাময়িক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। এটাকে আপাত দৃষ্টিতে পরাজয় মনে হলেও মুসলিমদের শক্তি ও দাপটে কোনোরূপ প্রভাব পড়েনি; বরং ইসলামের বর্ধমান শক্তি আগের মতোই ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, মাদীনার সীমানা ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে বিস্তৃত হচ্ছিল ইসলামের ক্ষমতায়ন। উহুদের পর অভিশপ্ত আবু আমির হালকা করে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেও ইসলামের অগ্রসরতা তার মনে হিংসার পারদ সৃষ্টি করে। আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইতে চলে আসে রোমান সম্রাট হিরাকলের কাছে। সম্রাট হিরাকল তাকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়, আশ্রয় দেয় নিজ দেশে।

কিছুদিন পর আবু আমির মাদীনার মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে জানায়, 'সে অচিরেই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রোমান সম্রাটের অনুমতিক্রমে একটি বাহিনী নিয়ে আসবে। যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে বর্তমান মর্যাদার স্থান থেকে বিতাড়িত করবে। চিঠিতে তার আরও নির্দেশনা ছিল, রোম থেকে আগত বার্তাবাহকদের জন্য যেন একটি আশ্রয়স্থান নির্মাণ করা হয়। এরা এসে এই ঘরে যেন নিরাপদে অবস্থান নিতে পারে। অন্যদের সাথে সে নিজেও যেন এখানে অবস্থান করতে পারে।

আবু আমিরের এই নির্দেশনার পর তার সমর্থক মুনাফিকরা মাসজিদে কুবার কাছেই একটি মাসজিদ নির্মাণ শুরু করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন তাবুক অভিযানে কেবল যাত্রা করবেন, ঠিক তখন মাসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এখন মাসজিদ হিসেবে এটার স্বীকৃতির প্রয়োজন। এই স্বীকৃতি নবিজি ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। ফলে সংগত কারণেই ওরা আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে আবেদন জানাল, নবিজি যেন এখানে এসে প্রথম সালাত আদায় করে উদ্বোধন করেন। উদ্দেশ্য, ওরা মুসলিমদেরকে বলতে পারবে, নবিজি নিজে এখানে সালাত পড়ে এটাকে মাসজিদের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মুনাফিকরা মাসজিদের পক্ষে মিথ্যা যুক্তি উপস্থাপন করে আল্লাহর রাসূলকে বলে, 'শারীরিকভাবে দুর্বল মুমিন এবং অসুস্থ ব্যক্তিরা শীতের রাতে মাসজিদে কুবায় গিয়ে নামাজ আদায় করতে পারে না। তাদের সুবিধার জন্যই আমরা এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাসজিদ নির্মাণ করেছি।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আমরা সফরে যাচ্ছি, সফর থেকে ফিরে ইনশাআল্লাহ মাসজিদ উদ্বোধন করব।' তাবুকে বিশ দিন অবস্থানের পর মাদীনার দিকে ফিরছিলেন। মাদীনা ছিল মাত্র একদিনের দূরত্বে। এমন সময় জিবরাঈল ﷺ আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে জানালেন, 'মুনাফিকরা কুফুরি প্রচার ও কুবার মাসজিদের মুসলিমদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য সেই মাসজিদটি নির্মাণ করেছে।' নবিজি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেন না। একদল সাহাবিকে প্রেরণ করলেন মাসজিদে যিরার ধ্বংস করার জন্য। নবিজি মাদীনায় পৌঁছবার আগেই প্রেরিত সাহাবিরা মুনাফিকদের আস্তানা ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন।'[৮৭৮] আয়াত দুটি নাযিলের প্রেক্ষাপটে ইবনু কাসীর ﷺ এটাই উল্লেখ করেছেন।

আয়াতের অর্থ হলো,আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন, মুনাফিকরা মাসজিদটি নির্মাণ করেছে চারটি উদ্দেশ্যে—

১. অন্যদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে, কাজেই এটি ক্ষতিকর।

২. আল্লাহর সাথে কুফুরি। মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। কেননা, এটি নির্মাণের দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল মুনাফিকদের শক্তি বৃদ্ধি।

৩. মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি। ওদের ইচ্ছা ছিল এখানকার মুমিনরা যেন মাসজিদে কুবায় আর না আসে। ফলে মুসলিমদের সংখ্যায় স্বল্পতা আসবে। এর মাধ্যমে ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হবে, নষ্ট হবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

৪. সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে, তাদেরকে সাহায্য করা;[৮৭৯] কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবিকে মুনাফিকদের এই আস্তানা ধ্বংসের নির্দেশ দিয়ে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছেন, বিফল করেছেন সমস্ত পরিকল্পনা।

আল্লাহ বলছেন, 'ওরা শপথ করে বলবে, আমরা শুধু কল্যাণের উদ্দেশ্যে করেছি।' আল্লাহ তাআলা ওদের ভেজাল ঈমান ও মিথ্যা কথার নিন্দা

[৮৭৮] তাফসীর ইবন কাসীর, ২/৩৮৮
[৮৭৯] তাফসীরুল শাওকানি, ২/৪০৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। শেষে তাই সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন, 'আর আল্লাহও সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় ওরা মিথ্যাবাদী।'

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি ও মুমিনদেরকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন এই আস্তানায় নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকতে। বলেছেন—

'আপনি এখানে কখনোই দাঁড়াবেন না, তবে যে মাসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছেতাকওয়ার ওপর প্রথমদিন থেকে, সেটিই আপনার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানেরয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা তাওবা: ১০৮)

ইবনু আশূর বলেন, 'আপনি কখনোই ওখানে দাঁড়াবেন না' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাজের জন্য দাঁড়ানো। কেননা, নামাজের সূচনাটা কিয়াম দিয়েই হয়। নবিজি ওখানে নামাজ পড়লে বারাকাহ অবতীর্ণ হতো, এর ফলে মুসলিমদের কাছে মাসজিদে কুবার আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য থাকত না। এজন্যই নবিজিকে সেখানে নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর নবিজিও আম্মার ইবনু ইয়াসির, মালিক ইবনু দাখশামের সাথে কিছু সাহাবিকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'জালিমদের এই আস্তানায় গিয়ে আগুন ধরিয়ে তা ধ্বংস করে দাও।' সাহাবিরা খুব দ্রুত তা ধ্বংস করে দেন।[৮৮০]

আল্লাহ বলছেন,'তবে যে মাসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই আপনার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান।'

আল্লাহ তাআলা প্রথমে মাসজিদে যিরারে নবিজিকে ইবাদাত করতে নিষেধ করেছেন। এখানে বলছেন, 'মুনাফিকরা যে সময়ে ইবাদাতের জন্য ডেকেছিল, সে সময় ওদের আস্তানায় না গিয়ে তাকওয়ার ওপর নির্মিত মাসজিদে কুবায় গিয়ে ইবাদাত করুন, ওই নির্ধারিত সময়ে শয়তানি পরিবেশে নামাজ থেকে বিরত থাকলেও মৌলিক নামাজের চিন্তা থেকে চেতনা যেন অন্য দিকে প্রবাহিত না হয়। মহৎ একটি আত্মিক সভ্যতা আল্লাহ এখানে শিক্ষা দিয়েছেন।'[৮৮১]

আল্লাহ বলছেন, 'সেখানে এমন কিছু লোক আছে, যারা পবিত্রতা অর্জন পছন্দ করে।' ইবনু মাজায় বর্ণিত আছে, 'এই আয়াত অবতীর্ণের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ

[৮৮০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম ৪/১৮৪
[৮৮১] হাদীসুল কুরআনিল কারীম, ২/৬৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললেন 'ওহে আনসার সাহাবিরা, পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তো তোমরা কীভাবে পবিত্র হয়ে থাকো?' তারা বললেন, 'আমরা সালাতের জন্য ওযু করি, জানাবাত থেকে পবিত্রতার জন্য গোসল করি, আর শৌচকাজ করি পানি দিয়ে।' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই যথার্থ, তোমরা এমনটাই করবে।'[৮৮২]

মাসজিদে যিরারের ঘটনায় যা কিছু শিক্ষণীয়:

১. সমস্ত কুফুরি শক্তি এক জাতি

ইসলাম ও মুসলিমদের বিপক্ষে আবু আমিরের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয়ের পর। আবু জাহেল ও তার সাথিদের পরাজয়ে আবু আমির ব্যথিত হয়, প্রচণ্ড আক্ষেপে ফেটে পড়ে। সে প্রকাশ্যে নবিজির সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে শির্কের ঘাঁটি মাক্কায় চলে আসে। এখানকার লোকদেরকে উত্তেজিত করে তোলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। মুশরিকদের সাথে সে নিজেও অংশ নেয়, অপচেষ্টা করে ইসলামি বাহিনীতে ফাটল সৃষ্টি করতে।[৮৮৩] আসলে আল্লাহ তাআলাই সত্য বলেছেন,

> আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থানাকর,তবে দাঙ্গাহাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (সূরা আনফাল:৭৩)

২. মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি

এই নির্মাণের মধ্যদিয়ে মুনাফিকরা শরিআতগত নতুন সংযুক্তির চেষ্টা করেছে। বাহ্যত মনে হবে বেশ কিছু উপকারী দিক চিন্তা করে নির্মিত হয়েছে মাসজিদটি, কিন্তু ওরা ভালো করেই জানে, এর কোনো বাস্তবতা নেই। তারা প্রত্যাশা করেছে আল্লাহর রাসূল যেন নির্মিত এই ঘরে নামাজ আদায় করেন, তাঁর নামাজের মধ্য দিয়ে যেন এটি বারাকাহ মণ্ডিত হয়। এটা বাস্তবেই ঘটে গেলে লক্ষ্য পূরণে ওরা স্থির হতো। এগিয়ে যেত আরেক ধাপ। নিঃসন্দেহে এটি ছিল চক্রান্তমূলক একটি

[৮৮২] সুনানু ইবনি মাজাহ, পবিত্রতা অধ্যায়, পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জার পরিচ্ছেদ, ১/১২৭
[৮৮৩] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১৭৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিকল্পনা, যেখানে বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হতো।[৮৮৪]

৩. আল্লাহ সর্বোত্তম রক্ষাকারী, তিনিই সর্বাধিক দয়াময়

নবিজির প্রতি আল্লাহ তাআলার যত্নশীলতা ও পরিচর্যার বিষয়টি এখানে সবিশেষ লক্ষণীয়। তিনি নবিজিকে মুনাফিকদের গোপন দুর্ভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করেছেন, জানিয়েছেন মাসজিদ নির্মাণের প্রকৃত তথ্য। স্বাভাবিক, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে না জানালে মুনাফিকদের প্রকৃত বিষয়টি নবিজি কোনোভাবেই জানতে পারতেন না। ফলে নির্মিত এই ঘরে নামাজ পড়তেন, যুক্ত হতো শারঈ নীতি। মুসলিমরা এখানে নামাজ পড়তেন, কারণ তারা নবিজিকে পড়তে দেখেছেন। এর ফলে মুনাফিক ও মুসলিমদের মাঝে মিশ্রণ ঘটত, বিস্তৃত হতো মুনাফিকদের প্রভাব ও পরিকল্পনা।[৮৮৫]

৪. নবিজির চূড়ান্ত চিকিৎসা পদ্ধতি

বলতেই হয়, আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে মুনাফিকদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়া একটি দৃষ্টান্তময় কাজ। মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারী, মুমিনদের জন্য ক্ষতিকর কোনো বিষয়ে এমনই ছিল আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা। ধ্বংসাত্মক ব্যাধিগুলোকে আসলে আপন অবস্থায় রেখে দিলে কিংবা সহজভাবে দেখলে সেগুলোর চিকিৎসা সম্ভব হয় না। এখানে রোগাক্রান্ত অঙ্গটাই বরং কেটে ফেলা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। যেন এটার সংক্রমণ অন্য কোথাও সংক্রমিত না হয়।

কাজেই আল্লাহর রাসূলের গৃহীত কর্মপন্থা থেকে মুসলিম জাতি এটাই শিখতে পারছে যে, মুসলিম সমাজ থেকে মুনাফিকদের সবধরনের আস্ফালন চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। মুনাফিকদের সাথে সারা জীবন আল্লাহর রাসূলের এই নীতিই অব্যাহত ছিল। ফলে তাঁর ওফাতের আগেই অনিবার্য হয়ে পড়েছে মুনাফিকদের ধ্বংস ও বিনাশ। দেখা গেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিদায়ের সময় মুনাফিক অবশিষ্ট ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। মাসজিদে যিরার ধ্বংস করে দেওয়ার পর প্রকাশ্যে আসে ওদের মুখোশে ঢাকা চেহারাগুলো। ফলে ইসলামের বিপক্ষে আর কোনো পদক্ষেপ ওরা নিতে পারেনি।[৮৮৬]

---

[৮৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

[৮৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

[৮৮৬] আত-তারীখুল ইসলামি, ৮/১৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫. মাসজিদে যিরার সম্পর্কিত বিধিবিধান

মাসজিদে যিরার সম্পর্কিত বেশকিছু বিধানের কথা মুফাসসিরদের কলমে আলোচিত হয়েছে। এখানে কয়েকজনের কথা উল্লেখ করছি।

ক. যামাখশারি বলেন, 'অহংকার, লোকদেখানো, সুনাম-সুখ্যাতি কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হারাম উপার্জন দিয়ে মাসজিদ নির্মিত হলে সেটাও মাসজিদে যিরার বলে গণ্য হবে।[৮৮৭]

যামাখশারির এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ড. আবদুল কারীম যাইদান বলেন, 'তাহলে কি মাসজিদে যিরার বিবেচনা করে সেটা ধ্বংস করে দেওয়া হবে, যেমন মাদীনায় মুনাফিকদের নির্মিত মাসজিদে যিরার ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল? না—আমি এমনটা মনে করি না। এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মাসজিদগুলো মাসজিদে যিরারের মতো বিবেচিত হবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তা তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত হয়নি, তাতে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা ছিল না।[৮৮৮]

খ. কুরতুবি ﷺ স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে বলেন, 'আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'এমন প্রত্যেক মাসজিদ যা নির্মাণ করা হয় ক্ষতিসাধন, লোকদেখানো কিংবা সুনাম-সুখ্যাতির উদ্দেশ্যে, তা মাসজিদে যিরার হিসেবে বিবেচিত হবে, সেখানে নামাজ জায়েয হবে না।'[৮৮৯]

গ. সাইয়িদ কুতুব ﷺ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের সময় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে মাসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটা ছিল মাসজিদে যিরার। এ রকম মাসজিদ বা আস্তানা এখনো বিভিন্ন পন্থায় নির্মাণ করা হচ্ছে। বাহ্যত দেখা যাচ্ছে, ইসলামের উপকার ও কল্যাণ সাধনে নির্মিত হয়েছে কিন্তু ভেতরে চলছে ইসলাম ধ্বংস ও বিনাশের গোপন পাঁয়তারা। চলছে দীনের মাঝে ফাটল সৃষ্টির হীন পরিকল্পনা। এমন বহু দল ও সংগঠন রয়েছে, দীনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে; যেখানে চলতে থাকে ইসলাম বিকৃতির মহোৎসব। ইসলামের আলোচনা সমৃদ্ধ এমন বহু গ্রন্থ আছে, যেখানে অতি

---

[৮৮৭] তাফসীরুয যামাখশারি, ২/৩১০
[৮৮৮] আল-মুসতাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/৫০৪
[৮৮৯] তাফসীরুল কুরতবি, ৮/২৫৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূক্ষ্মভাবে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে ইসলামি বিধানের অপব্যাখ্যা।[৮৯০]

৬. মাসজিদে যিরারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ স্থাপনা

ড. আবদুল কারীম যাইদান বলেন, 'বাহ্যত শরিআতসিদ্ধ জিনিস, যেটা মূলত বানানো হয়েছে শরিআত পরিপন্থি কাজের জন্য, তা মাসজিদে যিরারের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, এখানে বিবেচ্য হবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।[৮৯১] এই মূল নীতির ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, যা বাহ্যত শরিআতসিদ্ধ; কিন্তু বানানো হয়েছে মুমিনদের ক্ষতি করার জন্য, তা মাসজিদে যিরার বলে গণ্য হবে।[৮৯২]

এই মূলনীতির ভিত্তিতে মাসজিদে যিরারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ স্থাপনা থেকে যেগুলো ভিন্ন হবে, তা উল্লেখ করে ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'আর অবাধ্যতা, পাপাচার ও অনৈতিক কাজের জন্য নির্মিত ঘর যেমন, পতিতালয়, মদের বার ও অবৈধ পণ্যের দোকান। এগুলোর প্রকাশ্য দিকটাই শরিআত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মাসজিদে যিরারের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।তবে এই স্থানগুলোতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব দিক থেকেই যেহেতু নিষিদ্ধ কাজ হয়ে থাকে, এদিক থেকে তা ধ্বংসযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।'[৮৯৩]

৭. মুসলিমদের শহর-নগরে ছড়িয়ে আছে মাসজিদে যিরার

ইসলামের শত্রু—মুনাফিক, নাস্তিক সংশয়বাদীরা এখনো নিরন্তরভাবে ইবাদাতের নামে স্থাপনা নির্মাণ করছে, লক্ষ্য হলো ইসলামে আঘাত হানা, মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাসে সংশয় সৃষ্টি করা। শিক্ষাদীক্ষার স্লোগানে ইসলামি নাম দিয়ে মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করছে মুসলিম শিশুদের মনে বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া ও দীন-ধর্ম থেকে বিমুখ করার জন্য। সংস্কৃতি সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো হচ্ছে, উদ্দেশ্য হলো বিশুদ্ধ বিশ্বাসের মাঝে সন্দেহের বীজ বপন করা। চিকিৎসা ও আর্ত-মানবতার সেবায় স্থাপিত হয়েছে হাসপাতাল, মানবিক কেন্দ্র ইত্যাদি, কিন্তু এখানে চলছে অসুস্থ ও দরিদ্র শ্রেণির মাঝে ধর্মান্তরকরণের বহুমুখী চক্রান্ত। অভাবী ও দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলোকে ওরা টার্গেট বানিয়েছে। আফ্রিকার

---

[৮৯০] ফি যিলালিল কুরআন, ৩/১৭১০, ১৭১১

[৮৯১] আল-মুসতাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/৫০৬

[৮৯২] প্রাগুক্ত, ২/৫০৭

[৮৯৩] আল-মুসতাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/৫০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিম্নমানের শহরগুলোতে প্রধানত ওদের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যাপক হারে কাজ হচ্ছে।[৮৯৪]

ইসলামি সমাজে সেটাই মাসজিদে যিরার প্রথম ছিল না এবং আজ অবদি এ ধারা বন্ধ হয়নি। অত্যন্ত সুদূরপ্রসারি উদ্দেশ্যে গৃহীত হচ্ছে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন করা হচ্ছে অতি সূক্ষ্মভাবে। লক্ষ্য হলো ইসলামে আঘাত হানা, মুসলিমদের অন্তরগুলোর ওপর এক কালো পর্দা ফেলে দেওয়া। মানুষকে দীন-ধর্ম থেকে বিমুখ করার জন্য রোপণ করা হচ্ছে ফিতনার বীজ। এতে মুসলিমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেই, সাথে সাথে বিচ্যুত হবে আখিরাতের যাত্রা থেকে।[৮৯৫]

অভিযানে অনুপস্থিত তিন সাহাবির গল্প:

অভিযানে অনুপস্থিত তিন সাহাবির গল্পটি বর্ণিত হয়েছে তাদেরই একজন কাআব বিন মালিক ﵁-এর জবানিতে। সীরাত, হাদীস ও তাফসীরের কিতাবাদিতে তার বলা বক্তব্য শব্দে শব্দে লিখিত হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। বুখারিসহ অনেক কিতাবে এটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।[৮৯৬]

কাআব ইবনু মালিক ﵁ বলেন 'কেবল তাবুক আর বদরযুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না।

কিন্তু বদরে যারা অংশ নেয়নি, তারা নিন্দিত হয়নি। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে মূলত কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলার ধনসম্পদ কবজা করার লক্ষ্যে রওনা করেছিলেন। বলতে গেলে অযাচিতভাবেই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে মুশরিক শত্রুদের সাথে যুদ্ধের মুখোমুখি করে দেন। যেহেতু যুদ্ধের কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না, তাই অনুপস্থিতরা কটুদৃষ্টির শিকার হয়নি। অবশ্য আকাবার রাতে আল্লাহর রাসূলের হাতে ইসলামের ওপর অবিচল থাকার দৃপ্ত শপথ নেওয়ার সময় উপস্থিত আনসারিদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। যদিও বদরের যুদ্ধ লোকদের মধ্যে বেশি স্মরণীয় ঘটনা, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বদরের পরিবর্তে আকাবার উপস্থিতিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয়। কারণ, এই রাতেই যে আমরা এক চির সত্যের স্নিগ্ধ আলোয় অবগাহন করেছিলাম। নতুন দিনের সূচনা

[৮৯৪] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫০৮
[৮৯৫] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১৮২
[৮৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছিল আমাদের আঁধার ঘেরা জীবনে।

কেমন যেন খেয়ালি মনেই কেটে গেছে সুযোগের সময়টা। অস্পষ্ট কোনো কারণে অংশ নেওয়া হয়নি তাবুক অভিযানে। একজন যোদ্ধা হিসেবে এই সফরে কোনো কিছুরই অভাব ছিল না আমার। যাপিত জীবনের যেকোনো সময়ের তুলনায় তাবুক অভিযানের মুহূর্তে আমি সবচেয়ে বিত্তবান ও শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী ছিলাম।

আল্লাহর কসম! এ সময় আমার কাছে দুটি উট ছিল, এর আগে আর কখনোই আমার একাধিক উট ছিল না। অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর ﷺ-এর সাধারণ নীতি ছিল, তিনি প্রকৃত গন্তব্যের কথা গোপন রেখে অন্যকিছু প্রকাশ করতেন; কিন্তু তাবুক যুদ্ধে গমনের সিদ্ধান্তের কথা তিনি সরাসরিই প্রকাশ করেন। কারণ, অত্যন্ত তাপদাহ খরার মৌসুমে নবিজি সফরের ঘোষণা করেন। সফরটা দীর্ঘ পথের, অঞ্চলটা ছিল খাদ্য ও পানি শূন্য। অন্য দিকে শত্রু সেনার সংখ্যাও অনেক বেশি। এসব কারণে তিনি মুসলিমদের কাছে এই যুদ্ধের কথা খোলাখুলি ব্যক্ত করেন। উদ্দেশ্য—সবাই যেন যুদ্ধের জন্য যথার্থ প্রস্তুতি নিতে পারে। মাদীনার সবখানে অলিগলিতে যুদ্ধের ঘোষণা আলোড়িত হওয়ার পর সাহাবিরা বিপুল উৎসাহে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হলেন। এ ডাকে সাড়া দিলেন আশপাশের অঞ্চলেরও বহু সংখ্যক যোদ্ধা।

তদানীন্তন সময়ে যোদ্ধাদের নাম তালিকাভুক্ত করতে নির্দিষ্ট কোনো রেজিস্ট্রি বই ছিল না। ফলে যে কেউ যুদ্ধে অংশ না-নিয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইলেসে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত যে, আসমানি বার্তা না আসা পর্যন্ত তার অবস্থানটা গোপনই থাকবে। সাহাবিদের নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন তাবুক অভিমুখে রওনা করেন, তখন খেজুর কাঁদিতে পাকা খেজুর ঝুলছিল। হালকা বাতাসে দুলছিল মোহনীয় ছন্দে। অত্যন্ত আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল বাগানে বৃক্ষরাজির ছায়া। এসব যেন আমাকে অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে ডাকত। এই ডাক উপেক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাহাবিদের জন্য।

যাকগে, মুসলিমদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে সকালবেলা যেতাম বটে, কিন্তু সামরিক কোনো কসরত না করেই বাড়িতে ফিরতাম। নিজেকে বলতাম, এটা আমার জন্য তেমন কিছু নয়। যেকোনো সময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চাইলের শিখে নিতে পারব। এভাবে হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে কেটে গেল অনেকগুলো দিন। অতিবাহিত হলো রাতের অনেক প্রহর। এক সময় দেখলাম, সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের সবরকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছেন; কিন্তু আমি রয়ে গেছি আগের জায়গাতেই।

অবশেষে একদিন আলোফোটা ভোরে আল্লাহর ﷺ সাহাবিদের নিয়ে তাবুকের উদ্দেশে রওনা করলেন। তখনো আমি যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করিনি। এ পর্যায়ে গুরুত্বের অনুভূতি নিয়ে নির্ধারিত স্থানে এলাম প্রস্তুতি নিতে; কিন্তু পরদিনও আমার চরিত্রে একই দৃশ্যের অবতারণা। নেওয়া হলো না কোনো প্রস্তুতি। টালবাহানা ও খামখেয়ালিতে কেটে যাচ্ছে সময়। অন্য দিকে মুসলিম যোদ্ধারা খুব দ্রুত এগিয়ে গেছেন গন্তব্যে। অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট। আমি তখনো মনে মনে ভাবছি, যেকোনো মুহূর্তে রওনা করে সঙ্গীদের ধরে ফেলব। আহা! যদি এমনটা করতে পারতাম! কিন্তু তা আর হলো না। কী এক অদৃশ্য আকর্ষণ আমাকে বেঁধে রেখেছে। আমি যেন উদাস, ছন্নছাড়া। আমার জীবনটা যেন অনিয়ন্ত্রিত, বাঁধনহারা।

আল্লাহর রাসূলের অবর্তমানে আমি রোজকার মতো মাদীনার লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছি। দেখছি—শহরজুড়ে আছে শুধু মুনাফিকরা, আর যাদেরকে আল্লাহ দুর্বল ও অক্ষম বলে গণ্য করেছেন। আল্লাহর রাসূলের নগরীতে আমার মতো যুদ্ধক্ষম আর কেউ চোখে পড়ছে না।

তাবুকের পথে আল্লাহর রাসূল আমার কথা খেয়াল করেননি। সেখানে পৌঁছে স্থির হওয়ার পর কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কা'ব ইবনু মালিকের কী খবর? তাকে দেখছি না যে!' বনু সালীমের এক ব্যক্তি একটু যেন কটাক্ষ করেই বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাকে তো তার দুই চাদর এবং দেহের দুই পার্শ্ব দেশের আকর্ষণ আটকে রেখেছে!' (অর্থাৎ সে পোশাক-আশাক ও শরীরচর্চায় ব্যস্ত থাকার কারণে জিহাদে আসতে পারেনি) মুআয ইবনু জাবাল পাশেই ছিলেন। লোকটার কথা তিনি হজম করতে পারলেন না। খানিক চমকে ওঠে বললেন, 'তোমার কথা ঠিক নয়। আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ—আমরা তার সম্পর্কে শুধু ভালোই জানি, খারাপ কিছু জানি না!' আল্লাহর রাসূল ﷺ আর কিছু বললেন না, নীরব থাকলেন।'

ঠিক এ সময় শুভ্র পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে মরুভূমির ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলেন নবিজি। দূর থেকেই আঁচ করতে পেরেছেন ব্যক্তিটা কে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চেনা ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'এ নিশ্চয় আবু খায়সামা!' কাছে আসার পর দেখা গেল, সত্যিই তিনি আবু খায়সামা আনসারি। আবু খায়সামা সেই ব্যক্তি, যিনি এক সা পরিমাণ খেজুর সাদাকাহ হিসেবে দান করেছিলেন বলে মুনাফিকরা তাকে ঠাট্টা করেছিল।

একদিন শুনলাম আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবুক থেকে ফিরে আসছেন। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লাম আমি। ভেবে পাচ্ছিলাম না—কীভাবে আল্লাহর রাসূলের সামনে দাঁড়াব? কোন অপারগতার কথা তাকে বলব? কীভাবে মুখ দেখাব? আমার মনে তখন মন্দ খেয়াল জন্ম নিচ্ছে। ভাবছি, মিথ্যা অজুহাত পেশ করব। কিছু একটা তো বুঝাতে হবে! অন্যথায় কীভাবে মুক্তি পাব? রাসূলের অসন্তোষ থেকে বাঁচতে আমার পরিবারের লোকদের কাছে সাহায্য চাইলাম; কিন্তু কাজ হলো না।

আল্লাহর রাসূলের সামনে দাঁড়াবার সময় ঘনিয়ে এলো। মাদীনার খুব কাছে চলে এসেছে মুসলিম বাহিনী। এ সময় সব দ্বিধা ঝেরে ফেলে মনটা কেমন সাহসী হয়ে উঠল। অন্তরে ভিড় করা আজেবাজে চিন্তাগুলো উবে গেল কর্পূরের মতো। আমি নিশ্চিত, অস্পষ্ট কিংবা মিথ্যা বলে পার পেতে পারব না। মুক্তি যদি কোথাও থেকে থাকে, তবে তা সত্যের মাঝেই নিহিত। তাই সংকল্প করলাম সত্যটাই বলব।

দীর্ঘ সফর শেষে ভোরের স্নিগ্ধ আলো জড়িয়ে আল্লাহর রাসূল ফিরে এলেন মাদীনায়। যেকোনো সফর থেকে ফিরে মাসজিদে দু রাকাত নামাজ পড়া তাঁর অনিবার্য অভ্যাস। এবার এসেও এর ব্যতিক্রম হলো না। যথারীতি মাসজিদে প্রবেশ করে দু রাকাত নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে ফিরে বসলেন সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকদের জন্য।

এ সময় অভিযানে অংশ না নেওয়া মুনাফিকরা এলো নবিজির কাছে। মিথ্যে কসম খেয়ে অপারগতার কথাপ্রকাশ করতে লাগল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বাহ্যিক অজুহাত মেনে নিলেন। গ্রহণ করলেন আনুগত্যের শপথ। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রকৃত অবস্থার ভার তাঁর সমীপে অর্পণ করলেন।

এদের পালা শেষে আমি এগিয়ে গেলাম। সালাম দিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে সামনে বসলাম। আমাকে দেখে নবিজির ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটলেও তাতে অসন্তুষ্টিরই আভাস পেলাম। তিনি কাছে ডাকলেন। আরও ঘনিষ্ঠ হলাম আমি। নবিজি শুধালেন, 'বলো, কী হয়েছিল তোমার? কী কারণে আমাদের সাথে অংশী হলে না? তুমি কি বাহন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংগ্রহ করতে পারোনি?'

আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আজ আপনি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কারও সামনে হলে নিশ্চয় কোনো অজুহাত খাড়া করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার পথ খুঁজতে পারতাম। সেটা করার সক্ষমতা আমার আছে; কিন্তু আমি খুব ভালো করেই জানি, মিথ্যা বললে আপনি এখন হয়তো আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তবে অচিরেই আল্লাহ আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর এখন সত্য কথা বলার কারণে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও আমি আল্লাহর কাছে কল্যাণ ও উত্তম কিছুর আশা রাখি। আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর ছিল না। আমি এ সময়ের মতো আর কখনোই এতটা যুদ্ধক্ষম ও শক্তিশালী ছিলাম না।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন—'এই লোকটি সত্য বলেছে। ঠিক আছে, তুমি এখন এসো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ব্যাপারে কোনো ফায়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

আমি নবিজি থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসছি। আমার সাথে চলছে বনু সালীমের কয়েকজন। ওরা আমার দিকে হিতাকাঙ্ক্ষিতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আল্লাহর কসম! এর আগে তুমি কোনো অপরাধ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কেন অন্যান্য লোকদের মতো আল্লাহর রাসূলের কাছে অজুহাত পেশ করলে না? তোমার ক্ষমার জন্য নবিজির ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট হতো!'

এরা আমাকে এতটা ভর্ৎসনা করল যে, ইচ্ছা করছিল আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করি; কিন্তু সংযত হলাম।

নিজেকে প্রবোধ দিতে পারলে ভালো হতো। এমন কিছুর আশায় ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার মতো এরূপ ঘটনা আর কারও ক্ষেত্রে ঘটেছে কি?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ আরও দুজনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। ওরাও ঠিক তোমার মতো করেই বলেছে। আল্লাহর রাসূল তোমাকে দেওয়া উত্তর ওদেরকেও দিয়েছেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সে দুজন কারা?' ওরা বলল, 'তারা হলেন মুরারা ইবনু রাবীআ আমেরিও হিলাল ইবনু উমাইয়া ওয়াফিকি।'

আমি দেখলাম, এরা দুজন খুবই আদর্শবান ও সৎকর্মশীল। বদরের যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সৌভাগ্য তাদের জীবনে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। এদেরকে আমার সারিতে দেখে যেন একটু সান্ত্বনা পেলাম। মনোবল বেড়ে গেল অনেকখানি। পূর্বেকার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নীতির ওপর অবিচল থাকা আমার জন্য সহজ হলো।

অভিযানে অনুপস্থিতদের মধ্যে আমাদের তিন জনের সাথে পঞ্চাশ দিনের জন্য কথা বলতে সবাইকে বারণ দিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। এখান থেকে মূলত জীবনে তিক্ততা নেমে আসে। আশপাশের সবাই এখন আমাদেরকে এড়িয়ে চলছে। হঠাৎ বদলে গেছে সবার মনোভাব। পৃথিবীটা আমার কাছে অপরিচিত লাগছে। এই পৃথিবী যেন আমার আজীবনের সেই চেনা পৃথিবী নয়। আমি নতুন এক জগতে প্রবেশ করেছি একাকী। যেখানে আমার পরিচিত কেউ নেই।

বার্ধক্যের কারণে আমার সঙ্গী দুজন নিজেদের ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাদের সময় কাটছে কেঁদে কেঁদে, নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। আমি ছিলাম যুবক ও শক্তিমান। আমি এই বদলে যাওয়া পৃথিবীতেই বাইরে এসে সবার সাথে নামাজ পড়ি, যাতায়াত করি হাট-বাজারে; কিন্তু অবাক হয়ে খেয়াল করছি,কেউ আমার সাথে কথা বলছে না। শত কোলাহলের মাঝেও আমি যেন নির্জনবাসী। জনাকীর্ণ এই শহরটাতে আমি যেন গহিন অরণ্যে।

নামাযের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ নির্দিষ্ট স্থানে বসলে আমি তাঁকে সালাম দিই। সালামের জবাবে তিনি ঠোঁট নাড়েন কিনা, এই ভেবে অপেক্ষা করি; কিন্তু কিছু বুঝতে পারি না। মাসজিদে আমি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সময় লুকিয়ে খেয়াল করি, তিনি আমার দিকে তাকান কিনা। এ সময় মধুর এক দৃশ্য সৃষ্টি হয়। আমি নামাজে মগ্ন থাকলে নবিজি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। আবার আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। ভালোবাসার মানুষটির সাথে এমনই দৃষ্টির লুকোচুরির মধ্য দিয়ে কাটছিল মাসজিদের সময়গুলো।

আমার ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের এই নির্লিপ্ততায় জীবনটাকে বিষাদময় লাগছিল। বুঝতে পারার পর নীরবতার এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। পরিচিত মানুষগুলো কথা না বলে এড়িয়ে চললে জীবনটা কেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে, তা কিছুদিন পর গভীরভাবে অনুভব করতে পারলাম। কারও সাথে একটু কথা বলার জন্য অন্তরটা অশান্ত হয়ে পড়েছে। ভীষণরকম ভালো লাগত, যদি মনের কথাটা কেউ বুঝত। এমন একটা ইচ্ছা নিয়েই একদিন আমি প্রতিবেশী আবু কাতাদার দেওয়ালে ঢুকে তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জবাব দিল না; অথচ সে ছিল আমার চাচাতো ভাই এবং ঘনিষ্ট বন্ধু।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি তাকে বললাম—'আবু কাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?' সে আগের মতোই নীরব, নির্লিপ্ত। আমি আবার তাকে কসম খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এবারও সে বাকহীন। আমি পুনরায় কসম দিয়ে বললাম। এবারে সে কেবল এতটুকু বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' 'আমার নিকটতম আত্মীয় বিশ্বাস করতে পারছে না, আমি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। এই ব্যথা সইবার মতো নয়। আবু কাতাদার কথা শুনে বুকটা আমার মোচড় দিয়ে উঠল। অশ্রু আর বাঁধ মানল না। ঝরঝর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল কপোল বেয়ে। আশাহত হৃদয়ে ফিরে এলাম দেওয়াল ডিঙিয়ে।

এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার সামনে আরও একটি পরীক্ষা এসে হাজির হয়। একদিন আমি মাদীনার বাজারে ঘুরছিলাম। ওদিকে মাদীনায় খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করতে আসা এক কৃষক খুঁজছিল আমাকে। সে সবার কাছে অনুরোধ জানিয়ে আমার ঠিকানা জানতে চাচ্ছিল। জবাবে একজন ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিলো।

সে কাছে এসে আমাকে গাসসানি বাদশার পক্ষ থেকে একটি চিঠি দিলো। আমি চিঠির ভাষ্য আদ্যোপান্ত পড়লাম। বাদশা তাতে লিখেছে, 'আমি জানতে পারলাম, তোমার সাথি (মুহাম্মাদ ﷺ) তোমার ওপর অন্যায় করছে। সে তোমাকে লাঞ্ছনার জীবনে নিক্ষেপ করেছে; অথচ আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। কাজেই তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে সর্বোত্তম সাহায্য করব।' আমি চিঠিটা পড়ে সহসাই বলে উঠলাম, এটাও আমার জন্য এক পরীক্ষা। আমি তখনই চিঠিটা চুলোর আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম।

এভাবে নিরানন্দের ভেতর দিয়ে চল্লিশটা দিন কেটে গেল। এখনো আমাদের মুক্তির জন্য আসমানি কোনো বার্তা আসেনি। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম মুক্তি ও কল্যাণের। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একজন দূত এসে আমাকে জানাল, 'নবিজি তোমাকে স্ত্রী থেকে আলাদা থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।' আমি জানতে চাইলাম, 'আমি তাকে তালাক দেবো, নাকি অন্য কিছু করব?' সে বলল, 'না—তুমি শুধু তার থেকে আলাদা থাকবে, ঘনিষ্ঠ হবে না।' আমার অন্য দুজন সঙ্গীর কাছেও অনুরূপ বার্তা পাঠানো হলো।

আমি স্ত্রীকে দূরে রাখারই সিদ্ধান্ত নিলাম। ওকে বললাম, 'তুমি মা-বাবার কাছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চলে যাও। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত আসার আগ পর্যন্ত তাদের সাথেই থেকো।' এদিকে হেলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রী আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী অতিশয় বৃদ্ধ মানুষ,তার দেখাশোনার জন্য কোনো খাদেমও নেই। আমি তার দেখাশোনা করলে আপনি কি অসন্তুষ্ট হবেন?' নবিজি বললেন, 'না,তবে সে যেন তোমার সাথে দৈহিক মিলনে রত না হয়।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে তার কোনো শক্তিই নেই। আর সেদিনের পর থেকে কৃতকর্মের কারণে তিনি শুধু কেঁদেই চলেছেন।'

আমার পরিবার আমার প্রতি সহমর্মী হলো। একজন বলল, তুমি তো আল্লাহর রাসূলের কাছে স্ত্রী থেকে অন্তত সেবার অনুমতি নিতে পারতে? তিনি তো হেলাল ইবনু উমাইয়াকে সেবা করার জন্য তার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছেন!' আমি বললাম, এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে অনুমতি চাইতে পারব না। কে জানে, আমার ক্ষেত্রে কেমন হতে পারে তাঁর জবাব? তা ছাড়া আমি হচ্ছি একজন যুবক।' এভাবে একান্ত সঙ্গিনীকেও দূরে রেখে কাটিয়ে দিলাম আরও দশ দিন।

আমাদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণার পর পুরো পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে আজ। মাদীনায় ভোর ফুটেছে। ফজরের নামায আদায় করে নির্বিকার বসে আছি ছাদে। আশা-নিরাশার দোলাচালে কাটছে প্রতিটি ক্ষণ। কী সিদ্ধান্ত আসবে আসমান থেকে। ক্ষমার বাণী শুনে অসীম উচ্ছলতায় ভরে উঠবে হৃদয়, নাকি আযাবের সিদ্ধান্তে নিজেকে সঁপে দিতে হবে! বিশাল এই পৃথিবীতে আমি সংকীর্ণ গলিপথে এসে বিষণ্ণ জীবন কাটাচ্ছি। আমার ক্ষেত্রে ঠিক যেন প্রতিফলিত হয়েছে আল্লাহর বাণী। আমার মন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে এবং পৃথিবী যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

নীরব প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমি এখানে বসে আছি একাকী। এমন সময় হঠাৎ সাল'আ পাহাড়ের ওপর থেকে এক ব্যক্তির চিৎকার শুনতে পেলাম। তিনি উঁচু গলায় বলছেন—'হে কাআব, তোমাকে অভিনন্দন, সুসংবাদ গ্রহণ করো।' আমি সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, আমাদের মুক্তির বার্তা এসেছে। আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করেছেন।'

ফজরের পর সাহাবিদের দিকে ফিরে আল্লাহর রাসূল ﷺ এই সুসংবাদ জানিয়ে দেন। আমার কানে এই সুবার্তা পৌঁছে দিতে সাহাবিদের মাঝে মধুর প্রতিযোগিতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুরু হয়। কেউ আসছে আমার দিকে, কেউ যাচ্ছে আমার সঙ্গীদের কাছে। মুহাজির এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চেপে আমার দিক ছুটে আসছিলেন। আরেক ব্যক্তি ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে গেলেন। তার আওয়াজ ছিল ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত গতির। পাহাড়ের চূড়া থেকে তার আওয়াজটাই প্রথম আমার কানে এলো। তিনি আমাদের তাওবা কবুলের ব্যাপারে সুসংবাদ দিলেন।

তখন আমার সম্বল বলতে মাত্র দু প্রস্থ কাপড়ের টুকরো ছিল। আনন্দের আতিশয্যে এই কাপড় দুটিই পাহাড়ের চূড়া থেকে সুসংবাদ দেওয়া ব্যক্তিকে উপহার দিলাম। আমি আর দুটো কাপড় ধার নিয়ে জড়ালাম দেহে। সাহাবিরা আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আমি আপ্লুত হলাম সবার ভালোবাসার আলিঙ্গনে। তারপর? তারপর অচেনা সুখের আবেশে ধীর পদক্ষেপে চললাম আল্লাহর রাসূলের সাক্ষাতে।

মাসজিদে নববির পথে আরও অনেকের উৎফুল্ল অভ্যর্থনায় প্রীত হলাম। সবার মুখে গুঞ্জন তুলছিল একটি কথা, 'তাওবা কবুল হওয়ায় তোমাকে অভিনন্দন।'

শান্ত পদক্ষেপে মাসজিদে ঢুকলাম। নবিজি জায়নামাজেই বসে আছেন। তাকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে আছেন সাহাবায়ে কেরাম। সেখান থেকে তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ চটকরে ওঠে এসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে মুসাফা করলেন। মুহাজির সাহাবিদের মধ্য থেকে শুধু তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন আমার দিকে। তার এই ঐকান্তিক আচরণ আমি আমৃত্যু ভুলে যাইনি।

সামনে এগিয়ে গিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সালাম দিলাম। আমি তাকিয়ে আছি তাঁর চেহারা মুবারাকের দিকে। আনন্দে উজ্জ্বল তাঁর মুখচ্ছবি। নবিজির এই স্বভাবটা চিরচেনা। হৃদয়ে উচ্ছলতার জোয়ার উঠলে এর দ্যুতি খেলা করত চেহারায়। তাঁর মুখখানা হয়ে উঠত যেন এক টুকরো চাঁদ। মাটির পৃথিবীতে এই চাঁদটাকে ঘিরে আছে সাহাবি নামক তারকারাজি।

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত সবচাইতে উত্তম দিনের সুসংবাদ তুমি গ্রহণ করো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ সুসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে?' নবিজি বললেন 'না—এ সুসংবাদ বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।'

আজ বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষ আমি। আল্লাহ জানিয়েছেন আমার তাওবা কবুলের কথা। এই আনন্দ, এই উচ্ছ্বাস রাখি কোথায়? কী নিবেদন করি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর পথে?' হ্যাঁ, আল্লাহর দেওয়া সবকিছু আমি তাঁর পথেই সাদাকাহ করব।

আল্লাহর রাসূলকে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাওবা কবুল হওয়ার আনন্দে আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকাহ করতে চাই।' তিনি বললেন, 'কিছু সম্পদ নিজের কাছে রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য উত্তম হবে।' বললাম, 'বেশ, তাহলে খাইবারের অংশটা শুধু আমার জন্য রেখে দিলাম। আমি আবারও বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সত্যের বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে নাজাত দিয়েছেন। কাজেই আমার তাওবার আরেকটি দাবি হলো, আমি আমরণ সত্য বলে যাব।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে কথা বলবার সময় আমার অন্তরে আলোড়িত হচ্ছিল একটি কথা, সত্যের ব্যাপারে আল্লাহ আমার মতো অন্য কাউকে এমন চমৎকারভাবে আর পরীক্ষা করেননি। আল্লাহর শপথ, সেদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত মিথ্যা বলবার ভাবনাটাও আমার কল্পনার আঙিনায় উঁকি দেয়নি। আশা রাখি, অবশিষ্ট জীবনেও আল্লাহ আমাকে মিথ্যার অভিশাপ থেকে রক্ষা করবেন।

বিদায়ের আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'জানো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ব্যাপারে পৃথকভাবে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

> 'আল্লাহ দয়াশীল নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবির সঙ্গে ছিল, যখন তাদের একদলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি । নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতিদয়াশীল ও করুণাময় এবং অপর তিনজনকে—যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল,আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।' (সূরা তাওবা:১১৭-১১৯)

কাআব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ইসলামের দিকে হিদায়াত প্রাপ্তির পর আল্লাহ তাআলা আমাকে যত নিয়ামাতে ধন্য করেছেন, এসবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত হলো, তিনি আমাকে তাঁর রাসূলের সামনে সত্য বলার তাওফীক দিয়েছেন। সেদিন সত্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না বললে মিথ্যুক মুনাফিকদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেদিন আল্লাহর রাসূলের সামনে যারা মিথ্যা বলেছে, কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তাদের জন্য এমন জঘন্য পরিণতি নির্ধারণ করেছেন, যে নিকৃষ্ট পরিণতি অন্য কারও জন্য নির্ধারিত হয়নি। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

> এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো—নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোজখ। তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাজি হয়ে যাও তাদের প্রতি,তবু আল্লাহ এ নাফরমান লোকদের প্রতি রাজি হবেন না। (সূরা তাওবা: ৯৫-৯৬)[৮৯৭]

এই গল্পে যা কিছু শিক্ষণীয়:

১. অনবদ্য বর্ণনাভঙ্গি, উৎকৃষ্ট সাহিত্যমান নান্দনিক উপস্থাপন

অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনাভঙ্গিতে পূর্ণতা পেয়েছে এই হাদীস—হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপন, উচ্চ সাহিত্যমানের মিশেল। এটি-সহ হুদাইবিয়া সন্ধির হাদীস, ইফকের ঘটনাও আরবি সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উপমা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শিক্ষার্থীদের সাহিত্য সমৃদ্ধির জন্য এই হাদীসগুলো পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হলে নতুন জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হতো। অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাত সাহিত্যমান। কাআব ইবনু মালিকের বর্ণনাভঙ্গির একটি উপমা দেখে নিই। তিনি বলেন—'মাদীনার খুব কাছে চলে এসেছে মুসলিম বাহিনী। এ সময় সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মনটা কেমন সাহসী হয়ে উঠল। অন্তরে ভিড় করা আজেবাজে চিন্তাগুলো উবে গেল কর্পূরের মতো। আমি নিশ্চিত, অস্পষ্ট কিংবা মিথ্যা বলে পার পেতে পারব না। আমার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি শুধু সত্যের মাঝেই নিহিত। তাই সংকল্প করলাম সত্যটাই বলব।'[৮৯৮]

২. সত্য মুক্তির রাজপথ

কাআব, হিলাল ও মারারাহ ﷺ মিথ্যার ভয়াবহতার ব্যাপারে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, ফলে যথার্থ কারণে স্পষ্টকথন ও সত্যের পথ আঁকড়ে ধরেছেন।

---

[৮৯৭] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৪১৮; সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬১৪
[৮৯৮] আত-তারীখুল ইসলামি, ৮/১৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও সংকীর্ণতা ও বিষণ্ণতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করেছিল; কিন্তু আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করার পর তাদের পরিণতি হয়েছে সুপ্রসন্ন ও মহামহিম। ইসলামি মিছিলে এসে মিলিত হয়েছেন আগের চেয়েও শক্তিশালী ও বলীয়ান হয়ে।[৮৯৯] আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুলের শেষটা কত সুন্দর করে তুলে ধরেছেন, একদম নির্দেশই দিয়েছেন সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকতে। ইরশাদ হচ্ছে—'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।'

৩. শিক্ষামূলক বয়কট, সমাজে এর প্রভাব

আবশ্যকীয় বিধান লঙ্ঘন কিংবা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বয়কট করা হলে অবশ্যই মুসলিম সমাজে এর উপকার প্রতিফলিত হবে। কেননা, বয়কট বাস্তবায়ন হলে সর্বক্ষণ এ আশঙ্কা কাজ করবে যে, অপরাধে প্রবৃত্ত হলে এক ঘরে জনবিচ্ছিন্ন জীবন কাটাতে হবে।

এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, 'বয়কটের বিধান কার্যকর হয়েছিল নববি যুগে মুসলিমদের জীবনে। এ যুগে নিশ্চয় ইসলামি রাষ্ট্র পর্যাপ্ত শক্তিশালী হতে হবে। এ নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে যে, বিধান আরোপিত ব্যক্তি যেন ফিতনায় আক্রান্ত না হয়।

বিবৃত এই বয়কট আর মুসলিমদের জীবনে পার্থিব কারণে জনবিচ্ছিন্নতার মাঝে অবশ্যই তফাত থাকবে। এটা পার্থিব কারণে, আর সেটা ছিল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। আর দীনি কারণে জনবিচ্ছিন্নতায় ব্যক্তি সাওয়াবের অধিকারী হবে; কিন্তু পার্থিব কারণে বিচ্ছিন্নতা মাকরুহ, তিন দিনের বেশি হলে হারাম।[৯০০]

কারণ, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্য অপর ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করে থাকা বৈধ নয়। উভয়ের সাক্ষাৎ হচ্ছে; কিন্তু একজন আরেকজনকে এড়িয়ে চলছে, এ দুজনের উত্তম হলেন প্রথমে সালাম দেওয়া ব্যক্তি।'[৯০১]

নবিজি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইকে একবছর পরিত্যাগ করে থাকল,

[৮৯৯] প্রাগুক্ত, ৮/১৩৮
[৯০০] প্রাগুক্ত, ৮/১৩৯
[৯০১] মুসলিম, আল-বির অধ্যায়, হাদীস নং ২৫৬০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে যেন তার রক্তপাত ঘটাল।'[৯০২]

৪. মুসলিম সমাজে নির্দেশনা কার্যকর করার দৃষ্টান্ত

মুসলিম সমাজের রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে জারি করা সাময়িক সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের আইন সবাই সমগ্রভাবে কার্যকর করেছেন। সবাইকে এই তিনজনের সাথে কথা বলতে বারণ করার পরবর্তী সময়ের বর্ণনা দিচ্ছেন কাআব ﵁। তিনি বলেন, 'আশপাশের সবাই এখন আমাদের এড়িয়ে চলছে। হঠাৎ বদলে গেছে সবার মনোভাব। পৃথিবীটা আমার কাছে অপরিচিত লাগছে। এই পৃথিবী যেন আমার আজীবনের সেই চেনা পৃথিবী নয়। আমি নতুন এক জগতে প্রবেশ করেছি একাকী। যেখানে আমার পরিচিত কেউ নেই।

বার্ধক্যের কারণে আমার সঙ্গী দুজন নিজেদের ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাদের সময় কাটছে কেঁদে কেঁদে, নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। আমি ছিলাম যুবক ও শক্তিমান। আমি এই বদলে যাওয়া পৃথিবীতেই বাইরে এসে সবার সাথে নামাজ পড়ি, যাতায়াত করি হাট-বাজারে; কিন্তু অবাক হয়ে খেয়াল করছি, কেউ আমার সাথে কথা বলছে না।[৯০৩] শত কোলাহলের মাঝেও আমি যেন নির্জনবাসী। জনাকীর্ণ এই শহরটাতে আমি যেন গহিন অরণ্যে।'

কাআব ﵁ তার চাচাতো ভাই আবু কাতাদাকে সালাম জানালেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। কাআব ﵁ আল্লাহর দোহাই দিয়ে বললেন, 'তুমি কি জানো না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি!' এবারও তিনি নীরব; অথচ কাআব তার কাছে একজন অন্যতম ভালোবাসার মানুষ। আবু কাতাদা ﵁ এখানে দুটি অবস্থানের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন প্রিয় ও ভালোবাসার মানুষের ডাকে তিনি সাড়া দেবেন, নাকি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ কার্যকর করবেন? এখানে আর তিনি দ্বিধার আবর্তে পড়ে থাকেননি। আবু কাতাদার ঈমান তাকে স্পষ্ট পথে পরিচালিত করেছে, তা হলো, নবিজির নির্দেশ কার্যকর করা। ফলে এটাই তিনি অবলম্বন করেছেন। [৯০৪]

এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল এই তিনজনকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসার আগ

[৯০২] মুসনাদু আহমাদ, ৪/২২০
[৯০৩] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১৯৫
[৯০৪] আত-তারীখুল ইসলামি, ৮/১৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পর্যন্ত স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেন। প্রত্যেকেই অনুগতচিত্তে এই নির্দেশ পালন করেন। হিলাল ইবনু উমাইয়া ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ, তাই শুধু তারই স্ত্রী সেবা করার জন্য নবিজির কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবিজি হিলালের সাথে ঘনিষ্ট না হওয়ার শর্তে তাকে অনুমতি দেন।[৯০৫]

৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য পূর্ণ আনুগত্য

ক্রুশীয় খ্রিষ্টানরা মাদীনার সার্বক্ষণিক হালচাল পর্যবেক্ষণ করত, অভ্যন্তরীণ বিভাগে ফাটল সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত সুযোগের সন্ধানে থাকত। ইসলামের ভবনটাকে নড়বড়েকরণ ও স্তম্ভগুলো ভেঙে দিয়ে মুসলিমদের মাঝে ফিতনার আগুন জ্বালিয়ে দিতে ওরা ছিল সদা তৎপর। এরই সূত্র ধরে গাসসানিদের বাদশা কাআব ইবনু মালিকের সুযোগটি লুফে নেয়। দূতের মাধ্যমে বিশেষ চিঠি পাঠিয়ে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। বাদশার চিঠির ভাষ্যটা একটু খেয়াল করি, 'আমি জানতে পারলাম, তোমার সাথি (মুহাম্মাদ ﷺ) তোমার ওপর অন্যায় করছে। সে তোমাকে লাঞ্ছনার জীবনে নিক্ষেপ করেছে। অথচ আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। কাজেই তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে সর্বোত্তম সাহায্য করব।'[৯০৬]

চিঠি পাঠের পর কাআব رضي الله عنه-এর প্রতিক্রিয়া ছিল এমন, 'এটাও আমার জন্য একটি পরীক্ষা। আমার এই সংকীর্ণ অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, একজন মুশরিক আমার ব্যাপারে আশান্বিত হচ্ছে। আমি তখনই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলি।'[৯০৭] কাআব رضي الله عنه-এর এই আচরণ প্রমাণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তিনি পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন, হৃদয়ে স্পষ্ট বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই নতুন ফিতনা পূর্বের চেয়েও কঠিন। তাই তিনি চিঠি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেও সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না, ছিন্নভিন্ন টুকরোগুলো চুলোর আগুনে নিক্ষেপ করেন, পুড়ে যেন একদম ছাই হয়ে যায়। বাদশার কথাগুলো উড়ে যায় প্রবাহিত বাতাসে।[৯০৮] এভাবে তিনি যখন নব্য ফিতনা থেকে বের হয়ে আসেন, তখন তিনি অধিক ঈমানি

---

[৯০৫] আস-সিরাউ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ১৯৬
[৯০৬] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৪১৮
[৯০৭] আল-মাগাযি ৩/১০৫১, ১০৫২
[৯০৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫১৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শক্তিতে বলীয়ান, হৃদয়টা তার অনাবিল স্বচ্ছ, উন্নত ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী।[৯০৯]

৬. তাওবা কবুল এক মহা মহা সাফল্য

তিনজনের তাওবা কবুলের ব্যাপারে আয়াত নাযিলের দিনটি ছিল মুসলিমদের কাছে একটি মহিমান্বিত দিন। এদিন আল্লাহর রাসূলের চেহারাতেও বিকীর্ণ হয়েছে অসীম উচ্ছ্বাসের ঝিলিক। দ্যুতিময় হয়েছে মুখচ্ছবি, যেন এক টুকরো চাঁদ। সাহাবিদের মাঝেও প্রবাহিত হয়েছে স্নিগ্ধ উচ্ছলতার শীতল সমীরণ। তাই তো বিপুল উৎসাহে কাআবের সাথে দেখা করে তাকে শুভেচ্ছা অভ্যর্থনায় সিক্ত করছিলেন তারা। কাআব ﷺ নবিজির কাছে এসে দেখেন, পুলক ও আনন্দের দ্যুতি খেলা করছে তাঁর চেহারাজুড়ে। মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন, 'জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ দিনের সুসংবাদ গ্রহণ করো।' এটাই তো তাওবার মর্যাদা যে, ইসলামে প্রবেশের পর শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত বিবেচিত হয়েছে এই তাওবা।

তাওবার অর্থ হলো বান্দা তাঁর রবের সন্তুষ্টির বৃত্তে প্রবেশ করা। মুসলিম জীবনের অন্যতম উন্নত লক্ষ্য এটি। তাওবার দাবি রক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে উন্নত মর্যাদা লাভ করে, আখিরাতে হয় সম্মানিত। এই তাওবা কবুল কাআব ﷺ-এর কাছেও ছিল মহামহিম কিছু। এই মাহাত্ম্যের অনুভূতি নিয়েই তো তিনি পরনের পোশাক দুটি সুসংবাদের বার্তাবাহী ব্যক্তিকে হাদিয়া দিয়েছেন, অথচ তখন এ দুটিই ছিল তার সর্বস্ব সম্বল।[৯১০] আবার তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ ﷺ তার সাথে নিঃস্বার্থ ঐকান্তিকতায় এগিয়ে এসে মুসাফা করেছেন, এই সুখস্মৃতিও তিনি ভুলে যাননি মৃত্যু পর্যন্ত।[৯১১]

কাআব ﷺ-এর অপর দুই সাথির আনন্দও ছিল বাঁধভাঙা। এই বর্ণনায় তাদের কথা বিবৃত না হলেও[৯১২] ওয়াকিদি উল্লেখ করেছেন, 'হিলাল ইবনু উমাইয়াকে তাওবা কবুলের সুসংবাদ দিয়েছিলেন সাঈদ ইবনু যাইদ ﷺ। সাঈদ বলেন, 'আমি বনু ওয়াফিকের জনপদে এসে তাকে সুসংবাদ দিলাম। তিনি বিপুল আনন্দে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। 'আমার ধারণা হচ্ছিল, কৃতজ্ঞতায় নত হওয়া এই শির মৃত্যুর আগে

---

[৯০৯] ফিকহুস সীরাহ, আল-বৃতি, পৃ. ৩০৭
[৯১০] আত-তারীখুল ইসলামি, ৮/১৪১
[৯১১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫১৮
[৯১২] আত-তারীখুল ইসলামি, ৮/১৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি আর তুলবেন না।'[৯১৩]

৭. কৃতজ্ঞতার আবেশে বহুরৈখিক ইবাদাত

তাওবা কবুলের পর কাআব ইবনু মালিক ﷺ-এর আনন্দ ও খুশির লহর ছিল সীমাহীন। এই উচ্ছ্বাসের দৃশ্য উপস্থাপন অসম্ভব প্রায়। এই উচ্ছলতার সৌরভে কয়েকটি ইবাদাতে তিনি অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন।

১. কৃতজ্ঞতার সিজদা

কাআব ইবনু মালিক ﷺ তাওবা কবুলের সুবার্তা শুনে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের এটাই ছিল চিরায়ত অভ্যাস। কোনো বিপদ থেকে মুক্তি কিংবা নিয়ামাত প্রাপ্তিতে তারা প্রথমে সিজদায় মাথা নোয়াতেন। এটা শিখেছেন তারা তাদের মহান শিক্ষক আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে।[৯১৪]

২. সুসংবাদদাতাকে হাদিয়া দেওয়া

যার মুখে সুসংবাদ শুনেছেন, কাআব ﷺ তাকে নিজের পোশাক দুটি তখনই হাদিয়া দিয়েছেন; অথচ তখন তার কাছে অন্য কোনো পোশাক ছিল না। ধার নিয়ে হলেও এই হাদিয়া দিয়েছিলেন তিনি। স্বীকৃত এটাও এক প্রকারের দান। সুসংবাদদাতা বিত্তবান হলে, এটা তার জন্য হবে হাদিয়া। দরিদ্র হলে হবে সাদাকাহ। উভয়টি ছিল সম্পদ খরচের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা আদায়।[৯১৫]

৩. সম্পদ সাদাকাহ করা

তাওবা কবুলের আনন্দে কাআব ইবনু মালিক ﷺ তার সমুদয় সম্পদ সাদাকাহ করার অভিপ্রায় জানিয়েছেন; কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদাকাহ হিসেবে সমস্ত সম্পদ গ্রহণ না করে বললেন, 'কিছু সম্পদ তোমার কাছে রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য উত্তম।' নবিজি এখানে তাকে কিছু সম্পদ নিজের কাছে রাখবার

---

[৯১৩] আল-মাগাযি, ওয়াকিদি ৩/১০৫৪

[৯১৪] সুয়ারুন ওয়া ইবারুন মিনাল জিহাদিন নাবাউই, পৃ. ৪৯৩

[৯১৫] প্রাগুক্ত; আস-সিরাজ মাআস সালীবিয়্যিন, পৃ. ২০২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরামর্শ দিয়েছেন।[৯১৬]

সমুদয় সম্পদ সাদাকাহ করার মান্নত করার ক্ষেত্রে ফকীহদের মাঝে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেননা, সাদাকাহ মুস্তাহাব, আর মান্নত পুরা করা আবশ্যক হয়। কাআব ﷺ মান্নতের পথে যাননি; বরং তিনি সমুদয় সম্পদ সাদাকাহ করতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে নবিজি তাকে পরামর্শ দিয়েছেন কিছু সম্পদ রেখে দেওয়ার জন্য।

তাবুকের ঘটনা প্রবাহ থেকে যা কিছু শিক্ষণীয়:

এক. তাবুক যুদ্ধের আলোচনায় কুরআনিক বর্ণনার রূপরেখা

পবিত্র কুরআনে অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে বেশি আয়াত নাযিল হয়েছে। এর বর্ণনাও সবচেয়ে দীর্ঘ। খ্রিষ্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অনুভূতি জাগিয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর দীন রক্ষা ও নবিকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে এক মুহূর্তের কালক্ষেপণও গ্রহণ করবেন না। কঠিন ভাষায় উল্লেখ করেছেন রোমানদের সাথে জিহাদ না করলে তা দীন ত্যাগ ও নিফাক অনিবার্য করবে।[৯১৭] আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয় তখন মাটি জড়িয়ে ধরো, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপরজাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা, আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।'(সূরা তাওবা: ৩৮-৩৯)

পাঠক, সূরা তাওবা নিয়ে একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে, তাবুক যুদ্ধের আলোচনায় রয়েছে বেশ কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য। যেমন:

জিহাদ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন থাকবে, কুরআন তাদের ব্যাপারে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা উচ্চারণ করেছে। স্পষ্ট করেছে, অন্য সকল যুদ্ধ থেকে তাবুক যুদ্ধের

[৯১৬] সুয়ারুন ওয়া ইবারুন মিনাল জিহাদিন নাবাউই, পৃ. ৪৯৩
[৯১৭] ফিকহুস সীরাহ, আল-গাযালি, পৃ. ৪০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রেক্ষাপট আলাদা, কেননা আল্লাহ তাআলা এই যুদ্ধের প্রতি যেমন অনুপ্রাণিত করেছেন, অন্য দিকে দল ত্যাগকারীদের ব্যাপারে কঠিন ভর্ৎসনা উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন:

তোমরা হালকা ও ভারী অবস্থায় বের হও, এবং স্বীয় জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।

এই জিহাদের মাধ্যমে নববি-যুদ্ধ-জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। এটাকে তাই কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে কুরআনের ভাষ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

> হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে, এমনভাবে যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন। [৯১৮]

কুরআন এই যুদ্ধকে অন্য সকল যুদ্ধ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। এমনকি আল্লাহ তাআলা এই যুদ্ধের নামই দিয়েছেন সংকটময় সময়ের যুদ্ধ। ইরশাদ হচ্ছে,

> আল্লাহ দয়াশীল নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবির সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। (সূরা তাওবা:১১৭)

এই মহান যুদ্ধের কথা উল্লেখের ক্ষেত্রে কুরআনের আরেকটি পন্থা হলো, আল্লাহ এখানে দরিদ্র সাহাবিদের নিয়ে মুনাফিকদের করা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের কড়া জবাব দিয়েছেন। কিছু সাহাবি সাদাকাহ করার জন্য একসের, দুইসের খেজুর এনেছিলেন। এটা দেখে মুনাফিকরা বলছিল, 'মনে হয় না আল্লাহর এই সাদাকাহর কোনো প্রয়োজন আছে, এসব তো করছে লোক দেখানোর জন্য।' এদের কথার বাতুলতায় আল্লাহ তাআলা বলেন:

> যারা ভর্ৎসনা করে সেসব মুমিনদের প্রতি; যারা মন খুলে সাদাকাকারী এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধু নিজের পরিশ্রম ছাড়া। তাই

[৯১৮] হাদীসুল কুরআনিল কারীম, ২/৭০২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> তারা তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের ঠাট্টার জবাব দেন, এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা তাওবা:৭৯)

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে যারা এই জিহাদে অংশ নিয়েছিল, আল্লাহ ﷻ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন মহাপ্রতিদান।[৯১৯] ইরশাদ হচ্ছে—

> আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল।এটাই হলো বিরাট সফলতা। (সূরা তাওবা:৮৯)

দুই. এই যুদ্ধে মাশওয়ারা কার্যকরকরণ

এই যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাশওয়ারা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করেছিলেন আবু বাকর সিদ্দীক ও 'উমার ফারুক رضي الله عنهما-এর পরামর্শ। যেমন—

ক. উঁট জবাই থেকে বিরত থাকতে 'উমারের পরামর্শগ্রহণ

তাবুকের দিকে চলার পথে মুসলিম বাহিনীকে তীব্র ক্ষুধা গ্রাস করেছিল। এক পর্যায়ে কিছু সাহাবি এসে ক্ষুধা নিবারণের জন্য উঁট জবাইয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবিজি অনুমতি দিলেন। এর কিছুক্ষণ পর 'উমার رضي الله عنه এসে এ ব্যাপারে তার পরামর্শ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'এভাবে উঁট জবাই করলে ওরা বাহন সংকটে পড়ে যাবে। অথচ এই দীর্ঘ পথের যাত্রায় বাহনের প্রয়োজন আছে। এরপর তিনি এই সংকট থেকে উত্তরণের একটি সমাধান বের করেন। তিনি বলেন, 'লোকজন তাদের পাথেয় জমা করার পর এতে বারাকাহর জন্য দুআ করা হবে।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ মাশওয়ারা অনুযায়ী কাজ করেন। আল্লাহ এতে বারাকাহ ঢেলে দিয়েছিলেন। মানুষজন তাদের সমস্ত পাত্র পূর্ণ করার পরও খাদ্য শেষ হয়নি। উদরপুরে খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন সবাই।

খ. সিরিয়ান সীমানা অতিক্রম ত্যাগ করে মাদীনায় ফিরে আসার পরামর্শগ্রহণ

তাবুক প্রান্তরে পৌঁছে নবিজি বুঝতে পারলেন, রোমানরা মুসলিম বাহিনীর ভয়ে পালিয়েছে। কয়েকজন সাহাবি সিরিয়া সীমানা অতিক্রমের পরামর্শ দেন; কিন্তু

[৯১৯] প্রাগুক্ত, ২/৭০৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'উমার ﷺ পরামর্শ দেন বাহিনীকে মাদীনায় ফিরিয়ে নিতে। কারণ দর্শিয়ে তিনি বলেন, 'রোমানদের বিপুল সেনা রয়েছে। এখানে ইসলামের অনুসারী কেউ নেই। আর প্রতিপক্ষের শহরের ভেতরে ঢুকে যুদ্ধ করা হবে অত্যন্ত কঠিন। কেননা এতে তারা বিশেষ সুবিধা পাবে। শহরের যুদ্ধক্ষেত্রের তুলনায় মরুভূমিতে যুদ্ধ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। তা ছাড়া রোমানদের সেনা সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। কোনো সন্দেহ নেই, এই বিশাল বাহিনীর শহরে ঢুকে যুদ্ধ করলে মুসলিম বাহিনী ভয়াবহ ক্ষতির আবর্তে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।[৯২০]

বলতে পারি, রাজনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের অভ্যাস উম্মাহর মাঝে অনিবার্য হওয়া উচিত। নবিজি তাঁর সমগ্র জীবনে নিষ্ঠার সাথে এর চর্চা করেছেন।

তিন. কঠোর অনুশীলন

আল্লাহর রাসূলের সাথে সাহাবিদের তাবুক অভিযাত্রায় অনেক উপকার নিহিত ছিল। প্রথমত কঠোর অনুশীলন হয়েছে সবার। যেমন: নবিজি সাহাবিদের নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন অত্যন্ত রুক্ষ ও রোদ্দুর পরিবেশে। এই দীর্ঘ মরুপথটা ছিল খাদ্য ও পানিশূন্য। তৃষ্ণার তীব্রতায় মরণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যোদ্ধাদের চোখে-মুখে। অভিযাত্রায় ছিল পাথেয় ও বাহন সংকট। কোনো সন্দেহ নেই, কঠোর অনুশীলনের এই নতুন অভিজ্ঞতায় প্রবল শক্তি ও সাহসী মানুষ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে ড. মাহমুদ শীত বলেন—

> 'এখান থেকেই বর্তমান সেনাবাহিনীগুলো কঠোর অনুশীলন করে থাকে। যেমন দুর্গম পাথুরে অঞ্চল অতিক্রম করা, বিভিন্ন বৈরী পরিবেশে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া। অনেক সময় খাদ্য ও পানীয় হারাম করা হয়। এই কঠোর প্রশিক্ষণের প্রধান কারণ হলো, যুদ্ধের ভয়াবহ কঠিন পরিস্থিতির উপযুক্ত করে সৈন্যদের গড়ে তোলা। তাবুকের বাহিনী যে কঠোর অনুশীলনের মুখোমুখি হয়েছিল, বর্তমান যুগের প্রশিক্ষণের তুলনায় তা কোনো অংশে কম নয়। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কষ্টই বেশি ছিল। যেমন, খেজুর পাকার মৌসুমে তারা মাদীনা থেকে বের হয়েছেন। আরব উপদ্বীপের দীর্ঘ রুক্ষ মরুপথ অতিক্রম

[৯২০] গাযওয়ায়ে তাবুক, বাশমীল, পৃ. ১৭৬, ১৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। দীর্ঘ সময়ব্যাপী তীব্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করেছেন।

আল্লাহর রাসূলের জীবনে এটাই শেষ যুদ্ধ। মহান প্রেমময়ের সাথে মিলিত হওয়ার আগে ইসলামি বাহিনীর যোগ্যতা নিয়ে প্রশস্তির প্রয়োজন ছিল। আবার আরব উপদ্বীপের বাইরে নিরাপদে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রিয় সাহাবিদের প্রস্তুত করাছিল অপরিহার্য বিষয়। এমন মহান লক্ষ্যেই তাবুক সফরের এই কঠোর প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন।[৯২১]

খুলাফা রাশিদুনের যুগে সাহাবিদেরকে এই অনুশীলন ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। দৈহিক শক্তি, উন্নত চরিত্র ও ঈমানি বলে বলীয়ান হয়ে তারা সিরিয়া পারস্য বিজয়ে সক্ষম হয়েছেন। কারণ, নববি যুগ থেকেই তারা তরবারি ও বর্শা নিক্ষেপে দক্ষ এবং সামরিক অঙ্গনে অভিজ্ঞ ছিলেন।

চার. তাবুক যুদ্ধের ফলাফল

১. আরব্য মুসলিম-কাফির সবার মন থেকে রোমানদের দাপট চিরতরে মুছে যায়। আরবরা মনে করত, রোমান শক্তির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ নেই। এ কারণে রোমানদের সাথে যুদ্ধের আলোচনা উঠলেই সবাই শঙ্কিত হতো। বিশেষ করে মুতার প্রান্তরে রোমানদের সাথে মুসলিম বাহিনীর দৃশ্যপট আরবদের জাহিলি মনে এ কথা দৃঢ় করেছিল যে, রোমান শক্তিকে পরাজিত করার কেউ নেই; কিন্তু তাবুক অভিযানের পর চেতনায় গেঁথে যাওয়া সেই বিশ্বাসের কথা মুছে যায়।

২. ইসলামি সাম্রাজ্যকে এমন এক শক্তিতে রূপ দেওয়া প্রয়োজন ছিল, যারা পৃথিবীর যেকোনো পরাশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। সেখানে থাকবে না জাতিগত, বংশগত কিংবা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। মানবজাতিকে ডাকা হবে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে। তাবুক যুদ্ধের পর এই উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়িত হয়। রোমানরা এখানে মাঠ ছেড়ে পালালে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ ছাড়াই বিজয় অর্জিত হয়। ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত হয় বিশাল ভূখণ্ডের হাতছানি।

এ যুদ্ধের পরেই রোমান শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চল ইসলামি নেতৃত্বের সামনে বশ্যতা স্বীকার করে, যেমন—দাওমাতুল জান্দাল ও আইলার শাসকরা। আল্লাহর

[৯২১] আর-রাসূলুল কাইদ, পৃ. ২৮১, ২৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ﷺ উভয় পক্ষের মাঝে একটি চুক্তিপত্র লিখে স্বাক্ষর করেন।[৯২২] এ ছাড়া সিরিয়ান বহু আরব গোত্র ইসলামি শাসনের বশ্যতা মেনে না নিলেও ঠিক প্রভাবিত হয়। এদের মধ্যে অনেক গোত্র তাদের অবস্থানে পরিবর্তন নিয়ে আসে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হয়ে ভাবতে শুরু করে ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা। সর্বোপরি এই তাবুক অভিযানকে সিরিয়ান শহরগুলোতে ইসলামি বিজয়গাথার ভূমিকা বিবেচনা করা হয়।[৯২৩]

ইতঃপূর্বে সিরিয়ান শহরগুলোর ব্যাপারে যদিও অনেক চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু তাবুক যুদ্ধের মতো এমন প্রভাবসৃষ্টিকারী অভিযান হয়নি। আসলেই এই অভিযান ছিল কার্যত বহু শহর জয়ের সূচনা, যার সূত্র ধরে আল্লাহর রাসূলের পরে সামনে এগিয়েছেন খুলাফা রাশিদূন। এর গুরুত্বকে বিবেচনায় রেখেই আল্লাহর রাসূল ﷺ ওফাতের আগে উসামার নেতৃত্বে বাহিনী প্রস্তুত করেছেন, যেন রোমান অভিমুখে যুদ্ধের ধারা অব্যাহত থাকে। এই বাহিনী যদিও নবিজির ওফাতের পর পরিচালিত হয়েছে, তবুও তার লক্ষ্য ঠিকই বাস্তবায়িত হয়েছে।[৯২৪] এ ব্যাপারে আবু বাকরের জীবনীতে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

৩. আরব উপদ্বীপের একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিকারী হন আল্লাহর রাসূল ﷺ। খাইবার, মাক্কা বিজয় ও সর্বশেষ তাবুক অভিযানের পর আরব গোত্রগুলোর অবস্থানে পরিবর্তন চলে আসে। রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত ইসলামি সীমানা বিস্তৃতির পরিকল্পনা, নাজরানের অধিবাসীরা জিযিয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় আরবের প্রত্যেক গোত্র ইসলামের দিকে ধাবিত হয়। আসলে ইসলামে যুক্ত হয়ে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো উপায় ছিল না। আল্লাহর রাসূল তাবুক থেকে ফিরে আসার পর প্রচুর সংখ্যক প্রতিনিধিদল ইসলামগ্রহণের বার্তা নিয়ে মাদীনায় এসেছিল। এ কারণে এই বছরটির নামই হয়েছিল 'প্রতিনিধি আগমনের বছর।'[৯২৫]

এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বাধীন মুবারাক যুদ্ধকালের সমাপ্তি ঘটে। নবিজির বারাকাহময় সুরভিত সমগ্র জীবনটাই ছিল উম্মাহর জন্য অনিঃশেষ

---

[৯২২] দিরাসাত ফি আহদিন নাবুয়্যাতি ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাতি, আশশুজা, পৃ. ২০৯
[৯২৩] আল-মুসলিমুনা ওয়ার রূম ফি আসরিন নাবুয়্যাতি, আবদুর রহমান আহমাদ, পৃ. ১০২
[৯২৪] দিরাসাত ফি আহদিন নাবুয়্যাতি, আশশুজা, পৃ. ২০৯
[৯২৫] নাযরাতুন নাঈম, ১/৩৯৫, ৩৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিক্ষার সম্ভার।[৯২৬] জীবনে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক অদম্য শক্তি সঞ্চারিত করেছেন উম্মাহর মানসপটে।

তাবুক অভিযান ও বিদায় হাজ্জের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ:

এক. সাকীফ প্রতিনিধিদল ও ইসলামগ্রহণ

আল্লাহর রাসূল ﷺ তায়েফ থেকে প্রত্যার্পণের পর তার পিছু নেন উরওয়া ইবনু মাসউদ সাকাফি। নবিজি মাদীনা প্রবেশের পূর্বে তাঁর সাথে মিলিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর নিজের গোত্রে ফিরে যান। জাতিকে ডাকেন ইসলামের দিকে। লোকজন তাকে তির মারে। একটি তিরের আঘাতে তিনি শহীদ হন।

এর কিছুদিন পর তারা বুঝতে পারে, আশপাশের আরব্য মুসলিমদের সাথে লড়াই করার সামর্থ্য তাদের নেই। ফলে তারা নবিজির কাছে প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজনকে প্রেরণের ব্যাপারে একমত হয়। নবিজি তাবুক থেকে ফিরে আসার পর ৯ম হিজরি সনে রমযান মাসে তাদের ছয়জন মাদীনায় আসে।[৯২৭]

প্রতিনিধি দলটি গঠিত হয়েছিল বনু মালিক ও আহলাফের ছয় ব্যক্তিতে। প্রত্যেক গোত্র থেকে ছিল তিনজন করে। সবার প্রধান ছিল আবদু ইয়ালীল ইবনু আমর।[৯২৮] প্রতিনিধি দলটির এই গঠন প্রমাণ করে, গভীর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ছিল তাদের ভাবনায়। তা হলো, মুহাজির বনু উমাইয়ার সাথে বনু আহলাফের ঐতিহাসিক মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। প্রতিনিধি দলটির অন্যতম ইচ্ছা ছিল আল্লাহর রাসূলের সাথে সন্ধির সময় বনু উমাইয়া যেন সম্পর্কের সূত্র ধরে মধ্যস্থতায় এগিয়ে আসতেপারে।[৯২৯]

বনু সাকীফের ইসলামগ্রহণ আল্লাহর রাসূলের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সাহাবিদের অনুভূতিতে তা জাগরূক ছিল। দেখা গেছে, বনু সাকীফের প্রতিনিধি দলটি যখন মাদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে, তখন আল্লাহর রাসূলের কাছে তাদের আগমনের সুসংবাদ পৌঁছানো নিয়ে আবু বাকর ও মুগীরা ইবনু শু'বার মধ্যে

---

[৯২৬] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, সাদিক উরজুন, ৪/৪৬০
[৯২৭] রিসালাতুল আম্বিয়া, 'উমার আহমাদ 'উমার, পৃ. ১৯৯
[৯২৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম ৪/১৯৩
[৯২৯] রিজালুল ইদারাতি ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যাহ, ড. হুসাইন মুহাম্মাদ, পৃ. ৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিযোগিতা লেগে যায়। শেষে আবু বাকর সিদ্দীকের সম্মানে মুগীরা ﷺ সরে আসেন।[৯৩০]

আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিনিধি দলটিকে অভ্যর্থনা জানান। মাসজিদেই তাদের জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করেন, যেন কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পারে, দেখতে পারে মুসলিমদের সালাত। আতিথেয়তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নবিজি নিজে। তারা প্রতিদিন আল্লাহর রাসূলের কাছে আসত। আর উসমান ইবনু আবীল আ'সকে তাদের পেছনে রাখত। আলাপ শেষে তারা ফিরে গিয়ে দুপুরের বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লে এই উসমান ﷺ আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে এসে দীন সম্পর্কে জানতে চাইতেন। নবিজি তাকে কুরআন পড়ে শোনাতেন। এক সময় তিনি দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি আল্লাহর রাসূলকে ঘুমন্ত দেখলে চলে আসতেন আবু বাকর সিদ্দীকের কাছে। তার এই কর্মধারা সাথিদের থেকে গোপন রাখতেন। উসমান ﷺ-এর এই আগ্রহ দেখে আল্লাহর রাসূল মুগ্ধ হয়েছেন, দীনের প্রতি তার এই টান ও ভালোবাসার কারণে নবিজিও তাকে ভালোবেসেছেন।[৯৩১]

প্রতিনিধি দলটি মাদীনায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করে নবিজির সাথে মিশেছে, নবিজিও তাদেরকে ইসলামের দিকে ডেকেছেন। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে আবদু ইয়ালীল বলল, 'আপনি কি আমাদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা পরিবারে ফিরতে চাচ্ছি।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরা ইসলাম মানলে আমি তোমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব, অন্যথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেব না, আমার ও তোমাদের মাঝে কোনো সন্ধিও সম্ভব হবে না।'

আবদু ইয়ালীল বলল, 'যিনার ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? আমরা দূর দেশে সফর করে থাকি। ফলে এই কাজটাতে আমাদেরকে জড়াতেই হয়। আমাদের কেউ এছাড়া থাকতেও পারবে না।'

> নবিজি বললেন, 'আল্লাহ এটাকে মুসলিমদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—'তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না, নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা।' (সূরা বানি ইসরাইল: ৩২)

---

[৯৩০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম ৪/১৯৩

[৯৩১] তারীখুল ইসলামি, আয-যাহাবি, আল-মাগাযি, পৃ. ৬৭০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবদু ইয়ালীল বলল, 'সুদ সম্পর্কে কী বলবেন?'

নবিজি বললেন, 'সুদও হারাম।' সে বলল, 'কিন্তু আমাদের সমস্ত সম্পদ যে সুদের কাজে লাগানো!' নবিজি বললেন, 'তোমরা মূলধন নিতে পারবে।' আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের অবশিষ্ট অংশ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।' (সূরা বাকারা:২৭৮)

আবদু ইয়ালীল আবার জিজ্ঞেস করল, 'মদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? আমাদের মদ বলতে আঙুরের রস। এটা ছাড়া আমাদের চলেই না।'

নবিজি বললেন, 'আল্লাহ আমাদের জন্য এটাও হারাম করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'হে ইমানদারগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, আনসাব ও আযলাম শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো, হয়তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে।' (সূরা মাইদাহ:৯০)

প্রতিনিধি দলটি ওঠে গিয়ে নিজেরা নির্জনে মিলিত হলো। আবদু ইয়ালীল বলল, 'আরে—তোমাদের তো সব শেষ! কী মনে করো, এই তিনটি হারাম বিধান নিয়ে আমরা এলাকায় ফিরে যাব? আল্লাহর কসম, সাকীফের মানুষ মদ না খেয়ে, যিনা না করে তো থাকতে পারবে না!'

সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ বলল, 'আমার কথা শোনো, আল্লাহ ওদের ব্যাপারে কল্যাণ চাইলে ওরা এসব ছাড়তে পারবে। দেখো, নবির সঙ্গীরাও এসবে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন তারা ছেড়ে দিয়েছে। তাকেও আমাদের ভয় করা উচিত, কারণ, ইতোমধ্যেই তিনি বহু জনপদ জয় করেছেন। আবার আমরাও এমন এক দুর্গে বাস করছি, যার চারপাশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহর কসম, ওরা আমাদের দুর্গ একমাস অবরোধ করে রাখলেই আমরা না খেয়ে মারা যাব। আমি ইসলাম ছাড়া মুক্তির কোনো পথ দেখছি না। মাক্কার মতো একটা দিবসেরও ভয় হয় আমার।'

প্রতিনিধি দলটির মধ্যে খালিদ ইবনু সাঈদ তাদের ও আল্লাহর রাসূলের মাঝে যাতায়াত করেছেন সন্ধিপত্র লেখা পর্যন্ত। তিনিই এই পত্র লিখেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের কাছে খাবার পাঠাতেন। নবিজি না খাওয়া পর্যন্ত ওরাও খেত না। ওরা ইসলামগ্রহণ পর্যন্ত এই নীতিতেই ছিল।

সর্বশেষ ওরা নবিজিকে জিজ্ঞেস করল, 'রব্বাতা দেবতার ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?' নবিজি বললেন, 'আমরা ওটা ধ্বংস করে ফেলব।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওরা বিচলিতের মতো বলল, 'হায় সর্বনাশ! রব্বাতা যদি জানে, আমরা তাকে ধ্বংস করতে চলেছি, তাহলে সে আমাদের পরিবারকে মেরে ফেলবে!' 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বললেন, 'আবদু ইয়ালীল, তোমাকে বুদ্ধিমান মনে করতাম, রব্বাতা শুধুই একটি পাথর, কে তার পূজা করল আর না করল, এসবের কিছুই সে জানে না।' আবদু ইয়ালীল বলল, 'উমার—আমরা তোমার কাছে আসিনি।' এরপর ঠিকই তারা ইসলাম গ্রহণ করে। সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়। সন্ধিপত্র লেখেন খালিদ ইবনু সাঈদ ﷺ।

সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর ওরা নবিজির কাছে মিনতি করল রব্বাতাকে যেন তিন বছর পর্যন্ত ধ্বংস করা না হয়। নবিজি অস্বীকার করলেন। ওরা দু বছরের কথা বললে নবিজি এটাও প্রত্যাখ্যান করেন। তারা এক বছর, ক্রমান্বয়ে মাত্র এক মাস স্থির রাখার আবদার জানায়; কিন্তু নবিজি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এক মুহূর্তের জন্যও ছাড় দেওয়া যাবে না। ওরা মূলত গোত্রের মূর্খ নারী, শিশুদের ভয়ে এই অবকাশটা চাচ্ছিল; কিন্তু কাজ হয়নি। তবে নিজেরা ধ্বংস করতে চাচ্ছিল না। তাই নবিজিকে বলল, অন্তত ওদেরকে যেন এ কাজে বাধ্য করা না হয়। নবিজি এটা মেনে নেন।[৯৩২]

ওরা নবিজির কাছে আবার আবেদন জানায়, নামাজ না পড়ার জন্য। নবিজি বললেন, 'সেই ধর্মে কোনো কল্যাণ নেই, যাতে সালাত নেই।'[৯৩৩] সাকীফের লোকেরা আরো কিছু ফরজ বিধান পালন না করার কথা জানায়। বলতে চায়, কিছু হারাম থেকে বিরত থাকতে পারবে না। তবে এক পর্যায়ে নিজেরাই ফেঁসে যায়। বাস্তবতার কাছে নত হতে হয়।[৯৩৪]

আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রতিনিধি দলটিকে যথাসাধ্য সম্মান করেছেন। তাদের আগমন, অবস্থান ও প্রত্যাগমন সবক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাদর করেছেন। তায়েফের আমীর নির্ধারণ করেন উসমান ইবনু আবীল আ'স ﷺ-কে। দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন ও কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহী ছিলেন তিনি। আগতদের মধ্যে বয়সে তিনিই ছিলেন সবার ছোট।[৯৩৫] আল্লাহর রাসূলের মানবিক আচরণ, সাহাবিদের সাথে সামগ্রিক জীবনে ভীষণ রকম প্রভাবিত হয়েছেন সবাই। এমনকি

---

[৯৩২] আল-মাগাযি, ওয়াকিদি, ৩/৯৬৮

[৯৩৩] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৮/৫০; আল-মাগাযি, ওয়াকিদি, ৩/৯৬৮

[৯৩৪] আল-মুজতামাউল মাদীনাতি ফি আহদিন নাবুয়্যাতি, পৃ. ২২১-২২৩

[৯৩৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাদীনার অবশিষ্ট পনেরো দিন তারা সবাই রোজা রেখেছিলেন। রমযান শেষে ফিরে গেছেন তায়েফে।[৯৩৬] তাদের প্রস্থানের পর খালিদ ইবনু ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেন নবিজি, এতে শরিক ছিলেন মুগীরা ইবনু শু'বা,[৯৩৭] আবু সুফিয়ান ইবনু হারব[৯৩৮] ও আরও অনেকে। প্রতিনিধি দলটি ফিরে যাবার পরপরই এই অভিযান রওনা করে।[৯৩৯]

প্রতিনিধি দলটি তায়েফ এসে বনু সাকীফকে কেবল ইসলামের ব্যাপারে সম্মত করার চেষ্টায় সফলতার মুখ দেখছে, ঠিক এমন সময় রব্বাতা মূর্তি ধ্বংসের জন্য মুগীরা ইবনু শু'বা ﷺ তার বাহিনী নিয়ে তায়েফের জনপদে পৌঁছেন। সাথে ছিল দশের অধিক সঙ্গী।[৯৪০] উরওয়া ইবনু মাসউদের পরিণতির কথা স্মরণ করে কড়া পাহারার বেষ্টনিতে মূর্তি ধ্বংসের কাজ শুরু হয়। পাহারার দায়িত্বে ছিল বনু মা'তাদের লোকেরা।[৯৪১]

এ সময় বনু সাকীফের নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ এমনকি কুমারী তরুণীরাও অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসে। শির্কের জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার যেহেতু বেশিক্ষণ হয়নি, তাই সাকীফের সর্বসাধারণ ভাবতে পারেনি এটা ভেঙে ফেলা হবে। ওরা মনে করেছিল এটাকে বরং রক্ষা করা হবে।[৯৪২]

মুগীরা ইবনু শু'বা ﷺ রসিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি সঙ্গীদের বললেন, 'সাকীফের কাণ্ড দেখে তোমাদেরকে এবার হাসাব আমি।' এরপর তিনি কুড়াল দিয়ে আঘাত করে পা দিয়ে লাথি মেরে মূর্তিটা ফেলে দেন। তায়েফবাসী একসাথে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে। ওরা বলছিল, 'আল্লাহ মুগীরাকে দূর করে দিন, না হলে রব্বাতা তাকে হত্যা করবে।' মূর্তিটাকে পড়তে দেখে সাহাবিদের মাঝে খুশির আবেশ ছড়িয়ে পড়ে।[৯৪৩]

অভিযানের আগের কথা। সাহাবিদেরকে ওরা বলেছিল, 'তোমাদের যার ইচ্ছা

---

[৯৩৬] প্রাগুক্ত
[৯৩৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম ৪/১৯৫
[৯৩৮] প্রাগুক্ত
[৯৩৯] দালাইলুন নাবুয়্যাতি, বাইহাকি ৫/৩০৩, ৩০৪
[৯৪০] আল-মাগাযি ৩/৬৭১
[৯৪১] দালাইলুন নাবুয়্যাতি, বাইহাকি ৫/৩০৪
[৯৪২] আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুস, পৃ. ৩০০
[৯৪৩] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়, কাছে এসে ধ্বংসের চেষ্টা করে দেখতে পারো, তোমাদের কেউই ধ্বংস করতে পারবে না।' মুগীরা ﷺ আগ বেড়ে ওদের বলেছিলেন, 'ওহে সাকীফের জনগণ, তোমাদের হুঁশ হবে কবে? এটা তো পাথর ছাড়া কিছুই নয়। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গ্রহণ করে শুধু তাঁরই ইবাদাত করো।'[৯৪৪]

মুগীরা ইবনু শু'বা ও তার সঙ্গীরা রব্বাতা মূর্তি ধ্বংস করে একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। এর আগে সেখানকার রক্ষী জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অপেক্ষায় ছিল। এই অবাধ্যদের বিরুদ্ধে তার সমস্ত ক্রোধ।[৯৪৫] সাহাবিরা সেখানে পৌঁছলে সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'এসো, তোমরা দেখবে, এই মূর্তির কাছে কেউ পৌঁছলে সবাইকে নিয়ে সে ধসে যাবে।'[৯৪৬]

লোকটার কথায় মুগীরা ইবনু শু'বা ﷺ রহস্যের গন্ধ পাচ্ছিলেন। ষষ্ঠ ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, নিচে কোনো গুপ্তভাণ্ডার আছে। তাই অভিযানের সেনাপতিকে বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর নিচে গর্ত খনন করব। তিনি গর্ত খুড়ে মাটি উঠিয়ে ফেলেন। সত্যিই বের করে আনেন অলংকার ও পোশাক। সাকীফের মানুষ এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যায়;[৯৪৭] উঠে যায় তাদের চোখ আচ্ছাদিত করে রাখা অজ্ঞতার আবরণ।[৯৪৮]

অভিযানের সাহাবিরা অলংকার ও পোশাক নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে আসে। নবিজি সেদিনই এগুলো বণ্টন করে দেন। আল্লাহ তাঁর নবিকে সাহায্য ও দীনকে সম্মানিত করার কারণে তিনি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হন।[৯৪৯]

অবশেষে আরব উপদ্বীপের দ্বিতীয় তাগূত—শির্কের মূর্তিটিকে ধ্বংস করে সেখানে মহানরবের নামে মাসজিদ নির্মাণ করা হয়—যিনি এক, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর এই সফলতার পেছনে কাজ করেছে আল্লাহর রাসূলের অভিনিবেশ এবং নব নির্বাচিত তায়েফের আমীর উসমান ইবনু আবীল আ'সের সহযোগিতা।[৯৫০]

---

[৯৪৪] দালাইলুন নাবুয়্যাতি, ৫/৩০৩
[৯৪৫] আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুস, পৃ. ৩০০
[৯৪৬] আল-মাগাযি ৩/৯৭২
[৯৪৭] দালাইলুন নাবুয়্যাতি, ৫/৩০৩
[৯৪৮] আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুস, পৃ. ৩০১
[৯৪৯] তারীখ ইবন শাইবাহ, ২/৫০৭। আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুস, পৃ. ৩০১ থেকে চয়িত।
[৯৫০] আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুস, পৃ. ৩০১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবিজি তাকে তাগূতের স্থানেই মাসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[৯৫১]

দুই. মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু সালুলের মৃত্যু

৯ম হিজরির শাওয়াল মাসের শেষের দিকে মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সালূল অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরের মাস জিলকদেই সে মারা যায়।[৯৫২] উসামা ইবনু যাইদ ﵁ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে দেখতে আল্লাহর রাসূলের সাথে আমি তার ঘরে প্রবেশ করি। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে নিষেধ করতাম, ইয়াহূদিদেরকে ভালো না বাসতে।' সে বলল, 'আসলে তাদেরকে ক্ষেপিয়েছে সাআদ ইবনু যুরারা।' এ কথার পরেই সে মারা যায়।[৯৫৩]

মুনাফিক সর্দারের মৃত্যুর পর তার ছেলে বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ আসেন আল্লাহর রাসূলের কাছে। বাবার কাফনের জন্য একটি জামা প্রার্থনা করেন। নবিজি একটি জামা দান করেন। তিনি কামনা করেন, নবিজি যেন তার বাবার জানাযার সালাত পড়ান। আল্লাহর রাসূল এ আবেদনেও সাড়া দিয়ে নামাজের জন্য ওঠেন। পাশে ছিলেন 'উমার ﵁। তিনি আল্লাহর রাসূলের কাপড় টেনে ধরে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তার জানাযা পড়াতে চাচ্ছেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে নিষেধ করেছেন!' নবিজি বললেন, 'আল্লাহ বরং আমাকে ইচ্ছাধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন—

'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তথাপি আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবে না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ অবাধ্যদের পথ দেখান না।' (সূরা তাওবা: ৮০)

কাজেই আমি সত্তরের বেশি বার হলেও ইসতিগফার করব। 'উমার বললেন, 'কিন্তু সে তো মুনাফিক।' নবিজি অবশেষে তার জানাযা পড়ান। এরপর আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের জানাযার নামাযের ব্যাপারে চিরতরে বিরত থাকার নির্দেশ

---

[৯৫১] দালাইলুন নাবুয়্যাতি, ৫/২৯৯-৩০৩; আল-মাগাযি ৩/৯৭০-৯৭২

[৯৫২] তারীখুল ইসলামি, আয-যাহাবি, আল-মাগাযি, পৃ. ৬৫৯

[৯৫৩] আবু দাউদ, জানাযা অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিয়ে বলেন—

> আর তাদের মধ্য থেকে কারও মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুত তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (সূরা তাওবা: ৮৪) [৯৫৪]

আল্লাহর রাসূল বাহ্যিক বিচারে তার জানাযার নামাজ পড়েছেন, সেটা হলো ইসলাম। এভাবে তিনি একজন সাহাবির বাবাকে সম্মানিত করেছেন। এই আবদুল্লাহ ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের একজন। বনু মুসতালিক অভিযান থেকে ফেরার পথে বাবার উদ্ধত কথা শুনে তিনিই নবিজির কাছে অনুমতির জন্য এসেছিলেন বাবাকে হত্যার ব্যাপারে।

তা ছাড়া এই নামাজে অন্য একটি হিকমাহও ছিল। নবিজি এর মাধ্যমে তার গোত্রের অনুসারীদের মাঝে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। মুনাফিকদের বিরাট একটা দল তার নেতৃত্বে ছিল। নবিজির আশা ছিল হয়তো তারা প্রভাবিত হয়ে নিফাকের ঘৃণ্য চরিত্র থেকে ফিরে আসবে। শিক্ষা নেবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য একনিষ্ঠ হবে। স্পষ্ট নির্দেশনা আসার আগে তিনি ছেলের ডাকে সাড়া না দিয়ে যদি নামাজ থেকে বিরত থাকতেন, তাহলে মুনাফিকরা তাকে গালমন্দ করলেও করতে পারত। আর ছেলে ও কওমের জন্য হতো ক্রটির বিষয়। তা ছাড়া আল্লাহর রাসূল নিষেধাজ্ঞা আসার আগ পর্যন্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক ভালোটাই করার চেষ্টা করেছেন।[৯৫৫]

আর কাফনের জামাটা না দিলে নবিজির বদান্য জীবনের জন্য তা কৃতপণতাই হতো বটে। আল্লাহর রাসূলের চরিত্রই তো ছিল, তিনি কোনো দিন কোনো প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি। এর মাঝে বিনিময়েরও একটা ইচ্ছা ছিল। বদর যুদ্ধের পর চাচা আব্বাস ﷺ যখন বন্দি হয়ে আসেন, তখন এই ইবনু সালূলই আব্বাসকে নিজের জামা দিয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহর রাসূল ও তাঁর পরিবারের অন্যতম আখলাক ছিল সুন্দরের প্রতিদান তার চেয়ে উত্তম কিছু দিয়ে দেওয়া।[৯৫৬]

ইবনু সালূলের মৃত্যুর পর মাদীনায় মুনাফিকদের কার্যক্রম স্তমিত হয় এবং দশম

[৯৫৪] বুখারি, কুরআন তাফসীর অধ্যায়, হাদীস; ৪৬৭০
[৯৫৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৩৩, ৫৩৪
[৯৫৬] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬২১, ৬২২; আস-সীরাহ, আবু শুহবাহ, ২৮৫৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিজরিতে তাদের প্রকাশ্য উপস্থিতিও দেখা যায়নি আর। গুটি কয়েকজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। এদের নামও কেবল গোপন সংবাদধারণকারী হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ জানতেন।[৯৫৭] পরবর্তী সময়ে অজ্ঞাত পরিচয়ের কারও জানাযায় হুযাইফা ﷺ শরিক না হওয়া পর্যন্ত 'উমার ﷺ নামাজ পড়াতেন না। নবিজি তাকে বলেছিলেন বিধায় তিনি মুনাফিকদের চিনতেন।[৯৫৮]

নবম হিজরিতে ইসলামি সমাজে মুনাফিকদের দৌরাত্ম্য চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল, এদিকে ইসলামি শাসনব্যবস্থাও প্রবলভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। শাসন-প্রশাসন এখানে যথেষ্ট সুসংহত।[৯৫৯] এ সময়ে মুনাফিকদের ক্ষেত্রে ইসলামের পরিকল্পনা কেমন হয়ে উঠেছিল, সে অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'নির্দেশ এসেছে, তাদের বাহ্যিক বিষয় গ্রহণ করে অভ্যন্তরের কথা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করার জন্য। তাদের সাথে জিহাদ হবে জ্ঞান ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে। মুনাফিকদেরকে উপেক্ষা করে কঠোর আচরণের নির্দেশ এসেছে কুরআনে এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা যেন পৌঁছে দেওয়া হয় ওদের অন্তরে।

ওদের জানাযা পড়তে এবং ওদের কবরের পাশে দাঁড়াতে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। সবিশেষ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হোক বা না হোক, ওদেরকে ক্ষমা করা হবে না।'[৯৬০]

মুনাফিকদের ক্ষেত্রে এই নীতি গৃহীত হয়েছে সূরা তাওবায় বিবৃত বর্ণনা অনুযায়ী। এ সূরার অর্ধাংশজুড়েই আলোচিত হয়েছে তাদের কথা। স্পষ্ট করা হয়েছে তাদের ইচ্ছা ও কাজের অস্বচ্ছতা, অন্তরের সার্বিক অবস্থা—তাবুক যুদ্ধের পূর্বাপর ও মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত কর্মকাণ্ড ও অপতৎপরতা। যা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শিবিরে ফিতনা ছড়িয়ে দুর্বল করে ফেলা এবং কথা-কাজে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া।[৯৬১]

এই সময়টাতে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান এবার তুলে ধরব:

---

[৯৫৭] দিরাসাত ফি আহদিন নাবুয়্যাহ, আশশুজা, পৃ. ২২১
[৯৫৮] মুঈনুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৪৬৪
[৯৫৯] দিরাসাত ফি আহদিন নাবুয়্যাতি, পৃ. ২১৯
[৯৬০] যাদুল মাআদ, ২/৯১
[৯৬১] আল-মুনাফিকূন, মুহাম্মাদ জামীল গাযি, পৃ. ৯২, ৯৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১. মৃত মুনাফিকের জানাযা নিষিদ্ধ, কাফিরের বিধান ওদের ওপর বর্তাবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট ঘোষণা—

'আর তাদের মধ্য থেকে কারও মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুত তারা নাফারমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আর বিস্মিত হবেন না তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির দরুন। আল্লাহ তো এই চান যে, এসবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফিরই থাকে।' (সূরা তাওবা:৮৫)

২. মুসলিমদের অনিষ্ট করার জন্য ওদের নির্মিত মাসজিদে যিরার ধ্বংস করা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা পেছনে বর্ণিত হয়েছে।

৩. এ কথা প্রকাশ করা হয়, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ মানে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'বস্তুত আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোনো শ্রেণি বিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাকো।' (সূরা তাওবা: ৮৩)

এই জিহাদ হতে পারে লড়াই, লেনদেন, গোপন কিংবা কারও মুখোশ খুলে দেওয়ার মাধ্যমে। কেননা, সূরা তাওবা নাযিলের পর মুনাফিকদের সাথে আচরণ, পূর্বের আচরণবিধি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

৪. মুনাফিকদের পরিচয় ও কাজ স্পষ্ট করা হয়েছে। সূরা তাওবায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে, আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত। (সূরা তাওবা: ৮১)

এই মুনাফিকদের কাজ ছিল সাদাকাহকারী মুমিনদেরকে তিরস্কার করা, আর কথা ও কাজে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া।[৯৬২] ৯ম হিজরিতে এমনই ছিল মুনাফিকদের সাথে নববি কর্মপন্থা।

তিন. স্ত্রীদেরকে ইচ্ছাধিকার প্রদান

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> হে নবি, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তমপন্থয় তোমাদের বিদায় দিই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব:২৮–২৯)

বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী এই আয়াত দুটি অবতীর্ণ হয় আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে সাময়িক সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন করার পর। নবিজি কসম করেছিলেন, স্ত্রীদের কাছে তিনি একমাস আসবেন না। এরপর সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হন। স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার শপথের এই ঘটনাটা প্রসিদ্ধ।[৯৬৩] হিজরি ৯ম বর্ষেই ঘটেছে এই ঘটনা।[৯৬৪]

স্ত্রীরা খোরপোশের ক্ষেত্রে একটু প্রশস্ততা কামনা করছিলেন, তারই প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়। মুসলিম শরিফে জাবির ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবু বাকর সিদ্দীক ؓ আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশের জন্য এসে দেখেন, দরজার সামনে অনেক লোকের ভিড়, তাদের কাউকেই ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আবু বাকরকে ঢোকার অনুমতি দেওয়ার পর তিনি ভেতরে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পর 'উমার এসে অনুমতি চাওয়ার পর তাকেও অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি দেখলেন, নবিজি বসে আছেন, তাকে ঘিরে সকল স্ত্রী চুপচাপ আছেন। 'উমার মনে মনে বললেন, 'আমি এমন কথা বলব, যা নবিজিকে অবশ্যই হাসাবে। তিনি বলেন,

---

[৯৬২] দিরাসাত ফি আহদিন নাবুয়্যাহ, আশশুজা, পৃ. ২২০
[৯৬৩] কাযায়া নিসাউন নাবি ওয়াল মুমিনাত, পৃ. ৫১
[৯৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, খারিজার মেয়েও আমার কাছে খোরপোশ চেয়েছিল, এরপর আমি ওর ঘাড়টা এভাবে মটকে দেওয়ার দৃশ্যটা যদি আপনি দেখতেন!' আল্লাহর রাসূল ﷺ পর্যাপ্ত হাসলেন। হাসির রেশ ধরে রেখেই বললেন, 'আমার পাশে এদেরকে দেখছ, ওরাও আমার কাছে খোরপোশ চাচ্ছে।'

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবু বাকর ﷺ ওঠে এসে শক্ত করে আয়িশার ঘাড় ধরে দাবিয়ে দেন, 'উমার ﷺ এসে হাফসার সাথে একই কাজ করেন। দুজনেই আপন মেয়েদের বলেন, 'তুমি কি আল্লাহর রাসূলের কাছে এমন কিছু চাচ্ছ, যা তাঁর কাছে নেই!' তারা উভয়ে বললেন, 'আমরা আর কখনোই আল্লাহর রাসূলের কাছে এমন কিছু চাইব না, যা তাঁর কাছে নেই।' এরপর নবিজি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন এক মাস কিংবা উনত্রিশ দিন। পরে এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বিবৃত আয়াত নাযিল করেন।[৯৬৫]

আল্লাহর রাসূলের পরিবারে তাদের জীবনপ্রবাহ একটি নির্দিষ্ট রেখায় পরিচালিত হতো। কখনো প্রশস্ততার হাতছানি উঁকি দিত। আল্লাহর রাসূলের স্ত্রীরাও মানুষ ছিলেন। অন্যান্য মানুষের মতো তাদের মনও পার্থিব উপকরণের দিকে আগ্রহী হতো। মানুষের মতো তাদের মনেও প্রত্যাশা থাকত।[৯৬৬] এটাই স্বাভাবিক। তাদের বাসস্থান ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। ড. আবু শুহবাহ নবিঘরের বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মাসজিদে নববির পাশে পরিবার নিয়ে বাসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ করেছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাজাবাদশাদের মতো তিনি অট্টালিকাসম প্রাসাদ নির্মাণ করেননি। তাঁর ঘর ছিল দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্যহীন। তিনি চেয়েছেন আখিরাতের মনোরম নিবাস। ঘরগুলো ছিল উপকরণের দিক থেকে মাসজিদের মতোই। মাটি, ইট ও পাথরের তৈরি। ছাদ ছিল খেজুর ডাল ও জারীদের। ছিল সংকীর্ণ; মাথা ছুঁইছুঁই। একজন বালকও হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে পারত।'

হাসান বসরি ﷺ বর্ণিত, 'তিনি বাল্যকালে মা উম্মু খাইরার সাথে উম্মু সালামা ﷺ-এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের ঘরগুলোর সবচেয়ে উঁচু ছাদটাও আমি হাত দিয়ে ধরতে পারতাম। প্রতিটি কামরার ছিল দুটি করে দরজা, বের হওয়ার এবং মাসজিদ থেকে প্রবেশের। যেন তাদের কাছে নবিজির প্রবেশ

[৯৬৫] মুসলিম ফিত-তালাক, ২/১১০৪
[৯৬৬] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ৪৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সহজহয়।'[৯৬৭]

> নবিজির ঘরগুলোতে আলো জ্বালাবার মতো বাতিও ছিল না। বুখারির বর্ণনায় পাওয়া যায়, আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূলের সামনে ঘুমাতাম। আমার পা থাকত তাঁর সিজদার স্থানে। সিজদার সময় হলে তিনি আমাকে খোঁচা দিতেন, আমি পা গুটিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়ালে আবার ছড়িয়ে দিতাম। সেদিনকার রাত্রিগুলোতে আমার ঘরে বাতি ছিল না।'[৯৬৮]

> পূর্ণ সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি। তাঁর বিছানাও ছিল চাটাইয়ের। আধুনিক অর্থে বিছানা ছিল না। পাটির দাগ বসত নবিজির দু পাশে। আর ক্ষুদ্র অবসরে হেলান দিতেন আঁশভর্তি চামড়ার একটি বালিশে।[৯৬৯] তাঁর জীবনপরিক্রমা কষ্টের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে। আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, 'নবিজি ﷺ আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কখনো পাতলা রুটি খাননি। আর জীবনে নিজ চোখে কোনো দিন ভুনা বকরি দেখেননি।'[৯৭০]

> আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমরা চাঁদের হিসাব রাখতাম। দু মাসে তিনবার চাঁদ দেখতাম; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের বাড়িতে উনুনে আগুন জ্বলত না।' উরওয়া ইবনু যুবাইর ﵀ বললেন, 'তাহলে আপনারা কী খেয়ে থাকতেন?' তিনি বলেন, 'দুটি কালো বস্তু, খেজুর ও পানি।'[৯৭১]

এভাবেই চলছিল নবি পরিবারের জীবন। এরপর পর্যায়ক্রমে বিজিত হয় খাইবার, মাক্কা ও তাবুক। আর অপচয় ব্যতীত আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাত উপভোগের আয়াত তো উম্মুল মুমিনীনরাও কুরআনে পড়েছেন। ফলে সংগত কারণে তারাও আগ্রহী হয়েছেন এর অংশী হতে। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'হে আদম সন্তান, তোমরা প্রত্যেক সিজদার স্থানে পরিধেয় গ্রহণ করো, পানাহার করো, তবে অপচয় করবে না। কেননা আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আরাফ: ৩১)

আর পবিত্র রিযিক পানাহারে আল্লাহ তাআলাই উৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ

[৯৬৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাউইল কুরআনি ওয়াস সুন্নাহ, ২/৩৫, ৩৬
[৯৬৮] বুখারি, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং ৫১৩
[৯৬৯] বুখারি, ২৪৬৮
[৯৭০] বুখারি, কোমল হওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৬৪৫৭
[৯৭১] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৪৫৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হচ্ছে—

> আপনি বলুন, আল্লাহর সাজসজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন, এসব নিয়ামাত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামাতের দিন প্রকৃতভাবে (খাঁটি) তাদেরই জন্য। এমনইভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা বোঝে। (সূরা আরাফ: ৩২)

মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে খরচ করা ও ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে আহ্বানও জানিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। ইরশাদ হচ্ছে—

> তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (সূরা বনি ইসরাঈল: ২৯)

এখানে আরেকটি দিক আছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর রবের পক্ষ থেকে জীবন পরিচালনার একটি স্রোত নির্ধারণ করেছেন। ফলে পার্থিব জীবনের এই উপকরণের দিকে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেননি। আল্লাহ তাআলা নবিজিকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দিয়ে বলেন—

> আপনি চক্ষু তুলে ওই বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্য দিয়েছি, তাদের জন্য চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্য স্বীয় বাহু নত করুন। (সূরা হিজর: ৮৮)

> আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (সূরা ত্বা-হা: ১৩১)

এ জন্যই তাখয়ীরের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য সকল স্ত্রীই একটি দৃঢ় অবস্থানে নিজেদের বেঁধে নিয়েছেন, 'কেউই দ্বিধান্বিত ছিলেন না। তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই চয়ন করেছেন। স্ত্রীরা নবিজির কাছ থেকে খোরপোশের প্রশস্ততা চেয়েছেন, যথাসম্ভব এজন্য চেষ্টাও করেছেন; কিন্তু যখন তাদের সামনে দুটি বিষয় রাখা হয়, পার্থিব জীবন ও এর অর্থ-বৈভব, অথবা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত। তখন তারা দ্বিতীয় বিষয়টি বেছে নিতে এক মুহূর্তকালও দোটানায় থাকেননি, তারা সকলেই একই সুরে বলেছেন, 'আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত চাই।'[৯৭২]

আয়িশা ﷺ বলেন, 'স্ত্রীদেরকে ইচ্ছাধিকারের নির্দেশ দেওয়ার সময় নবিজি আমাকে দিয়েই শুরু করেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, বাবা-মা'র সাথে কথা বলার আগে শিগগির সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার নেই। নবিজি তো জানেন, আমার মা-বাবা বিচ্ছেদের কথা কখনোই বলবেন না। নবিজি বললেন, 'তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

'হে নবি, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনও তাঁর বিলাসিতা কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তমপন্থায় তোমাদের বিদায় দিই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।' (সূরা আহযাব :২৮-২৯)

আমি বললাম, এখানে কী নিয়ে আমি আব্বা-আম্মার সাথে পরামর্শ করব? আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই চাই। এরপর আল্লাহর রাসূলের সকল স্ত্রী আমার মতো করেই বলেছেন।'[৯৭৩]

দৃঢ় ঈমানের কারণে এভাবেই তাদের সামনে একটি চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহর প্রতি স্বচ্ছ ও নিখাদ বিশ্বাসের অধিকারী হওয়ার ফলে অনুধাবন করেছেন বাস্তবতা। যেমন, বিবৃত আয়াতের শুরুর অংশে আল্লাহ তাআলা বলছেন—

'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও বিলাসিতা কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দিই।'

এটা এক প্রকার প্রতিশ্রুতির মতো। স্ত্রীরা পার্থিব জীবনের ঐশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসের দিকটি গ্রহণ করলে অর্জিত হতো; কিন্তু তারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ বলছেন—

'পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

এখানে ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে, তারা প্রতিদান লাভ করবে সৎকর্মপরায়ণা হওয়ার

[৯৭২] কাযায়া নিসাউন নাবি ﷺ ওয়াল মুমিনাত ফি সূরাতিল আহযাব, পৃ. ৭৭
[৯৭৩] বুখারি, কুরআন তাফসীর অধ্যায়, হাদীস: ৪৭৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণে। সৎ কাজ হলো তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকে বেছে নিয়েছে। তারা আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী হওয়া যথেষ্ট ছিল না এই প্রতিদান অর্জনের ক্ষেত্রে।[৯৭৪]

'প্রতিদান' অনির্দিষ্ট শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, আর বর্ণনা করা হয়েছে, প্রতিদান হবে মহান। এখানে স্ত্রীদেরকে পার্থিব জীবন ও ঐশ্বর্যের সন্ধান থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা, আখিরাতের প্রতিদান এত মহান যে, এর পরিধি কেবল আল্লাহই জানেন। এখানে দুনিয়া আখিরাত—উভয় জাহানের কল্যাণই শামিল।[৯৭৫]

খুলাফা রাশিদূন নবিজীবনের এই ঘটনাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষণীয় একটি দিক বিবেচনা করেছেন, নববি যে পন্থার অনুসরণ উম্মাহর নেতৃপর্যায়ের লোকদের জন্য কাম্য হওয়া উচিত। ইতিহাস গবেষকদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, জীবনের এই দিকটি সূক্ষ্ম একটি মাপকাঠির মতো। মানবজীবনে এর ঘনিষ্ঠতা কিংবা এ থেকে দূরত্ব থাকলে পার্থক্য নির্ণিত হয়। সোনালি যুগের মুমিনগণ এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন, ফলে যথার্থভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। খুলাফা রাশিদূনের জীবনে এর বহু উপমা ছড়িয়ে আছে।[৯৭৬] তারা কাজেকর্মে বুঝিয়েছেন, উম্মাহর নেতৃত্ব আল্লাহ প্রদত্ত একটি দায়িত্ব, গানীমাত নয়। কাজেই দায়িত্বশীলদের জন্য আবশ্যক হলো পার্থিব জীবনের লাগাম টেনে ধরে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি অভিমুখী হওয়া।[৯৭৭]

চার. লোকদের নিয়ে আবু বাকর সিদ্দীক ﵁-এর হাজ্জ পালন

আল্লাহর রাসূলের যুগে আদর্শ সমাজ গঠন ও মানবিক রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ বরাবরই অব্যাহত ছিল, যদিও সামনে এসেছিল শত প্রতিকূলতা ও বৈরী পরিবেশ। সামরিক, রাজনৈতিক-সহ সমস্ত কার্যক্রম এগিয়ে চলছিল সবগুলো অনুষঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে। তবে, ফরজ হাজ্জের অনুশীলন এখনো হয়নি। ৮ম হিজরির পর আত্তাব বিন উসাইদকে মাক্কার শাসক নিযুক্ত করা হলেও মুশরিক ও মুসলিমদের হাজ্জের মধ্যে পার্থক্য নির্ণিত হচ্ছিল না।[৯৭৮] পরের বছর হাজ্জের সময় হলে রাসূল ﷺ হাজ্জের

[৯৭৪] কাযায়া নিসাউন নাবি ওয়াল মুমিনাত ফি সূরাতিল আহযাব, পৃ. ৭৯

[৯৭৫] তাফসীরুস সাদি, ৪/১৪৮

[৯৭৬] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭/১৩৬

[৯৭৭] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ৪৭৫

[৯৭৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৩৬; দিরাসাত ফি আহদিন নাবুওয়্যাহ, পৃ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইচ্ছা করেন, কিন্তু জাহিলি সেই আপত্তিকর দিকটাই তাঁর সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেন, 'বাইতুল্লাহর সামনে মুশরিকদের নগ্ন নারীরা এসে তাওয়াফ করবে, এই প্রথা বিলীন না হওয়া পর্যন্ত আমি হাজ্জ করতে পারব না।' এ কারণে তিনি ৯ম হিজরিতে আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ-কে হাজ্জের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন। তার সাথে ছিল সাহাবিদের একটি বিরাট অংশ।[৯৭৯]

আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ হাজ্জের কাফেলা নিয়ে কিছুদূর এগোবার পর সূরা বারাআহ নাযিল হয়। নবিজি আলি ﷺ-কে ডেকে নির্দেশ দেন আবু বাকরের সাথে মিলিত হতে। তিনি আল্লাহর রাসূলের উট আযবা নিয়ে রওনা করেন। জুল হুলা-ইফায় এসে তার সাথে দেখা হয়। সিদ্দীক ﷺ তাকে দেখে বললেন, 'আমীর হয়ে এসেছ, নাকি মা'মুর হয়ে?' তিনি বললেন, 'আমি বরং মা'মুর হয়েই এসেছি।'

হাজ্জের জন্য আবু বাকর ﷺ লোকদেরকে সেখানেই অবস্থান করান, যেখানে জাহিলি যুগে অবস্থান করা হতো। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এই হাজ্জ সম্পন্ন হয়েছে ৯ম হিজরির জিলহাজ্জ মাসে; জিলকদ মাসে নয়। তারবিয়ার পূর্বে, আরাফার দিন, কুরবানির দিন ও প্রথম নাফারের দিন আবু বাকর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি লোকদেরকে হাজ্জের বিধিবিধান শিখিয়েছেন, অবস্থান স্থল ও নেমে আসার জায়গা সম্পর্কে বলেছেন, কুরবানি, নাফার ও কংকর নিক্ষেপের নীতিমালা জানিয়েছেন।

এদিকে আলি ﷺ প্রতিটি স্থানে তার সঙ্গে থেকে সূরা তাওবার প্রথম অংশ তিলাওয়াত করতেন। লোকদের মাঝে তিনি চারটি বিষয় প্রচার করছিলেন—

'শুধু মুমিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

নগ্নরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।

আল্লাহর রাসূল ও যার মধ্যে সন্ধিচুক্তি আছে, তা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এ বছরের পর কোনো মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না।'[৯৮০]

---

[৯৭৯] নাযরাতুন নাঈম, ১/৩৯৮; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২/১৬৮
[৯৮০] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য সাহাবিদের মাঝে আলি ﷺ-এর এই প্রচার কাজে সহযোগিতা করার জন্য সিদ্দীক ﷺ আবু হুরাইরাকে নির্দেশ দেন।[৯৮১] সূরা তাওবার শুরুর আয়াতগুলো মূর্তিপূজারি ও তাদের তাবেদারদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাদের হাজ্জ, স্পষ্ট ঘোষণা এসেছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের।[৯৮২] আল্লাহ তাআলা বলছেন—

'সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ করো এদেশে চার মাস কাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। আর মহান হাজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্যও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফিরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।' (সূরা তাওবা: ০১-০৩)

এর সাথে চুক্তিবদ্ধদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে আল্লাহ বলছেন—

তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারেকোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেওয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা: ০৪)

আবার হারাম মাসগুলো অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত মুশরিকদেরও অবকাশ দেওয়া হয়। এই সময়ের পর তাদের দিন শুরু হবে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের অবস্থায়। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন—

অতঃপর, নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাকো;কিন্তু যদি তারা তাওবা

---

[৯৮১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৩৭

[৯৮২] নাযরাতুন নাঈম, ১/৩৯৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা: ০৫)

সে সময়ে আরবের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল ﷺ চুক্তি বাতিলের ঘোষণা মাক্কার সবখানে প্রচার করতে 'আলিকে নিযুক্ত করেন। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ক্ষমতা ছিল কেবল গোত্রপ্রধানের কিংবা তার পরিবারের কারও। এই নীতি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বিধায় এর আলোকেই আলি ﵁-কে পাঠিয়েছেন। মোটকথা, 'আলিকে পাঠানোর পেছনে এটাই ছিল মূল কারণ।

রাফিজিরা এই ঘটনার সূত্র ধরে বিশ্বাস করে যে, 'আলি ইবনু আবি তালিব ছিলেন আবু বাকর অপেক্ষা খিলাফাতের অধিক উপযুক্ত। এখানটায় ড. মুহাম্মাদ আবু শুহবা বলেন, 'আমি বুঝি না, ওরা কীভাবে আবু বাকরের এই কথা ভুলে গেল। তিনি তো 'আলিকে বলেছিলেন, 'তুমি আমীর নাকি মা'মুর?'[৯৮৩] আর মা'মুর আমীর অপেক্ষা কীভাবে খিলাফাতের অধিক উপযুক্ত হতে পারে!'[৯৮৪]

আবু বাকরের নেতৃত্বে এই হাজ্জ ছিল বিদায় হাজ্জের প্রস্তুতি ও ভূমিকাস্বরূপ।[৯৮৫] এই হাজ্জের বাঁকে বাঁকে সর্বত্রই এ কথার ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রতিমা যুগের সমাপ্তি ঘটেছে, সূচনা হয়েছে এক নতুন আলোকিত যুগের। আল্লাহর শরিআতের এই দৃপ্ত ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ার পর তাতে সাড়া দেওয়া ছাড়া মানুষের সামনে কোনো উপায় ছিল না। গোত্রপ্রধানরাও এবার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়, পৃথিবীতে নতুন এক ভোর এসেছে, যেখানে প্রতিমার কোনো স্থান নেই। ফলে প্রকাশ্যেই তারা ইসলাম ও তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়ে প্রতিনিধি প্রেরণ করে।[৯৮৬]

পাঁচ. ৯ম হিজরি, প্রতিনিধি আগমনের বছর

মাক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাবুক অভিযান সম্পন্ন করেন। এর পরেই বনু সাকীফ এসে ইসলাম গ্রহণের পর বাইআত গ্রহণ করে। ইসলামি রাষ্ট্রকে একটি সুসংহত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করে আরবের মুশরিক গোত্রগুলোকে চার মাসের অবকাশ দেন। ইসলামি দাওলাকেই তারা নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে নির্ধারণ

---

[৯৮৩] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬২৪
[৯৮৪] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৪০
[৯৮৫] প্রাগুক্ত
[৯৮৬] কিরাআতু সিয়াসিয়্যাহ, লিস-সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ২৮৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করবে কিনা, এ ব্যাপারে তারা নিজেরাই যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ঘোষণার পরই চারপাশ থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের সাক্ষ্য নিয়ে প্রতিনিধি দল আসার সূচনা হয়।[৯৮৭]

আল্লাহর রাসূলের কাছে এই প্রতিনিধি দল আগমনের সময় ও সংখ্যা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। সীরাত ও ইতিহাসের মূল উৎস গ্রন্থ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিছু প্রতিদিধি দল মাদীনায় এসেছে ৯ম হিজরিতে। অনেকের মতে আল্লাহর রাসূলের কাছে আসা প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ছিল ষাটের বেশি। অন্যরা বলেছেন একশর বেশি। সংখ্যার তারতম্যের কারণ হতে পারে হয়তো একটি পক্ষ শুধু প্রসিদ্ধ প্রতিনিধিদের কথাই উল্লেখ করেছেন।[৯৮৮]

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মাক্কা বিজয় ও তাবুক অভিযান সম্পন্ন করার পর সাকীফের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্যের শপথ নেয়। তারপর চারপাশ থেকে আরবের প্রতিনিধিরা মাদীনায় আল্লাহর রাসূলের কাছে আসতে থাকে।[৯৮৯]

ঐতিহাসিক ইবনু সাআদ প্রতিনিধি দল সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকে প্রতিনিধি দলের ব্যক্তিদের সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। ইবনু সাআদের ইতিহাসে নবিজির সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের নামও উঠে এসেছে। তবে তার কিছু সূত্র আপত্তিমুক্ত নয়।[৯৯০] অনেক সূত্র আবার যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। মোটকথা, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, ঐতিহাসিকরা যে সমস্ত সংবাদ বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিসদের নীতি অনুযায়ী তার সব নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত নয়; কিন্তু প্রতিনিধিদের আগমন সম্পর্কে বর্ণিত সিংহভাগ বর্ণনা বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত।[৯৯১]

ইমাম বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহর রাসূলের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে মাদীনায় এসেছিল বনু তামীম ও অন্যান্য কিছু গোত্র। যেমন, আবদু কাইস ও বনু

---

[৯৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪
[৯৮৮] নাযরাতুন নাঈম, ১/৩৯৬
[৯৮৯] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/৪৬, ৪৭
[৯৯০] নাযরাতুন নাঈম, ১/৩৯৭
[৯৯১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হানীফা, নাজরানের প্রতিনিধি, আশআরি ও ইয়ামানের প্রতিনিধি।[৯৯২] এ ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধ বিষয়কগ্রন্থ ও সীরাতের কিতাবগুলো প্রতিনিধি দলের তথ্যে আরও সমৃদ্ধ।[৯৯৩] ইমাম মুসলিম-সহ হাদীসের অন্যান্য ইমামগণ বেশ সংখ্যক প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করেছেন। [৯৯৪]

প্রতিনিধিদের গল্প ও ঘটনাগুলো এবং তাদের সাথে আল্লাহর রাসূলের আচরণবিধি ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[৯৯৫] তাই এ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা ঐতিহাসিক নিরূপণের দাবি রাখে। কেননা, প্রতিনিধিদের সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের আচরণের বহুরৈখিক নীতি ও পন্থা এবং নির্দেশনা থেকে মানবজীবনের জন্য বহুবিধ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।[৯৯৬] নবিজির এ অধ্যায়টাতেও শিক্ষা-সভ্যতার বিপুল সমাহার আছে। এমনকি ব্যক্তি জীবন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে ইসলামের কর্মীদের জন্য এখানে আছে অফুরন্ত শিক্ষার উপকরণ।[৯৯৭] বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধিদল মাদীনায় আগমনের কারণে হিজরি ৯ম বর্ষটিই ইতিহাসে বিশেষিত হয়ে আছে। ইসলামি রাষ্ট্রও তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং প্রত্যেকের আগমনে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছে। তাদের অবস্থানের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল স্থান, আতিথেয়তার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম।[৯৯৮] প্রতিনিধিরা এই নির্ধারিত স্থানে কিংবা সাহাবির বাসায় এসে উঠতেন। মাসজিদে নববির আঙিনাও উন্মুক্ত ছিল তাদের অভ্যর্থনার জন্য। আতিথেয়তার জন্য নবিজিও কিছু সাহাবির বাসা নির্বাচন করেছিলেন। অনেক সাহাবি স্বেচ্ছায় আবেদন জানিয়েছিলেন মেহমানদারি করার জন্য।[৯৯৯]

দীনের গভীর জ্ঞান প্রসারও এদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আল্লাহর রাসূল ﷺ ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। প্রতিনিধিরাও ব্রতী ছিলেন ইসলাম অনুধাবনে, শরিআতের জ্ঞান আহরণ ও বিধিবিধান, শিক্ষা-সভ্যতা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতাপূর্ণ জীবন নির্মাণে।

---

[৯৯২] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৩৬৫, ৪৩৬৮, ৪৩৭২, ৪৩৯২

[৯৯৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/৪০-৯৮

[৯৯৪] নাযরাতুন নাঈম, ১/৩৯৮;

[৯৯৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুল আসাসু ফিস-সুন্নাহ, ২/১০১৪

[৯৯৬] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫৪৪

[৯৯৭] আল-আসাস ফিস-সুন্নাহ, ২/১০১৪

[৯৯৮] আল-মাদীনাতুন নাবাউয়্যাহ ফাজরুল ইসলাম, ওয়াল আসরুর রাশিদি, মুহাম্মাদ শুররাব, ২/৪০০

[৯৯৯] দিরাসাত ফি আহদিন নাবুয়্যাহ, আশশুজা, পৃ. ২২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ও হালাল-হারাম সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করতেন। আল্লাহর রাসূলও পরম আগ্রহী ছিলেন এদেরকে দীনের গভীর জ্ঞান শিক্ষা ও সমূহ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে। নবিজি ﷺ যার মাঝে কুরআন শিক্ষা, আয়াত হিফজ করা ও জানার ব্যাপারে তীব্র ব্যাকুলতা দেখতেন, তার সঙ্গে ঘনিষ্ট হতেন। সাহাবিদেরও বলতেন, 'তোমাদের ভাইদের দীনের গভীর জ্ঞান শিক্ষা দাও।'[১০০০]

প্রতিনিধি দলের এই সদস্যদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রবল ঝড়ে সবরের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতেন, সবার মাঝে সমতা বজায় রেখে সুন্দরতম উপহার দিতেন। ফলে তারা গোত্রের কাছে ফিরে যেত হিদায়াতের দিশারিও দাঈ হয়ে। ঈমানের নূরে বিকীর্ণ হতো তাদের হৃদয় জগৎ। নবিজির কাছে শেখা বিষয়গুলো গোত্রের লোকদের শেখাতেন, শ্রুত হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন। সবার সামনে তুলে ধরতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মর্যাদাময় সমুন্নত অবস্থান, উত্তম আখলাক এবং প্রতিনিধিদের আগমনের খুশিতে তাঁর চেহারার দ্যুতিময়তার কথা।

আলোচনা করতেন সাহাবিদের মধ্যকার দীনকেন্দ্রিক ভ্রাতৃত্ব, হৃদ্যতা, একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা, আল্লাহর রাসূলের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তাদের অন্তরের আগ্রহ; সবিশেষ উত্তম চরিত্র ও নিখাদ আচরণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা।[১০০১]

কিছু প্রতিনিধি স্থায়ীভাবে সাহায্যের পথ বেছে নেয়। যেমন: নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিরা। তারা জিযিয়া প্রদানেও সম্মত হয়। আমরা এ পর্যায়ে কিছু প্রতিনিধি দলের আগমনি কথা তুলে ধরব। যেখানে আমাদের জন্য চিরন্তন শিক্ষা ও করণীয় বহু বিষয় আছে। এই প্রতিনিধি দলের অন্যতম হলো আবদু কাইস, বনু সাআদ বিন বাকর ও নাজরানের খ্রিষ্টানরা।

এক. আবদু কাইসের প্রতিনিধি দল

এদের আগমন সম্পর্কে ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বলেন—

'আবদু কাইসের প্রতিনিধি দলের লোকেরা মাদীনায় এলে আল্লাহর রাসূল

[১০০০] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, সাদিক উরজুন, ৪/৫২০
[১০০১] প্রাগুক্ত, ৪/৫২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পরিচয় কী?' তারা বলল, 'রাবীআ গোত্রের লোক।' নবিজি বললেন, 'তোমাদের অভিনন্দন, কোনো লাঞ্ছনা কিংবা বঞ্চনার ভয় তোমাদের ছিল না।'

ওরা বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা বহু দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আমাদের ও আপনার মাঝে কাফির গোত্র মুদার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে হারাম মাসের বাইরে আমরা আপনার কাছে আসতে পারব না। কাজেই আমাদেরকে স্পষ্ট কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিন, গোত্রের অন্য লোকদেরকে জানিয়ে দেবো, এর মাধ্যমে আমরা প্রবেশ করব জান্নাতে।'

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'নবিজি ﷺ তাদেরকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেন, চারটি বিষয় থেকে বারণ করেন। নির্দেশিত চারটি বিষয় হলো, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?' তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' নবিজি বললেন, 'এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মাসে রোজা রাখা। আর গানীমাতের এক পঞ্চমাংশ তোমরা আদায় করবে।'

নিষিদ্ধ চারটি বিষয় হলো, চারটি পাত্রে নাবীজ (খেজুর ভেজানো পানি বা শরবত) প্রস্তুত করবে না, লাউয়ের খোল, গাছের গুঁড়ি দ্বারা তৈরি পাত্র, তেলের প্রলেপযুক্ত চীনামাটির ঘড়া এবং আলকাতরার প্রলেপযুক্ত ঘড়া। শেষে নবিজি বললেন, 'বিষয়গুলো আত্মস্থ করে রাখো, গোত্রের অন্যদের কাছেও পৌঁছে দাও।'[১০০২]

আরেক বর্ণনায় আছে, 'আশাজ্জ আবদু কাইসের এই লোকদের সাথে উপস্থিত ছিলেন না। প্রতিনিধি দলের সামানপত্রের দেখাশোনার জন্য তাকে রাখা হয়েছিল। পরে তিনি একাই আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তাঁর হাত ধরে চুমু খান। আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, 'তোমার দুটি গুণ আছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এগুলো ভালোবাসেন।' তিনি বললেন, 'গুণ দুটি আমি অর্জন করেছি, না জন্মগতভাবেই আমার মাঝে আছে?' নবিজি বললেন, জন্মগতভাবেই এগুলো তোমার আছে।' তিনি বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে সৃষ্টিগতভাবেই এমন

[১০০২] বুখারি, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুণ দিয়েছেন, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।'[১০০৩] আল্লাহর রাসূল ﷺ এদেরকে নিয়ে ব্যস্ততার কারণে জোহরের পরের সুন্নাহ দু রাকাত আদায় করেছেন আসরের পর।'[১০০৪]

দুই. বনু সাআদ ইবনু বকরের পক্ষে যিমামা ইবনু সা'লাবার প্রতিনিধিদল

আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'একদিন মাসজিদে আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উট নিয়ে এলো। মাসজিদের পাশে রেখে খুঁটিতে বাঁধল। এদিকে নবিজি আমাদের মাঝে হেলান দিয়ে বসে আছেন। লোকটা মজলিসের সামনে এসে বলল, 'আপনাদের মাঝে মুহাম্মাদ কে?' আমরা বললাম, 'এই তো, হেলান দেওয়া শুভ্র চেহারার এই মানুষই মুহাম্মাদ।' লোকটা নবিজির সামনে এসে বলল, 'আপনিই আবদুল মুত্তালিবের সন্তান?' নবিজি বললেন, 'আমি তোমাকে উত্তর দিয়েছি।'

সে বলল, 'আমি একটু রুক্ষ ভাষায় আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব, কষ্ট নেবেন না।' নবিজি বললেন, 'তুমি যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পারো।'

সে বলল, 'আপনার রব ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে জিজ্ঞেস করছি, 'আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির কাছে পাঠিয়েছেন?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ।'

আল্লাহর নামে দোহাই দিয়ে বলছি, 'আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি?'

'হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে এটার নির্দেশ দিয়েছেন।'

আল্লাহর নামে দোহাই দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের বিত্তবানদের থেকে সম্পদ নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করার জন্য?'

'হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে এটারও নির্দেশ দিয়েছেন।'

লোকটি বলল, 'আমি যিমাম ইবনু সা'লাবা, বনু সাআদ ইবনু বাকরের ভাই। আমি আপনার আনীত বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমার গোত্রের

[১০০৩] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬৩১
[১০০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যদের কাছে দূত হয়ে প্রত্যাবর্তন করব।'[১০০৫]

ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় আছে, 'কথা শেষে তিনি বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই, এও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আমি এই ফরজ বিধানগুলো পালন করব, আপনার নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকব।'

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'যিমাম কথা শেষে উটের দিকে ফিরে চললেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার পথের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই দুই ঝুঁটিওয়ালা যদি সত্য বলে থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

যিমাম উটের রশি খুলে কওমের কাছে ফিরে গেলেন। জনপদের লোকেরা তার কাছে এলো। জাতির লোকদের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি বলেন, 'লাত, উযযা নিপাত যাক।' লোকেরা বলল, 'যিমাম চুপ থাকো। শ্বেত রোগ, কুষ্ঠরোগ ও পাগলামির ভয় করো।' তিনি বললেন, 'তোমরা একটু চালাক হও, আল্লাহর কসম, এরা আমার লাভ-ক্ষতি কোনো কিছুরই ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তাআলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁর ওপর অবতীর্ণ করেছেন কিতাব, এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার জীবন থেকে রক্ষা করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তাঁর কাছ থেকে তাঁর নির্দেশিত ও নিষেধকৃত বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।'

> ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কসম, সেদিন সন্ধ্যার আগেই তার গোত্রের সকল নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ একজনও বাকি ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে ইবনু আব্বাস ﷺ বলতেন, 'যিমাম ইবনু সা'লাবার মতো উত্তম প্রতিনিধির কথা আমরা কোনো দিন শুনিনি।'[১০০৬]

তিন. নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি কাফেলা

আল্লাহর রাসূল ﷺ নাজরান অধিবাসীদের নামে চিঠি লিখে বলেন, 'পরকথা, বান্দাদের পূজা থেকে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে ডাকছি। বান্দার অভিভাবকত্ব থেকে ফিরে আল্লাহর অভিভাবকত্বের দিকে এসো। অস্বীকার

[১০০৫] বুখারি, ইলম অধ্যায়, হাদীস নং ৬৩

[১০০৬] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬৩০; মুসনাদু আহমাদ ১/২৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করলে তোমাদেরকে জিযিয়া দিতে হবে। তাতেও অসম্মত হলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করব। ওয়াস সালাম।'[১০০৭]

আসকাফের কাছে এই চিঠি আসার পর নাজরানের সমস্ত লোক তার কাছে সমবেত হয়। সেসবার সামনে চিঠি পাঠ করে। শেষে সবার মতামত জানতে চায়। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, নবিজির কাছে ১৪জন সম্ভ্রান্ত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবে। আরেক বর্ণনামতে ষাটজন থাকবে কাফেলায়। তাদের সবার নেতৃত্বে থাকবে তিনজন। আকিব, ইনি সবার আমীর, মাশওয়ারার পর ইনিই সিদ্ধান্ত দেবেন। তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সাইয়িদ, তিনি বাহনের দায়িত্বশীল। আর আবুল হারিস হলেন শিক্ষামন্ত্রী ও ধর্মযাযক।

ওরা মাদীনায় এসে মাসজিদে প্রবেশ করল। তাদের পোশাক থেকে দাম্ভিকতা প্রকাশ পাচ্ছিল। গায়ে রেশমি চাদর জড়ানো, আঙুলে স্বর্ণের আংটি। ওরা মাসজিদে নামাজ পড়ছিল পূর্বদিকে মুখ করে। নবিজি বললেন, ওদেরকে ডাকো। ওরা নবিজির কাছে এলো, কিন্তু পোশাকের দশা দেখে নবিজি পাত্তা দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। কোনো কথাও বললেন না।

উসমান ﷺ ওদেরকে বললেন, 'তোমাদের পোশাকের কারণে মনে হয় এমনটি করেছেন তিনি।' ওরা সেদিনের মতো ফিরে যায়। পরদিন সাধারণ পোশাক পরে এসে নবিজিকে সালাম জানায়। আল্লাহর রাসূল তাদের সালামের জবাব দিয়ে ইসলাম মানতে বলেন। ওরা অস্বীকার করে বলল, 'আমরা তোমাদের আগে থেকেই মুসলিম।' নবিজি বললেন, 'তিনটি জিনিস তোমাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখছে।' তোমরা ক্রুশের পূজা করো, শূকরের গোশত খাও আর তোমরা মনে করো আল্লাহর পুত্র সন্তান রয়েছে। '[১০০৮]

এরপর শুরু হয় তর্কবিতর্ক, দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন। আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরআনের আয়াত দিয়ে তাদের প্রমাণ বাতিল করছিলেন। ওরা আল্লাহর রাসূলকে বলছিল, 'আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো! আপনি আমাদের নবিকে গালি দিয়ে বলছেন তিনি আল্লাহর বান্দা!' নবিজি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর কুদরাত, যা তিনি সতী নারী মারইয়ামের গর্ভে ফুঁকে দিয়েছেন।' ওরা ক্রোধে গজগজ করতে করতে বলল, 'আপনি বাবাহীন কোনো মানুষ

[১০০৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/৪৮

[১০০৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৪৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখেছেন? থাকলে এর প্রমাণ দিন।' ওদের কথার বাতুলতায় আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে বলেন—

> 'আল্লাহর কাছে ঈসার উপমা হলো আদমের মতো। তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে বলেছেন হয়ে যাও, ফলে হয়ে গেছে। সত্য আপনার রবের পক্ষ থেকে, অতএব, আপনি সন্দিগ্ধদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (সূরা আলে ইমরান: ৫৯, ৬০)

আল্লাহ তাআলা দিলেন অকাট্য এক দলিল।[১০০৯] এমন উপমা, যা ঈসার উপমার চেয়েও বিরল; কিন্তু ওরা যখন কোনোভাবেই সুন্দর আলোচনা ও উপস্থাপিত প্রমাণ গ্রহণ করছিল না, তখন নবিজি আল্লাহর নির্দেশ পালনে তাদেরকে মুবাহালার দিকে ডাকেন।[১০১০] আল্লাহ তাআলা বলেন:

> অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনি সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলো—এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আলে ইমরান: ৬১)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বের হয়ে এলেন। সাথে আছেন 'আলি, হাসান, হুসাইন ও ফাতিমা। নবিজি বললেন, আমি যখন ডেকে ফেলেছি, অতএব, মুবাহালা করতেই হবে।'[১০১১] ওরা নিজেদের মাঝে পরামর্শে বসল। সহজেই বুঝতে পেরেছে যে, তিনি সত্য নবি, আর যেকোনো কওম নবির সাথে মুবাহালা করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে। এই ধ্বংসের ভয়েই ওরা মুবাহালা তথা পারস্পরিক লা'নাতের পথ পরিহার করে। তারপর নতি স্বীকার করে বলল, 'আপনি আমাদের ব্যাপারে যেমন খুশি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিন।'

নবিজি তাদের সাথে দুই হাজার পোশাকের চুক্তিতে সন্ধি করেন। রজব মাসে এক হাজার, সফর মাসে এক হাজার।[১০১২] ওরা শহরে ফিরে যাওয়ার সময় শেষ বারের মতো নবিজিকে বলল, 'আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত মানুষ পাঠিয়ে দিন,

---

[১০০৯] যাদুল মাআদ, ৩/৬৩৩; আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৪৭
[১০১০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৪৭
[১০১১] প্রাগুক্ত
[১০১২] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সন্ধির এই সম্পদ নেওয়ার জন্য।' নবিজি বললেন, 'আমি তোমাদের সাথে একজন সত্যিকারের আমীন ব্যক্তিকে পাঠাব।' সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলের দিকে ব্যাগ্র হয়ে চেয়ে আছেন। কোঁচড় ভরে নিতে এই সৌভাগ্যের খাযানা। নবিজি বললেন, 'আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ—দাঁড়াও।' তিনি দাঁড়ানোর পর আবার বললেন, 'ইনিই হলেন এই উম্মাহর আমীন।'[১০১৩]

ছয়. জ্ঞান শিক্ষা ও প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠনে দূত প্রেরণ

প্রতিনিধি কাফেলাগুলো মাদীনায় আসত ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণা ও ইসলামি শাসনের আওতাধীন হওয়ার জন্য। ঘরে ফিরে যাবার আগে তারা যথা সম্ভব কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা করত। আল্লাহর রাসূলও তাদের দীন শিক্ষা দিতে সঙ্গে সাহাবি প্রেরণ করতেন। বিভিন্ন জিহাদ থেকেই নবিজি এই কার্যক্রম শুরু করেছেন, আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে ইয়ামেনের গোত্রগুলোর মাঝে ইসলামের প্রাথমিক বিধিবিধান শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

আরব দ্বীপের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। প্রয়োজন দেখা দেয় শিক্ষক, দাঈ এবং এমন মুরশিদদের, যারা মানুষের সামনে ইসলামের অর্থ-মর্ম তুলে ধরবে,[১০১৪] তাদের অন্তরগুলোকে জাহিলি যুগের অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতা থেকে স্বচ্ছ ও নির্মল করবে। অন্য দিকে এত দিনেও ইসলাম থেকে বিরত আছে হারিস বিন কাআবের গোত্র। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের কাছে খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে অভিযানে প্রেরণ করেন।

ক. বনু হারিস বিন কাআব গোত্রে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ رضي الله عنه

এই বনু হারিস নাজরানে বাস করত। এখন পর্যন্ত ওদের একজনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইসলামের দা'ওয়াহ নিয়ে এদের কাছে কাফেলা প্রেরণ তাই সময়ের অপরিহার্য দাবি ছিল। এই দাবি পূরণে আল্লাহর রাসূল ﷺ রবীউস সানি কিংবা জুমাদাস সানি মাসে খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেন যুদ্ধের আগে তাদেরকে তিনদিন পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডাকতে। ইসলাম মানলে গ্রহণ করা হবে, না মানলে যুদ্ধ করবে।

[১০১৩] বুখারি, সাহাবাদের ফজিলত অধ্যায়, হাদীস নং ৩৭৪৫
[১০১৪] ফিকহুস সীরাহ, আল-বুতি, পৃ. ৩২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খালিদ رضي الله عنه বাহিনী নিয়ে বনু হারিসের জনপদে পৌঁছেন। চতুর্দিকে অশ্বারোহী যোদ্ধাদেরকে পাঠিয়ে দেন ইসলামের দিকে ডাকতে। সময়-সমাপ্তির আগেই ওরা ইসলাম গ্রহণ করে, বাহিনীর প্রচারিত দাবি মেনে নেয়। খালিদ رضي الله عنه সেখানে অবস্থান নিয়ে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ মতো তাদেরকে ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহর ইলম শিক্ষা দেন। পাশাপাশি তিনি নবিজির কাছে চিঠি লিখে এদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানান। উল্লেখ করেন, আল্লাহর রাসূল তার কাছে চিঠি লেখার আগ পর্যন্ত তিনি এখানেই থাকবেন।

অল্প সময়ের ব্যবধানে খালিদের কাছে আল্লাহর রাসূলের চিঠি আসে। নবিজি তাকে বনু হারিসের একটি প্রতিনিধি কাফেলা-সহ মাদীনায় ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন। নবিজির বার্তা পেয়ে খালিদের সাথে বনু হারিসের একটি কাফেলা চলে আসে। নবিজি এদের আমীর নির্ধারণ করেন কাইস ইবনু হুসাইনকে। পরবর্তী সময়ে বনু হারিসকে দীনের গভীর জ্ঞান, সুন্নাহ ও ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের মাঝে প্রেরণ করেন আমর ইবনু হাযাম رضي الله عنه-কে।'[১০১৫]

অন্য বর্ণনায় আছে, খালিদের পরিবর্তে আল্লাহর রাসূল ﷺ 'আলিকে বনু হামাদানের কাছে প্রেরণ করেন। হামাদানের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। 'আলি رضي الله عنه এদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ যুক্ত একটি চিঠি প্রেরণ করেন নবিজির কাছে। আল্লাহর রাসূল চিঠি পাঠ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। সিজদা থেকে মাথা তুলে তিনি দুবার বলেন, 'আস সালামু আলা হামাদান। আস সালামু আলা হামাদান।'

আল্লাহর রাসূল দুটি বিষয়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন। দক্ষিণ সীমান্ত যেন ইসলামি দাওলার সীমানাভুক্ত হয়, ইয়েমেনের গোত্রগুলো যেন ইসলাম গ্রহণ করে। এক সময় তাঁর এই ইচ্ছাগুলো বাস্তবায়িত হয়। অবিশ্রান্ত দা'ওয়ার ফলাফল হিসেবে ইয়েমেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা মাদীনায় আসতে থাকে। এই ফলাফল প্রমাণ করে, ইয়েমেনে প্রেরিত সাহাবিরা নিরলস পরিশ্রমে দীর্ঘ সময় দাওয়াতি কাজ করে গেছেন। আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত অভিযানগুলো যুক্ত হতো এই কাজে। এরই সূত্র ধরে তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পর আবার প্রেরণ করেছেন 'আলি ইবনু আবি তালিব رضي الله عنه-কে। [১০১৬]

[১০১৫] আস-সীরাহ, ইবনু হিশাম, ৪/২৫০

[১০১৬] আল-ফিকহুস সিয়াসি লিল-ওয়াসাইকিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ২৩১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খ. মুআজ ইবনু জাবাল ও আবু মুসা আশআরিকে ইয়েমেনে প্রেরণ

১. হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞাত সাহাবি মুআজ ইবনু জাবাল ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল ইয়েমেনে প্রেরণ করেন কাজি, ফকীহ, আমীর ও যাকাত উসুলকারী হিসেবে। নবিজি তাকে ইয়েমেনের দুটি প্রদেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু প্রদেশে নিযুক্ত করেছিলেন। মুআজ ﷺ ইয়েমেনের পথে বের হলে আল্লাহর রাসূল তাকে উপদেশ দিয়ে বিদায় জানাতে আসেন। মুআজ ছিলেন আরোহী আর নবিজি তার বাহনের পাশে নিচে হাঁটছেন। তাকে দেওয়া উপদেশমালায় ছিল দাওয়াতি পন্থার এক মহান লক্ষ্য।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'আহলে কিতাব একটি জাতির সাথে তোমার দেখা হবে। তুমি প্রথমে তাদের বলবে, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।' ওরা তোমার আহ্বান মেনে নিলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। ওরা তোমার এ কথাও মেনে নিলে বলবে, 'আল্লাহ ওদের ওপর সাদাকাহ ফরজ করেছেন, বিত্তবানদের থেকে নিয়ে তা দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে। ওরা তোমার এই নির্দেশনাও মেনে নিলে ওদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে। আর মাজলুমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো আবরণ থাকে না।'[১০১৭]

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই উপদেশমালায় দাঈদের জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা তুলে ধরেছেন। তা হলো, ইসলামের দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান দিয়ে ডাকতে শুরু করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি স্পষ্ট ঈমান হৃদয়ে গ্রথিত করার মধ্য দিয়ে দাওয়াতের সূচনা হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে ইসলামের আরকানসমূহ সম্পর্কে অবহিত করবে। এভাবে ওয়াজিব বিধান ও হারাম বিষয়গুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরবে। তাহলে মানুষ প্রবৃত্তির বিপরীতে দাঁড়াবার কথা ভাবতে পারবে, ইসলামের বিধান গ্রহণ করতে তারা বিশেষ আগ্রহী হবে।[১০১৮]

এটা দা'ওয়ার নববি পন্থা। নবিজি মুআজ ইবনু জাবালকে শুধু নয়, গোটা উম্মাহর সামনে এই শিক্ষাগুচ্ছ রেখে গেছেন।[১০১৯] দিক-নির্দেশনা শেষে নবিজি

[১০১৭] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৩৪৭
[১০১৮] আত-তারীখুল ইসলামি, ৮/১৮৭
[১০১৯] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ৪৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুআজকে বললেন, 'এ বছরের পর হয়তো তুমি আর আমাকে দেখবে না। হতে পারে তুমি অতিক্রম করবে আমার সমাধি আর এই মাসজিদের দেওয়াল ঘেঁষে।'[১০২০] আল্লাহর রাসূলের বিরহ বেদনায় কেঁদে ওঠেন মুআজ ﷺ। পরে আল্লাহর রাসূলের ইঙ্গিতই প্রতিফলিত হয়েছে। মুআজ ﷺ ইয়েমেনে চলে যান। ফিরে এসে সত্যিই আল্লাহর রাসূলকে আর পাননি।[১০২১]

২. একদিন একসাথে আল্লাহর রাসূল আবু মূসা আশআরি ও মুআজ ইবনু জাবালকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। তাদের দুজনকে দু'টি প্রদেশে পাঠিয়ে তিনি বলেন, 'ইয়েমেনে আছে দুটি প্রদেশ'। শেষে তিনি বলেন, 'মনে রেখো, সহজ করবে, কঠিন করবে না, ভালো কথা শোনাবে, ঘৃণা ছড়াবে না।'[১০২২] নববি জীবনের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে এভাবেই। উম্মাহকে শিক্ষা দিয়েছেন রুক্ষতা পরিহার করে সহজ-সরল হতে। ঘৃণার পথ পরিহার করে মানুষকে ভালোবাসতে। উত্তম কথায় হৃদয় জয় করতে।[১০২৩]

গ. রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণ

সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা দীনের একটি অংশ। যা জড়িয়ে থাকে প্রতিটি বিষয়ের সাথে। এটা বিভিন্নতা দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই শৃঙ্খলার মাধ্যমে শুরু থেকেই ইসলাম অন্য ধর্মগুলো থেকে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছে। এটি মানুষের ব্যক্তি-জীবন, সামাজিক জীবন, ইবাদাত-বন্দেগি—মোটকথা জীবনের সকল অনুষঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে। এদিকটা বিবেচনায় রেখেই নবিজি তাঁর অনুপস্থিতিতে মাদীনায় ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত করতেন। বিজিত অঞ্চলে আমীর নিয়োগ দিতেন। প্রতিনিধি এলে আল্লাহর রাসূল গোত্রেরই একজনকে নির্বাচন করতেন। তাদেরকে দীন শেখাবার জন্য শিক্ষক এবং যাকাত উসূলের জন্য কর্মী পাঠাতেন।[১০২৪]

কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্বাচন করতেন। আবার আরবের নীতি অনুযায়ী গোত্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তিকেও আমীর

[১০২০] সাহীহুস সীরাহ, পৃ. ৬৫৪
[১০২১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৫৯
[১০২২] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, হাদীস নং ৪৩৪২
[১০২৩] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৮/১৮৬
[১০২৪] দিরাসাত ফি আহদিন নাবুয়্যাহ, আশশুজা, পৃ. ২২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নির্ধারণ করতেন। যেমন: মাক্কায় শাসক নিযুক্ত ছিলেন আত্তাব ইবনু উসাইদ, তায়েফে উসমান ইবনুল আ'স। 'আলি ও আবু মূসাকে পাঠিয়েছিলেন ইয়েমেনে। অনেক সময় ইসলামে আসা শাসককে সে দেশের আমীর হিসেবে বহাল রাখতেন। যেমন: ইয়েমেনে বাযান ইবনু সামানকে বহাল রেখেছিলেন। তবে তার মৃত্যুর সংবাদ নবিজির কাছে এলে তিনি সাহাবিদের মাঝে দায়িত্ব বণ্টন করে দেন।

যেমন: সানআয় নির্ধারণ করেন শামর ইবনু বাযানকে, মাআরিবের দায়িত্ব পান আবু মুসা আশআরি, জুন্দ শহরে ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া, হামাযান শহরে আমির ইবনু শামর হামাযানি, যামা ও যাবীদ শহরে খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনুল আ'স। নাজরানে আমর ইবনু হিযাম, হাযারামাউত শহরে যিয়াদ ইবনু লাবীদ বায়াদি, সাকাসিক ও সুকুন শহরে উক্কাশা ইবনু সাওর ﷺ।[১০২৫]

কর্মীদের থেকে আয়-ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব নিতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। অনেক কর্মীর জন্য বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। যেমন: মাক্কার আমীর আত্তাব ইবনু উসাইদের জন্য দিন প্রতি এক দিরহাম নির্ধারিত ছিল।[১০২৬] নবিজি কাইস ইবনু মালিককে নিজ গোত্র হামাযানে নিযুক্তির সময় তার জন্য এক খণ্ড জমি বরাদ্দ করেছিলেন। এখান থেকে তিনি পারিবারিক খরচ নির্বাহ করতেন।

কর্মীদের বেতন অবশ্য অবস্থা ভেদে পরিবর্তন হতো। একরকম থাকত না।[১০২৭] তাদের জীবনের দিকটা বিবেচনায় এনে নবিজি বলতেন, 'আমরা কাউকে কোনো কাজে নিযুক্ত করলে তার যদি বাড়ি না থাকে, সে যেন একটি বাড়ি বানায়, স্ত্রী না থাকলে বিয়ে করে, বাহন না থাকলে তাও ব্যবস্থা করে নেয়।'[১০২৮] ঘুষ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে একজন কর্মীর জন্য এগুলো মৌলিক অধিকার। বর্তমান যুগে বিধিবদ্ধ হওয়া সংবিধান তৈরির আগেই ইসলামে এই অধিকারের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সচেতনতা দেখিয়েছে। এর বাইরে শাসককে কাজের আগে কিছু উপহার দিলে অবশ্যই তা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হবে।'[১০২৯]

[১০২৫] ইবন খালদুন : আল-ইবার ওয়া দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খাবর, ২/৫৯
[১০২৬] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ৪/১৫৩
[১০২৭] আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ, মানসুর হারাবি, পৃ. ৪৪
[১০২৮] প্রাগুক্ত; আত-তারাতীবুল ইদারিয়্যাহ, আল-কাতানি, ১/২২৭
[১০২৯] আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিদায় হাজ্জ, দশম হিজরি:

ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির একটি হলো হাজ্জ। ১০ম হিজরিতে হাজ্জ ফরজ করা হয়। ইবনুল কাইয়িম ﵀ এই মত ব্যক্ত করেছেন।[১০৩০] তার উপস্থাপিত দলিল বেশ শক্তিশালী। ফরজ বিধান পালনে নবিজির বিলম্ব না করাও একটি দলিল। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলছেন—'কা'বায় চলতে সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহ হাজ্জ করা আবশ্যক।'(সূরা আলে ইমরান: ৯৭) এই আয়াত নাযিল হয় ৯ম হিজরিতে প্রতিনিধি আসার বছর।[১০৩১]

> ১০ম হিজরিতে মাদীনা থেকে এই একটি হাজ্জই করেছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। এই হাজ্জেই তিনি মানুষকে বিদায় জানিয়েছেন, এরপর আর হাজ্জ করতে পারেননি, তাই এই হাজ্জ বিদায় হাজ্জ নামে প্রসিদ্ধ। এটাকে হাজ্জাতুল বালাগও বলা হয়, কেননা এই হাজ্জে তিনি মানুষকে বাচনিক ও প্রায়োগিকভাবে আল্লাহর শরিআত শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের সকল নীতি ও নিয়ম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হাজ্জের শরিআত সিদ্ধতা, গুরুত্বসহকারে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার পর আরাফার ময়দানে অবতীর্ণ হয়—'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, পূর্ণ করলাম আমার নিয়ামাত, আর তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।'(সূরা মাইদাহ: ০৩)

আয়াতটি নাযিলের পর কিছু সাহাবি কান্নায় ভেঙে পড়েন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-ও ছিলেন সেই দলে। যেন তারা আল্লাহর রাসূলের বিদায়ের ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছেন। সাইয়িদুনা 'উমারকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন, 'দীনের পূর্ণতার পর এখন দুটি জিনিস আমরা হারাতে যাচ্ছি।'[১০৩২]

আল্লাহর রাসূলের সাথে বিদায় হাজ্জে লক্ষাধিক সাহাবি ছিলেন।[১০৩৩]

[১০৩০] যাদুল মাআদ, ৩/৫৯৫
[১০৩১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাউইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৬৮০; যাদুল মাআদ, ৩/৫৯৫
[১০৩২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৭৫
[১০৩৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক. যেভাবে সূচনা হলো বিদায় হাজ্জের

১০ম হিজরির জিলকদ মাস। আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘোষণা করলেন যে, এই বছর তিনি হজ্জব্রত পালনের সংকল্প করেছেন। বাতাসের সাথে মিশে এ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল মাদীনার অলিগলিতে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সবখানে। সাহাবিরা চারপাশ থেকে প্রস্তুতি নিয়ে মাদীনায় ছুটে এলেন আল্লাহর রাসূলের সাথে হাজ্জের অভিযাত্রী হতে। আল্লাহর ঘর কা'বার দিকে ছুটে চলা পথটাতে আজ লাখো মানুষের ঢল। অসংখ্য মুমিনের পদচারণায় মুখরিত এই পথ, যেন এক জনসমুদ্র। আল্লাহর রাসূলের ডানে-বামে, সামনে পেছনে, চারদিকে চোখ যদ্দূর যায়, শুধু শুভ্র পোশাকের বিপুল সমারোহ। এ যেন আসমান থেকে নেমে আসা ফেরেশতাদের মাহফিল। জিলকদ মাসের এখনো পাঁচদিন বাকি আছে। দিনটি শনিবার। যোহরের চার রাকাত নামাজ আদায় করে আল্লাহর রাসূল সবাইকে নিয়ে রওনা করেন।[১০৩৪]

এর আগে তিনি সমবেত সাহাবিদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। এ ভাষণে তুলে ধরেন ইহরামের করণীয় ওয়াজিব ও সুন্নাহর কাজ। অবশেষে রওনা করে শুভ্র পোশাকের এই যাত্রী দল। নবিজি ভালোবাসায় স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলছিলেন, 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারীকা লাক।'[১০৩৫]

আজ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আল্লাহর ঘরে হাজিরার মধুর বাক্য। পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে আওয়াজ অনুরণিত হচ্ছে ইথারে ইথারে, উষ্ণ বাতাসের কোলে। আজ যেন রুক্ষ পাথর কথা কয়, কথা কয় উষ্ণ বাতাস। আজ যেন তালবিয়া পড়ছে মরু আরবের তপ্ত ধূলিকণা, আকাশ থেকে অবিরাম ঝরা তাপানো রোদ্দুর। হিজাজের ক্যানভাসে মুগ্ধতার এই মোহন চিত্র চিত্রিত হয়নি আগে কোনো দিন। এমন চোখজুড়ানো দৃশ্য পৃথিবী তার ইতিহাসে দৃশ্যায়ন করতে পারেনি আজকের আগে আর কোনো বার। প্রাণে প্রাণে উচ্ছলতার সুর লহরি। বাইতুল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দু কূল ছাপানো জোয়ার।

নবিজির সাথে তালবিয়া পাঠে সাহাবিরা কেউ কম করছেন কেউ বেশি করছেন। নবিজি মেনে নিয়ে সেভাবেই পড়তে বলছেন, কাউকে মন্দ বলছেন না। তালবিয়ার

[১০৩৪] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬৬৪; আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৮৬
[১০৩৫] বুখারি, হাজ্জ অধ্যায়, তালবিয়া পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১৫৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুহুর্মুহু আওয়াজে, মোহনীয় ছন্দে এগিয়ে চলছে বাইতুল্লাহর মুসাফিররা। নবিজি প্রথম যাত্রা বিরতি করেন আরজ-এ এসে। পর্যাপ্ত বিশ্রামের পর সেখান থেকে সফর শুরু করে আবওয়া নামক স্থানে হালকা বিরতির পর হাজিদের নিয়ে যাত্রা বিরতি হয় আসফান নামক উপত্যকায়।

এখান থেকে রওনা করে জি-তাওয়া নামক উপত্যকায় এসে রাত নামে। জিলহাজ্জ মাসের চারদিন গত হয়েছে। আজ রবিবার রাত। শুভ্র কাফেলা নিয়ে নবিজি এখানে রাত্রি যাপন করেন। ভোরের স্নিগ্ধ আবেশে আদায় করেন ফজরের সালাত। এদিন গোসল সেরে নেন। তারপর চলে আসে দিনের আলোয় মাক্কায় প্রবেশের মুহূর্ত। নবিজি উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করেন। চলার গতি অব্যাহত রেখে প্রবেশ করেন মাসজিদে। দিনটা তখন চড়তে শুরু করেছে।[১০৩৬]

নবিজি কা'বার চত্বরে এসে রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ করে তাওয়াফ শুরু করেন।[১০৩৭] প্রথম তিন চক্করে রমল করেন। পরের চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে শেষ করেন তাওয়াফ। মাকামে ইবরাহীমের কাছে এসে তিলাওয়াত করেন

> 'যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাজের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।' (সূরা বাকারাহ: ১২৫)

বাইতুল্লাহ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে নবিজি স্থির হন। দু রাকাত সালাতে তিনি তিলাওয়াত করেন সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস। আবার রুকনে ইয়ামানিতে এসে স্পর্শ করেন। দরজা দিয়ে এগিয়ে যান সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তিনি তিলাওয়াত করেন,

> 'নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হাজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এদুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোনো দোষ নেই; বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকির

[১০৩৬] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৮৬

[১০৩৭] মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাজ্জ পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১২২৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাজ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই সে সম্পর্কে অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন। (সূরা বাকারাহ: ১৫৮)

আল্লাহ যেভাবে (আয়াতে) সাফা থেকে শুরু করেছেন, নবিজিও শুরু করেন সেই সাফা থেকে। তিনি ওঠে আসেন সাফা পাহাড়ের চূড়ার দিকে। বাইতুল্লাহ দেখে সেদিকে অভিমুখী হন। প্রথমেই আল্লাহর একত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করে বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনিই সার্বভৌমত্বের অধিকারী, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহা নেই, তিনি একক, তিনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁর বান্দাকে করেছেন সাহায্য। সকল বিপক্ষ বাহিনীকে তিনি একাই পরাজিত করেছেন।' এভাবে তিনবার তিনি দুআ করেন। দুআ শেষে নেমে আসেন মারওয়ার দিকে।

বাতনে ওয়াদিতে পা রেখে সাঈ করেন। ওপরের দিকে ওঠার সময় হেঁটে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে ওঠে আসেন। সাফার মতো এখানেও তিনি কা'বার অভিমুখী হয়ে তিনবার দুআ করেন। মারওয়া পাহাড়ে এসে সাঈ শেষ হলে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, আমি পরে যা জানতে পেরেছি, শুরুতে তা জানলে হাদি (কুরবানির জন্য পশু) নিয়ে আসতাম না। এখন শুধু উমরা করতাম। তোমরা সাথে করে হাদি না এনে থাকলে সে হালাল হয়ে যাও, এটাকে উমরা বানিয়ে নাও।'[১০৩৮]

এ সময় সূরাকা ইবনু মালিক নবিজির সামনে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, হাজ্জ শুধু এ বছরের জন্যই নাকি চিরকালের জন্য।' আল্লাহর রাসূল ﷺ এক হাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির মাঝে মিলিত করে বললেন, 'আমি হাজ্জের সাথে উমরাকে মিলিয়ে নিয়েছি। এ কথা দু বার উচ্চারণ করে বলেন, এই হাজ্জ চিরকালের জন্য।'[১০৩৯]

আল্লাহর রাসূল চারদিন মাক্কায় অবস্থান করেন। রবি থেকে বুধবার পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরের আগে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে মিনার প্রান্তরে চলে আসেন। এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। এদিনের যোহর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত। সূর্যোদয়ের পর নবিজি নামিরা নামক স্থানে তাঁর জন্য একটি চামড়ার তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দেন।

[১০৩৮] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২১৮
[১০৩৯] প্রাগুক্ত; সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূল মিনা থেকে উঠলেন। কুরাইশরা ভাবছিল, নবিজি আরাফা পর্যন্ত না গিয়ে মাশআরে হারামেই শুধু অবস্থান করবেন। ওরা জাহিলি যুগে যেমন করত; কিন্তু নবিজি সোজা আরাফায় চলে আসেন। দেখেন নামিরায় ঠিকই তাঁর জন্য একটা তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। ফলে তিনি এখানেই অবস্থান নেন। সূর্য হেলে পড়ার পর তিনি কাসওয়া উটটিকে নিয়ে আসতে বলেন। একটু পর এটাতে আরোহণ করে উপত্যকার সমতল ভূমিতে এসে তিনি লোকদের উদ্দেশ্য ভাষণ দিয়ে বলেন,

'তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ তেমন হারাম, যেমন আজকের দিনে, এই মাসে তোমাদের এই নগরীতে হারাম। মনে রেখো, জাহিলি যুগের সমস্ত কিছু এখন আমার পদতলে সমাধিত। এমনকি জাহিলি যুগের রক্তপাতের ঘটনাও। আমাদের থেকে সর্বপ্রথম রাবীআ ইবনুল হারিসের রক্তের বদলা আমি রহিত করছি, যে বনু সা'দের সাথে মিলিত ছিল, কিন্তু হুজাইল তাকে হত্যা করে। জাহিলি যুগের সুদও বিলুপ্ত ঘোষণা করছি। আমাদের গোত্র আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সুদই সর্বপ্রথম রহিত করে দিলাম। সবগুলোই বিলুপ্ত। নারীদের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, কেননা আল্লাহর নিরাপত্তায় তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ, আল্লাহর কালিমার ভিত্তিতে বৈধ করে নিয়েছ। তোমাদের জন্য তাদের ওপর আবশ্যক হলো, তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে তারা ঘরে ঢুকতে দেবে না, এমন করলে ওদেরকে প্রহার করবে, তবে সীমালঙ্ঘন যেন না হয়। তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো তাদের রিযিক ও পোশাকের সুন্দর ব্যবস্থা করা। তোমাদের মাঝে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এটাকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব। আমার ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কী বলবে?

উপস্থিত সাহাবিরা বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্বপালন করেছেন, কল্যাণকামী ছিলেন।' আল্লাহর রাসূল আসমানের দিকে শাহাদাত আঙুল তুলে ইশারা করে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।'[১০৪০]

নবিজির কথা শেষ। নামাজের ঘোষণা হলো। আযান ও ইকামাতের পর নবিজি

[১০৪০] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬৬১; মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং ১২১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যোহরের নামাজ পড়েন। আবার ইকামাত দিয়ে সাহাবিদের নিয়ে পড়েন আসরের নামাজ। দুই নামাজের মাঝখানে কোনো নামাজ তিনি পড়েননি। নামাজ শেষে তাঁবুতে চলে আসেন। নবিজি কাসওয়া উটটিকে জাবালে রহমতের নিচে পাথরের সাথে বেঁধে রাখেন, সামনে রশি দিয়ে কিবলার অভিমুখী হন। এভাবেই দিনটি চলে যায়। ডুবে যায় বেলা। মিলিয়ে যায় রক্তিম আভা।

আবুল হাসান নদভি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর রাসুল ﷺ সালাত শেষে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুআয় নিমগ্ন থাকেন। তিনি দুআর সময় বুক পর্যন্ত দুই হাত উঁচু করেছিলেন, ঠিক মিসকীনের খাদ্য চাওয়ার মতো। তিনি বলছিলেন,

'হে আল্লাহ, তুমি আমার কথা শুনছ, আমাকে দেখছ, আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু জানো, আমার কোনো কিছুই তোমার কাছে গোপন নেই। আমি ভিখারি দরবারে তোমার, মুক্তির জন্য সাহায্য চাই। আমি ভীত, দয়ার আশায় বিভোর। আমি আমার ভুলের কথা মেনে নিচ্ছি। অসহায়ের মতো আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, ভুল করে অনুতপ্ত ব্যক্তির মতো আমিও নতশির বিনয়াবনত। ভীত শঙ্কিত কাতর হৃদয়ে আমি তোমার কাছে যাচনা করছি। আমার কাঁধ নুয়ে দিয়েছি, আঁখিদ্বয় অশ্রুজলে সিক্ত, দেহ আমার হয়েছে নত। হে আল্লাহ, আপনার কাছে দুআ করেছি; আপনি আমাকে হতভাগ্য করেননি। আমাকে বানিয়ে দিন মমতাময়, দয়াশীল। হে সর্বোত্তম দায়িত্বশীল ও মহাদাতা।'[১০৪১]

এই প্রেক্ষাপটেই কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য পূর্ণ করলাম আমার নিয়ামাত, আর ধর্ম হিসেবে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম ইসলামকে।'(সূরা মাইদাহ: ০৩)

সূর্যাস্তের পর আল্লাহর রাসূল আরাফা থেকে নেমে আসেন। তাঁর বাহন কাসওয়ার উপর তাঁর পেছনে সহযাত্রী হিসেবে রাখেন উসামা ইবনু যাইদকে। লোকজন খুব দ্রুততার সাথে চলছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাসওয়ার লাগাম এমন শক্ত করে বেঁধে ছিলেন যে চলার সময় রেকাবের সাথে এর মাথা লেগে যাচ্ছিলো। চলার সময় সবার উদ্দেশ্যে তিনি বলছিলেন, 'তোমরা ধীরে চলো।'[১০৪২] পুরোটা

[১০৪১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৮৭
[১০৪২] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬৬২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পথে তিনি তালবিয়া পাঠ করছিলেন। মুযদালিফা আসা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও এই উপস্থিতির ঘোষণা বন্ধ ছিল না। এখানে এসে উট বসানোর আগেই তিনি মুআজ্জিনকে আযান দিতে বলেন। আযানের পর ইকামাত হলে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। বাহন রেখে সাহাবিরা স্থির হওয়ার পর নবিজির নির্দেশে আবার ইকামাত বলা হয়। এবারে তিনি ইশার সালাত পড়েন। ইশার পর আর কোনো আমল কিংবা ইবাদাতে মনোযোগী হননি; বরং সুবহে সাদিক পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকেন। ভোর হলে ওয়াক্তের শুরুতেই তিনি আদায় করেন ফজরের সালাত।

ফজরের পর চলে আসেন মাশআরে হারামে। এখানে এসে কিবলামুখী হয়ে অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে দুআ ও জিকির-আযকারে অভিনিবিষ্ট হন। আল্লাহকে স্মরণের মধ্য দিয়েই ভোরের আলো উদ্ভাসিত হয়; সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এই নিমগ্নতা।

এ পর্যায়ে মুযদালিফা থেকে চলে আসেন। এবার পেছনে নিয়েছেন ফজল ইবনু আব্বাসকে। তখনো নবিজির মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল তালবিয়ার মধুর বাক্য। ইবনু আব্বাসকে বলেন সাতটি কংকর কুড়িয়ে নিতে। বাতনে মুহাসসারে এসে নবিজি উটকে একটু দ্রুত হাঁকিয়ে নেন।[১০৪৩] কেননা, এখানেই হস্তি বাহিনী আল্লাহর আযাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। মিনা পর্যন্ত এই দ্রুততা অব্যাহত রেখে জামরাতুল আকাবায় এসে আরোহী থেকে তালবিয়া বন্ধ করে কংকর নিক্ষেপ করেন। এটা সূর্যোদয়ের পরের কথা।[১০৪৪]

কংকর নিক্ষেপ শেষে মিনায় ফিরে আসেন। এখানে সমবেত মুসলিমদের উদ্দেশে আবার সারগর্ভ একটি ভাষণ দেন। এতে তুলে ধরেন কুরবানির দিনের সম্মান ও আল্লাহর কাছে এর মর্যাদার কথা। অন্য সমস্ত শহরের ওপর মাক্কা নগরীর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা। বিশেষভাবে নির্দেশ দেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী যে নেতৃত্ব দেবে, তার আনুগত্য করতে। তার থেকে পালনীয় বিষয়গুলো সুন্দরভাবে শিখে নিতে।আর যেন কোনোভাবেই কেউ কুফুরির অন্ধকারে ফিরে না যায়—যে অন্ধকার জগতে আছে একজন আরেকজনের ক্ষতি করার ইতিহাস। তাঁর (নবিজির) কাছে শোনা ইসলামের বাণী তিনি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।[১০৪৫]

[১০৪৩] সাহীহুস সীরাহ, পৃ. ৬৬২; আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৮৯
[১০৪৪] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৮৯
[১০৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিবৃত এই ভাষণ ছিল—

> নবিজি বলেন, তোমরা কি জানো, আজকের এটা কোন দিবস?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমাদের কাছে মনে হলো, তিনি হয়তো আজকের দিনটির অন্য নাম রাখবেন। তিনি বললেন, 'এটা কি জিলহাজ্জ নয়?' বললাম, 'জি।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন শহর?' বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমাদের কাছে মনে হলো, তিনি হয়তো এই শহরের অন্য নাম রাখবেন; কিন্তু না। তিনি বললেন, 'এটা কি সম্মানিত শহর নয়?' বললাম, 'জি।' নবিজি বললেন, 'তোমাদের জীবন ও সম্পদ কিয়ামাত পর্যন্ত তোমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হলো, যেমন হারাম আজকের এই দিনে, এই পবিত্র মাসে এই শহরে। আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি?' সাহাবিরা সমস্বরে বলে উঠলেন, 'জি, আপনি পরিপূর্ণভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন।' নবিজি বললেন, 'হে আল্লাহ, সাক্ষী থাকুন।' আর তোমাদের উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক সময় শ্রবণকারী ব্যক্তির তুলনায় মুবাল্লিগ ব্যক্তি অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। সাধবান, আমার পরে আবার সেই কুফুরির দিনগুলোতে ফিরে যেয়ো না, যে যুগে একজন আরেকজনকে হত্যা করতে।'[১০৪৬]

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তুলে ধরার পর নবিজি কুরবানির স্থানে চলে আসেন। এখানে তিনি নিজ হাতে ৬৩টি উট কুরবানি করেন। মজার ব্যাপার হলো, তাঁর কুরবানিকৃত উটের সংখ্যাটা ঘটনাক্রমে তাঁর বয়সের সঙ্গে মিলে যায়। এরপর তিনি সরে এসে একশ উটের বাকিগুলো কুরবানির জন্য 'আলি ﵁-কে ডাকেন। কুরবানি সম্পন্ন করার পর নরসুন্দরকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করেন। মুবারাক চুলগুলো বণ্টন করেন পাশের সাহাবিদের মাঝে। মিনার কার্যক্রম শেষে নবিজি মাক্কায় চলে আসেন। প্রথমে তাওয়াফে ইফাদা[১০৪৭][১০৪৮] করে যোহরের সালাত আদায় করেন।

[১০৪৬] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫৫০; আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৭৮

[১০৪৭] কুরবানির দিন মিনা থেকে মাক্কায় এসে এই তাওয়াফ করা ফরজ। এটাকে তাওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। হাজ্জের ফরজ বিধানগুলোর মধ্যে এটিও একটি—অনুবাদক।

[১০৪৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৯০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাতের পর আল্লাহর রাসূল যমযম কূপের কাছে চলে আসেন। দেখতে পান, আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা পানি বের করে পান করাচ্ছে। নবিজি তাদেরকে বললেন, 'আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা, পানি বের করো,প্রতিযোগিতায় নেমে অন্যরা তোমাদের ওপর বিজয় হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে আমিও তোমাদের সাথে বের করতাম।' সাহাবিরা নবিজির দিকে পানিভর্তি একটি বালতি এগিয়ে দেন। তিনি এখান থেকে পান করেন।[১০৪৯]

যমযমের কিনার থেকে বের হয়ে নবিজি এদিনই মিনায় চলে আসেন। রাত্রি কেটে যায় এখানেই। ভোরের আলো ফুটলে নবিজি অপেক্ষা করতে থাকেন সূর্য ঢলে পড়ার জন্য। দিনটা হেলে পড়লে নবিজি বাহন নিয়েই প্রথম জামরা থেকে কংকর নিক্ষেপ শুরু করেন, পর্যায়ক্রমে ২য় ও ৩য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে মিনার প্রান্তরে ফিরে আসেন। সমবেত সাহাবিদের উদ্দেশে আবার তিনি দুটি ভাষণ দেন। কুরবানির দিন ও কুরবানির পরের দিন। আরাফার দিন নবিজি যে খুতবা দিয়েছিলেন, আজকের মিনার খুতবা ছিল সেটার গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য।[১০৫০]

মুসলিমদের অনিবার্য প্রয়োজনেই খুতবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। জীবনে এই একটি হাজ্জই তো করলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। এখানে মহিমান্বিত হয়েছে ইসলাম ও মুসলিম জাতি। গোটা আরব উপদ্বীপে বাস্তবায়িত হয়েছে ইসলামি শাসন। এটিই বিদায় হাজ্জ, শেষ বিদায়। যথার্থ কারণেই উম্মাহ এমন একটি মহাপ্রেক্ষাপটে আল্লাহর রাসূলের উপদেশ নাসীহাহ ও চিরকালীন নির্দেশনার মুখাপেক্ষী ছিল। এ জন্যই নবিজি ﷺ একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, তাগিদ দিয়েছেন, উপস্থিত উম্মাহ যেন বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করে। কখনো ভুলে না যায়; সমগ্রভাবে নিষ্ঠার সাথে পরবর্তী উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে পারে।[১০৫১]

আল্লাহর রাসূল এখানেই অপেক্ষা করে আইয়ামুত তাশরীকের দিনগুলোর কংকর নিক্ষেপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। তারপর মাক্কায় ফিরে বিদায়ী তাওয়াফ করেন রাতের শেষ প্রহরে, ভোর হওয়ার আগে। এরই মধ্য দিয়ে শেষ হয় হাজ্জের আনুষ্ঠানিকতা। হাজ্জ পালন শেষে নবিজি আর কোনো কিছুর জন্য বিলম্ব করেন

[১০৪৯] মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং ১২১৮; সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬৬৩
[১০৫০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৯০
[১০৫১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৭৯; আল-মুসতাফাদ মিন কিসাসিল কুরআন, ২/৫১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না। সঙ্গী মুসলিমদের নির্দেশ দেন বাহন প্রস্তুত করে মাদীনার পথ ধরতে।[১০৫২]

জিলহাজ্জ মাসের ১৮ তারিখ। বিদায় হাজ্জ থেকে ফেরার পথে জুহফার নিকটবর্তী গাদীরে খুম্মা নামক স্থানে আল্লাহর রাসূল ﷺ আরেকবার খুতবা দেন। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নবিজি বলেন—

'পরকথা, প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা, আমি একজন মানুষ। অচিরেই আমার কাছে আমার রবের দূত আসতে পারেন, আমাকে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে। আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব, এতে আছে হিদায়াত ও নূর। কাজেই আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। আর রেখে যাচ্ছি আমার পরিবার। আমার পরিবারের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিবারের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিবারের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।'[১০৫৩]

অন্য বর্ণনায় আছে,

'নবিজি 'আলি ইবনু আবি তালিবের হাত ধরে বলেন, 'আমি যার অভিভাবক ছিলাম, 'আলি তার অভিভাবক। হে আল্লাহ, তুমি তাকে ভালোবেসো, যে তাকে ভালোবাসবে। আর তার সাথে যে শত্রুতা রাখবে, সে যেন তোমারও শত্রু হয়।'[১০৫৪] আরেক বর্ণনায় আছে,নবিজি বলেছেন, 'আমি যার মাওলা ছিলাম, আমার অবর্তমানে 'আলি তার মাওলা।'[১০৫৫]

'আলি ﷺ ইয়েমেন থেকে এসে বিদায় হাজ্জে শরিক হয়েছিলেন।[১০৫৬] কিছু সৈনিক 'আলির ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল যে, তিনি তাদের সাথে একটু কঠোর আচরণ করেছেন। সৈন্যদের মাঝে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বণ্টনকৃত বিভিন্ন বস্ত্র তিনি ফেরত নিয়েছেন। নবিজি তাই গাদীরে খুম্মায় এসে তাদের সামনে 'আলির অবস্থান ও মর্যাদা তুলে ধরেন, যেন কেউ তার ব্যাপারে অহেতুক অভিযোগ না

[১০৫২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৯০

[১০৫৩] মুসলিম, সাহাবাদের ফজিলত অধ্যায়, আলি ইবনু আবি তালিবের ফজিলত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২০৪৮

[১০৫৪] আন-নাসাই ফি খাসাইসি আলি, পৃ. ২১; সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬৮৮

[১০৫৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫৫০

[১০৫৬] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/২০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে।[১০৫৭] স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি তাদেরকে সাদাকাহ ও খুমুসের সম্পদ থেকে একটা অংশ বণ্টন করেছিলেন। এটা ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে 'আলি ﷺ সঠিক সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। কারণ, এসব ছিল সাদাকাহ ও খুমুসের সম্পদ।[১০৫৮]

জুল হুলাইফায় এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ রাত্রি যাপন করেন। দূর থেকে মাদীনা নগরী দেখে তাকবীর বলে ওঠেন তিনবার। দুআ করে বলেন—

> 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি একক তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল প্রশংসা ও রাজত্ব তাঁরই। তিনিই সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা ফিরে এলাম, তাঁরই দিকে অভিমুখী, তাওবায় মনোযোগী, দাসত্বের অনুভূতি ও তাঁর কাছে নত হয়ে। আমাদের রবের জন্য প্রশংসামুখর থেকে। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দাকে, সমস্ত বাহিনীকে তিনি একাই পরাজিত করেছেন।'

অবশেষে নবিজি দিনের আলোয় মাদীনায় প্রবেশ করেন।[১০৫৯]

শিক্ষা উপদেশ ফলাফল:

১. যে পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে উম্মাহ

হিজরি দশম বছরে এসে মুসলিম উম্মাহ উন্নতি ও অগ্রগতির পূর্ণতায় এসে অধিষ্ঠিত হয়। প্রয়োজন ছিল শুধু শেষ ও চূড়ান্ত প্রশিক্ষণটুকুর। ৯ম ও দশম বছরে এসে প্রতিনিধি দল ও হাজ্জের সফরের মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণও পূর্ণতা পায়। মুসলিমদের এই ইতিহাস প্রমাণ করছিল ইসলামের অগ্রযাত্রা চিরকাল অব্যাহত থাকবে।[১০৬০] সার্বিকভাবে এই বিদায় হাজ্জই মুসলিম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর আবেশে শেষবারের মতো জড়িয়ে নেয়।

[১০৫৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫৫১
[১০৫৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৮১
[১০৫৯] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৩৯১—যাদুল মাআদ ১/২৪৯ থেকে চয়িত
[১০৬০] আল-আসাসু ফিস-সুন্নাহ, ২/১০৫৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. জাহিলি সম্পর্ক ছিন্ন ও পাপমুক্ত থাকার ব্যাপারে সবাইকে আহ্বান

ক. মুসলিম ব্যক্তি জাহিলিয়্যাতের সমস্ত সম্পর্ক, সুদ ও প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। নিছক কোনো উপদেশ ছিল না; বরং প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আশপাশের সবার জন্য ছিল একটি দৃপ্ত ঘোষণা। উদাত্ত আহ্বান ছিল আসন্ন উম্মাহর প্রতিও। তার দৃপ্ত উচ্চারণ ছিল এমন, 'জাহিলি যুগের প্রত্যেকটি বিষয় এখন আমার পদতলে সমাধিত। জাহিলি যুগের রক্তপণ রহিত হয়েছে, রহিত হয়েছে জাহিলি যুগের সুদ।'[১০৬১] কেননা, ইসলামের পর মুসলিম জাতি যে নতুন জীবন লাভ করেছে, পূর্বের পঙ্কিল জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।[১০৬২]

খ. আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল পাপ, অন্যায় ও অবাধ্যতার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। কেননা পাপ ও অন্যায় কাজ ব্যক্তিজীবনে যে প্রভাব ফেলে, কোনো শত্রু তার শত্রুতা দ্বারা এই ক্ষতি করতে পারে না। আর এই পাপ পার্থিব জীবনেও ডেকে আনে বিপদ। ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদেরকে যে বিপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কর্মের কারণে, আর তিনি অধিকাংশই ক্ষমা করে থাকেন।' (সূরা শূরা: ৩০) আখিরাতে এই পাপই ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

পাপ সামাজিক জীবনে যে বিষের প্রভাব বিস্তার করে, তা তরবারি দিয়েও সম্ভব নয়। আল্লাহর রাসূল মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যাওয়া উদ্দেশ্য নেননি। কেননা, চেতনায় তাওহীদের বিশ্বাস গেঁথে যাওয়া মানে হলো, সে আর প্রকাশ্য শির্কে ফিরবে না; কিন্তু শয়তান পাপের বিচিত্র সব পন্থা থেকে এক চুলও নিরাশ হয়নি। সে মানুষকে যথাসম্ভব প্রবৃত্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছে।[১০৬৩]

[১০৬১] ফিকহুস সীরাহ, আল-বূতি, পৃ. ৩৩১
[১০৬২] কিরাআতু সিয়াসিয়্যাহ লিস-সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, মুহাম্মাদ কিলআজি, পৃ. ৩০৩
[১০৬৩] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. ইসলামের মৌলিক ও ভিত্তির শিক্ষা

ক. সমস্ত মুসলিমের মাঝে বন্ধন টিকিয়ে রাখতেআল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব একটি সুদৃঢ় মাধ্যম। ইরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পরে ভাইভাই।'(সূরা হুজুরাত: ১০)আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

'মুসলিম ভাইয়েরা, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো ও বোঝার চেষ্টা করো। মনে রেখো, প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। মুসলিমদের মাঝে আছে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। সুতরাং ভাইয়ের কোনো কিছুই তার তুষ্টির বিপরীতে নেওয়া বৈধ নয়। কাজেই তোমরা কারও ওপর জুলুম করবে না।'

তিনি আরও বলেছেন—

'তোমাদের জীবন, সম্পদ ও আনুষঙ্গিক বিষয় তোমাদের জন্য তেমন হারাম, যেমন হারাম আজকের দিনে, এই মাসে, এই নগরীতে—তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত। সাবধান, আমার পরে তোমরা সেই ভ্রষ্টতায় ফিরে যেয়ো না, যেখানে তোমরা একে অপরকে হত্যা করতে।'

খ. দুর্বলের পাশে দাঁড়াতে হবে। ইসলামি সমাজে দুর্বলতা যেন ত্রুটি হয়ে না থাকে। নবিজি তাঁর খুতবায় উপদেশ দিয়ে বলেছেন, নারী ও কৃতদাস—দুর্বলদের দুটি প্রকার।[১০৬৪] ফলে বিশেষ নির্দেশনায় তিনি দুর্বলদের প্রতি সদয় হতে বলেছেন।[১০৬৫] নির্দেশ দিয়েছেন নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে। অল্প কটি কথায় তিনি জাহিলি যুগে নিপীড়িত নারীদের কথা তুলে ধরেছেন। সাব্যস্ত করেছেন তাদের অধিকার ও মনুষ্যত্বের মর্যাদাগত দিক ইসলামি শারিআহ যা পুরুষদের ওপর আবশ্যক করেছে।[১০৬৬]

গ. ইসলামি বিধান বাস্তবায়নে ইসলামি রাষ্ট্রের সাহায্যে এগিয়ে আসা। আল্লাহর শরিআত আঁকড়ে ধরা। যদিও নেতৃত্বের আসনে থাকে কোনো হাবশি গোলাম। কেননা, এর মাঝেই নিহিত আছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, বিজয় ও চিরকালীন মুক্তি।[১০৬৭] নবিজি ﷺ শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক স্পষ্ট

[১০৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪
[১০৬৫] দাওলাতুর রাসূলি মিনাত তাকউইনি ইলাত তামকীন, পৃ. ৫৭৫
[১০৬৬] ফিকহুস সীরাহ, আল-বুতি, পৃ. ৩৩২
[১০৬৭] দাওলাতুর রাসূলি মিনাত তাকউইনি ইলাত তামকীন, পৃ. ৫৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। বলেছেন, সম্পর্কের ভিত্তি হবে শোনা ও আনুগত্য করা—যতক্ষণ শাসক আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, সে পর্যন্ত। এই নীতি থেকে সরে গেলে শাসকের আর কোনো আনুগত্য নেই। কাজেই শাসক হবে মুসলিমদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধান কার্যকর করার বিশ্বস্ত সেবক।[১০৬৮]

ঘ. মানুষে মানুষে সাম্যের গান আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

'অনারবের ওপর আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবদের ওপরও অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই কালোর ওপর সাদার, সাদার ওপর কালোর। শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কেবল তাকওয়া। সকল মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম মাটির সৃষ্টি।' নবিজি সাফ জানিয়েছেন, 'শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তির মাঝে বংশ মর্যাদা, রঙের ভেদাভেদ ও দেশ-জাতির কোনো স্থান নেই। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি বরং অন্য কিছু, তা হলো আল্লাহভীতি। এর ভিত্তিতেই মানুষ মর্যাদার শিখরে উন্নীত হবে।'[১০৬৯]

ঙ. শিক্ষার উৎসমূল। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিম জীবনের শারঈ সমস্যা সমাধানের একটি চিরন্তন পন্থা বলে দিয়েছেন। মানুষ তাদের প্রয়োজনে শুধু উৎস দুটি—আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর কাছে আশ্রিত হবে, তৃতীয় কিছুর অবকাশ নেই। তিনি স্পষ্ট করেছেন, 'এ দুটি আঁকড়ে ধরলে মুসলিম উম্মাহ সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। এটা এখন সুবিদিত, এই কুরআন ও সুন্নাহ সকল যুগে প্রত্যেক প্রজন্মের কাছেই উপযোগী ও আধুনিক। কালের বিবর্তনে কিংবা প্রজন্মের বিলুপ্তিতে কুরআন-সুন্নাহর উপযোগিতায় কোনো পরিবর্তন আসে না।[১০৭০]

আল্লাহর রাসূল ﷺ রোগ চিহ্নিত করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন এর প্রতিষেধক ও চিকিৎসা। বলেছেন, সবধরনের জটিল সমস্যারই সমাধান নিহিত আছে কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার মাঝে। উচ্চারিত হয়েছে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, আঁকড়ে ধরলে আমার অবর্তমানে কখনোই তোমরা ভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও আমার

[১০৬৮] ফিকহুস সীরাহ, আল-বুতি, পৃ. ৩৩৩
[১০৬৯] আল-মাউসূআহ ফি সামাহাতিল ইসলাম, উরজুন, ২/৮৭৬
[১০৭০] ফিকহুস সীরাহ, আল-বুতি, পৃ. ৩৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুন্নাহ।' এটাই চিরকালীন চিকিৎসা। তিনি এ দুটির দিকে অভিনিবিষ্ট হতে সমগ্র দুনিয়াকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তাহলে সব যুগের সব প্রজন্মের সব মানুষ ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকবে, সরল ও সঠিক পথের দিশা পাবে।

বয়ানকালে তিনি যে সম্বোধন করেছেন—'হে মানবমণ্ডলী বলে'। এখানে প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। তিনি উপস্থিত সাহাবিদেরকে সীমাবদ্ধকরে বলেননি—হে উপস্থিত প্রিয় মুসলিম, মুমিন কিংবা হাজীগণ। কেননা, তাঁর আহ্বান তো সকল যুগের গোটা মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য। তাই কোনো কাল, জাতি-বর্ণ কিংবা প্রজন্মের সীমাবদ্ধতা তাঁর কথায় প্রকাশ পায়নি; বরং সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে তিনি সম্বোধন করেছেন। তাঁকে তো আল্লাহ প্রেরণই করেছেন গোটা মানবজাতির জন্য, বানিয়েছেন জগৎবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।[১০৭১]

৪. বিদায় হাজ্জে শিক্ষাদান পদ্ধতি

ক. আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদেরকে হাজ্জের বিধানাবলি কাজে পরিণত করে শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু বলে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলেন। এজন্যই সবার উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'আমাকে দেখে বিধানগুলো শিখে নাও।'[১০৭২] বর্তমান সময়ের ইসলামের দাঈদের উচিত, অন্তত ইসলামের প্রাথমিক বিধানগুলো এভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া। যেমন ওযু, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি। যেন সাধারণ সমাজ বিচ্যুতি থেকে নিরাপদ থাকে।[১০৭৩]

খ. বয়ানের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করেছি, আল্লাহ রাসূল ﷺ একই বয়ান বারবার ব্যক্ত করেছেন। আরাফায় একবার বয়ানের পর মিনায় দুইবার বলেছেন। ইসলামের দাঈদের জন্য আবশ্যক আল্লাহর রাসূলের এই পন্থা গ্রহণ করে বয়ানের পুনরুক্তি করা। বিশেষ কিছু কথা অনিবার্যতার বিবেচনায় অধিক সংখ্যকবার বলা। এতে শ্রোতারা সমস্ত বিষয়টাই ধারণ করতে পারবে।

বাস্তবিকপক্ষেই এমন করা উচিত, কেননা বয়ান দ্বারা উদ্দেশ্যই তো হলো উপস্থাপিত কথামালা দ্বারা শ্রোতারা যেন উপকৃত হয়। ব্যাপার যদি এমন হয় যে, উদ্দিষ্ট বিষয় একাধিকবার বয়ান না করলে মানুষের আত্মস্থ হবে

[১০৭১] আল-জানিবুস সিয়াসি ফি হায়াতির রাসূলি, পৃ. ১৩১, আহমাদ মুহাম্মাদ বাশমীল
[১০৭২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫৪৯; মুসলিম ২/৯৪২, হাদীস নং ১২৯৭
[১০৭৩] আল-মুসতাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/৫১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না, সংগত কারণেই তখন দাঈদের জন্য আবশ্যক এক বয়ান বারবার করা। বয়ানের পর শ্রোতারা যদি কথা ধারণ করতে না পারল, বুঝতে না পারল মর্ম, তাহলে এই বয়ানের তো কোনো অর্থ থাকল না!'[১০৭৪]

গ. উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয় নবিজি ﷺ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কল্যাণের দিকে মনোযোগী হয়েছেন। এটাও কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতার একটি ধরন। কেননা, অনেক সময় অনুপস্থিত ব্যক্তি ইলমের অধিক সংরক্ষক প্রমাণিত হয়। উপস্থিত ব্যক্তির তুলনায় তিনি থাকেন অধিক প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ। দাঈ ও গবেষক আলিমগণের উচিত, উপস্থিতদের মাঝে ক্লাস শেষে তাদেরকেও এ কথা বলে দেওয়া, ওরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে ইসলামের এই কথা পৌঁছে দেয়।

ঘ. বয়ানে উপস্থিত জনতাকে জাগরূক রাখা নবিজি ﷺ সাহাবিদেরকে বিদ্যমান দিনটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। চলমান মাস ও শহরের নাম তারা খুব ভালো করেই জানেন। তারপরও প্রশ্নের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছেন মূলত সামনের বক্তব্যের প্রতি সবাইকে উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব করার জন্য।

কুরতুবি ﵀ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল তিনটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। দিন, মাস ও শহর সম্পর্কে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পর নীরব থেকে তিনি সাহাবিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, জাগ্রত করেছেন বিবেককে। উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন সামনের কথার গুরুত্ব সম্পর্কে।' সকল যুগের উলামায়ে কেরাম ও দাঈদের উচিত বয়ানের উদ্দিষ্ট বিষয়ের সাথে শ্রোতাকে উৎকর্ণ রাখতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা।[১০৭৫]

৫. বিদায় হাজ্জ থেকে আহরিত কিছু বিধান

বিদায় হাজ্জ ছিল শারঈ বিধিবিধানে পূর্ণ একটি প্রেক্ষাপট। বিশেষকরে হাজ্জ, অসিয়ত ও আরাফার ময়দানে বিবৃত হওয়া বিধানগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে উলামায়ে কেরাম বিদায় হাজ্জকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তা থেকে হাজ্জের বহু সংখ্যক বিধান নিরূপণ করেছেন।[১০৭৬] এখানে একদম সংক্ষেপে বিশেষ বিধানের কথা উল্লেখ

[১০৭৪] প্রাগুক্ত, ২/৫১৭, ৫১৮

[১০৭৫] প্রাগুক্ত, ২/৫১৮

[১০৭৬] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫৪৯; যা আল-বানি তার 'হুজ্জাতু নবি'-তে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করছি—

ক. হাজিগণ আরাফার দিন রোজা রাখবে না

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিণী মাইমুনা বিনতে হারিস ﵂ বলেন, 'আরাফার দিন আল্লাহর রাসূলের রোজার ব্যাপারে লোকজন সংশয়ে পড়ে যায়। নিরসনের জন্য তাঁর কাছে দুধ পাঠানো হলে তিনি পান করেন। এ সময় সাহাবিরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন।'[১০৭৭]

খ. মুহরিম অবস্থায় কেউ মারা গেলে কী করণীয়?

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'আমাদের এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের সাথে আরাফায় অবস্থান করছিলেন। একবার হঠাৎ তিনি বাহন থেকে পড়ে যান। অযাচিতভাবে বাহনে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান তিনি। নবিজিকে করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'তাকে বরই পাতার পানি দিয়ে গোসল করাও। কাফন পরাও দুটি কাপড় দিয়েই। তবে তার দেহে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়ো না, মাথাও ঢেকে ফেলো না। কেননা, সে কিয়ামাতের দিন লাব্বাইক বলতে বলতে পুনরুত্থিত হবে।'[১০৭৮]

গ. অন্যের পক্ষ থেকে হাজ্জের বিধান

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, 'কাহিনিটি বিদায় হাজ্জের। ফজল ইবনু আব্বাস নবিজির পেছনে বসা ছিলেন। এমন সময় খশআম গোত্রের এক নারী এলো। ফজল তার দিকে তাকাচ্ছিলেন, নারীও তাকে দেখছিল অনিমেষ দৃষ্টিতে। বিষয়টা আঁচ করে নবিজি ফজলের চেহারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন। সংবিৎ পেয়ে নারীটি বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, হাজ্জ তো বান্দাদের ওপর আল্লাহর ফরজ বিধান; কিন্তু আমার বাবা অতিশয় বৃদ্ধ, বাহনে স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করতে পারব?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ, পারবে।'[১০৭৯]

উল্লেখ করেছেন

[১০৭৭] বুখারি, সিয়াম অধ্যায়, আরাফার দিনে রোযা ও হাদীস পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১৯৮৯
[১০৭৮] বুখারি, জানাযা অধ্যায়, দুটি কাপড় দিয়ে কাফন পরানো পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১২৬৫
[১০৭৯] বুখারি, হাজ্জ অধ্যায়, হাজ্জ ওয়াজিব হওয়া ও তার ফজিলত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১৫১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘ. হাজ্জ পালনে সহজায়ন

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'স ﷠ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মিনার প্রান্তরে প্রশ্ন করবার জন্য সবাইকে সুযোগ দেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো বুঝতে পারিনি, কুরবানির আগেই মাথা মুণ্ডিয়েছি।' নবিজি বললেন, 'যাও, কোনো অসুবিধা নেই।' আরেকজন এসে বলল, 'আমি তো বুঝতে পারিনি, কংকর নিক্ষেপের আগেই কুরবানি করেছি।' নবিজি বললেন, কংকর মারো, কোনো সমস্যা নেই।' এরকম আগপিছের যেকোনো প্রশ্নের উত্তরে নবিজি বলেছেন, 'ঠিক আছে করো, সমস্যা নেই।'

সংক্ষেপে এই কটি বিধান উল্লেখ করলাম। ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহের কিতাবে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য সেগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে। 'ইসলামি উম্মাহর জন্য নববি অসিয়ত' নামে কিতাব রচনা করেছেন ড. ফারুক হাম্মাদা। সাহিত্য, সীরাত ও জীবনী সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তিনি এ সম্পর্কিত বর্ণনা তুলে এনে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও উৎস অনুসন্ধান করেছেন। প্রকাশের পর থেকেই পাঠকগণ এটির ওপর নির্ভর করে আসছেন।[১০৮০]

৬. হাজ্জের দিনগুলোর নামকরণের সুবিধা

জিলহাজ্জ মাসের সাত তারিখকে বলা হতো সজ্জার দিন। এদিনই কুরবানির পশুগুলোকে মালা দিয়ে সাজানো হতো। আট তারিখকে বলা হতো পানি পানের দিন। এদিন উটগুলোকে পানি পান করিয়ে বাকি সময়ের জন্য পর্যাপ্ত সংগ্রহ করে রাখা হতো। কেননা, আরাফায় অবস্থান ও অন্যান্য সময়ে এই পানির প্রয়োজন খুব বেশি। আবার তখনকার দিনে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুকুর কিংবা কূপ ছিল না। বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ, পানির অভাব নেই।

নয় তারিখ হলো আরাফার দিন—এখানে অবস্থানের জন্য। দশ তারিখকে বলা হয় কুরবানির দিন, আযহার দিন এবং বড় হাজ্জের দিন। এগারো তারিখকে বলা হতো মস্তক-দিন। এদিন কুরবানির পশুর মাথাগুলো খাওয়া হতো। আইয়ামে তাশরিকের এটাই প্রথম দিন। তাশরিকের ২য় দিনকে বলা হয় প্রথম প্রস্থানের দিন। কেননা, কেউ একটু জলদি করতে চাইলে এদিন মাক্কায় যাওয়া জায়েয আছে।

[১০৮০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাউইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৬৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাশরিকের ৩য় দিনটি হলো প্রস্থানের ২য় দিন।[১০৮১] আল্লাহ তাআলা বলেন—

> আর স্মরণ করো আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে শুধু দুদিনের মধ্যে, তার জন্য কোনো পাপ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তার ওপর কোনো পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর তোমরাআল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে। (সূরা বাকারাহ: ২০৩)

নবিজির মৃত্যুব্যাধি, অতঃপর মহামহিম বন্ধুর সান্নিধ্যে:

স্বচ্ছ, পবিত্র, অনাবিল ও শক্তিশালী প্রাণগুলো আল্লাহর কুদরতের সাহায্যে অদৃশ্য কিছু বিষয় জানতে পারে। ঈমানের আলোক নূর তাদেরকে মহামহিমের পরম সান্নিধ্যের অগ্রিম সুবার্তা পর্যন্ত দিয়ে যায়। আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ পবিত্রতার গুণে পূর্ণাঙ্গতার অধিকারী ছিলেন। সৃষ্টির মাঝে তিনি এমন সমুন্নত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যার সমপর্যায়ের কিংবা সমকক্ষ কেউ নেই।[১০৮২]

কুরআনের বেশ কিছু আয়াত আল্লাহর রাসূলের মানবীয় সত্তার প্রমাণে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি অন্যদের মতো একজন মানুষ। অচিরেই তিনি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেন, অনুভব করবেন এর যন্ত্রণা। তাঁর পূর্বের আম্বিয়া عليهم السلام যেমন গ্রহণ করেছেন। কিছু আয়াতের মাধ্যমে নবিজি মৃত্যু আসন্নতার কথা বুঝতে পেরেছেন, বেশকিছু বিশুদ্ধ হাদীসও তাঁর বিদায়ের কথা ইঙ্গিত করেছে। কিছু স্পষ্টই তাঁর ওফাতের কথা জানিয়ে দেয়, আর কিছু অস্পষ্ট—বুঝে নিতে হয়। এগুলো এমন যে, শুধু জ্যেষ্ঠ সাহাবিরাই এই ইঙ্গিতগুলো টের পেয়েছিলেন, যেমন: আবু বাকর, আব্বাস ও মুআজ ইবনু জাবাল رضي الله عنهم। [১০৮৩]

এক. নবিজির ওফাতের ইঙ্গিতবাহী সমূহ আয়াত ও হাদীস

১. আয়াতসমূহ

> আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বই তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন,

[১০৮১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৭৯
[১০৮২] প্রাগুক্ত, ২/৫৮৭
[১০৮৩] মারাযুন নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, খালিদ আবু সালিহ, পৃ. ৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাদের সাওয়াব দান করবেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৪৪)

কুরতুবি ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে জানাচ্ছেন, নবি ও রাসূলগণ অমর নন। অন্যান্য রাসূলদের মতো নবিজির কাছেও মৃত্যুর ক্ষণ আসবে।'[১০৮৪]

নিশ্চয় আপনি মৃত্যু বরণ করবেন, তারাও মৃত্যু বরণ করবে।'(সূরা যুমার :৩০)

ইবনু কাসীর ﷺ বলেন, 'সমূহ আয়াতের মধ্যে এই আয়াতটিও আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর পর উপস্থাপন করেছিলেন। পরে তাঁর ওফাতকে সাহাবিরা বাস্তব বলে বিশ্বাস করেন।'[১০৮৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আপনার পূর্বে কোনো মানুষের জন্য আমি অমরত্ব রাখিনি, আপনি মারা গেলে তারা কি চিরন্তনতা পাবে?'(সূরা আম্বিয়া: ৩৪)

এর পরেই আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন, সবার জন্যই মৃত্যু অবধারিত। ইরশাদ হচ্ছে—

'প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদেরকে কল্যাণ ও অনিষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করব, আর তোমরা আমারই কাছে ফিরে আসবে।'(সূরা আম্বিয়া: ৩৫)

বিবৃত এই আয়াতগুলো স্পষ্ট করছে আল্লাহর রাসূলকেও একদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

ইঙ্গিতবাহী আরও কিছু আয়াত আছে, যদিও এগুলোতে স্পষ্টভাবে মৃত্যুর কথা

[১০৮৪] তাফসীরে কুরতুবি, ৪/২২২
[১০৮৫] তাফসীর ইবন কাসীর, ৪/৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উল্লেখ নেই।

আল্লাহ তাআলা বলছেন—'প্রথম জীবনের চেয়ে আখিরাতই আপনার জন্য উত্তম। অচিরেই আপনার রব আপনাকে এত দেবেন যে, অভিভূত হবেন।' (সূরা যুহা: ৪-৫)

আরও ইরশাদ হচ্ছে, 'এখানকার সবকিছুই ধ্বংসশীল, বিদ্যমান থাকবে শুধুই আল্লাহর সত্তা।' (সূরা রাহমান: ২৬-২৭)

আল্লাহ আরও বলছেন, 'তাঁর সত্তা ব্যতীত সকল বস্তুই ধ্বংস হবে, বিধান একমাত্র তাঁর, তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।' (সূরা কাসাস: ৮৮)

অন্য আয়াতে আসছে, 'আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি পূর্ণ করলাম আমার নিয়ামাত, আর দীন হিসেবে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম ইসলামকে।' (সূরা মাইদাহ: ০৩)

এই আয়াত নাযিলের পর 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ কেঁদে ফেলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন, 'দীনের পূর্ণতার পর এখন আমাদেরকে দুটি জিনিস হারাতে হবে।' হয়তো তিনি নবিজির ওফাতের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন।[১০৮৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল। (সূরা নাসর, ১১০:১-৩)

'উমার ﷺ একবার ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এই আয়াত সম্পর্কে। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূলের অন্তিম সময়ের কথা জানানো হয়েছে এখানে।' 'উমার ﷺ বললেন, 'তুমি যা জানো, এ ব্যাপারে আমি অন্যকিছুজানিনা।'[১০৮৭]

তাবারানির বর্ণনায় আছে, 'ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'এই আয়াত নাযিল হয়ে আল্লাহর রাসূলকে ইঙ্গিত করেছে। এরপর তিনি এমন সর্বতভাবে আখিরাতের

[১০৮৬] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/১৮৭
[১০৮৭] বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস নং ৪৪৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভিমুখী হন যে, এমন আগে আর হয়নি।'[১০৮৮]

২. মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী হাদীসগুলো

আয়িশা ﵂ বলেন, 'একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে স্ত্রীরা সবাই সমবেত ছিলেন। এমন সময় ফাতিমা এলেন অবিকল তার বাবার মতো হেঁটে। নবিজি বললেন, 'মেয়ে আমার এসেছ তাহলে?' এরপর তাকে ডানপাশে কিংবা বামপাশে বসান। কানে কানে চুপিসারে কিছু বলেন। ফাতিমা কেঁদে ফেলে। নবিজি আবার তাকে চুপিচুপি কিছু বললে ফাতিমার মুখে এবার হাসি ফোটে।

ফাতিমাকে আমি বললাম, 'নবিজি প্রথমে শুধু তোমাকেই চুপিসারে কিছু বললেন, আর তুমি কাঁদলে। ফাতিমা দাঁড়ালে আমি বললাম, নবিজি চুপিচুপি তোমাকে কী বললেন, একটু বলো আমাকে?' ফাতিমা বলল, 'আল্লাহর রাসূল যা গোপন করেছেন, আমি তা এখন প্রকাশ করতে পারব না।'

আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পর একদিন আমি ফাতিমাকে বললাম, 'সেদিনের সে কথাটা আজ অবশ্যই আমাকে বলতে হবে।' সে বলল, 'হ্যাঁ, এখন বলতে পারি।' আল্লাহর রাসূল প্রথমে আমাকে চুপিসারে বললেন, 'জিবরাঈল প্রতি বছর আমাকে কুরআন দুইবার শোনায়, এ বছর ইতোমধ্যে দুইবার শুনিয়েছে। তার মানে হলো আমার অন্তিম মুহূর্ত খুব কাছে। তুমি আল্লাহকে ভয় করবে ও ধৈর্যের সাথে চলবে। আমি ছিলাম তোমার জন্য সর্বোত্তম অভিভাবক।' এরপর আমি কেঁদে ফেলি, আপনি তো দেখেছেন।

আমার ভারাক্রান্ত মন ও বিষণ্ণতাভাব দেখে তিনি আবার বললেন, 'ফাতিমা—মুমিন নারীদের কিংবা এই উম্মাহর নারীদের সর্দারনি হলে তুমি কি খুশি থাকবে না?'[১০৮৯]

এই হাদীস নবিজির ওফাতাসন্নতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। বিচ্ছেদের সময় অতি নিকটে, এটিই জানানো হয়েছে। তবে নবিজি এখানে শুধু ফাতিমাকে জানিয়েছেন, মুসলিমরা জানতে পেরেছে কেবল তাঁর ওফাতের পরেই।[১০৯০]

[১০৮৮] মুজমাউয যাওয়াইদ ৯/২৬—তাবারানি তার কিতাবে এটা বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

[১০৮৯] বুখারি, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৬২৮৫, ৬২৮৬

[১০৯০] মারযুন নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, পৃ. ৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাবির ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূলকে দেখেছি, তিনি বাহনে থেকেই কুরবানির দিন কংকর নিক্ষেপ করছিলেন আর বলছিলেন, 'হাজ্জের বিধানগুলো শিখে নাও, আমি জানি না, হয়তো এই হাজ্জের পর আর কোনো হাজ্জ করতে পারব না।'[১০৯১]

নববি ﷺ বলেন, 'এখানে সাহাবিদেরকে বিদায় জানানো ও ওফাতের আসন্নতার ইঙ্গিত রয়েছে। নবিজি তাগিদ দিয়েছেন, তাঁর থেকে যেন যেকোনো অবসরে হাজ্জের বিধান ও দীনের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করে নেওয়া হয়। এখান থেকেই এই হাজ্জের নাম বিদায় হাজ্জ।'[১০৯২]

ইবনু রজাব হাম্বালি ﷺ বলেন, 'নবিজিকে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে বারবার মৃত্যু আসন্নতার ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এ জন্যই বিদায় হাজ্জে খুতবা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার কাছ থেকে বিধানাবলি শিখে নাও, হয়তো এ বছরের পর তোমাদের সাথে আর সাক্ষাৎ হবে না।' এই হাজ্জের সময়টাতে তিনি মানুষকে বিদায় জানাচ্ছিলেন। এজন্য সাহাবিরাও বলছিলেন, 'এটি বিদায় হাজ্জ।'[১০৯৩]

> আবু সাঈদ খুদরি ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সমবেত লোকদের সামনে বয়ান করতে গিয়ে বলেন, 'পৃথিবীর মাঝে এবং তাঁর কাছে যারা আছে, তাদের মাঝে এই বান্দাকে আল্লাহ তাঁর জন্য নির্বাচন করেছেন।' শুনে আবু বাকর কান্নায় ভেঙে পড়েন। আল্লাহর রাসূল তো একজন নির্বাচিত বান্দার ব্যাপারেই সংবাদ দিলেন, এ কারণে আবু বাকরের কান্না দেখে আমরা বেশ অবাক হলাম! আসলে আল্লাহর রাসূলকেই আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন, এটা বুঝতে পেরেছেন আবু বাকর; কারণ, তিনিই ছিলেন আমাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী।'[১০৯৪]

হাফিজ ইবনু হাজার ﷺ বলেন, 'আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ নবিজির ইঙ্গিতের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। নবিজির মুমূর্ষু অবস্থায় এ কথা আলোচনা করা হলে তিনি ইঙ্গিতে বলেন, এ দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। (ইবনু হাজার বলেন,) এ

[১০৯১] মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং ১২৯৭
[১০৯২] শারহুন নাওয়াউই আলা সাহীহি মুসলিম, ৯/৪৫
[১০৯৩] লাতাইফুল মাআরিফ, পৃ. ১০৫
[১০৯৪] বুখারি, সাহাবাদের ফজিলত অধ্যায়, হাদীস নং ৩৬৫৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণেই আবু বাকর ﷺ কেঁদেছেন।'[১০৯৫]

> আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব ﷺ বলেন, 'আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম, শক্ত রশির সাহায্যে জমিন আসমানের দিকে মিলে যাচ্ছে। আমি নবিজি ﷺ -এর কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, এটা আপনার ভাতিজার মৃত্যুর আভাস।'[১০৯৬]

এ হাদীস থেকেও আল্লাহর রাসূলের ওফাত আসন্নতার স্পষ্ট ভাষ্য পাওয়া যাচ্ছে। মুমিনের স্বপ্নের সত্যতাও এখানে পরিষ্কার। বোঝা যাচ্ছে, কিছু সাহাবি আল্লাহর রাসূলের ওফাতের বিষয়টি আঁচ করতে পারছিলেন।[১০৯৭]

> মুআজ ইবনু জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় তিনি বাহনে আরোহণ করে বাইরে আসেন। নবিজি নিচে তার বাহনের পাশে হাঁটছিলেন। এ সময় নবিজি বললেন, 'মুআজ, মনে হয় এবারের পর তুমি আর আমাকে দেখবে না, বরং আমার সমাধি ও মাসজিদের পাশ দিয়ে চলে যাবে।' নবিজির বিরহ যাতনায় কেঁদে ওঠেন মুআজ ﷺ। ভেতরটা গুমরে ওঠে। নবিজি বললেন, 'মুআজ, কেঁদো না। এই প্রেক্ষাপটগুলোতে কান্না আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।'[১০৯৮]

এ হাদীসেও নবিজি ﷺ তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা জানিয়ে দিয়েছেন। মুআজকে বলেছেন, সম্ভবত এ বছরের পর তাঁর সাথে আর দেখা হবে না। আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসায় বিভোর ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। বিচ্ছেদ-যাতনা তাই সইতে পারেননি। অত্যাসন্ন বিরহের কথা ভেবে কেঁদে আকুল হয়েছেন তারা।[১০৯৯]

[১০৯৫] ফাতহুল বারি, ৭/১৬

[১০৯৬] আল-বাযযার, ১/৩৯৭; কাশফুল আসতার, হাদীস নং ৮৪৪; মুজমাউয যাওয়াইদ ৯/২৪—এটির বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত

[১০৯৭] মারযুল নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, পৃ. ৩৭

[১০৯৮] মুজমাউয যাওয়াইদ ৯/২২; আল-বানি তার 'আস-সিলসিলাতু সাহীহাহ'-তে এটাকে সাহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, হাদীস নং ২৪৯৭

[১০৯৯] মারযুল নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, পৃ. ৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুই. আল্লাহর রাসূলের মরণব্যাধি

এক. অসুস্থতার সূচনা

জিলহাজ্জ মাসেই আল্লাহর রাসূল ﷺ বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে আসেন। এরপর মাদীনাতেই কেটে যায় মুহাররম ও সফর মাস। চলছে দশম হিজরি। এ বছর উসামার বাহিনী গঠন শুরু করেন তিনি। আমীর নির্ধারণ করেন উসামা ইবনু যাইদকে। নির্দেশ দেন বালকা ও ফিলিস্তিনের দিকে যেন অভিযান পরিচালনা করেন। লোকজন প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বাহিনীতে যুক্ত হচ্ছেন মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ। বাহিনীতে ছিলেন আবু বাকর ও 'উমার ﵄-ও। এ সময় উসামার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

জ্যেষ্ঠ মুহাজির সাহাবিদের উপস্থিতিতে অল্প বয়স্ক উসামার নেতৃত্ব নিয়ে অনেকেই আপত্তি করছিলেন; কিন্তু উসামার নেতৃত্বের ব্যাপারে এই আপত্তি নবিজি কানে তুললেন না;[১১০০] বরং বললেন—

> 'তোমরা আজ তার নেতৃত্ব নিয়ে আপত্তি তুলছ, ইতঃপূর্বে তার বাবার ব্যাপারেও তোমাদের আপত্তি ছিল; কিন্তু আল্লাহর কসম, সে ছিল নেতৃত্বের উপযুক্ত। সে ছিল আমার কাছে সবার প্রিয়, তার পরে আজ তার ছেলেও আমারকাছেপ্রিয়।'[১১০১]

সাহাবিরা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ওফাত পর্যন্ত নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে গেছে তাঁর জীবন। আমরা এখন সে দিনগুলোতে প্রবেশ করব।

ক. উহুদ শহিদদের কবর যিয়ারত, তাদের জন্য সালাত

. আল্লাহর রাসূলের আজাদকৃত গোলাম আবু মুওয়াইহিবা ﵁ বলেন, 'একদিন গভীর রাতে নবিজি ﷺ আমাকে জাগিয়ে বললেন, 'আবু মুওয়াইহিবা,আমাকে জান্নাতুল বাকির অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার সাথে চলো।'

আমি নবিজির সাথে চললাম। তিনি জান্নাতুল বাকির মাঝখানে এসে বললেন, 'হে কবরবাসীরা, আস সালামু আলাইকুম। তোমাদের পরকালীন জীবন সুখময়

[১১০০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৫৫২
[১১০১] বুখারি, সাহাবাদের ফজিলত অধ্যায়, ৪/২১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হোক। রাতের অন্ধকারের মতো ফিতনা ধেয়ে আসছে। সে সময় শেষের জনও প্রথম জনের অনুসরণ করবে। পূর্ববর্তীদের তুলনায় পরবর্তীরা অনিষ্টে থাকবে।' কথা শেষে নবিজি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আবু মুয়াইহিবা, আমার সামনে চিরন্তন ও পার্থিব ঐশ্বর্যের দুয়ার এবং জান্নাত উন্মোচিত করা হয়েছিল। আমি বরং আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ ও জান্নাতকেই বেছে নিয়েছি।'

আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি পার্থিব প্রাচুর্যের চাবিকাঠি ও জান্নাতকে বেছে নিন?' নবিজি বললেন, 'আবু মুয়াইহিবা, আল্লাহর কসম, এটা হবে না। আমি আমার রবের সাক্ষাৎ ও জান্নাতকেই বেছে নিয়েছি।' এরপর তিনি জান্নাতুল বাকির সমাহিতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দুআ শেষে ফিরে আসেন নিবাসে। এর সামান্য পরেই শুরু হয় অসুস্থতা। এই ব্যাধি নিয়েই তিনি আমাদের বিদায় জানিয়েছেন।'[১১০২]

উকবা ইবনু আমির জুহানি ﷺ বলেন, 'একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ উহুদ প্রান্তরে এসে এখানকার শহিদদের জন্য মৃত ব্যক্তির জানাযার মতো করে সালাত পড়েন। সেখান থেকে ফিরে মিম্বারে ওঠে বলেন, 'আমি তোমাদের আগেই চলে যাব। আমি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হব, আল্লাহর কসম, আমাকে এখন আমার হাউজে কাওসার দেখানো হলো, আমাকে পৃথিবীর ধনভান্ডারের চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছিল। আমি তো তোমাদের ব্যাপারে শির্কের ভয় করছি না। তবে আশঙ্কা করছি সম্পদের প্রতিযোগিতা নিয়ে।'[১১০৩]

খ. অসুস্থ অবস্থায় আয়িশার ঘরে কাটাতে স্ত্রীদের থেকে অনুমতি নেওয়া

আয়িশা সিদ্দীকা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ব্যথা তীব্র হওয়ার পর অসুস্থতার সময়টা আমার ঘরে কাটানোর জন্য তিনি স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চান। সবার সম্মতির পর দুজনের সাহায্যে বের হয়ে আসেন। পা টেনে চলছিলেন তিনি। তাকে নিয়ে আসছিলেন আব্বাস ও আরেকজন ব্যক্তি। ঘরে প্রবেশের পর নবিজির ব্যথা আরও তীব্র হয়। এ সময় তিনি বললেন, 'আমার শরীরে সাত বালতি পানি ঢালো। আমি যেন লোকদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

নবিজিকে হাফসার বাথটাবে বসানো হলো। আমরা তাঁর গায়ে পানি ঢালছিলাম।

[১১০২] মুসতাদরাকে হাকিম, ৩/৫৫, ৫৬, মুসলিম ও যাহাবি এটি সহীহ বলেছেন
[১১০৩] বুখারি, জানাযা অধ্যায়, শহীদের জন্য জানাযার সালাত পরিচ্ছেদ, হাদীস: ১৩৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এক পর্যায়ে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে।' একটু সুস্থতা অনুভূত হলে তিনি সাহাবিদের কাছে চলে যান।[১১০৪] আয়িশা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের চেয়ে তীব্র যন্ত্রণাকাতর মানুষ আমি আর দেখিনি।'[১১০৫]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, 'নবিজির অসুস্থতার সময় একবার এসে দেখলাম তিনি ভীষণভাবে গড়াগড়ি করছেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি এভাবে গড়াগড়ি করছেন! তবে আপনার জন্য এতে আছে দুটি প্রতিদান।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যেকোনো মুসলিম ব্যক্তিকে বিপদ স্পর্শ করলে আল্লাহ তার ভুলগুলো ঝেড়ে ফেলেন, যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে।'[১১০৬]

তিন. শেষ দিনগুলোতে আল্লাহর রাসূলের বিদায়ী উপদেশ

১. আনসার সাহাবিদের ক্ষেত্রে অসিয়ত

আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন তীব্র যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। এ সময় আব্বাস ﷺ কিছু আনসারি সাহাবির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা ভগ্ন হৃদয়ে কাঁদছিলেন। আব্বাস ﷺ বললেন, 'তোমরা কাঁদছ কেন?' তারা বললেন, 'আমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল আর বুঝি কথা বলতে পারবেন না! এই শূন্যতা কীভাবে ঘুচাব, প্রিয় আব্বাস?'

আব্বাস ﷺ নবিজির কাছে এসে আনসারদের বিষণ্ণতার কথা জানালেন। আল্লাহর রাসূলের মাথায় কালো পট্টি বেঁধে দেওয়ার পর তিনি মিম্বারে আরোহণ করেন। এদিনের পর তিনি আর মিম্বারে উঠতে পারেননি। আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনার পর বললেন—

> 'আমি তোমাদেরকে আনসারদের ব্যাপারে অসিয়ত করছি, তারা আমার অতি ঘনিষ্ঠ ও আপনজন। অর্পিত দায়িত্ব তারা সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছে, এখন তাদের জন্য তোমাদের করণীয় কাজটা বাকি আছে। কাজেই তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তাদের ত্রুটি ক্ষমা করবে।'[১১০৭]

আল্লাহর রাসূলকে আনসার সাহাবিরা হৃদয়ের কতটা গভীর থেকে ভালোবাসতেন, তাঁর অত্যাসন্ন বিরহের কথা ভেবে কতটা উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ

[১১০৪] বুখারি, ওযু অধ্যায়, হাদীস নং ১৯৮
[১১০৫] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৬৯৫
[১১০৬] বুখারি, রোগীদের বর্ণনা অধ্যায়, রোগের তীব্রতা পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৫৬৪৭
[১১০৭] বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, হাদীস: ৩৭৯৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছিলেন, এই হাদীসসেই প্রমাণ বহন করে।[১১০৮]

২. প্রতিনিধিদের সাদরে গ্রহণের উপদেশ

আল্লাহর রাসূলের সময়গুলো কাটছে ভীষণ অসুস্থতা ও মুমূর্ষু অবস্থার মধ্য দিয়ে। যন্ত্রণা এত তীব্র ছিল, শুধু রবিবার দিনেই তিনি কয়েকবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবুও তিনি আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, বিদায়ের আগে উম্মাহ ভ্রষ্ট হওয়া থেকে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তিনি কিছু লিখে দিতে চাইলেন, যেন সবাই এ ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে; কিন্তু সাহাবিদের ইখতিলাফ[১১০৯] দেখে লেখার মনোভাব থেকে তিনি বিরত হন। নির্দেশ দেন তিনটি বিষয় আঁকড়ে ধরার। এর মধ্যে বর্ণনাকারী উল্লেখ করেছেন দুটি—

> মুশরিকদের তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেবে।
>
> প্রতিনিধিদের আমার মতো করেই সাদরে উষ্ণ অভ্যর্থনায় গ্রহণ করে নেবে।[১১১০]

৩. তাঁর সমাধিকে সিজদার স্থান বানানো নিষেধ

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একদম শেষের দিককার কথা ছিল, 'আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে ধ্বংস করুন, ওরা ওদের নবিদের কবরের স্থানকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। '[১১১১]

৪. আল্লাহর প্রতি সুধারণা

> জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নবিজি আরেকটি কথা বলেছিলেন। জাবির রা. বলেন, 'আমি শুনেছি, মৃত্যুর আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ তিন বার

[১১০৮] মারযুন নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, পৃ. ৬৫

[১১০৯] রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ, সাহাবিদের কেউ বলছেন এই অবস্থায় রাসূল লেখাতে পারবেন না, তাকে কষ্ট দেওয়ার মানে হয় না, রোগ সারুক; কেউ বলছেন নবিজির আদেশ, অবশ্যই পালন করতে হবে, তিনি যদি আর না বাঁচেন। এ নিয়ে সাহাবিদের মাঝে ইখতিলাফ দেখা দেয় এ ব্যাপারে ড.সাল্লাবি রচিত আলি ইবনু আবি তালিব রা. জীবনীতে বিস্তারিত আলাপ রয়েছে - সম্পাদক

[১১১০] বুখারি, ৩০৩৫

[১১১১] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৭১২; বুখারি, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং ৪৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সুধারণা রাখবে।'[১১১২]

৫. সালাত ও কৃতদাসদের ব্যাপারে অসিয়ত

আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলছিলেন, 'সালাত এবং কৃতদাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।'নবিজির বুকে যখন গড়গড় শব্দ হচ্ছিল, তখনো তাঁর মুখ থেকে এই কথাটি নিসৃত হচ্ছিল।'[১১১৩]

৬. নবুওয়াতি সুবার্তার মধ্যে বাকি থাকল কেবল স্বপ্নটাই

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তখনো অসুস্থ। এ সময় একবার তিনি পর্দা উঠিয়ে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি পৌঁছে দিয়েছি। দেখো, নবুওয়াতি সুবার্তার মাঝে এখন শুধু স্বপ্নটাই বাকি থাকল, যা নেককার বান্দা দেখে কিংবা তাকে দেখানো হয়। শুনে রাখো—রুকু ও সিজদায় আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করতে বারণ করা হয়েছে। কাজেই তোমরা রুকুতে আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো, আর সিজদার সময় মুনাজাতে অভিনিবিষ্ট হও। কেননা এ সময়ের দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।'[১১১৪]

চার. মুসলিমদের নিয়ে আবু বাকর সিদ্দীকের সালাত আদায়

আল্লাহর রাসূল ﷺ ভীষণ অসুস্থ। সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন না তিনি। বিলাল আযান দিলেন। ঘনিয়ে এলো জামাতের সময়। নবিজি বললেন, 'আবু বাকরকে নামাজ পড়াতে বলো।' তাঁকে বলা হলো, 'আবু বাকর নরম মনের মানুষ, আপনার স্থানে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন, নামাজ পড়াতে পারবেন না।' নবিজি পুনরায় নির্দেশ দিলেন, ওদিকে আবারও তাঁকে আগের কথাই শোনানো হলো। অবশেষে তিনি তৃতীয়বার নির্দেশ দেওয়ার পর বললেন, 'আসলে তোমরা সবাই ইউসুফকে দেখা সঙ্গিনীদের মতো, মনের আসল ব্যাপারটা কেউ প্রকাশ করছে না। আবু বাকরকে বলো মুসল্লিদের নিয়ে নামাজ পড়াতে।'

আবু বাকর ﷺ বের হলেন। এদিকে নবিজিও একটু হালকা অনুভব করছেন।

[১১১২] মুসলিম, ওসিয়্যাত অধ্যায়, ১৬৩৭

[১১১৩] ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন

[১১১৪] মুসলিম, ১/৩৪৮, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং ২০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে তিনি বের হলেন দুজন ব্যক্তির কাঁধে ভর করে। আমি এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি, নবিজি অনেকটা পা টেনে সামনে চলছেন। আবু বাকর ﷺ নবিজিকে দেখে পেছনে সরতে উদ্যত হলেন। আল্লাহর রাসূল ইঙ্গিতে বললেন নামাজ পড়াতে, কিন্তু তিনি পারলেন না। সরে এলেন। আল্লাহর রাসূল তার পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ান। আর মুকাব্বিরের কাজ করেন আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ।[১১১৫]

পাঁচ. নববি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত

১. নিয়মিত মুসল্লিদের নিয়ে সালাত পড়ছেন আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ

সোমবার দিন সুবহে সাদিকের পরের দৃশ্য। সাহাবায়ে কেরাম কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নামাজের অপেক্ষায়। রবের সামনে দাসত্বের অনুভূতি নিয়ে বিনম্র চিত্তে দাঁড়ানো মুসলিমদের দেখতে আল্লাহর রাসূল ﷺ দরজার পর্দা ওঠালেন। বিমুগ্ধ চোখে দেখছেন দা'ওয়াহ ও জিহাদের প্রতিফলন। এই তো তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন সালাত প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে নিবেদিত একটি মানব কাফেলা। যারা তাঁর অনুপস্থিতিতেও নামাজে যত্নবান থাকবে।

হৃদয় জুড়ানো মোহন এই দৃশ্য দেখে সিক্ত হয় নবিজির চোখজোড়া। পৃথিবীর পটে এই সফল চিত্রটি আল্লাহ তাঁকে দিয়ে আঁকিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল পরম নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত, প্রশান্ত। বদ্ধমূল বিশ্বাস তাঁর, আল্লাহর এই ইবাদাত আর দীনের সাথে এই সম্পর্ক চিরকালীন, তাঁর বিদায়ের পরও টুটবে না প্রেমময় এই মজবুত বন্ধন।

হৃদয়ে তাঁর উচ্ছলতা ও পুলকের জোয়ার। অপার্থিব মুগ্ধতার দ্যুতিতে দীপিত চেহারা মুবারাক।[১১১৬] সাহাবায়ে কেরাম বলছেন, আয়িশার ঘরে দাঁড়িয়ে পর্দা তুলে নবিজি আমাদের দেখলেন। তাঁর চেহারা যেন মুসহাফের পত্র। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। মনে হচ্ছিল খুশির আতিশয্যে আমরা হারিয়ে যাব। ধারণা করছিলাম নবিজি ﷺ নামাজে আসবেন; কিন্তু তিনি ইঙ্গিতে নামাজ শেষ করতে বলে কক্ষে প্রবেশ করলেন। ঝুলিয়ে দিলেন পর্দা।'

নামাজ শেষে কয়েকজন সাহাবি কাজে বেরিয়ে যান। আবু বাকর ﷺ মেয়ে

[১১১৫] বুখারি, আযান অধ্যায়, হাদীস নং ৭১২
[১১১৬] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৪০১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়িশার ঘরে ঢুকে বললেন, 'আমি তো দেখছি আল্লাহর রাসূলের ব্যথা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। আমি তাহলে একটু আসি।' আবু বাকরের এক স্ত্রী—বিনতে খারিজা থাকতেন সুনহ নামক এলাকায়। নবিজিকে একটু সুস্থ দেখে তিনি সেই স্ত্রীর কাছে চলে যান।[১১১৭]

২. মহামহিম বন্ধুর সান্নিধ্যে

ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু যন্ত্রণা। এমন সময় উসামা ইবনু যাইদ তাঁর কাছে এলেন। নবিজি নীরব, কথা বলার সামর্থ্যও যেন নেই তাঁর। আল্লাহর রাসূল আসমানের দিকে হাত উঠালেন; কিছুক্ষণ পর আলতোভাবে রাখলেন উসামার গায়ে। তিনি বুঝলেন, নবিজি তার জন্য দুআ করেছেন।

আয়িশা ﵂ আল্লাহর রাসূলকে বুকের সাথে হেলান দিয়ে ধরে রাখেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তিনি। চোখ দুটি সজল। বিরহ যাতনার এই মুহূর্তে মিসওয়াক নিয়ে ঘরে এলেন আবু বাকরের ছেলে আবদুর রাহমান। নবিজি সেদিকে বারবার দেখছেন। আয়িশা বললেন, 'এটা আপনার জন্য নেব?' নবিজি ইঙ্গিতে নিতে বলেন। আয়িশা তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে মিসওয়াকটি নিয়ে চিবিয়ে নরম করে দেন পরম যত্নে। মিসওয়াক করান আল্লাহর রাসূলকে। এসবের মধ্য দিয়েও তিনি বারবার বলছেন, 'আমি মহামহিম বন্ধুর সান্নিধ্য কামনা করছি।'

> পাশেই একটি পানির পাত্র। আল্লাহর রাসূল ﷺ সেটাতে হাত ভিজিয়ে চেহারায় বুলিয়ে বলছেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই..., নিশ্চয় মৃত্যুর রয়েছে নিদারুণ যন্ত্রণা!'[১১১৮]

সামনেই বেদনাদগ্ধ মনে বসে আছেন নবিজির কলিজার টুকরা ফাতিমা ﵂। তিনি কাঁদছেন। বাবার ব্যথাকাতর চেহারা দেখে ভেঙে পড়ছেন তিনি। অন্তর দেওয়ালে একটা ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে। ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে এই ক্ষত—যেন শেষ নেই। বাবার কথা ভেবেই তিনি উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। কম্পিত গলায় বললেন, 'আহা আব্বু, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তোমার!'

> আল্লাহর রাসূল ﷺ ক্ষীণ আওয়াজে বললেন, 'মামণি—আজকের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট থাকবে না।' এ কথা বলে তিনি সামনের দিকে হাত

[১১১৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৯৩
[১১১৮] তিরমিযি, জানাযা অধ্যায়, হাদীস নং ৯৭৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উঠালেন। যেন প্রসারিত করেছেন কাউকে ধরার জন্য। আর প্রার্থনার সুরে বলছেন, 'আমাকে মহামহিম বন্ধুর সান্নিধ্যে নিয়ে চলো। আমাকে মহামহিম বন্ধুর সান্নিধ্যে নিয়ে চলো...। হে আল্লাহ, মৃত্যু যন্ত্রণায় আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে করুণার চাদরে জড়িয়ে নিন। আমাকে মিলিত করে দিন মহামহিম বন্ধুর সাথে।' বলতে বলতে দুনিয়ার জীবন থেকে বিদায় নিয়ে রওনা করেন এক অনন্ত অসীম মহাজীবনের পথে। যে জীবন অফুরান, অনিঃশেষ—পরম বন্ধুর সুরভিত সান্নিধ্যে স্নিগ্ধময়।[১১১৯]

প্রাণহীন দেহের হাতটা ঋজু ভঙ্গিতে নেমে এলো নিচে। ফাতিমা ﷺ বুঝলেন, নিশ্চিত হয়েছে বাবার মহাকালের যাত্রা। তিনি আর পৃথিবীতে নেই। আর ডাকবেন না তাকে কলিজার টুকরা বলে। স্নেহের আবেশে আর বসাবেন না কাছে। দীর্ঘ অভুক্ততায় আর তিনি পাঠাবেন না গোশত ও রুটির টুকরো। তাঁর পদধুলায় আর ধন্য হবে না ঘরের দোর। এক অসীম যন্ত্রণা আচ্ছন্ন করল তার অন্তরটাকে। আর্তনাদের সুরে তিনি বললেন, 'আজ বাবা তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিলেন। বাবার জন্য অপেক্ষা ঘুচবে জান্নাতুল ফিরদাউসের। জীবরীলকে জানিয়ে দেবো তাঁর শোক সংবাদ...।'আল্লাহর রাসূলকে সমাধিত করার পর ফাতিমা ﷺ বললেন, 'তোমরা আল্লাহর রাসূলের ওপর মাটি দিতে পারলে!'[১১২০]

৩. বিদায় বেলায় যেমন অবস্থায় ছিলেন তিনি

বিদায়ের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন আরব উপদ্বীপের শাসক। শক্তিধর রাজাবাদশারা তখন তাঁর ভয়ে ভীত। সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের সবকিছু নিয়ে তাঁর জন্য সর্বত নিবেদিত ছিলেন। অথচ তিনি কোনো দিরহাম-দিনার কিংবা দাসদাসী রেখে যাননি। পার্থিব ঐশ্বর্যের কিছুই ছিল না তাঁর ঘরে। ছিল শুধু একটা সাদা গাধি, অস্ত্র ও সাদাকাহ হিসেবে নির্ধারিত এক খণ্ড ভূমি। মৃত্যুর সময় তাঁর বর্মটি এক ইয়াহুদির কাছে কয়েক কেজি যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।[১১২১]

দিনটি ছিল ১১ হিজরির রবীউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার। আকাশে সূর্যটা খানিক হেলে পড়েছিল।[১১২২] আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিতে

[১১১৯] বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস: ৪৪৪০
[১১২০] প্রাগুক্ত, হাদীস: ৪৪৬২
[১১২১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৪০৩
[১১২২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪/২২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬৩ বছর সময় পেয়েছিলেন তিনি পৃথিবীতে। মুসলিমদের জন্য দিনটি সবচেয়ে শোকাবহ, ব্যথাতুর, অসীম বেদনার। মানবজীবনের জন্য বিষাদময়। যেমন তাঁর জন্মের দিনটি ছিল সবচেয়ে সৌভাগ্যের। [১১২৩]

আনাস ﷺ বলতেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ যেদিন মাদীনায় আসেন, আমার মনে পড়ে, সেদিন সবকিছুই এক অপার্থিব আলোয় আলোকিত হয়েছিল। আর বিদায়ের পর নেমে এসেছিল গহিন অন্ধকার। নবি-বিয়োগের পর উম্মু আইমান কাঁদছিলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমি তো জানতাম নবিজি একদিন চলে যাবেন, কিন্তু আমি কাঁদছি ওয়াহি অবতরণ বন্ধ হয়ে গেল বলে।'

৪. রাসূল ﷺ-এর ওফাত পরবর্তী পরিস্থিতি এবং আবু বাকরের দৃঢ়তা

ইবনু রজাব বলেন, আল্লাহর রাসূলের তিরোধানে মুসলিমরা অস্থির হয়ে পড়েন। শোকের ছায়া নেমে আসে সবার মাঝে। ব্যথাকাতরতা সবাইকে হতবুদ্ধি করে দেয়,করে ফেলে দিশেহারা। অনেকে যেন শক্তি শূন্য হয়ে বসে পড়েছে, হারিয়ে ফেলেছে দাঁড়াবার সামর্থ্য। অনেকে বাকহীনের মতো হয়ে গেছে, বন্ধ করে দিয়েছে আলাপন। কেউ কেউ বিরহ বিচ্ছেদ সইতে না পেরে তাঁর মৃত্যুকেই অস্বীকার করে বসে।[১১২৪]

আপতিত এই বিপদ ও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্পষ্ট করে কুরতুবি বলেন, 'দীনের মাঝে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বক্তব্য, 'তোমাদের কেউ বিপদে আক্রান্ত হলে সে যেন আমার বিপদের কথা স্মরণ করে, কেননা এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ।'[১১২৫] আল্লাহর রাসূল সত্য বলেছেন। কিয়ামাত পর্যন্ত আগত মুসলিম জাতির জন্য তাঁর প্রয়াণের মতো বড় বিপদ আর নেই। তাঁর ওফাতের মধ্য দিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে ওয়াহির দরজা, সমাপ্তি ঘটেছে নবুওয়াতের; আর প্রথম বড় সংকট দেখা দেয়, আরবরা দলে দলে মুরতাদ হয়ে গেছে।'[১১২৬]

'উমার ﷺ নবি-বিয়োগের এই ঘটনা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। তিনি বলছিলেন, আল্লার রাসূলের মৃত্যু হয়নি। তিনি তাঁর রবের কাছে গেছেন, যেমন

[১১২৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৪০৪
[১১২৪] লাতাইফুল মাআরিফ, পৃ. ১১৪
[১১২৫] আস-সিলসিলাতুস সাহীহাহ, আল-বানি, হাদীস নং ১১০৬
[১১২৬] তাফসীরে কুরতুবি, ২/১৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মূসা ﷺ চল্লিশ দিনের জন্য জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এরপর আবার ফিরে এসেছেন। রাসূলুল্লাহও আবার ফিরে আসবেন, যেমন ফিরে এসেছিলেন মূসা। খবরদার, যে বলবে রাসূলের মৃত্যু হয়েছে, তার হাত-পা কেটে ফেলব।[১১২৭]

এ সময় আবু বাকর সিদ্দীক رضي الله عنه সুনহ নামক স্থানের বাড়িতে ছিলেন। নাবি প্রয়াণের শোক সংবাদ শুনে ছুটে আসেন মাদীনায়। পুরো শহরজুড়ে ছেয়ে আছে থমথমে নীরবতা। যেন মৃতদের নগরী। কারও মুখে কথা নেই। যেন মহাকালের নিস্তব্ধতা গ্রাস করেছে মাদীনাবাসীকে। সিদ্দীক رضي الله عنه মাসজিদে নববিতে ঢুকলেন। মুহাজির ও আনসার সাহাবিরা মূক হয়ে বসে আছেন। সবার চোখে ছলছল করছে ব্যথার তপ্ত অশ্রু। কারও সাথে তিনি কথা বললেন না। বলবেন কীভাবে! সবার চেহারা যে ঢেকে আছে বিষণ্ণতার কালো ছায়ায়!

তিনি আয়িশা সিদ্দীকার ঘরে ঢুকলেন। আল্লাহর রাসূলের দেহ মুবারাক চাদরাবৃত। বুকটা চিনচিন করে ওঠে অচেনা যাতনায়। বেদনার বরফ জমে ওঠে বুকে। বিষাদের অনলে দগ্ধ হয় হৃদয়। চাপা কষ্টের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অন্তর থেকে। সে নিঃশ্বাসে কলিজাপোড়া গন্ধ। মৃদু লয়ে নবিজির কাছে এসে ঝুঁকলেন। কাঁপা হাতে চাদর সরিয়ে চেহারা অবমুক্ত করলেন। ললাটে চুমু এঁকে দিলেন প্রেমময় ঠোঁটে।

কান্নার জোয়ার উছলে উঠল তার চোখের নদীতে। কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে টুপটুপ করে। যেন গোলাপের পাপড়ি থেকে শিশিরবিন্দু ঝরছে। আবু বাকর আজ অঝোর ধারায় কাঁদছেন। চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে বুক; কিন্তু না, এ কান্নায় হালকা হচ্ছে না মন, গলছে না জমে থাকা যন্ত্রণার বরফ। তবে অদৃশ্য কিছুর ছোঁয়া পেলেন বুকে। মুঠো মুঠো সাহসে পূর্ণ হচ্ছে অন্তর। কপোল থেকে অশ্রু মুছলেন। কান্নাজড়িত আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, আপনার জন্য আমার মা-বাবা কুরবান হোক। আল্লাহর কসম, মহান আল্লাহ আপনার জন্য দুবার মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ করেননি। যে মৃত্যু আসার ছিল, তা এসে গেছে।[১১২৮]

আবু বাকর সিদ্দীক رضي الله عنه বের হলেন। বাইরে 'উমার رضي الله عنه কথা বলছেন। তার উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যে ক্রোধ ঝরছে। আবু বাকর বললেন, 'উমার, বসে পড়ো।

[১১২৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/৫৯৪; আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃষ্ঠা ৩৮

[১১২৮] বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস নং ৪৪৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমার পর তিনি বললেন, যারা মুহাম্মাদের উপাসনা করত তারা জেনে নাও, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সা. আর দুনিয়াতে নেই। মৃত্যুর পেয়ালায় চুমুক দিয়েছেন তিনি। আর যারা এক আল্লাহর ইবাদাত করত তারা জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।' তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো এই আয়াত—

> 'আর মুহাম্মাদ শুধুই একজন রাসূল, তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তাঁকে যদি মৃত্যু স্পর্শ করে, অথবা তিনি নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? নিশ্চয় যে পিঠ দেখিয়ে ভাগবে, সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না; এবং আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দাদের যথার্থ প্রতিদান দেবেন।'(সূরা আলে ইমরান:১৪৪)

> 'উমার ﵁ বলেন, 'আবু বাকরের মুখে এই আয়াত শোনার পর আমি যেন তিরে বিদ্ধ হলাম, পা স্থির রাখতে পারছিলাম না। পড়ে যাচ্ছিলাম মাটিতে। তার তিলাওয়াতের পর বিশ্বাস হলো, নবিজি আসলেই আর নেই।'[১১২৯]

কুরতুবি ﵀ বলেন, 'এই আয়াত উপস্থাপন সিদ্দীক ﵁-এর অসীম সাহসিকতার পরিচয় বহন করছে। মজবুত সাহসিকতায় পূর্ণ সুসংহত হৃদয়ই কেবল বড়কোনো বিপদের সময় স্থির-অবিচল থাকতে পারে। আর মুসলিম জীবনে আল্লাহর রাসূলের ওফাতের চেয়ে বড় কোনো বিপদ হতেই পারে না। এমনই বিপদঘন মুহূর্তে প্রকাশ পেয়েছে তার সাহসিকতা ও ইলমের প্রখরতা। 'উমারের মতো মানুষ যখন বলছিলেন, নবিজির মৃত্যু হয়নি, উসমান ভেঙে পড়েছেন, চুপসে গিয়েছিলেন 'আলি ﵁। এমন সময় সুনহ থেকে এসে আবু বাকর সিদ্দীক ﵁-ই সবার সামনে প্রকৃত বিষয়টা পরিষ্কার করেন ।[১১৩০]

আল্লাহ তাআলা আবু বাকর সিদ্দীক ﵁-কে অশেষ অনুকম্পায় আবৃত করে নিন। উম্মাহর ওপর আসা বহু বিপদ তার হাতে প্রতিহত হয়েছে, ফিতনার দ্বার তিনি রুদ্ধ করেছেন, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান করেছেন উদ্ভূত বহু সমস্যা। অথচ এগুলো 'উমারের মতো মানুষের কাছেও সুপ্ত ছিল। কাজেই এই আবু বাকর সিদ্দীক ﵁-এর অধিকার সম্পর্কে জানুন। সম্মান করুন যথার্থ অর্থে। আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসার এই মানুষটিকে ভালোবাসুন। তাঁর প্রতি

[১১২৯] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪৫৪

[১১৩০] তাফসীরে কুরতুবি, ৪/২২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসাও ঈমানের অংশ, আর শত্রুতা পোষণ মুনাফিকি কাজ।[১১৩১]

৫. আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ-এর হাতে খিলাফাতের বাইআত

বনু সাঈদার প্রাঙ্গনে মুসলিমরা আবু বাকরের হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এখানে শয়তান বিভেদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করতে পারেনি, ফাটল ধরাতে পারেনি ঐক্যে। প্রবৃত্তি প্ররোচিত করতে পারেনি তাদের অন্তরগুলোকে। ফলে দেখা গেছে, আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পরও মুসলিমরা ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত ছিলেন। খিলাফাহ পরিচালনার জন্য মনোনীত হয়েছে একজন আমীর।[১১৩২] আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ-এর হাতে বাইআতের ব্যাপারে তার জীবনীতে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

৬. আল্লাহর রাসূলের গোসল, কাফন ও সালাত

আয়িশা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের গোসলের সময় হলে সাহাবিরা আলোচনা করছিলেন, 'বুঝতে পারছি না, কী করব? আমাদের মৃতদের মতো তাঁর কাপড় আলাদা করব, নাকি কাপড়-সহই গোসল দেবো? সবাই ছিলেন দ্বিধান্বিত। সমাধানে আল্লাহ তাদের চোখে ঘুম ঢেলে দিলেন। প্রত্যেকেই ঘুমে এমন বিভোর হয়েছিলেন যে, থুতনি বুকের সাথে লাগছিল। এমন সময় ঘরের প্রান্ত থেকে একজনের আওয়াজ এলো। কেউ বুঝতে পারেনি তিনি কে ছিলেন? তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে কাপড়-সহই গোসল করাও।'

এবারে সাহাবিরা নবিজিকে এভাবেই গোসল করান। জামার ওপর দিয়েই পানি ঢেলেছেন। হালকা করে মলেছেন জামা দিয়েই। আয়িশা ﷺ বলেন, 'আমি পরে যা অনুধাবন করেছি, প্রথমেই তা বুঝতে পারলে নবিজিকে শুধু স্ত্রীরাই গোসল দিত।[১১৩৩]

ইয়েমেনি তিনটি কাপড় দিয়ে নবিজিকে কাফন পরানো হয়। এখানে কোনো জামা ও পাগড়ি ছিল না।[১১৩৪] সকল মুসলিম তাঁর জানাযার সালাত পড়েছেন। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পর পুরুষরা ঢুকে ইমাম

[১১৩১] মারযুন নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, পৃ. ২৪
[১১৩২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ৪০৬
[১১৩৩] মুসতাদরাক লিল-হাকিম, ৩/৫৯, ৬০, সহীহ
[১১৩৪] মুখতাসার সীরাতুর রাসূল, পৃ. ৩৭; তাহযীবুল আসমা, নদভি, পৃ. ২৩; মুসলিম ২/৬৫০, জানাযা অধ্যায়, হাদীস নং ৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যতীত একাকী নামাজ পড়েছেন। পুরুষদের পর নারীরা। নারীদের নামাজ শেষে শিশুরা জানাযা পড়েছে। সবশেষে দাস শ্রেণির লোকেরা প্রবেশ করে একাকী নামাজ পড়েছে। কেউ ইমাম হয়নি।'[১১৩৫]

ইবনু কাসীর ﷺ বলেন, 'এটাই হয়েছে। সাহাবিরা নবিজির জানাযার নামাজ পড়েছে একা একা। কেউ ইমাম হয়নি। এ ঐকমত্যের কাজে কেউ দ্বিমত করেনি।'[১১৩৬]

৭. আল্লাহর রাসূলের দাফন নিয়ে কিছু মতভিন্নতা।

কেউ বলছিলেন মিম্বারের কাছে দাফন করা হবে, কেউ বলছিলেন জান্নাতুল বাকিতে। একজন বললেন, তাঁর নামাজের জায়গায়।[১১৩৭] এরপর আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ এসে সমাধান দেন—যা শুনেছিলেন আল্লাহর রাসূলের কাছে।

> আয়িশা ও ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পর গোসল হয়ে গেলে দাফনের স্থান নির্ণয়ে সাহাবিরা মতভেদ করেন। এ সময় আবু বাকর বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে শোনা কথা আমি ভুলে যাইনি। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ যেকোনো নবিকে উঠিয়ে নেওয়ার পর আবশ্যক হলো সেই স্থানেই দাফন করা।' কাজেই নবিজিকে ঘরের বিছানার কাছে সমাহিত করো।'[১১৩৮] এই হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও নবিজিকে তাঁর ওফাতের স্থানেই দাফন করা ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিষয়।[১১৩৯]

ইবনু কাসীর ﷺ বলেন, 'সূত্র পরম্পরায় আমরা এ কথাই জেনে আসছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে আয়িশার ঘরেই দাফন করা হয়েছে। মাসজিদের পূর্ব দিকে হুজরার কাছে। পরবর্তী সময়ে সেখানে আরও দাফন করা হয়েছে আবু বাকর ও উমারকে।'[১১৪০]

আল্লাহর রাসূলের কবর ছিল লাহাদ। উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য হলো,

[১১৩৫] দালাইলুন নাবুওয়্যাহ, ৭/২৫০; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৬২৮
[১১৩৬] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/২৩২
[১১৩৭] আল-মুআত্তা, হাদীস নং ৫৪৫; ইবনু সাদ, ২/২৯৩
[১১৩৮] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৭২৭
[১১৩৯] মারযুন নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, পৃ. ১৬০
[১১৪০] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/২৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'লাহাদ ও সিন্দুকি কবর, উভয়টিই জায়েয। তবে মাটি যদি শক্ত হয়, ভেঙে না পড়ে, তখন লাহাদ কবরই উত্তম। আর ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকলে সিন্দুকি কবর হবে।'[১১৪১]

আলবানি ﷺ বলেছেন, 'লাহাদ, সিন্দুকি উভয়টিই জায়েয। কারণ, উভয় আমলই আল্লাহর রাসূলের যুগ থেকে চলে আসছে। তবে প্রথমটি উত্তম।[১১৪২] কেননা, আল্লাহ তাঁর নবির জন্য অবশ্যই উত্তমটিই চয়ন করেন।'[১১৪৩]

কবর সামান্য উঁচু করা হয়েছিল।[১১৪৪] জুমহুর উলামা বলেছেন, মুস্তাহাব হলো কবর সামান্য উঁচু রাখা।[১১৪৫] এই মাসআলায় দীর্ঘ মতানৈক্যের কথা আছে। এখানে সংগত কারণে সেদিকটা উল্লেখ করছি না। ইবনুল কাইয়িম ﷺ উভয় মতকে কাছাকাছি এনেছেন এভাবে, 'সাহাবিদের কারও কবর একেবারে উঁচু ছিল না, আবার সমতলও না। নবিজির কবরও এমনই ছিল এবং তাঁর সাথিদ্বয়ের কবরও।[১১৪৬] আল্লাহর রাসূলের কবর ছিল সমতল ভূমি থেকে সামান্য উঁচু।[১১৪৭]

ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহর রাসূলের কবরে নামবার সৌভাগ্য হয়েছিল 'আলি ইবনু আবি তালিব, ফজল ইবনু আব্বাস, কুসাম ইবনু আব্বাস এবং আল্লাহর রাসূলের মাওলা শাকরানের।[১১৪৮] ইমাম নববি[১১৪৯] ও মাকদিসি[১১৫০] আব্বাস ﷺ-এর কথাও উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নববি ﷺ বলেছেন, 'বর্ণিত আছে, বিবৃত সাহাবিদের সাথে উসামা ইবনু যাইদ ও আউস ইবনু খাওলাও ছিলেন।[১১৫১] লাহাদ কবরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। কবরের ওপর দেওয়া হয়েছিল নয়টি ইট। এরপর মাটি ঢেলে দেওয়া হয়।[১১৫২]

[১১৪১] আল-মাজমু, নববি, ৫/২৮৭
[১১৪২] আহকামুল জানাইয, পৃ. ১৪৪
[১১৪৩] মারযুন নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, পৃ. ১৬০
[১১৪৪] বুখারি, জানাযা অধ্যায়, হাদীস নং ১৩৯০
[১১৪৫] মারযুন নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, পৃ. ১৬৪
[১১৪৬] যাদুল মাআদ, ১/৫২৪
[১১৪৭] তাহযীবুস সুনান, ইবনুল কাইয়িম, ৪/৩৩৮
[১১৪৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ৪/৩২১
[১১৪৯] তাহযীবুল আসমা, পৃ. ২৩
[১১৫০] মুখতাসার সীরাহ, পৃ. ৩৫
[১১৫১] মারযুন নাবি ওয়া ওয়াফাতুহু, পৃ. ১৭৩
[১১৫২] তাহযীবুল আসমা, নববি, পৃ. ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে নবিজিকে দাফন করা হয়েছে বুধবার রাতে। আর জমহুর উলামাগণ বলেছেন, 'নবিজির ওফাত হয়েছে সোমবার দিনে এবং দাফন করা হয়েছে বুধবার রাতে।'[১১৫৩]

আল্লাহর রাসুলের বিদায়ে রোদ্দুর দিবসেই যেন নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার। অসীম বিষণ্ণ-মর্মদগ্ধতা আচ্ছন্ন করেছিল সাহাবায়ে কেরামের অন্তরগুলোকে। জীবনে যেন অনিবার্য হয়েছিল এক মহাবিপর্যয়। মাদীনার চারপাশজুড়ে দিনটাতে শুধুই হাহাকার পড়েছে। বিরহ পীড়নে দগ্ধ অন্তর থেকে উৎসারিত হচ্ছিল বিচ্ছেদ বেদনার মর্মস্পর্শী কবিতা। নবিজীবনের মতোই চিরায়ত হয়ে আছে কবিতাগুলোও।

[১১৫৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/২৩৭; সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৭২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমাপ্তি

মহান আল্লাহর শুকরিয়া, সুবিন্যাসে এবং তথ্য তত্ত্বে সমৃদ্ধ করে আপন অনুগ্রহে এই কিতাবটি সম্পন্ন করার কাজটি তিনিই সহজ করে দিয়েছেন। আমার আয়োজনে যত সব ভুল-বিচ্যুতির সংযুক্তি ঘটেছে, সেজন্য আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট সোপর্দ হই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার সমস্ত ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি আশাবাদি, ভুলত্রুটিগুলো আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং উত্তম প্রতিদানে আমাকে বরিত করবেন।

আমি বিনয়-বাক্যে আল্লাহর কাছে কামনা করি, এই কিতাবটি তিনি মুসলিম ভাইদের জন্য ফায়দামান্দ করুন। পাঠকদের দুআয় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ইনশাআল্লাহ, ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের দুআ আল্লাহ কবুল করবেন। এ পর্যায়ে আমি আল্লাহর কথা দিয়ে এই কিতাব সমাপ্ত করছি—

'হে আমাদের রব, আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদের ক্ষমা করুন। মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।' (সূরা হাশর: ৫৯)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com